

مشکوٰۃ مسٹر

# میشکاتُل ماساَبیہ

ہادیس سِنگلن ایتھاںےر شرط عپھار

## میشکات شریف

۲

آذکارما وکلیٰ ڈنیں آر ب آب دلکارا  
مُحَمَّد اے بنے آب دلکارا  
آل-ختنیں آل-عمرانی آت تا بری



شکرہ میض

# میشکات اول ماساہیہ

ہدیہ س سکلن ایتھاسیہ کے شرطیہ

میشکات شریف

۲

مُل : آنٹاریا میڈیا اینڈ پرینٹنگز  
مُحَمَّد یوسف نے آباد ہٹلہ  
آں - ختنیہ آں - ٹھاری آت - تا بھری ہی را

انوکھا : ماؤنٹین ای. بی. ایم. ای. خالدیک مسجدیہ  
ایم. ایم (کارٹ ٹریک) ; ایم. ای (رائٹری ہائیلے)

آخوندی  
ٹکڑا

প্রকাশনায়  
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত  
আধুনিক প্রকাশনী  
২৫ শিরিশদাস লেন  
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৮৮২  
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪০৮

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| ২য় প্রকাশ (আধু. ১ম প্রকাশ) |      |
| জমানিউস সানি                | ১৪৩০ |
| জ্যেষ্ঠ                     | ১৪১৬ |
| জুন                         | ২০০৯ |

বিনিময় : ৪০০.০০ টাকা

মুদ্রণে  
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনসিটিউট পরিচালিত  
আধুনিক প্রেস  
২৫ শিরিশদাস লেন  
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

MISHKATUL MASABIH 2nd Volume. Translated by Mawlana  
A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani,  
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.  
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 400.00 Only.

## আরজি

“মিশকাতুল মাসাৰীহ” সংকলনটি প্রিয়নবী, শেষনবী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নবী মুহাম্মদুৰ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেৰ মুখ নিঃসৃত অমৰ বাণী হাদীসেৱ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সংকলন। এ সংকলনে ‘সিহাহ সিভাহ’ তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজা ও জামে তিৰমিয়ীসহ অন্যান্য নিৰ্ভৱযোগ্য হাদীস গ্ৰন্থেৱ প্রায় সব হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সংকলন গ্ৰন্থটি মূলত ইমাম মহিউস সুন্নাহ হ্যৱত আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসুউদুল কাৱা বাগাবীৰ ‘মাসাৰীহস সুন্নাহ’ গ্ৰন্থেৰ বৰ্দ্ধিত কলেবৰ। এতে রয়েছে ছয় হাজাৰ হাদীস। আৱ মাসাৰীহস সুন্নায় আছে চার হাজাৰ চার শত চৌক্রিশটি হাদীস।

মোটকথা, ‘মিশকাতুল মাসাৰীহ’ তথা মিশকাত শৱীফ হাদীসেৱ একটি নিৰ্ভৱযোগ্য বিৱাট সংকলন। শোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুভাবে সমাদৃত। মুসলিম জাহানেৱ সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘মিশকাতুল মাসাৰীহ’ পাঠ্যভূক্ত।

আল্লাহৰ হাজাৰ শোকৱ। তিনি আমাকে তাঁৰ দীন প্ৰতিষ্ঠাৱ সংগ্ৰামেৱ সাথে সম্পৃক্ত কৱেছেন। এ সংগ্ৰামেৱ সাথে সম্পৃক্ত না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেতাবে বুঝেছি, শুধু মাদৱাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন কৱে তা বুবতে পাৱিনি। তবে মাদৱাসায় পাঠ্য পৱ্ৰবৰ্তী পৰ্যায়ে আমাৱ দীন ইসলামকে বুঝাৱ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। আৱ এ বুবতে পাৱাৰ মধ্য দিয়ে কুৱআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চৰ্চা কৱাৰ কতো যে প্ৰয়োজন এদেশে, তাৱ উপলক্ষি কৱেছি। এ প্ৰয়োজনকে সামনে ১৯৭১ সনেৱ দৃঃসহ কাৱাজীবনে প্ৰথম অনুবাদেৱ কাজে হাত দেই প্ৰসিদ্ধ হাদীস সংকলন “ৱাহে আমল”-এৱ মাধ্যমে। এৱপৰ আমাৱ রচিত “শিকল পৱা দিনগুলো” সহ তিনটি মৌলিক গ্ৰন্থ ও হ্যৱত আবু বকৱ সহ ১০/১২টি গ্ৰন্থ অনুবাদ কৱি।

এ অমূল্য গ্ৰন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতৰ্কতা অবলম্বন কৱেছি। মানবীয় দুৰ্বলতা ও সীমাবদ্ধতাৰ কাৱণে এৱপৱও ক্ৰতি-বিচুতি থেকে যেতে পাৱে। সহস্ৰ পাঠক এসব ক্ৰতি নিৰ্দেশ কৱলে সংশোধনেৱ প্ৰতিশ্ৰূতি রইলো। মুসলিম মিলাত এৱ থেকে উপকৃত হলেই আমাদেৱ সকলেৱ শ্ৰম সাৰ্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

—অনুবাদক

## প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া জ্ঞান করছি। ‘মুরাদ পাবলিকেশন’ ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ তথা ‘মিশকাত শরীফ’ বাংলা অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান অবস্থায় গোটা বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেভাবে ধর্মহিনতা ও ধর্মদ্রোহী কার্যকলাফের সয়লাব, প্রচার, প্রপাগাণ্ডা বেড়েই চলছে, তার বিপরীতে আল্লাহর কৃতক মর্দে মুজাহিদ বাদ্দাহ তা প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর দৈনের স্বরূপ তুলে ধরে কুরআন ও হাদীসের চর্চা, অনুবাদের মাধ্যমেও অনেকখানি বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে অনেক প্রসারিত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা এসব মুসলিমের চিরস্মরণীয় খিদমত কবুল করুন। তাদেরকে আরো বেশী বেশী খেদমত করার তাওফিক দান করুন।

আমাদের প্রকাশিত ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ তথা মিশকাত শরীফ সংকলনটির বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন এ দেশের একজন প্রখ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, প্রস্তুকার, গবেষক, অনুবাদক জনাব মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। বাংলা ভাষায় সহজ ও সাবলীল অনুবাদ, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়ার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

প্রকাশক  
সাজ্জাদ মুরাদ

## আপডেটকৃত সংস্করণ সম্পর্কে (About This Updated Edition)

এই নতুন v2 সংস্করণে আপনার পাঠ অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও গতিশীল করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার (সহজ নেভিগেশন) যুক্ত করা হয়েছে।

### ১. ক্লিকযোগ্য সূচীপত্র (Clickable Table of Contents):

- বইটির সূচীপত্র {Table of Contents}  অংশে এখন  ক্লিকযোগ্য হাইপারলিংক যুক্ত করা হয়েছে।
- পাঠকরা সূচীপত্রের যেকোনো অধ্যায় বা বিষয়ের নামের উপর ক্লিক করলেই সরাসরি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় চলে যেতে পারবেন।

### ২. দ্রুত নেভিগেশন (Quick Navigation):

- প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরের বাম কোণে একটি “Index 

এর ফলে বইটি পড়া ও প্রয়োজনীয় বিষয় খুঁজে পাওয়া এখন আরও সহজ ও দ্রুত হয়েছে। আমরা আশা করি এই আপডেট আপনার পাঠ অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।



এই সংস্করণটির বিন্যাস ও হাইপারলিংক সংযোজন করেছেন -

[icsbook.info](http://icsbook.info)

## সূচীপত্র

- কিতাবুস সালাত ৯  
নামাযের ফর্মীলত ৯  
১- নামাযের সময় ১৯  
২- প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া ২৫  
৩- নামাযের ফর্মীলত ৪৫  
৪- আযান ৫২  
৫- আযান ও আযানের জবাব দানের মর্যাদা ৬৪  
৬- বিলগ্রে আযান ৭৯  
৭- মসজিদ ও নামাযের স্থান ৮৫  
৮- সতর ১২২  
৯- নামাযে সুতরা ১৩১  
১০- নামাযের নিয়ম-কানুন ১৪০  
১১- তাকবীর তাহ্রীমার পর যা পড়তে হয় ১৫৭  
১২- নামাযে কেরায়াতের বর্ণনা ১৬৫  
১৩- ঝুঁক্তি ১৮৯  
১৪- সিজদা ও তার মর্যাদা ১৯৯  
১৫- তাশাহহুদ ২০৭  
১৬- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুর্লদ পাঠ ও তার মর্যাদা ২২৪  
১৭- তাশাহহুদের মধ্যে দোয়া ২২৫  
১৮- নামাযের পর জিকির আজ্ঞকার ২৩৪  
১৯- নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয় নয় ও যেসব কাজ জায়েয় ২৪৬  
২০- সাহ সিজদা ২৬২  
২১- তিলাওয়াতের সিজদা ২৬৮  
২২- নামায নিষিদ্ধ সময়ের বর্ণনা ২৭৫  
২৩- জামায়াত ও তার ফর্মীলত ২৮৩  
২৪- নামাযের কাতার সোজা করা ২৯৭  
২৫- ইমাম ও মোকাদীর দাঁড়াবার স্থান ৩০৫  
২৬- ইমামের বর্ণনা ৩১১  
২৭- ইমামের কর্তব্য ৩১৭  
২৮- মুকাদীর কাজ ও মসবুকের করণীয় ৩২০

- ২৯.- দুইবার নামায পড়া ৩২৮  
 ৩০- সুন্নাত ও এর মর্যাদা ৩৩৪  
 ৩১- রাতের নামায ৩৪৭  
 ৩২- রাতের নামাযে যা পড়তেন ৩৫৯  
 ৩৩- রাতের কিয়ামের (নৈশ ইবাদাতে) উৎসাহ প্রদান ৩৬৪  
 ৩৪- আমলে ভারসাম্য বজায় রাখা ৩৭২  
 ৩৫- বেতেরের নামায ৩৭৭  
 ৩৬- দোয়া কুনুত ৩৯০  
 ৩৭- রমযান মাসের কিয়াম (তারাবীহ নামায) ৩৯৩  
 ৩৮- ইশরাক ও চাশ্তের নামায ৪০২  
 ৩৯- নফল নামায ৪০৭  
 ৪০- সালাতুত তাসবীহ ৪১১  
 ৪১- সফরের নামায ৪১৩  
 ৪২- জুম'আর নামায ৪২১  
 ৪৩- জুমআর নামায ফরয ৪৩০  
 ৪৪- পিবিত্রতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া ৪৩৩  
 ৪৫- খৃত্বা ও নামায ৪৪১  
 ৪৬- ভয়কালীন নামায ৪৪৮  
 ৪৭- দুই ঈদের নামায ৪৫৩  
 ৪৮- কুরবানী ৪৬৫  
 ৪৯- রজব মাসের কুরবানী ৪৭৪  
 ৫০- সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায ৪৭৫  
 ৫১- সিজদায়ে শোকর ৪৮৩  
 ৫২- বৃষ্টির জন্য নামায ৪৮৫  
 ৫৩- বড়-তুফানের সময় ৪৯১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كتاب الصلة

(নামায)

### باب فضائل الصلة

নামাযের কৰ্মসূত

٥١٨ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلوٰتُ  
الغَنِيٰسُ وَالجَمِيعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ لِمَا يَتَّهِنُ  
إِذَا اجْتَنَّتِ الْكَبَائِرُ . رواه مسلم

৫১৮। হয়রত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাম বলেছেন : পাঁচ বেলা নামায, এক জুমআ হতে অপর জুমআ পর্যন্ত এবং এক রামাদান হতে অপর রামাদান পর্যন্ত, সব ত্বাহর কাফকারা, যদি কৰীরা ত্বাহসমূহ পরিহার করা হয় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের ঘর্ষ হলো, কোন ব্যক্তি সুন্দর করে খুজু খুতুর সাথে নামায পড়লে, জুমআর নামায ও রামাদান মাসের রোমা সঠিকভাবে আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা এই সময়ের মধ্যকার সকল ছোট ছেট ত্বাহ মাফ করে দেন। জর্দান এইসব ইবাদাতে ত্বাহ সগিরা মাফ হয়ে যায়। তবে কৰিগা ক্র্রাহ ক্রমের জন্য ত্বাহ শর্ত। বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে ক্রমাচাইলে আল্লাহ তা'আলা ক্রমে দেখ।

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَبِّيْعٍ لَوْلَا نَهَرًا  
طَرِكُمْ يَقْتَسِلُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَتَّقَى مِنْ دَرَنَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا  
الَّهُ دَرَنَهُ شَيْءٌ؛ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصلوٰتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ  
جُنَاحٌ عَلَيْهِ .

৫۱۹। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ীর দরজায় যদি একটি নদী থাকে, আর সেই নদীতে যদি কেউ দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার গায়ে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবাগণ উন্নতে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন, এই দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ বেলা নামাযের। এই পাঁচ বেলা নামাযে নামাযীর শুনাহখাতা সব আল্লাহ মাফ করে দেন (বুখারী ও মুসলিম)।

৫۲۰. وَعَنْ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَنْ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ أَمْرِهِ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَمِ الصَّلَاةَ طَرَقَى النَّهَارِ وَزَلَفًا مِنَ الظَّلَلِ أَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِنُ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرُّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى هَذَا قَالَ لِجَمِيعِ أَمْتَنِي كُلَّهُمْ وَفِي رِوَايَةِ لِيْمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أَمْتَنِي متفق عليه.

৫২০। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বাড়ি এক মহিলাকে চুমু খেয়েছিলো। এরপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ঘটনা বললো। এসময়ে আল্লাহ ওহী নাযিল করেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَقَى النَّهَارِ وَزَلَفًا مِنَ الظَّلَلِ أَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِنُ السَّيِّئَاتِ

“দিনের দুই অংশে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিচয় নেক কাজ বদ কাজকে দূর করে দেয়” (সূরা হৃদ : ১১৪) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মহিলাকে চুমুকরী লাভন্তি বদনে তার অন্যায়ের ব্যবহারকে জানালে ইজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ওহীর ভাষায়। যদি কাজ বা বদ আমল হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক কাজ করবে। আর ইবাদতের যথে নামাযই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নেক কাজ। দিনের প্রথম অংশে ফজরের নামায। প্রতীয় অংশে জুহর ও আসরের নামায। রাতের প্রথম প্রহরে মাগরিব ও ইশার নামায। এইসব নেক কাজ এর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত সকল ঘন্টা শিটিয়ে দেয়।

৫۲۱. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَحْبَبْتُ حَدَّاً فَأَقِمْتُ عَلَيْهِ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَامَ الرَّجُلُ

بِيْ رَسُوْلِ اللَّهِ أَنِّي أَصْبَتُ حَدًّا فَأَقْمَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا قَدْ صَلَّيْتَ مَعِنَّا قَالَ نَعَمْ قَالَ ثَانِ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَّكَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

৫২১। হযরত আনসাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের দরবারে এসে আরাধ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হন্দযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। আমার উপর হন্দ প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অপরাধ কি এ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং নামাযের সময় হলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। লোকটি ও হজুরের সাথে নামায পড়লো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শোষ করার পর সেই লোকটি দাঁড়ালো। আবার আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হন্দযোগ্য অপরাধ করেছি। আমার উপর আল্লাহর কিভাবের নির্দিষ্ট হন্দ জারী করুন। উত্তরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেননি। লোকটি বললো, হা, করেছি। হজুর বললেন, আল্লাহ (এই নামাযের দ্বারা) তোমার গুনাহ বা হন্দ মাফ করে দিয়েছেন (বুঝারী ও যুসলিম)।

ব্যক্তিয়া : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বর্ণিত শাস্তি দুই প্রকার। একটি হলো ‘কিসাস’। দ্রোক্তব্য অভিযোগ পরিবর্তে হত্যা। চোখ নষ্ট করার পরিবর্তে চোখ নষ্ট করা, নাক ও কান কাটার পরিবর্তে নাক ও কান কাটা। দ্বিতীয়টি হলো হন্দ। কেমন জিনা ও ব্যক্তিগত শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। চুরি করলে হাত কাটা। যদি আবার ও যেনার মিথ্যা অভিযোগ আনার অপরাধে বেআঘাত করা ইত্যাদি। ওই লোকটির কি অপরাধ ছিলো হজুর তাকে জিজ্ঞেস করেন নি। সম্ভবত তিনি ওহীর মাধ্যমে জেনে গিয়েছিলেন তার অপরাধ কি ছিলো। সে অপরাধ ‘হন্দ’ কায়েমযোগ্য ছিলো না বলেই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি কি আমার সাথে নামায পড়োনি? এই নামাযই অপরাধ মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

৫২২. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْأَعْيَالِ أَحَبُّ إِلَيْهِ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ لِرَفِيقِهَا قَلْتُ أَيْ ثُمَّ أَيْ قَالَ بِرُّ الْوَالَدِينِ قَلْتُ أَيْ ثُمَّ أَيْ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنْ وَلَوْ اسْتَرْدَدْتُهُ لَزَادَنِي مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

৫২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সঠিক সময়ে

নামায পঢ়া। আমি বললাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেন, মা-বাবার সাথে উভয় ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেন, আলাইহু পুথে জিহাদ করা। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হজুর আমাকে এসব উভয় দিলেন। যদি আমি আরো জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমাকে আরো কথা বলতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** আলাইহু কাছে কোন কাজ অধিক উভয়, এই প্রশ্নের জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ইবনে মাসউদকে বললেন তিনটি কাজের কথা : (১) সঠিক সময় নামায পঢ়া, (২) মা-বাপের সাথে উভয় ব্যবহার করা এবং (৩) জিহাদ করা। আবার অন্য সময়ে বলেছেন, কাউকে ধান্য দান করা ও সালাম দেয়া উভয় কাজ। বিভিন্ন হাদীসে এইভাবে বিভিন্ন কাজকে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় বলেছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কথার অর্থ এই নয় যে, এই সব কাজের সবগুলিই সবচেয়ে উভয়। কোনটি অবশ্য সকল সময়েই সকলের জন্য উভয়। আবার কোনটি সময় বিশেষে, আবার কোন লোক বিশেষে উভয়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় এই ধরনের প্রশ্নকর্তার গতি প্রকৃতি, কৃচি অতিক্রম ঘনোভাব ঘনোবাস্তু ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে জবাব দিতেন। কৃপণকে বলতেন, দান করা ও গরীবকে খাবার দেয়া বেশী উভয়। অহংকারী ও অহমিকা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলতেন, বিস্তীর হজুর ও সালাম দেয়া উভয় কাজ। কাজেই এ ধরনের বিভিন্ন হাদীসে প্রকৃতপক্ষে একটাই সাথে আর একটার কোন বিরোধ নেই।

৫২৩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ  
وَبَيْنَ الْكُفَّارِ تَرْكُ الصَّلَاةِ . رواه مسلم .

৫২৩ । ইয়রত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসুলুম্মাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুমিন বান্দা ও কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ছেড়ে দেয়া (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদীস নামায অ্যাগকারীদের ব্যাপারে বড় সতর্কতাযুক্ত সংকেত। অর্থাৎ নামায না পড়লে কুফুরীতে পতিত হবার সত্ত্বানা থাকে। নামায হলো যুমিম আর কাফিরের মধ্যে দশায়মান প্রাচীর। নামায না পড়লেই এই প্রাচীর ধর্মে পড়ে যুমিন কাফির একাকার হয়ে যায়। নামাযের ব্যাপারে খুবই সর্তক থাকতে হবে।

#### বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫২৪ - عَنْ عَبْدَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خَسْنُ صَلَوَاتٍ إِنْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنِ وَصْرَتْهُنَّ وَصَلَاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ

وَأَتَمْ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَأَنْ شَاءَ عَذَابٌ . رواه احمد وابو داؤد وروى مالك والنسانى نحوه .

৫২৪। ইয়রত ওবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এসেছেন: পাঁচ বেলা নামায, যা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন, যে বাস্তি এই নামাযের জন্য উজ্জ ভালোভাবে করবে, ঠিক সময়ে তা আদায় করবে, এর রুক্ত ও ঝুশকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য আল্লাহর অবাদ করেছে যে, তিনি তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে এভাবে নামায না পড়বে তার আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। জাইলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন আর চাইলে শান্তিগ্রহণে পারেন (আহমাদ ও আবু দাউদ)। মালিক এবং নাসামী আলুজ্জল বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ৪ নামায যারা ছেড়ে দেয়, আদায় করে না, তারা কাফির হয়ে যায় না। এই হানীস তার দৈশীল। সে গুনাহ কবিরা করলো। আর গুনাহ কবিরা যে করবে তার জন্য শান্তি প্রদান করা আল্লাহর জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং এ ব্যাপারে পূর্ণ কর্মসূলাকারী আল্লাহ। তিনি ইহু করলে কবিরা গুনাহকারীকে শান্তিগ্রহণে পারেন, আর ইহু করলে মাফও করে দিতে পারেন।

আর গুনাহ কবিরাকারীর শান্তি হলেও চিরদিনের জন্য সে জাহানায়ে থাকবে না। যেহেতু সে ক্ষমান পোষণ করতো, তাকে তার শান্তির মেয়াদ পেয়ে জাহাজ দেয়া হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটাই মত।

৫২৫ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَا خَنْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَآدُوا زَكَةَ أَمْوَالِكُمْ وَآتِيْعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رِبِّكُمْ . رواه احمد والترمذি .

৫২৫। ইয়রত আবু উমায়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর ফরয করা পাঁচ বেলা নামায আদায় করো। রোধা রাখো তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা মাসটির। আদায় করো তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত। আনুগত্য করো তোমাদের নেতৃবৃন্দের। তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (আহমাদ, তিমিয়তী)।

ব্যাখ্যা ৫ হানীসে 'নেতৃদের' জ্ঞানগতের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এর অর্থ যারা হকুম জারী করতে পারেন এবং তা কেউ লংঘন করলে তাকে শান্তি দিতে পারেন। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হকুমের বিপরীত না হলে তাদের নির্দেশও মেনে চলতে

হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানী মেনে নিয়ে কারো আনুগত্য করা যাবে না।”

৫২৬ - وَعَنْ عَمِّرُو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُواً أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ذَهْنَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرَقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ - زَوْاهِ أَبْوَدَكُوْهُ وَكَذَا رَوَاهُ فِي شَرْحِ السِّنَّةِ عَنْهُ فِي الْمَصَابِيحِ عَنْ سَيِّدِهِ بْنِ مُعَمِّدٍ .

৫২৬। হয়রত আমর ইবনে শোআইব তার পিতার মাধ্যমে, তিনি তার দীনে হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের সন্তানদেরকে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দিবে যখন তাদের বয়স সাত বছরে পৌছবে। আর নামায পড়ার জন্য তাদের শান্তি দিবে (যদি না পড়তে চায়) যখন তারা দশ বছরে পৌছবে। এসময় তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে (আবু দাউদ)। শরহে সুন্নাতে এভাবে আছে। কিন্তু মাসাবীহতে সাবল্লাহ মিন মাবাদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : সন্তানদেরকে ছোটকুল থেকেই নামাযে অভ্যন্তর করে তোলার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে বড় হয়ে নিজস্ব মতামতে পৌছে যাবার আগে নামাযে অভ্যন্তর হয়। বাল্য বয়সের শিক্ষা পাখরে আঁকা নক্সার মতো অক্ষয় হয়ে যাবে। এভাবে বাল্য বয়সেই সন্তানদেরকে রোধ রাখায় অভ্যন্তর করে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের রীতিনীতি আচার-আচরণ আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানকে মানার জন্যও এসময়েই সন্তানদের গড়ে তুলতে হবে। তাহলে পরবর্তী জীবনে বিভাস্ত হবার সম্ভাবনা কমে যাবে।

ঠিক এইভাবে নাবালেগ থাকতেই তাদের মাতা-পিতার বিছানা হতে আলাদা করে পৃথক বিছানায় দিতে হবে। এটাও ইসলামের একটা রশিদবোধের শিক্ষা। সন্তানরা এসময় হতে প্রাকৃতিক বিধান সব বুঝতে শুরু করে।

৫২৭ - وَعَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَدُ لِلَّهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . رواه الترمذى والنسانى وأبن

মاجة

৫২৭। হয়রত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের ও তাদের (সন্তানিক) মধ্যে যে ওয়াদা রক্ষে তাহলো নামায। অতএব যে নামায ছেড়ে দিলো সে ক্ষুফুরী করলো (আহমাদ, তিরিখী; নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

র্যাখ্যা ৪ এই ছাদীসের মর্ম হলো আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে জন নিরাপত্তার ব্যবস্থা অঙ্গীকার, আমরা তাদেরকে হজ্যা করবো না তার কারণ শুধু নামায। তারা নামায পড়ে ও জামায়াতে অঙ্গী তাদের মনের ভিতরের ঈমানকে তো আমরা জানি না : কাজেই নামায পড়া ও অন্যান্য প্রকাশ্য আহকামের তাবেদৱী করার কারণে তাদের জীবনের নিরাপত্তা আমরা দিয়ে রেখেছি। নামায ছেড়ে দিলেই তাদের মনের কালিমা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাদের কুফরী স্পর্শ হয়ে উঠবে।

এতে বুরুশগোলো নামযে ঈমানের প্রধান প্রতীক। নামযে না পড়লে ঈমান আছে কিনা বলা যাবে না। তাই নামায ঈমান ও কুফরীর মধ্যে প্রার্থক্য সূচনাকৃতি ইবাদুত। এর প্রকৃত অপরিসীম।

### তৃতীয় পরিষেদ

৫২৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَأَنِّي أَصَبَّتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسَهَا فَإِنَّا هُدْنَا فَاقْضِ فِي مَا شَنْتَ فَقَالَ لَهُ عَمَّا لَقِدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ قَالَ وَكُمْ يَرِدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانطَلَقَ فَاتَّبَعَهُ السَّيِّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعْلًا فَيَعْبَاهُ وَتَبَاهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَلِيَّةُ وَأَقْمَ الصَّلَاةَ طَرِيقِ النَّهَارِ وَزَلَفًا مِنَ الظِّلِّينَ إِنَّ الْخَسْنَاتَ يُذْهِنُنَّ السَّيْئَاتَ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذِّاكِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيِّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً . رواه مسلم .

৫২৮- হ্যরত আবদুল্লাহ বিল কাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি কঞ্জেন, এক লোক রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মদীনার উপকর্ত্তে এক রমনীর সাথে সঙ্গে লিঙ্গ হওয়া ছাড়ি আর সব রসীধীদণ্ড করেছি। আমি আপনার দরবারে উপস্থিতি আমার প্রতি এই আপরাধের কারণে যা শাস্তি বিধান আছে আপনি জি জারী করুন। হ্যরত মুসলিম (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার আপরাধ জেকে রেখেছিলেন। যদি তুমি নিজেও তা জেকে রাখতে (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে) তবেই তো উন্নত হতে। বর্ণনাকারী রলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথার কোন উন্নত দিলেন না। তাই লোকটি উঠে চলে যেতে লাগলো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পেছনে লোক পাঠিয়ে জাকে ডেকে আনলেন। তার সামনে এই আয়াত পাঠ করলেন (অনুবাদ) :

“নামায কার্যের দুই অংশে, রাতের কিছু অংশে। নিচয় নেক কাজ  
বদ কাজকে দূর করে দেয়। উপদেশ প্রহণকারীদের জন্য এটা হলো একটা  
উপদেশ”। এসময় উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ  
হুকুম কি তথ্য তার জন্য। ভবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন, না  
বরং সকল জ্ঞানের জন্য।

٥٢٩ - وَعَنْ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ زَمْنَ الشَّتَاءِ  
وَالْوَرَقِ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغَصْنِيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقَ يَتَهَافَتُ  
قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذِئْبٍ قُلْتُ لَبِينَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لِيُصَلِّ  
الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَافَتْ عَنْهُ ذِنْبُهُ كَمَا تَهَافَتْ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ  
هَذِهِ الشَّجَرَةِ . رواه احمد .

৫২৯। হযরত আবু যার গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের  
সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বের হলেন। তখন পাহের পাতা  
বারে পড়ছিলো। তিনি একটি পাহের দুটি ডাল ধরলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে  
গাহের পাতা করতে লাগলো। আবু যার (রা) বলেন, তিনি তখন আমাকে ডাকলেন,  
হে আবু যার! উভরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি  
বললেন, আল্লাহর কোন মুসলিম বাল্দা আল্লাহর সমৃষ্টি বিধানের জন্য খালেস মনে  
যখন নামায পড়ে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ অভাবে বাইরে পড়তে থাকে  
যেতাবে গাহের পাতা বারে পড়লো (আহমাদ)।

٥٣٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَعْفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ .  
رواہ احمد .

৫৩০। হযরত যায়দ বিন খালিদুল জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি দুই রাক্কাআত নামায  
পড়েছে, আর এতে ভূল করেনি, আল্লাহ তার অভীত জীবনের সব গুনাহ (সগীয়া)  
ঙ্কর করে দেবেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : ‘ভূল করেনি’ অর্থাৎ খুব মনোযোগের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে  
নামায পড়েছে। এই ঐকান্তিকভাব কারণে আল্লাহ তার অভীত জীবনের সব গুনাহ  
ঙ্কর করে দেবেন। আর নামাযে মনোযোগ না ধাকলেই ভূল হয়। শর্মজন মনে  
নানা ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করার সুযোগ পায়।

٥٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ مَعْنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَلَّ مَنْ حَفَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورٌ كَوْفِيرٌ هَاتَنَا وَنَجَاهَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَفِّظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا يُرْهَانًا وَلَا نَجَاهَةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَأَبْيَ بْنَ خَلْفٍ . رواه احمد والدارمي والبيهقي في شعب الأيمان .

৫৩২। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (رض) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম একদিন নৃশমান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : যে ব্যক্তি নামাযের ছেফাজত করবে, এই নামায কিয়ামতের দিন তার জন্য জ্যোতি, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের ছেফাজত করবে না তার জন্য এই নামায জ্যোতি, দলীল ও নাজাতের কারণ হবে না। কিয়ামতের দিন সে কার্বন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে (আহমাদ, দারিমী ও বায়হাকী)।

ৰ্যাখ্যা ১. ছেফাজত অর্থ হলো নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুত্তাহাব ইস্লামিক প্রতি খেয়াল রেখে মুন্দরজ্ঞাবে আদায় করা। সময় মতেও ওয়ু করে মসজিদে আসা। অ্যাকবীর তাহলীম পাবার জন্য ঠিক সময়ে মসজিদে যাওয়া। তা না হলে তাদের স্থান হবে হাম্মন, ফিরাউন, কার্বন, উবাই বিন খালাফের সাথে।

হামান কিয়াটের অধুক উজির ছিলেন। ফিরাউন ও কার্বনের মতো হতভাগ্যদের কে জানে না! উবাই বিন খালাফ, ইসলাম, মুসলমান ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের এক বড় শত্রু। বদরের যুদ্ধে রায়ে রাজ্যের হাতে সে নিহত হয়।

৫৩৩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَنْ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَوْكِيدًا كَفُورٌ غَيْرُ الصَّلَاةِ . رواه الترمذি :

৫৩৪। হযরত আবদুল্লাহ বিন শকিক (رض) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সাহাবীগণ নামায ছাড়া কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না (তিরমিয়ী)।

ৰ্যাখ্যা ৪. এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সাহাবাগণ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল না করাকে কুফরী মনে করতেন না। এতে বুঝা গেলো সাহাবাগণ নামায না পড়া শুধু কঠিন গুনাহ কাজাই মনে করতেন না, বরং নামায হেড়ে দেয়াকে কুফরী কাজের কাছাকাছি মনে করতেন।

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِيْ حَلِيلِيْ لَئِنْ لَا تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً  
وَأَنْ قُطِعْتَ وَحْرَقْتَ وَلَا تَنْزَهَ صَلَةً مَكْتُوبَةً مَتَعْمِدًا فَمَنْ تَوَكَّلَهُ مُتَعْمِدًا  
فَنَقْدَ بَرَيْتُ عِنْهُ الدِّمَمُ وَلَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحٌ كُلِّ شَرٍْ . رَوَاهُابن  
سَاجِدَةَ .

৫৩৩ । হ্যুরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার বক্তু (রাসূলুল্লাহ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন : (১) তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড বিখণ্ড করা হয় বা আগুনে জালিয়ে দেয়া হয় । (২) ইচ্ছা করে কোন ফরয নামায ত্যাগ করবে না । যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরয নামায ত্যাগ করবে তার উপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে । (৩) যদি পান করবে না । কারণ যদি ইচ্ছা সকল মন্দের চাবিকাঠি (ইহনে যাজ্ঞা) ।

ব্যাখ্যা ৪. হ্যুরত আবু দারদাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উস্তুম কাজ সম্পর্কে তালীম দিচ্ছিলেন । প্রথম কাজ আল্লাহকে জানা ও তাকে এক মানুষ কখনো টুকরা টুকরা করে ফেললে বা আগুনে জালিয়ে দিলেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা । জীবন বাঁচাবার জন্য ঈমান মনে পোগন করে শুধু কলেমায়ে কুফরী উচ্চারণ করা অবশ্য জায়েয । শরীয়াতে এটাকে রোধসাত বলে । তবে জীবন দিয়ে হলেও কুফরী ও শেরেক থেকে বাঁচা আর্জীমাত । জেনেতনে ইচ্ছা করে ওজর ছাড়া ফরয নামায উরক করলে আল্লাহ এই ব্যক্তি হতে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান । তাই নামায উরক করার জন্য ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্ভাব্যাত্মী উচ্চারণ করেছেন ।

শদশীম সমষ্টি শুনাইবে উৎস, চাবিকাঠি । মৌলিকভাবে যদি মানুষের বৃদ্ধিজ্ঞাম চিন্তা ফিকির একেবারেই নষ্ট ও ভ্রষ্ট করে দেয় । এই অবস্থায় সে যে কোন বিজ্ঞানির পথ অবলম্বন করতে পারে । তাই মনের উৎস হলো এই যদি । এই তিনিটি কাজ হতে সতর্ক ধাকার জন্য ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দারদার মাধ্যমে তার উচ্চারকে সতর্ক করে দিয়েছেন । বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানও যদিকে সামাজিক অপরাধের মূল প্রোটোচাকাসী বলে অভিহিত করেছে । তাই পাক্ষাত্য সভ্যতাও বিলম্বে হলোও যদি জ্যামের জন্য পদক্ষেপ নিজে ।

## ١ - بَابُ الْمُوَاقِفَةِ

## ১. নামাযের সময়

প্রথম পরিষেবা

٥٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتُ الظَّهَرِ إِذَا كَانَ الشَّمْسُ وَكَانَ الرَّجُلُ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرْ الْعَصْرُ وَقَتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفِرْ الشَّمْسُ وَوَقَتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْبُ الشَّفَقُ وَوَقَتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نَصْفِ الْلَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقَتُ صَلَاةِ الصَّبْعَيْنِ مِنْ طَلْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَعَانِهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ । رواه مسلم ।

৫৩৪। ইয়রত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যোহরের নামাযের সময় সূর্য উঠে পড়ার পর শুরু হয়। মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান যখন হয়, যে পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় উপস্থিত না হয়। আসরের নামাযের সময় জুহরের নামাযের পর থেকে যে পর্যন্ত সূর্য হঙ্গুন্দ রং ধারণ না করে। আর মাগরিবের নামাযের সময় হঙ্গো সূর্যাত্তের পর থেকে পশ্চিমকাশের লালিমার পর কালো ছায়া মিশে যাবার আগ পর্যন্ত। আর ইশার নামাযের সময় মাগরিবের নামাযের পর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত। ফজরের নামাযের সময় সুবহে সাদেক ফজর উদয়ের সূর হতে সূর্য উদিত হবার আগ পর্যন্ত। সূর্য উদয় হতে শুরু করলে নামায হতে বিরত থাকিবে। কেনোনো সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিরের মধ্য দিয়ে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এসব ব্যাপারে কিছু পরিভাষা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। “হয়ে তার দৈর্ঘ্যের সমান” ঠিক দুপুর অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে আসে সে সময় মানুষের যে ছায়া হয় তাকেই ছায়া আসলী বলা হয়। এই আসলী ছায়াকে বাদ দিয়ে ছায়া মাপতে হয়। এই হাদীস জনুসারেই ইয়াম মালিক, শাফিয়ী, আহমাদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফার প্রমুখ ইমামগণ এক ‘মিছাল’ অর্থাৎ ছায়া আসলী ছাড়া ছায়া এক শুণ হওয়া পর্যন্ত যেহেরে সময় থাকে বলেন। একমতে এটাই ইমাম আবু হানীফারও মত। কিন্তু প্রদিক মত হলো দুই ‘মিছাল’ পর্যন্ত যোহরের নামাযের সময় থাকে। তাঁর একথার সমর্থনেও পরে হাদীস উল্লেখ হয়েছে। তবে জোহরের নামায এক মিছালের মধ্যে শেষ ও আসরের নামায দুই মিছালের পর শুরু করাই উত্তম। এতে সতর্কতা আবশ্যন করা হয়।

‘সূর্য হলুদ রং ধারণ’ : কারো কারো মতে সূর্যকে থালার মতো যখন দেখায়, সূর্যের প্রবরতায় চোখ তখন বালসায় না তখনই সূর্য হলদে রং ধারণ করে। আবার কারো কারো মতে সূর্যের আলো গাছ গাছড়ার উপর পড়লে সূর্যকে অনেকটা নিষ্পত্তি দেখায়। তখনই সূর্য হলদে হয়। গ্রেটিকথা সূর্যের রং হলুদ হওয়া পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে। এরপর সূর্য ডুবা পর্যন্ত নামায পড়া মকরহ।

‘শাফাক যিশে যাওয়া’ : ইমাম আবু হানিফাসহ অধিকাংশ ইমামের মত হলো ‘শাফাক’ হলো সূর্য অঙ্গের পর যে লালিমা দেখা দেয় তা। তিন্তু ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ মত হলো লালিমার পর আকাশে যে সাদা সাদা ধোয়া দেখা যায় তা মিটে শিশে আধার আসে, তাই শাফাক।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ‘নিস্ফুল লাইল’ ইস্পার নির্দিষ্ট সময়। মধ্যরাত্রের পর ইস্পার নামায পড়া মাকরহ।

শয়তানের দুই শি-এর মধ্যে : অর্থ হলো সূর্য পূজারীগণ সূর্য উদয় ও সূর্য অঙ্গের সময় সূর্যের পূজা করে থাকে। শয়তান এ সময় জাদের পূজা গ্রহণের জন্য সূর্যের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। এইজন্যই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উদয়ের সময় নামায না পড়তে বলেছেন।

٥٣٥ - وَعَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى مَعَنِّا هَذِهِنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا نَكَلَ الشَّمْسُ امْرَبَلَّا قَادَنْ ثُمَّ أَمْرَهُ قَاقِمَ الظَّهَرِ ثُمَّ أَمْرَهُ قَاقِمَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءً، نَقِيَّةً ثُمَّ أَمْرَهُ قَاقِمَ الْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمْرَهُ قَاقِمَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمْرَهُ قَاقِمَ الْفَجْرِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ أَمْرَهُ قَابِرَدْ بِالظَّهَرِ قَابِرَدْ بِهَا فَأَنْتَمْ أَنْ بِرِيدْ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً أَخْرَهَا فَوْقَ الدُّنْيَا كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبِ قَبِيلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ الْلَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرِ قَاسِفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ . رواه مسلم .

৫৩৫। হ্যুরত বুরাইদা (র্বা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নামাযের ওয়াক্ফ সম্পর্কে জিজেস করলো।

তিনি কল্পনেন, আমার সাথে এই দুই দিন নামায পড়ো। প্রথম দিন সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বেলালকে হজুর দিলেন আযান দিতে। বেলাল আযান দিলেন। এরপর তিনি নির্দেশ দিলে জ্ঞান যোহরের নামাযের একামত দিলেন। তারপর (আসরের সময়) তিনি বেলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আসরের নামাযের একামত দিলেন। তখন সূর্য অদৃশ্য বেশ উচ্চত ও পরিষ্কার সাদা। অতঃপর হজুর সান্দান্ত্রাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্রাম বেলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল মাগরিবের একামত দিলেন। তখন সূর্য অদৃশ্য হয়েছে। এরপর হজুর বেলালকে নির্দেশ দিলে বেলাল এশার নামাযের একামত দিলেন। তখন সূর্য অদৃশ্য হয়েছে। এরপর বেলালকে হজুর নির্দেশ দিলে। বেলাল ফজরের নামাযের একামত বললেন। তখন সুবহে সাদেক দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় দিন আসলে হজুর বেলালকে নির্দেশ দিলেন; যোহরের নামায ঠাণ্ডা পড়া পর্যন্ত দেরী করতে। হযরত বেলাল দেরী করলেন। বোদের তাপ ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর আসরের আমাম পড়লেন। সূর্য তখন উচ্চতে অবস্থিত, কিন্তু এই নামাযে আগের দিনের চেয়ে বেশী দেরী করলেন। মাগরিবের নামায পড়লেন লালিমা অদৃশ্য হবার সামান্য আগে। আর এদিন এশার নামায পড়লেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অন্তিম হবার পর। এরপর ফজরের নামায পড়লেন আকাশ বেশ পরিষ্কার হবার পর। সরশেবে হজুর বললেন, ঘন্টায়ের ওয়াজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি কোথায় লে বললো, হে আল্লাহর ভাসূল! এই যে আমি। তিনি বললেন, তোমাদের অন্ত নামায পড়ার ওয়াজ হলো, তোমরা যে দুই সীমা দেখলে তার মধ্যখালে (মুসলিম)।

যাখ্যা ৩ আগস্ট প্রশ্নকারীকে বাস্তবে নামাযের শুয়াত দেখাবার অন্য হজুরের জুহরের নামাযের আযাম দেখার কথা উল্লেখ করেছেন। বাকি নামাযের সময় সংক্ষেপ করার জন্য বর্ণনাকারী আযানের কথা উল্লেখ করেননি। জাহাজাতের নামাযে আবান দেয়া হবে এটা তো সাধারণ কথা।

এখানে হজুর সান্দান্ত্রাহ আলাইহি ওয়াসান্ত্রাম দুই দিনে নামাযের ওয়াজের দুই শির্ষোষ সীমা বাস্তবে নামায পড়ার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন। নতুন আসরের নামায সূর্য ডোবার সময়ে, এশার নামায মধ্যরাত হতে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পড়ো যাব, তবে তা মাকরহ।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٦ - عَنْ ابْنِ هَبَّابٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنَىْ جِرْجِيلُعِنْدَ الْبَيْتِ مَرْتَبَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الطَّهْرِ حِينَ زَالَ الشَّعْنُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرْكَكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَئٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبِ

حِينَ افْتَرَ الصَّاَمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ  
حِينَ حَرَمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّاَمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدْرُ صَلَّى بِيَ الظَّهَرَ  
جِئَنَ كَانَ ظَلَّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظَلَّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ  
حِينَ الظَّرَّ الصَّاَمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثَلَاثَ اللَّيْلَ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ  
فَأَسْفَرَ لَمْ التَّفَتَ إِلَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ  
مَا بَيْنَ هَذِينِ الْوَقْتَيْنِ . رواه أبو داود والترمذى .

৫৩৬। হযরত ইবনে আবুস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাম্মান্যাত আলাইহি ওয়াসাম্মাম বলেছেন : হযরত জিবরীল আমীন খানায়ে কাবার কাছে দুইবার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) তিনি আমাকে যোহরের নামায পড়ালেন, সূর্য তখন চলে পড়েছিলো। আর ছায়া ছিলো জুতার দোয়ালির (প্রস্তর) পরিমাণ। আসরের নামায পড়ালেন যখন প্রভেক্ষ জিনিসের ছায়া তার এক গুণ হলো। আগরিবের নামায পড়ালেন যখন শোকাক অন্ত গেলো। ফজরের নামায পড়ালেন যখন রোয়াদারের জন্য পানাহার হারাম হয়। দ্বিতীয় দিন যখন আসলো তিনি আমাকে যোহরের নামায পড়ালেন, তখন কোন জিনিসের ছায়া তার এক গুণ। আসরের নামায পড়ালেন যখন কোন জিনিসের ছায়া তার দ্বিতীয়। আগরিবের নামায পড়ালেন, রোয়াদারের নামায পড়ালেন। এশার নামায পড়ালেন, তখন রাস্তের এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি ফজর পড়ালেন তখন বেশ কুর্রা। এরপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই আপনার আগেকার নবীদের নামাযের ওয়াজ। নামাযের ওয়াজ এই সময়ের মধ্যে (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : জুতার দোয়ালির প্রস্তরে পরিমাণ কথার অর্থ হলো সূর্য খুব সামান্য তলেছিলো। এই হাদীস থেকে জানা গেলো মগরিবের নামায সময় হবর সাথে সাথেই পড়া উচিত। কারণ হযরত জিবরীল দুই দিনই এই নামায এক সময়ে অর্ধীৎ প্রথম সময়ে পড়িয়েছেন। তবে উপরের দুই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কিছু দেরীতেও পড়া যায়।

৫৩৭ - وَعَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الرَّزْقِ أَخَرَ الْعَصْرِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عَزْوَةٌ أَمَا لَنْ جَبَنِيلَ قَدْ نَزَّلَ فَصَلَّى أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَيْمَرٌ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عَمْرُو فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
سَمِعْتُ أَيَّا مَسْعُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
نَزَلَ جِرْئِيلُ فَأَمْنَى فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ  
مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بِخَسْبٍ يَا صَابِعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتٍ . متفق عليه .

۵۳۷ । হযরত ইবনে শিহাব যুহুরী (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আরীয় (র) একদিন আসরের নামায দেরীতে পড়ালেন । হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (র) খলীফাকে বললেন, সাবধান ! জিবরীল আরীন নাফিল হয়েছিলেন । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়িয়েছিলেন (ইমারতি করেছিলেন) । ওমর ইবন আবদুল আরীয় বললেন, দেখো ওরওয়া ! তুমি কি বলছো ? উভয়ে ওরওয়া বললেন, আমি বাশীর ইবনে আবু মাসউদ হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ হতে শুনেছি । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি । জিবরীল আলাইহিস সালাম অবজীর্ণ হলেন । আমার ইমারতি করলেন । আমি তার সাথে নামায পড়লাম (যোহুর) । তারপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (আসর) । আবার তাঁর সাথে নামায পড়লাম (মাগুরিব) । এরপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (শা) । অতঃপর তাঁর সাথে নামায পড়লাম (ফজুর) । এই সময় ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আঙুল দিয়ে পাট বেলী নামায হিসাব করছিলেন (যুখুরী ও শুসলিম) ।

ব্যাখ্যা : হযরত ওরওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো হযরত জিবরীলের ইমারতির ব্যাপারে যে হাদিস আছে তা ওমর ইসম আঙুল আরীকে অরূপ করিয়ে দেয়া । সে হাদিসে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রথম দিন ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম ওয়াজ্জে নামায পড়িয়েছিলেন । তাই বুরা গোছে নামায প্রথম ওয়াজ্জেই আদায় করা জরুরি । এই উজ্জ্বল সময় কেবল বাদ দেয়া হচ্ছে । হযরত ওমর ইবন আবদুল আরীয় তাঁর কুর্বা কেবল দিয়ে তাঁকে সাবধান করে বললেন, রাসূলুর নাম করে সনদ ছাড়া কিছু বলা বিবাট করা । আপনি এই হাদিসের সনদ কেবল বলছেন না । তাঁরপর ওরওয়া সনদসহ হাদিসটি বর্ণনা করলেন । তবে যেহেতু ওমর এই হাদিসটি জানতেন তাই তুব সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন । তাতে বুরা গোলো তথন সনদ বলার রীতি ছিলো ।

۵۳۸ - وَعَنْ عَمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُمْ أُمُورُكُمْ عِنْدِي  
الصَّلَاةِ مَنْ حَفِظَهَا وَحَفَظَ عَلَيْهَا حَنْفِيَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سُوَّاهَا  
أَضْبَعَ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلَوَاتُ الظَّهِيرَةِ كَانَ الْفَقِيرُ مُذْرَاعًا إِلَيْهِ أَنْ يُكَوِّنَ ظَلَّ  
أَجَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسَ مُرْتَبَعَهُ بَيْضَاءَ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ

فَرْسَخِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ قَبْلَ مَغْبِبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ  
وَكُلْعَشًا مَا فِي غَابَ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ الظَّلَلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَاعَتْ عَيْنَهُ فَمَنْ نَامَ  
فَلَا مَانَتْ عَيْنَهُ وَالصُّبْحُ وَالنَّجْوُمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ . رَوَاهُ مَالِكٌ .

৫৭। হয়রত ওমর ইবনুল খাত্বাব (বা) হচ্ছে বর্ণিত। তিনি তার প্রশাসকদের কাছে লিখলেন, আমার কাছে আপনাদের সকল কাজের মধ্যে নামায়ই হলো সবচেয়ে বেশী উক্তপূর্ণ। যে নামাযের হিফাযত করেছে, যথাকথভাবে তা রক্ত করেছে সে তার দীনকে রক্ত করেছে। আর যে ব্যক্তি তা বিনষ্ট করেছে সে তার জ্ঞান অপসূৰ্যের পক্ষে আরো অধিক বিনষ্টকুরী প্রয়াণিত হবে। তারপর তিনি লিখলেন, যোহুরের নামায পড়বে ছায়া এক বাহু ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু করে ছায়া এক মিসাল হওয়ায় পর্যন্ত (ছায়া আস্ত্রী বাদ দিয়ে)। আসরের নামায পড়বে সূর্য উপরে পরিষ্কার সাদা ধাকা অবস্থায়, যাতে একজন আরোহী সূর্য দ্বুরার আগে দুই বা তিন ফারসাখ পথ অতিক্রম করে যেতে পারে। যাগবিহুর নামায পড়বে সূর্য দ্বুরার পরপর। এশার নামায পড়বে 'শাফাক' দূর হয়ে যাবার পর থেকে শুরু করে রাতের এক চুম্বিয়ৎ পর্যন্ত। যে এর আগে ঘুমাবে তার চোখ না ঘুমাক। যে এর আগে ঘুমাবে তার চোখ ন্য ঘুমাক। যে এর আগে ঘুমাবে তার চোখ না ঘুমাক (তিনবার বললেন)। ফজ্রের নামায পড়বে যথম তারাসমূহ পরিষ্কার হয় ও চমকে (যালিক)।

ধ্যান্যা ৪ 'বে নামাযের হিফাযত করেছে' অর্থাৎ নামায বেহেছ দীনের জিনি। আর নামায মানুষকে ধীরাপ কাজ হতে কিরিবে রাখে। তালো কাজের শক দেখাবে। তাই যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে সে দীনের সকল কাজের হিফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি নামায শট করলো অর্থাৎ নামায বিজে পড়লো না বা পড়লেও নামাযের কর্মজ ও রাজিব সুন্নাত মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ করলো না। দীনের অগ্রাপণ ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য দ্বারা বলে তার থেকে আশা করা যায় না।

হয়র ওমরের এই তুকুম 'ছায়া এক বাহু' ঢলে পড়ার পরপরই যোহুরের 'প্রথম সময়' শুরু হয়, তখন থেকে নামায পড়বে। তিনি আববের স্থান বিশেষ ও স্মৃত্য বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করে একথা বলেছেন। কারণ সকল জায়গার ও সময়ের 'ছায়া আসলী' এক ময়।

'আববের ফসলমাথ' বাহ্যাদেশের তিন মাহিল।

"তার চক্ষু ত্রয় ঘুমাক" আববী ভাষায় একটি অভিশাপ ব্রাক্ষ। অর্থাৎ কোন লোকেরই এশার নামায আদায় করার আগে বিছানায় যাওয়া বা ঘুমানো উচিত নয়। যদি কৈউ ঘুমাতে যায় তার চোখে ঘুম না আসুক।

٥٣٩ - وَعَنْ أَبْنَى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهَرِ فِي الصَّفِيفِ ثَلَاثَةً أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةَ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَّاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ . رواه ابو داود والنسائي .

৫৩৯। হ্যৱত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গরমকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোহরের নামাযের ছায়ার পরিমাণ ছিলো তিন হতে পাঁচ কদম, আর শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

**ব্যাখ্যা :** গরম ও শীতকালের ‘ছায়া আসলী’র মধ্যে পার্থক্য হয়। শীতকালে ‘ছায়া আসলী’ বড় হয়। গরমকালে ছোট হয়। আর এই কারণেই ‘ছায়া আসলী’সহ এক শুণ পরিমাণ গরমকালের তুলনায় শীতকালে ছায়া আসলী বড় হয়ে থাকে। এই জন্যই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমকালে তিন হতে পাঁচ কদম ও শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম ছায়া আসলী ছাড়া ছায়া দীর্ঘ হলে যোহরের নামায পড়তেন।

### ٣ - بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ

#### ٢- অর্থম ওয়াকতে নামায পড়া

٤٠ - عَنْ سَيْرَارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلَتْ آنَى وَآبَى عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوْمَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّيَ الْمَهْجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحُضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حِيَّةٌ وَتَسْبِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَعْبُ أَنْ يُؤْخِرَ الْعَشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةُ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْقِتُ مِنْ صَلَاةِ الْعِدَادِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَءُ بِالسِّتِّينِ إِلَى المَائَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعَشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ :

৫৪০। হ্যরত সাইয়্যার ইবনে সালামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার বাবা হ্যরত আবু বারযা আসলামী (রা)-র নিকট গেলাম। আমার বাবা তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায কিভাবে পড়তেন? তিনি জবাবে বললেন, যোহরের নামায যে নামাযকে তোমরা প্রথম নামায বলো, সূর্য ঢলে পড়লেই পড়তেন। আসরের নামায পড়তেন এমন সময়, যারপর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়ীতে ফিরতে পারতেন অথচ সূর্য তখনে পরিষ্কার থাকতো। বর্ণনাকারী বলেন, যাগরিবের নামায সম্পর্কে কি বলেছেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর এশার নামায, যাকে তোমরা ‘আতামাহ’ বলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরী করে পড়তেই ভালোবাসতেন। ইশার নামায আদায়ের আগে ঘূম যাওয়া বা পরে কথা বলাকে তিনি অপসন্দ করতেন। তিনি ফজরের নামায শেষ করতেন, যখন কেউ নিজের সঙ্গে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারতো এবং এই সময় ষাট হতে এক শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। অপর এক বর্ণনায় বলেছে, এশাকে রাতের এক-ত্রৈয়াৎ্শ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতেও তিনি পরওয়া করতেন না। এশার আগে ঘূম যাওয়া ও পরে কথা বলাকে তিনি পসন্দ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪: ‘সূর্য ঢলে পড়লে’ সম্বৰত আবু বারযা (রা) এখানে শীতকালের যোহরের নামাযের কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু দেরী করে যোহরের নামায পড়ার কথা হাদীসে পাকে রয়েছে। এই হাদীস অনুযায়ী প্রায় সকল ফিকহবিদই এশার নামাযের আগে ঘূম যাওয়া ও পরে কথা বলাকে মাকরহ বলেছেন। তবে শান্তি ক্লান্তি দূর করার মানসে নামাযের আগে সামান্য আরাম করে নেয়া আবার নামাযের পরে কোন সৎ ও মুরক্কী ব্যক্তির কিংবা কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলা যায় তা মকরহ হবে না। ‘যাকে তোমরা ‘আতামাহ’ বলো’, ‘আতামাহ’ ওই অঙ্ককারকে বলা হয় যা ‘শাফাক’ অনুশ্য হবার পর আকাশে দেখা যায়। প্রথম প্রথম আরবে ‘আতামাহ’ বলতে এশাকে বুঝাতো। পরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশাকে আতামাহ না বলার জন্য বলে দিয়েছেন।

٥٤١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ قَالَ سَالَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الطَّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرِ وَالشَّمْسِ حَيْثُ وَالْمَغْرِبِ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلَ وَإِذَا قَلُوا أَخْرَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ . متفق عليه .

৫৪১। হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাহাবী হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে নবী

کریمہ کے نامی سامپارکے جیڈے س کرلایا۔ جب اسے تینی بولنے، ہجڑوں ساٹھاٹھاٹ آلا ہی ویساٹھاٹم یوہ رئے کے نامی پڑتے دلے گئے۔ اس رئے کے نامی پڑتے، تھنے سرے دیشی خاکتے۔ مانگریوں کے نامی پڑتے سرے ڈوب لے ہی۔ اس کے ہی سارے نامی، یخن لئے انکے ہتھیں تاڈاٹاڈی پڑتے۔ اس کے لئے کچھ دلے دے ری کر لئے۔ اس کے فوجرے کے نامی پڑتے انکا کار خاکتے (بُوکھاری و مسلمیم)۔

**بُوکھاری ۴۸** اس کے نامیوں کے بیان پریکار کر رہا ہے۔ یہاں ہجڑوں کے نامیوں کے بیان ہے جن کے بیان کے بعد اس کے نامیوں کے بیان ہے۔ ہجڑوں ساٹھاٹھاٹ آلا ہی ویساٹھاٹم تاڈاٹاڈی نامی پڑتے۔ اس کے لئے کچھ دلے آرے لئے کچھ دلے کے نامی تینی اپنے کار کر لئے۔ اس کے فوجرے کے نامی پڑتے انکا کار خاکتے۔

اپنے خیکے اس کھٹاٹو و بُوکھاری کے 'جاتیاٹ' کے کار کے جن کے نامیوں کے بیان ہے اس کے بیان کے بعد اس کے نامیوں کے بیان ہے۔ "ہجڑوں کے فوجرے کے نامی پڑتے انکا کار"۔ ویساٹھاٹ آلا ہی ویساٹھاٹم تاڈاٹاڈی نامی پڑتے۔ اس کے لئے کچھ دلے آرے لئے کچھ دلے کے نامی تینی اپنے کار کر لئے۔ اس کے فوجرے کے نامی پڑتے انکا کار خاکتے۔

**۵۴۲** - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَاءِ سَعِدَنَا عَلَى ثِيَابِنَا أَتَقَاءَ الْحَرَّ . متفق عليه ولفظه للبخاري

**۵۴۲** - حسرت آنام (را) ہتھے باریت۔ تینی بولنے، آمروں ہجڑوں ساٹھاٹھاٹ آلا ہی ویساٹھاٹم کے پھرے یوہ رئے کے نامی پڑاں سماں گرام خکھے ہیڈاں کے جن کے آمادے کا پڈھرے اپر سیجادا کرتا ام (بُوکھاری و مسلمیم)۔

**بُوکھاری ۴۹** : اسی ہدیہ کے لئے اسی ہدیہ کا پڈھرے دلیل۔ تینی پرانے کا پڈھرے اپنے کے اپر سیجادا دے رہا جائیے مانے کر لئے۔ اپنے دیکے اس کے شافییوں ماتھے پرانے کا پڈھرے اپر سیجادا دے رہا جائیے نہی۔ تینی بولنے، ایجمنی ساتھ بات ساٹھیگان بنن کا پڈھرے بیباہار کر رہے۔

**۵۴۳** - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ فَابْرُدُوا بِالصَّلُوةِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَّى سَعِيدَ بِالظَّهَرِ قَالَ شَدَّ الْحَرُّ مِنْ قَبْعَ جَهَنَّمَ وَأَشَكَّتِ النَّارَ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَ رَبِّ أَكَلَ بَعْضَنِ بَعْضًا فَإِذَا لَهَا بَنَفَسَيْنِ تَفَسِّرُ فِي الشَّتَّاءِ وَتَفَسِّرُ فِي الصَّيفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمَهَرِ . متفق عليه

وَقَيْ رِوَايَةُ لِلْبَخَارِيِّ فَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُومِهَا وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمَهَرِهَا .

৫৪৩। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন গরমের প্রকোপ বেড়ে যাবে, ঠাণ্ডা সময়ে নামায (যোহৃ) পড়বে। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আবু সাউদ (রা) হতে বর্ণিত যে, যোহৃরের নামায ঠাণ্ডা সময়ে পড়বে। (অর্থাৎ আবু হোরাইরার বর্ণনায় ‘বিস্মালাত’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে আর আবু সাউদের বর্ণনায় ‘বিয়যোহৃ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। এই ছাড়াও এই বর্ণনায় এই কথাও এসেছে যে, কারণ গরমের প্রকোপ দোষখের ভাগ। দোষখ আপন পরওয়ারদিগারের নিকট নালিশ করে বলে, হে আমার আল্লাহ! গরমের তীব্রতায় আমার কোন অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দিলেন দুইটি নিঃশ্বাস ফেলার। এক নিঃশ্বাস শীতকালে নেয়া, আর এক নিঃশ্বাস নেয় গরমকালে। এইজন্য তোমরা গরমকালে তাপের তীব্রতা পাও। আর শীতকালে শীতের প্রচণ্ডতা (বুখারী ও মুসলিম)।

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা গরমের যে প্রচণ্ডতা অনুভব করো তা জাহানামের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই। আর শীতের তীব্রতা যা পাও তা জাহানামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের দরক্ষই।

ব্যাখ্যা : জাহানাম আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে, ‘আমার এক অংশ আর এক অংশকে খেয়ে ফেলছে। ইরশাদ হলো একথার দিকে যে, গরমের প্রচণ্ডতায় উত্থাল পাথাঞ্জ করে একে অপরের মধ্যে চুকে যায়। মনে হয় যেনো একে অপরকে খেয়ে ফেলছে। তাই আল্লাহ তাকে দুইটি নিঃশ্বাস নেরার অনুমতি দিলেন। নিঃশ্বাস নেবার অর্থ হলো, আগন্তের কুণ্ডলীকে দমন করা। দোষখ থেকে একে বের করে দেয়া। এসময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। প্রচণ্ড গরমে এসময় মাথা ঠিক থাকে না। খুশ খুজু হয় না। তাই একটু ঠাণ্ডা হলে নামায পড়ে নিতে হবে।

এই হাদীস, একপ আরো কতিপয় হাদীস অন্যায়ী ইমাম আয়ম আবু হানিফা (র) গরমের সময় যুহৃরের নামায প্রথম সময় হতে একটু দেরী করে পড়াকে মোস্তাহাব বলেন। গরমের প্রচণ্ডতা দোষখের উত্তাপ। গরমের আধিক্য দোষখের গর্মিসহ নয়না।

৫৪৪ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي  
الْعَصْرَ وَالشَّمْسَ مُرْتَفِعَةً حَيَّةً فَيَذْهَبُ الظَّاهِرُ إِلَى الْعَوَالِيِّ فَيَأْتِيهِمْ  
وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً وَيُعْضُّ الْعَوَالِيِّ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ تَحْوِةٍ :

মتفق عليه :

৫৪৪। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়াতেন যখন সূর্য উপরে অর্থাৎ উজ্জ্বল থাকতো। আর কেউ আওয়ালী অর্থাৎ মদীনার উপকণ্ঠে যেতো এবং তখনও সূর্য উপরেই থাকতো। এসব আওয়ালীর কোন কোনটি মদীনা হতে চার মাইল বা এর কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত ছিলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ‘আওয়ালী’ শব্দটি বহুবচন। মদীনায় শহরের বাইরে উঁচু জায়গায় যে সব বসতি ছিলো, এগুলোকেই ‘আওয়ালী’ বলা হতো। বনি কোরাইয়ার মসজিদটিও ছিলো ওদিকেই। এই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আসরের নামায এক মিসলের’ পরেই আদায় করা হতো। কারণ সাধারণত একজন মানুষ পথ চললে ঘট্টয়া তিন মাইল চলতে পারে। কাজেই সূর্যাস্তের দেড় কি পৌঁছে দুই ঘণ্টা আগে আসরের নামায পড়া হলেও চার মাইল পথ যাবার পর সূর্য দিগন্তের উপর থাকে।

৫৪৫ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّىٰ إِذَا أَصْفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَرَ أَرْبِعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا । رواه مسلم .

৫৪৫। হযরত আনাস (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এটা (আসরের নামায শেষ সময়ে পড়া) মুনাফিকের নামায। তারা বসে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্য হলুদ রং ধারণ করে শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে গেলে (সূর্যাস্তের সময়ে) তারা তাড়াতাড়ি উঠে চার ঠোকর মারে। এতে তারা আল্লাহকে খুব কম্ভই আরণ করে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এখানে আসরের নামাযকে দৃষ্টান্ত হিসাবেই বলা হয়েছে। আসরের নামায আদায়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অধিক তাকিদ রয়েছে। এই নামাযকে শ্রেষ্ঠ নামায বলা হয়েছে। সুতরাং যারা এই নামাযের ব্যাপারে এই আচরণ করে অন্যান্য নামাযের ব্যাপারে কি করে তাতো সহজেই বুঝা যায়। এটা মুনাফিকদের নামায। গর্দান বাঁচাবার জন্য নামায পড়ে মুসলমানদেরকে ফাঁকি দেয়।

ঠোকর মারার অর্থ হলো, নামাযে মনোযোগ নেই। মনের প্রশান্তি ছাড়াই পাখীর মতো ঠোকর দিয়ে দুই সিজদা আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়। নামাযের অন্তর্কালের দিকে কোন লক্ষ্য করে না।

৫৪৬ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تَفَوَّتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ । متفق عليه .

৫৪৬। হয়রত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেলো তার যেনো গোটা পরিবার ও ধনসম্পদ লুট হয়ে গেলো (বুখারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** যর্মার্থ হলো আসরের নামায কায়া খুবই যর্মাণ্ডিক ও বিয়োগাত্মক কথা। একজন মানুষের ঘৰবাড়ী ধনসম্পদ-সম্ভান-সন্তুতি সব জিনিস হারিয়ে যাবার সাথে আসরের নামায কায়া হয়ে যাবার তুলনা করা হয়েছে। এমন ক্ষতি যেমন কোন মানুষ চায় না, তেমনি আসরের নামায কায়া হবার মতো ক্ষতিও যাতে না হতে পাৰে সেদিকে একান্ত লক্ষ্য রাখা উচিত। এখানেও আসরের নামাযের গুরুত্ব অধিক বুঝানো হয়েছে।

৫৪৭ - وَعَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلَّةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ . رواه البخاري .

৫৪৭। হয়রত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক কৱলো সে তার আমল বিনষ্ট কৱলো (বুখারী)।

**ব্যাখ্যা :** আসরের নামায তরককারীর ‘আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে’, ‘কুৱয তরক কৱলে বা শুনাহ কৰীৱা কৱলে মুসলমান কাফেৰ হয়ে যায় না বলে যারা মনে কৱে, বৱং কুফৰীৰ নিকট পৌছে যায়, তাদেৱ কাছে একথাৰ অৰ্থ হলো আমল বিনষ্ট হয়ে যাবার কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছে। কিংবা তার সারা দিনেৱ আমলেৱ সওয়াব ত্বাস পেয়েছে।

৫৪৮ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى عَلَى الْمَغْرِبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَمُبْصِرٌ مَوَاقِعُ نَبْلِهِ - متفق عليه .

৫৪৮। হয়রত রাফে ইবনে খনেজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমৱা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৱ সাথে মাগরিবেৱ নামায (এমন সময়) পড়তাম যে, নামায শেষ কৱে আমাদেৱ কেউ তার তীৱ পড়বাৰ স্থান (পর্যন্ত) দেখতে পেতো (বুখারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** মাগরিবেৱ নামায রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন পড়তেন তা বুঝাবাৰ জন্য এই হাদীসে বলা হয়েছে, ‘তীৱ পড়বাৰ স্থান দেখতে পেতো’ অৰ্থাৎ মাগরিবেৱ নামায শেষ কৱবাৰ পৱও আলো থাকতো। এ আলোতে যে কোন ব্যক্তি তীৱেৱ লক্ষ্যস্থান ঠিক কৱতে পাৱতো। কোথায় গিয়ে তা পড়লো তাও বুঝতে পাৱতো। এৱ দ্বাৱা বুঝা গেলো হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবেৱ নামায সূৰ্য দুবাৰ সাথে পড়তেন। সকল মাযহাবেৱ ইমামেৱ নিকটই এটা মোস্তাহাব।

٥٤٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا يُصْلِّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُغِيبَ  
الشَّفْقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ . متفق عليه .

৫৪৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ 'এশার' নামায পড়তেন 'শাফাক' বিলীন হবার পর হতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (বৃক্ষারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ এর আগে বলা হয়েছে আরবের লোকেরা প্রথম প্রথম এশাকে আতামা বলতো। এ নামে ডাকতে হজুরের নিষেধ করার পর এ নামে আর 'এশাকে ডাকা হয়নি। হযরত আয়েশা এখানে এশাকে 'আতামা' বলেছেন। সম্ভবত তা হজুরের নিষেধের আগে অথবা তিনি এ খবর জানতেন না।

রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশা পড়া ভালো। কিন্তু ওজরের কারণে পড়তে না পারলে ফজরের নামাযের সময় হবার আগ পর্যন্ত পড়া জায়েয়।

٥٥٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ  
فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلْعِعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَّ مِنَ الْغَلِسِ - متفق عليه

৫৫০। হযরত আয়েশা (রা) হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়া শেষ করলে যেসব মহিলা তাঁর সাথে নামায পড়তেন চাদর গায়ে মোড়ে দিয়ে 'আসতো' অঙ্ককারের জন্য তাদের চিনতে পারা যেতো না (বৃক্ষারী ও মুসলিম)।

٥٥١ - وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ  
ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلِمَا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا  
وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرٌ مَا يَقْرَئُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً . رواه  
البخاري .

৫৫১। হযরত কাতাদাহ (র) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও যায়েদ ইবন সাবিত (রা) (রোয়া রাখার জন্য) সাহরী খেলেন। সাহরী শেষ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের) নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামায পড়লেন। (কাতাদা বলেন) আমরা হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এই দুইজনের সাহরী খাবার পর নামায শুরু করার আগে কত সময়ের বিরতি ছিলো? তিনি বলেন, এতটুকু সময় বিরতি

ছিলো যত সময়ের মধ্যে একজন মানুষ (মধ্যম ধরনের) পঞ্চশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে (বুখারী)।

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহমা তাওরিশী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ফজরের নামায়ের যে সময় বলা হয়েছে এর উপর সাধারণ মুসলমানের আমল করা জায়েয নয়। কারণ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে সময় নিশ্চিত হয়ে নামায পড়েছেন। তাছাড়া তিনি তো নিষ্পাপ ছিলেন। তিনি দ্বীপের ব্যাপারে কোন সামান্য ভুল করতে পারেন তা চিন্তাও করা যায় না। এই মর্যাদা আর কারো হতে পারে না।

٥٥٢ - وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرًا : يُمْسِيْتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤْخِرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ تَائِفَلَةً - رواه مسلم

৫৫২। হযরত আবু যাব (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, সেই সময় তুমি কি করবে যখন তোমাদের শাসকবৃন্দ নামাযের প্রতি অঙ্গনোযোগী হবে অথবা তা সঠিক সময় হতে পিছিয়ে দেবে? আমি আরয করলাম, এসর সময়ে কি পছন্দ অবলম্বন করার জন্য আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সময়ে তুমি স্টেমার নামাযকে ওয়াক্ত মতো পড়ে নিবে। এরপর তাদের সাথেও নামায পড়ার সময় পেলে, পড়ে নিবে। এই নামায তোমার জন্য নফল হিসাবে পরিগণিত হবে (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** ইসলামী রাষ্ট্রে নামায কায়েম করা ও রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাযের ইমামতি করার দায়িত্ব সেখানকার শাসকের। প্রথম যুগে এইভাবেই কাজ হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নীতি ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছে। আর অযোগ্য ব্যক্তিরা শাসন ক্ষমতায় গিয়েছে। তারা রাষ্ট্রকে রাজনীতি হতে মুক্ত করে তাদের অভিধায় অনুযায়ী দেশ চালিয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় মসজিদ অরাজনৈতিক আলেম-ওলামা দিয়ে চালিয়েছে। শাসকরা ইমামতির দায়িত্বমুক্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ইসলামী নীতি থেকে সরে যাবার পর শাসকদের নামাযের প্রতি অঙ্গনোয়োগিতার কথা এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সে সময় ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে নামায পড়বেন তার দ্বিকন্দেশনা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যাবকে দিয়েছেন।

٥٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رُكْنَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ لَدُرَكَ رُكْنَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . مِنْفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৩। ইয়রত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাম্মান্ত্বিত আলাইহি ওয়াসাম্মান বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের নামাযের এক রাকায়াত পেলো, সে ফজরের নামায পেলো। এভাবে যে সূর্য দ্বারা আগে আসরের নামাযের এক রাকায়াত পেলো সে আসরের নামায পেলো (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি এ দুটো নামাযের শেষ সময়ে নামায আদায় করতে গেলে সূর্য উঠার আগে ফজরের এক রাকায়াত ও আসরের সময় সূর্য-অন্ত যাবার আগে বলি আসরের নামাযের এক রাকায়াত পায় তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। একথাই এই হাদীস বলে দিছে। এই হাদীস অনুযায়ী অধিকাংশ ইমামের মতে ফজরের নামায পড়ার সময় সূর্য উঠে গেলে ও আসরের নামায পড়ার সময় সূর্য দ্বিবে গেলে ফজর ও আসরের নামায বাতিল হবে না, আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হুলিকা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আমরের হাদীসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই হাদীস দুটি প্রশ়্নার বিবরণী। এ 'অবস্থায় 'কিয়াস'-এর পক্ষ অনুসরণ করতে হবে, এই কিয়াস অনুযায়ী আসরের নামায অবশ্যই হয়ে যাবে। কারণ সূর্য হলদে রং ধারণ করার পর আসর পড়া মাকরহ। আর মাকরহ সময়ে যে নামায আরও হয় তা নিষিদ্ধ সময়েও আদায় হতে পারে। এদিকে ফজরের নামাযের কোন মাকরহ সময় নেই। সুবহে সাদেক খেকে শুক করে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত গোটাচাই পরিপূর্ণ বা নির্দোষ সময়। আর নির্দোষ সময়ে যে নামায আরও হয়েছে তা নিষিদ্ধ সময়ে আদায় হতে পারে না। এটাই যুক্তিসংগত কথা।

নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, এখানে নিষিদ্ধ হলো নকল নামায, ফরয নামায নয়। ফরয নামায নিষিদ্ধ সময়েও পড়া যাবে। হাদীসের শব্দাবলী ইমাম ইমাম শাফিয়ীর একথা সমর্থন করে না। কারণ সূর্য উঠা, বরাবর হওয়া ও সূর্য অন্ত যাবার সময়ে নামায হারাম করার ব্যাপারে ফরয, নকল ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই।

৫৫৪ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجَدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلَيْسَمْ صَلَاةً وَإِذَا أَدْرَكَ

## سَجْدَةٌ مِّنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلِيُتْمِ صَلَاتَهُ ، رِوَاهُ الْبَخَارِي .

৫৫৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ সূর্য অন্ত যাবার আগে আসরের নামাযের এক সিজদা (এক রাকাআত) পেলে সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে ফেলে। এভাবে ফজরের নামায সূর্য উঠার আগে এক সিজদা (এক রাকাআত) পেলে সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে নেয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : “সে যেনো তার নামায পূর্ণ করে নেয়” ইমাম আবু হাসিব (র) এই বাক্যের অর্থ করেন সে যেনো তার নামায আবার পড়ে নেয়। অর্থাৎ কাষ আসায় করে। আর শাফিয়ী (র) আগের হাদীসে উল্লিখিত র্যাখা দান করেন।

৫৫৫ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَسِي  
صَلَاةِ الْوَلَّامَ عَنْهَا فَكَفَرَتْهَا إِذَا ذُكِرَهَا وَفِي رِوَايَةِ لَكْفَارَةِ  
لَكْفَارَةِ لَكْفَارَةِ : مَعْفُقُ عَلَيْهِ

৫৫৫। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা নামাযের সময় ঘূমিয়ে থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে তাকে যখনই অবগত হবে নামায পড়ে নেবে। অন্য এক বর্ণনার ভাষা হলো, ওই নামায পড়ে নেয় ছাড়া অন্য কেনে ক্ষতিগ্রসণ নেই (বুখারী ও মুসলিম)।

কর্মসূচ্যা : নামায পড়তে ভুলে গেলে কিংবা ঘূমের মধ্যে নামাযের সময় পার হবে যাবার পর, যখন যানে হবে তখনই নামায পড়ে নেয়। ছাড়া আর কেম ক্ষতিগ্রসণ নেই। অর্থাৎ কাষ নামায আসায় করে নেবে।

৫৫৬ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْسَ  
فِي النَّوْمِ تَفْرِيظٌ أَنَّمَا التَّفْرِيظُ فِي الْيَقْنَةِ فَإِذَا نَسِيَ لَحِدَكُمْ صَلَاةً لَوْلَامَ  
عَنْهَا فَلِيُصْلِلَهَا إِذَا ذُكِرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي . رِوَاهُ  
مسلم

৫৫৬। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ঘূমিয়ে থাকার কারণে নামায পড়তে না পারলে তা ছেষের মধ্যে শাফিল নয়। দোষ হলো থেকে নামায না

ପଢ଼ା । ତାଇ ଡ୍ରୋମାଦେବ କ୍ରେଟ ବନ୍ଦି ନାମାୟ ପଡ଼ିତେ ନା ପାରେ ଅଧିରୀ ନାମାୟେର ସ୍ଵର୍ଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣେ ଥାକେ, ଯେ ସମୟେଇ ତାର ନାମାୟେର କଥା ଶ୍ରବନ ହବେ, ପଡ଼େ ନିବେ । କାରଣ ଆଜ୍ଞାହ ତାଆଳା ବଲେଛେ; ‘ଆମାର ଅରଣେ ନାମାୟ ପଡ଼ୋ’(ମୁସଲିମ)

**ବ୍ୟାଖ୍ୟା :** କୁରଆନେର ଉତ୍କୃତ ଆୟାତେର ଅର୍ଥ ହଲୋ, ଯେହେତୁ ନାମାୟେର କଥା ଶ୍ରବନ ହେଁଥା ଆଜ୍ଞାହର କଥା ଶ୍ରବନ ହବାର ନାମାୟେର, ତାଇ ସବ୍ଧନ ଆୟାର କଥା ଶ୍ରବନ ହବେ ଅର୍ଥାଏ ନାମାୟେର କଥା ଶ୍ରବନ ହବେ ତଥନେଇ ତା ପଡ଼େ ନିବେ । କ୍ରେଟ କ୍ରେଟ ବଲେନ୍ତ ଅର୍ଥ ହଲୋ ସବ୍ଧନ ତୋମାକେ ନାମାୟେର କଥା ଶ୍ରବନ କରିଯେ ଦେବେ, ତଥନେଇ ନାମାୟ ପଡ଼େ ନିବେ । ଏତେ କୋନ ଦୋଷ ନେଇ ।

### ଶିଖୀର ପ୍ରତିବେଦ

۵۵۷-عَنْ عَلَيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلَيٌ تِلَاقُتُ لَا  
يُؤْخِرُهَا الصَّلُوةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمَنُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُواً .

رواه الترمذی ।

୫୫୭ । ହୟରତ ଆଳୀ (ରା) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସୁଲୁଆହ ସାନ୍ନାନ୍ନାହ  
ଆଲାଇହି ଓସାନ୍ନାମ ବଲେଛେନ, ହେ ଆଳୀ । ତିନଟି କାଜ କରାଯ ବ୍ୟାପାରଦେବୀ କରବେ  
ନାହିଁ (୧)-ନାମାୟେର ସମୟ ହେଁ ଗେଲେ ତା ଆମାର କରନ୍ତେ ଦେବୀ କରବେ ନାହିଁ (୨)-  
ଆମାଯ ହାତିକ ହେଁ ଦେବେ ଦେବୀ କରନ୍ତେ କରବେ ନା । (୩)-ଶ୍ରୀବିହିନ ନାମାୟ  
ଉପରୁକ୍ତ କର ପାତାକ ଦେବେ ତାକେ ବିହେ ଦିନେ ଦେବୀ କରନ୍ତେ ନା (ତିରମିଶି) ।

**ବ୍ୟାଖ୍ୟା :** ଏହି ତିମାଟ ବିଷୟ ଦୁଇ ଶୁଦ୍ଧ ଓରୁଦ୍ଧର୍ମ । ନାମାୟେର ସମୟ ହେଁ ଗେଲେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ  
ପଢ଼ନ୍ତେ ହବେ । ଦେବୀ କରନ୍ତେ ଦେବେଇ ଦୁଇ ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଆସାବିହ ମିର୍ଜନ୍ ସମଜାଧିସେ  
ଯେତେ ପାରେ । କାଜେଇ ସବ୍ଧନାମ କାଜ ତଥନେଇ କରନ୍ତେ ହବେ । ଏତେ ମିର୍ଜନ୍ ସମଜାଧିତାରୁଷ  
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଛେ । ଅନୁରପଭାବେ ଜାନାୟା ଅର୍ଥାଏ କାଫମେର କାଜ ସମ୍ପନ୍ନ ହଲେ ଜାନାୟାର  
ନାମାୟରୁ ଦାକନେର ବ୍ୟବହାର କରେ କେତେତେ ହବେ । ଦେବୀ କରା ଠିକ ନାହିଁ । ଏତେ ବୁଝା ଯାଇ  
ବିଜିତ ଦାକନେ ଆମାର ନାମାୟ ପଡ଼ୁ ଯାଏ । ତିଲାତ୍ତାତେର ସିଜଦାରୁ ଏହି ହକୁମ ।  
ତିନ ନଥରେ ହଜ୍ରୁ ସାନ୍ନାନ୍ନାହ ଆଲାଇହି ଓସାନ୍ନାମ ଆଳୀ (ରା)-କେ ଯେ କାଜଟି କରନ୍ତେ  
ଦେବୀ ନା କରାର ଜମ୍ଯ ବଲେଛେନ ତା ହଲେ ଶ୍ରୀବିହିନ ମେଯେଦେର ବିହେ ଦେବାର କଥା ।  
ମୂଳେ ‘ଆଇର୍ଯ୍ୟମ’ ଶବ୍ଦ ବଳା ହେଁଛେ । ଏଇ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀବିହିନ ମାରୀନ୍ ମେ ଅବିବିହିତା  
ସୁବତୀ କୁମାରୀ ମେଯେ ହୋକ ବା ତାଙ୍କାକାନ୍ତା ଅଥବା ବିଷବା ହୋକ । ଏହିଦେଇ ସକଳେର  
ବ୍ୟାପାରେ ‘କୁହ’ (ମେହକ ବର) ଠିକମତେ ପାତାକ ଗେଲେ ଭାଡ଼ାଭାଡ଼ି ବିହେ ଦେଯା  
ଥିଲେବାକାରି ।

ଆଜାମା ତାଇର୍ଯ୍ୟବୀ (ର) ବଲେନ, ‘ଆଇର୍ଯ୍ୟମ’ ତାକେ ବଲେ ଯାଏ ଜୋଡ଼ା ନେଇ, ଚାଟୁ  
ମେ ପୁରୁଷ ହୋକ ଅଥବା ନାରୀ । ଆର ମାରୀଦେର ମଧ୍ୟେ ମେ ବିବାହିତା ହୋକ ଅଥବା କୁମାରୀ  
ସକଳକେଇ ବୁଝାଯ ।

٥٥٨ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمُصْلُوَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ - رواه الترمذى .

৫৫৮। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামায প্রথম সময়ে পড়া আল্লাহকে খুশী করার কারণ হয়। আর শেষ সময়ে পড়া আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়া অর্থাৎ উনাহ হতে বেঁচে থাকা মাত্র (তিরমিয়ী)।

٥٥٩ - وَعَنْ أَمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ الْأَوَّلُ وَقْتُهَا .. رواه أحمد والترمذى وابو داود وقال الترمذى لا يروى الحديث الا من حديث عبد الله بن عمر المعربي وهو ليس بالقوى عند أهل الحديث .

৫৫৯। হ্যরত উমের ফরখজা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কর্মীকে সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল, কোন কাজ বেশী উত্তম? তিনি বললেন, নামাযকে আর প্রথম ওয়াকে পড়া (আহমদ, তিরমিয়ী ও আবু দাউদ)। তিরমিয়ী বলেন, এই হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল-উমারী জাড়া আবার কারো নিকট হতে বর্ণিত হয়েন। (তিনিও মুহাম্মদসের নিকট সবগুলুন)

ৰ্যাখ্যা : ইয়াম তিরমিয়ী এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ওয়াকে সমালোচনা করলেও অন্য মুহাম্মদসের একে নির্দেশ বলেছেন।

৫৬০ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَوْقَتْهَا الْآخِرُ مَوْتَيْنِ حَتَّىْ قَبْضَةُ اللَّهِ تَعَالَى - رواه الترمذى

৫৬০। হ্যরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেবাব আগ পর্যন্ত দুইবার কোন নামাযকে এর শেষ ওয়াকে পড়েননি (তিরমিয়ী)।

ৰ্যাখ্যা : হ্যরত আয়েশার একটা বলা আর্থ হলো, হ্যুক্ত সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সঠিক ওয়াকে পড়তেন। যাকরহ সময়ে তিনি নামায পড়তেন না। শুধু একবার তিনি শেষ ওয়াকে নামায পড়া জায়েয বুবেবার জন্য ইচ্ছা করে বিলম্বে পড়েছেন। যেনো যামুস নামাযের শেষ ওয়াকে চিনে এবং এই শেষ ওয়াকে হলেও নামায পড়তে হবে।

যে দুইবার তিনি শেষ ওয়াকে নামায পড়েছেন তা হলো, একবার জিবরীলের সাথে শেষ ওয়াকে নামায পড়া। আর একবার এক ব্যক্তিকে নামাযের ওয়াকে শিক্ষা দেবার জন্য শেষ ওয়াকে নামায পড়াকে বাদ দিয়ে অপর ওয়াকের কথা বলেছেন।

এই তিনটি হাদীসে প্রথম ওয়াকে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মতে এর অর্থ উভয় ওয়াকের প্রথম অংশ। ফজরের নামায, গরমের দিনের যোহর ও শোর উভয় ওয়াকে হলো, সর্বপ্রথম ওয়াকে সামান্য পরের ওয়াকে।

**৫৬১ - وَقَنْ أَبِي أُبُوبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْكَأُ إِلَّا مُسْتَعِنٌ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى النُّفَطَرَةِ مَا لَمْ يُؤْخِرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكُ النُّجُومُ - رواه أبو داود ورواه الدارمي عن العباس .**

৫৬১। হযরত আবু আইযুক্ত আনসারী (রা) ইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্তাহাত সালাহাত আলাইহি ওয়াসালাহ বলেছেন : আমার উচ্চতরে তারিকারাজি উচ্চল হয়ে উঠা পর্যন্ত সদি মাগরিবের নামাযকে বিলম্ব না করে, তারা কল্পণ সাড় করবে অথবা তিনি বলেছেন, বক্তব্য-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (আবু দাউদ; দারেমী এই হাদীস হযরত আববাস থেকে বর্ণনা করেছেন)।

যাখ্য। এই হাদীস থেকে বুরা গোলো, মাগরিবের নামাযের সময় পুধু তাদ্বা দেখা গেলে একবার হয় না। একবার হয় যদি বেশী দেরী হয়। অক্কারে তারাতলো বক্তব্য করে উঠে। তারা-বক্তব্য-করে উঠার অর্থ-অক্কার হচ্ছে-বাওয়া। বেশী বিলম্বিত হওয়া। হজুর সালাহাত আলাইহি ওয়াসালাহ জীবনে একবার মাগরিবের নামায দেরীতে পড়েছিলেন। তা হিলো উচ্চাতের জন্য এসময়ে নামায পড়া জায়েয বুরাবার জন্য।

**৫৬২ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أَمْتَى لَا مَرْتَهِمْ لَمْ يُؤْخِرُوا الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ أَوْ نَصْفِهِ - رواه أحمد والترمذى ولين ماجة .**

৫৬২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) ইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্তাহাত সালাহাত আলাইহি ওয়াসালাহ বলেছেন : আমার উচ্চতরে কষ্ট হবার আশংকা না থাকলে আমি এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশে দেরী করে পড়তে নির্দেশ দিজ্ঞাম (আহমেদ, চিরমিয়াও ইংলি মাজাহ)।

৫৬৩ - وَعَنْ مَعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَإِنْكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى الْأَمَمِ وَلَمْ تُضْلِلْهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ - رواه أبو داود

৫৬৪ | হযরত মোয়াজ্জ ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা এই নামায অর্থাৎ এশার নামায দেরী করে পড়বে। কারণ অন্যান্য উচ্চতর উপর তোমাদের মর্যাদা বেশী দেয়া হয়েছে এই নামাযের কারণে। তোমাদের আগে কোন উচ্চত এশার নামায পড়েনি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এখানে এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, আগের উচ্চতের কেউ এশার নামায পড়েনি। অথচ এর আগে 'নামাযের সময়' অধ্যায়ে ইবনে আবাসের হাদীসে হযরত জিবরীল আয়ীন এশার নামায শিক্ষা দেবার পর বলেছেন এটুই ছিলো আগের নবীদের নামায পড়ার সময়। বাহু দৃষ্টিতে এই মুক্তি হাদীসে লিখে আছে যায়। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপ্তি হলো ওই হাদীসে আবিষ্কৃত কথা বলা হয়েছে : কৃতি এই হাদীসে সকল উচ্চত বলা হয়েছে। অর্থাৎ আগের নবীদের উপর এশার নামায ফরজ ছিলো। তাদের উচ্চতের উপর ফরজ ছিলো না।

৫৬৪ - وَعَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنَّ أَعْلَمَ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاتُ الْمُشَاهِدِ الْأَشْرَقَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَبْرِ الْثَالِثِ - رواه أبو داود والدارمي

৫৬৫ | হযরত নোমান ইবনে বশীর (রব) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খুব ভালোভাবে জানি তোমাদের এই নামাযের শেষ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়ার চাঁদ ঝুঁতে বেশ সময় লাগে। তাই এই হাদীসেও বুঝাঞ্জে যে, এশার নামায দেরী করে পড়াই উচ্চত।

ব্যাখ্যা : ইসলামের প্রথম দিকে মাগরিবের নামাযকে 'প্রথম এশা' এবং এশার নামাযকে শেষ এশা কলা হতো। চাঁদ মাসের তিন তারিখের চাঁদ ঝুঁতে বেশ সময় লাগে। তাই এই হাদীসও বুঝাঞ্জে যে, এশার নামায দেরী করে পড়াই উচ্চত।

৫৬৫ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهَرُوا بِالْفَعْجِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْزِيرِ - رواه الترمذি وابو داود والدارمي

৫৬৫। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দোচ্ছাই আলাইহি শুয়াসান্নাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা ফজরের নামায ফর্সা আলোতে পড়ো। কারণ ফর্সা আলোতে নামায পড়লে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া যায় (তিমিয়ো, আবু দাউদ, দারেমী)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদীসের প্রকাশ শব্দের দ্বারা তো এটাই বুবা যায় যে, ফজরের নামায ফর্সা আলোতে শুরু ও শেষ উভয়ই করতে হবে। ইমাম আবু হানিফাও একথাই বলেন। কিন্তু ইমাম তাহাবী বলেন, ফজরের নামায শুরু করতে হবে অন্ধকার থেকতে আর শেষ করতে হবে ফর্সার অঙ্গোত্তে। তিনিও হানাফি-সায়হাবের একজন শীর্ষস্থানীয় ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, অন্ধকারে নামায শুরু করে লম্বা কিরায়াত পড়বেন। পড়তে পড়তে ফর্সা আলো হয়ে যাবে। ইমাম তাহাবীর এই ব্যাখ্যাই উত্তম। এতে সব হাদীসের ব্যাখ্যা হয়ে যায়। কেন হাদীসের সাথে কোন হাদীসের বিবোধ থাকে না। হযরত বৌআয় বর্ণিত হাদীস কারাও বিবোধের মীমাংসা হয়ে যায়। সেখানে তাকে হজুর সান্দোচ্ছাই আলাইহি শুয়াসান্নাম ফজরের নামায শীতকালে সকালে ও গরুবের লিম দেয়ীতে পড়াতে বলেছেন।

### তৃতীয় পরিষেব

৫৬৬ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى عَلَيْهِ مِنْ دِسْجِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحِرُ الْجَزْوُرُ فَتَفْسِمُ عَشْرَ قَسْرًا ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نُصْبِجاً قَبْلَ مَغْبِبِ الشَّمْسِ - مِنْ قَوْلِ عَلِيِّ

৫৬৬। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসরে রাসূলুল্লাহ সান্দোচ্ছাই আলাইহি শুয়াসান্নামের সাথে আসরের নামায পড়তাম। আরপর উট যবেহ করা হতো। এই উট কেটে দশ ভাগ করা হতো। তারপর রান্না করা হতো। আর আসরে এই রান্না করা গোশত সূর্য দ্রুবার আগে খেতাম (বুখরী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদীসে আসরের নামাযের পর এত কাজ সূর্য দ্রুবার আগে করেছেন কেন প্রমুগিত। তাই সূর্য আসরের নামায এক 'মিসালের' পর পড়া হতো। তাই সূর্য দ্রুবার আগে এতো কাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু গরমকালে দুই 'মিসালের' পর আসরের নামায পড়ার পরও এত কাজ করা সম্ভব হচ্ছে পারে। এসের তো নির্ভর করে কর্মত্বপ্রয়োগের স্থিতি। আর আসরের তো এসব কাজে জিম্মে শুবই পারদর্শী।

٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكْثُنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ يُنْتَظِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَعَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ الْلَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَشَنِّ شَغْلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ إِنَّكُمْ تُنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يُنْتَظِرُونَهَا أَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْ لَا أَنْ يُنْثَلِّ عَلَى لَمْعَنِ لَصَلَيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةِ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤْمِنَ فَاقْتَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ :

৫৬৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক-বাতে শেষ এশার নামায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বের হয়ে আসলেন। তখন বাতের এক-তৃতীয়াংশ শেষ অথবা এরও কিছু পরই আমরা জানি না। পরিবারের কোন কাজ তাকে গতক্ষণে আবদ্ধ করে রেখেছিলো অথবা এছাড়া অন্য কিছু। তিনি বের হয়ে এসে বলেন, তোমরা এমন একটি নামায়ের অপেক্ষা করছো যার অপেক্ষা আর কোন ধর্মের লোকেরা করে না। আমি যদি আমার উভাতের জন্য কঠিন হবে বলে মনে না করতাম তাহলে তাদেরসহ এই নামায আমি এই সময়েই আদায় করতাম। এরপর তিনি মুর্যাজিবকে নির্দেশ দিলে স্টে ইকামত দিলো। আর হজুর নামায পড়ালেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো এশার নামায বাতের এক-তৃতীয়াংশ পরই পড়া উচ্চ। আবু হানিফারও এই মত। কিন্তু হজুরের আমল থেকে দেখা গেছে জামায়াতে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লোক নামাযের প্রথম ওয়াক্তে উপস্থিত হয়ে গেলেই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম প্রথম উরাতেই নামায পড়িয়ে দিতেন। আর আরা দেরীতে হায়ির হত্তেস সৌজা দেরীতে পড়তেন।

৫৬৮ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَوَتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَوَتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخْفِي الصَّلَوَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ।

৫৬৮। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নামায প্রাপ্ত তোমাদের নামাযের মতোই পড়তেন। কিন্তু তিনি এশার নামায তোমাদের নামায অপেক্ষা কিছু দেরীতে পড়তেন এবং নামায সংক্ষেপ করতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হযরত জবির এশার নামাযকে 'আতামাহ' বলেছেন। সম্ভবত তিনি এই সাথে এশার নামাযকে ডাকতে নিষেধ করার খবর জানতে পারেননি।

এই হাদীث থেকেও জানা গেলো, এশার নামায দেরী করে পড়াই উচ্চম। তিনি নামায সংকেত করতেন ও ছোট ছোট সুরা দিয়ে নামায পড়তেন। তবে যখন দেখতেন লোকেরা প্রশংসিতে আছে, সকলের আগ্রহ ও ঐকাণ্ডিকতাও আছে এদিকে তখন তিনি নামাযে দীর্ঘ সময় নিতেন ও সকল কিরায়াত ডিলাওয়াত করতেন।

এইজন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে ইমামগণও নামায পড়ারেন। তাদের পেছনে বুড়ো, মাঝুর লোক থাকে। থাকে ছোট বয়সের ও কর্মব্যস্ত লোক ও দুর্বলেরা। থাকে বিভিন্ন দিকের যাত্রীরা, রোগীরা। কাজেই বড় জামায়াতে, বিশেষত জুমআরে নামাযে এই সব দিক হিসাব করে ইমামদেরকে নামায পড়ানো উচিত। অনেক সময় এমনো দেখা যায় জামায়াতে ফরয নামায পড়াতে সময় নেন ৩-৪ মিনিট। কিন্তু মুলাজাতে রায় করেন দশ মিনিটের মতো সময়, যা নামাযের অংশই নয়। এটা মূর্খ লোকের কাজ। ধানায়ে কাবার নামায কি তারা দেখেন না? হাজীদের কাছ থেকে তামা যায় ফরয নামাযের পর সালামের পরপরই সকলে উঠে চলে যায়।

٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْعَنْتَدَةِ قَلِيلٌ يَخْرُجُ حَتَّى مَضِيَ تَحْوُ مِنْ شَطَرِ اللَّيْلِ فَمَنْ خَلَوْا مَقَاعِدُكُمْ فَأَخْلَنَا مَقَاعِدَنَا فَيَقُولُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا وَأَخْذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَأَنْكُمْ لَنْ تَرَأْلُوا فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا ضُعْفُ الْضَّعِيفِ وَسُقْمُ السُّقِيمِ لَا خَرَفْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَيْ شَطَرِ اللَّيْلِ - رواه أبو داود

والنسائي :

৫৬৯। হযরত আবু সাঈদ বুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথৈ নামায পড়লাম। (ষট্টোজন্মে ওই দিন) তিনি আধা রাত পর্যন্ত মসজিদে আসলেন না। (এরপর তিনি এসে) আমাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ জন্মগ্রাম বসে থাকো। তাই আমরা বসে রইলাম। এরপর তিনি বললেন, আম্মান্য লোক নামায পড়ে নিজেদের বিছানায় (ঘুমাবার জন্ম) চলে গেছে। তোমরা জেনে রাখবে, ক্ষত্রিণ তোমরা নামাযের অপেক্ষা করবে, তোমাদের গোটা সময় নামাযেই পাশ্চাত্য করা হবে। আমি যদি বুড়ো, দুর্বল ও অসুস্থদের অসুস্থতার দিকে সক্ষা মা আবত্তাম তাহলে সব সময় আমি এই নামায অর্জেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পাঢ়তাম। (আবু সাঈদ, নাসাই)।

অন্তর্বর্তী প্রতিক্রিয়া করে আবু সাঈদ বলেন

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীস ও উপরের কয়েকটি হাদীস থেকে জান গেলো এশার নামায লিখে পড়াই উচ্চত। কিন্তু উভয় শরাকতের সওয়াব লাভের আশায় সুমিটের পড়লে নির্দেশ সময় শেষ হবার আশংকা থাকলে অথবা আনুর অমর্ত্য রয়েছিদের কষ্ট হবার সম্ভবনা থাকলে আগে আগেই পড়ে ফেলাটাই অধিক উচ্চত। হাদীসের শেষের অংশ হতে বুকা যায়, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, ধৈর্য ও আশার সম্পর্কে পুরাণী অবগত ছিলো। তাই যারে মাঝে এশার নামাযকে বিলম্ব করে বা কোন কোন নামাযকে নাজিমীর্ষ করে পড়তেন। এই যুগের ইমামদেরও এসব বিষয় বিবেচনা করে নামায পড়ানো উচিত। সব সময় এক নিয়মে নামায পড়া ঠিক নয়।

৫৭ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُ تَعْجِيلًا لِلظَّهَرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُ تَعْجِيلًا لِلעَصْرِ مِنْهُ - رواه احمد  
وَالْمُتَرَدِّي :

৫৭০। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাযকে তোমাদের চেয়ে বেশী আগে আগে পড়তেন। আর তোমরা সালাম সারের নামাযকে তাঁর চেয়ে বেশী আগে আগে পড়ো (আহমাদ, তিরিয়িহি)।

ব্যাখ্যা ৪ উস্তুল মুখ্যনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) মুসলমানদেরকে সুন্নতে নববীর প্রতি অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্য একথা বলেছেন। উস্তুল মুখ্যনীন হজুরের সুন্নাতের অনুসরণ করে। এ হাদীস হতে বুকা গেলো আসরের নামায প্রথম ওয়াজ হতে কিছুটা বিলম্ব পড়াই ভালো। ইমায আজম আবু অয়ত্তাফারও এই ক্ষতি।

৫৭১ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ  
الْعَرَبَرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرَدَ هَجَلَ - رواه النسائي :

৫৭১। হযরত আমাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমকালে (যোহরের নামায) ঠাণ্ডা করে (গরম করলে) পড়তেন আর শীতকালে আগে আগে পড়তেন (মাসাই)।

ব্যাখ্যা ৪ জোহরের নামাযের ব্যাপারে কোন কোম হাদীস আর বুকা যায়, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায দেরী করে পড়েছেন। আরায় কোন কোম হাদীসে বুকা যায় তিনি তাড়াতাড়ি করে পড়েছেন। এই হাদীস আর হাদীসের পরম্পর বিরোধের বিকল্পন ঘটেছে। গরমের দিনে হজুর দেরী করে পড়তেন। শীতের দিনে পড়তেন সকাল সকাল।

٥٧٢ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَمْرًا يُشْغِلُهُمْ أَشْيَا مِنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْلِيْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ - رواه ابو داود

৫৭২। ইয়রত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন : আমার পর অচিরেই তোমাদের উপর এমন শাস্তি নিযুক্ত হবে যাদেরকে দুনিয়ার নানা কাজ ওয়াক্তমত নামায পড়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামায ওয়াক্তমত পড়তে থাকবে (শব্দিঃ একাও পড়তে হয়)। এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! তুমরপর কি এই নামায আবার তাদের সাথে পড়বো? জবাবে হজুর বললেন, হাঁ, তাদের সাথেও পড়ে নিবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ৪ একা একা নামায পড়লে ফরজ নামায আদায় হবে যাবে। পরে আবার আর আর সাথে যে নামায পড়বে তা নফল। এতে সওয়ার পাওয়া যাবে। এর আগে আর একটি কায়দা হবে, সঠিক সময়ে নামায আদায় করার হকুমও পালন করা হবে। আবার শাস্তিকদের বিরোধিতা করার জন্য তুল বুকারুকি থেকেও বাঁচা যাবে।

৫৭৩ - وَعَنْ قَبِيْحَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرًا مِنْ بَعْدِي يُؤخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ - رواه ابو داود

৫৭৩। ইব্রত কাবিসা ইবনে ওয়াকাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার পর তোমাদের উপর এমন শাস্তি নিযুক্ত হবে, যারা নামাযকে (সঠিক সময় হতে) দেরী করে পড়বে। এই নামায তোমাদের জন্য উপকারী হবে, তাদের জন্য বয়ে আনবে বিপদ। তাই যত দিন তারা কেবল হিসাবে কাবা খরাককে মেনে চলবে তাদের পেছনে তোমরা নামায পড়তে থাকবে।

ব্যাখ্যা ৫ তোমাদের জন্য উপকারী হবে অর্থ, তোমরা ওয়াক্তমত নামায পড়ার জন্য তাদের আগে নামায পড়ে ফেলেছো। এরপর আবার তাদের সাথেও পড়েছো। এই দ্বিতীয় বারের নামায তোমাদেরকে নফল সওয়ার দিলো। আর তাদের সাথেও নামায পড়ার কারণে তোমাদেরকে জবাবদিহি করার সম্ভুক্তি হতে হবে না। কোন কলহ সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না।

‘তাদের জন্য বয়ে আনবে বিপদ’ অর্থ হলো এই দেরীতে নামায পড়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। ওয়াক্তমৈত নামায আদায় করতে সমর্থ হবার পরও কেনো নামায অসময়ে দেরী করে পড়লো। তাহাঙ্গ দুনিয়ার কাজ তাদের আধিরাতের পরিণতি হতে ভুগিয়ে রেখেছে। এটাও তাদের জন্য বিপদ।

٥٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدَىٰ بْنِ الْخَيَارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ أَنْكَ أَمَّا عَامَةٌ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَىٰ وَيُصَلِّيْ لَنَا أَمَّا فِتْنَةٌ وَنَتَحْرَجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعْهُمْ وَإِذَا أَسَأُمُّ فَأَجْتَنِبْ أَسَا مَنْهُمْ - رواه للبغاري .

৫৭৪। হ্যুক্ত ওবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে বিহার (য়) হতে ধর্ষিত। তিনি খলিফা হ্যুরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁর নিজ ঘরে অবস্থন কিলেন। তখনে তিনি মনেক্ষে, আপনাই আলাচেনাইমাক (কিলু আলাচেনার উপর একটি বিশুল আপত্তিক্ষণ্য অপকি অবশ্যেন তাঁর সময় বিস্তৃত করে কিন্তু আলাচেনাইমাক আলাচেনাইমাকে আলাচেন করে করেছে করছি। হ্যুক্ত ওসমান (রা) ক্ষমতাপূর্ণ, শীলাচচ্ছব্য সাজ সজে প্রতিকূলীন হয়ে প্রসর করে করে মধ্যে সর্বোত্তম কাজ। তাই মানুষ যখন ভালো কাজ করবে, তাদের সাথে শরীক হয়ে যাবে। অস্তা ক্ষমতাপূর্ণ করবে, তাদের এই অস্তা কাজ হতে সুন্দর দরে থাকবে (বুখারী) ।

৩৪৪ ১. হ্যুরত ওসমান (রা) আল্লাহর কতো মুখলিস ও নেক বাস্তাহ। এই হ্যুক্ত ক্ষেত্রটি তা কুমার যাইবে হ্যুরত ওবাইদুল্লাহ ইবনে আদীর কথার জবাবে তাঁর কথা ক্ষেত্রটি নেক ক্ষেত্র খালিস। সীবের যাপারে স্থিত কথা। সমোগ পুরণের মতে রহিল ক্ষণমাত্রও তিনি শহুণ করবেন না। বলে দিলান আদের স্থালো কালু শরীক হও, খালিপ ক্ষেত্র হত বিষ্ট থাকো। মুন্মুর আমলের মধ্যে সর্বত্তে অস্তম মামল। অভিএক চার্চ এই নেক আমল ওদের বিমোচনের পেছনে আমায় পড়তে দেওয় নেই। তাই বুবা যায় প্রত্যেক মুসলিমের পেছনেই আমায় পড়া যায়। ক্ষেত্রে কারো পেছনে নামায পড়া উত্তম, কারো পেছনে উত্তম নয়।

৩৪৪ ২. মালুম তামাজিদ চামাত্তু প্রিয় কাস্মুর্টি মাল চামাজিদতু ১। ১৩৪৪  
৩. মালুম ১৩৪৪ চামাত্তু চামাত্তু চামাত্তু ১৩৪৪ ৩৪৪ মালুম প্রিয় চামাত্তু মাল  
৩৪৪ মালুম মালুম; মালুম চামাত্তু চামাত্তু চামাত্তু ১৩৪৪ মালুম চামাত্তু ১৩৪৪  
মালুম ১৩৪৪ চামাত্তু চামাত্তু চামাত্তু চামাত্তু চামাত্তু ১৩৪৪ মালুম চামাত্তু ১৩৪৪  
মালুম ১৩৪৪ চামাত্তু চামাত্তু চামাত্তু চামাত্তু ১৩৪৪ মালুম চামাত্তু ১৩৪৪

٣ - بَابُ فَضَائِلِ الْمُصَلَّوةِ

### ३-नायायेन फ्योलात

ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ

٥٧٥ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلْجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي  
النَّجْرَ وَالْعَصْرَ - رواه مسلم :

৫৭৫। ইয়রত ওমার তৈরির ক্ষমতাহীনা (আ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্ষমামি  
ক্ষমণ্ডপাদ স্মাধারাদু আশাহৈহি ওয়াস্তুবামকে বলতে উনেছি : এমন কোন ক্ষমতি  
ক্ষমাদান যাবে না। যে কৃষ্ণ পদার আগে ও সুস্থিতির অগভ সামায পাজেজে অর্থাৎ  
যজ্ঞে ও আসুন্নে নামায (মৃত্যুবিশ্ব) তিনিচার্ছ চালাই গুরুক চন্দ্রাত্মণে, পুরুষাত  
চারু স্বাক্ষী কঢ়াই হলীসেনা নামক নামা হলু ন্যাক দুই রেখো নামায শান্তির দুই ক্ষমতি  
ক্ষমতায় সমরে নামায প্রযোজনে ক্ষমতায় স্বয়ের আরামে অবস্থে আকর সময়।  
ক্ষমতি আচরণক ন্যায়ের স্বামূল হলো কর্মক্ষমতার সময়। এই দুই অধুন তথা আরায  
ব্যক্ততার নিষ্ঠায়ে মৌলিকভাবে প্রযোজন কর্মক্ষমতার অসময় আয়োগ অঙ্গের অব্য  
ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বিক ক্ষমতার আক্ষয়ে ক্ষমতার নামাযের প্রতি এছো সিদ্ধাবান  
ক্ষমতার ক্ষমতায়ে সিদ্ধক ক্ষমিতার ক্ষমতায়ে ক্ষমতায়ে আশাহৈ আনন্দকে ক্ষমতায়ে সিদ্ধে  
পায়েন নাকে ক্ষমতায়ে কালু চালাই চাঁত প্রযোজন ক্ষমতায়ে ক্ষমতায়ে ক্ষমতায়ে ক্ষমতায়ে

**٥٧٦** - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَأَ دُخْلَ الْجَنَّةِ - أَنْ يَسْتَأْذِنَ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ -  
**٨٧٥** - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخْلَ الْجَنَّةِ - مَتَفَقِّعٌ عَلَيْهِ

୧୦ ପ୍ରକଟ ହିସରାତ ଆଶୁରୀ-ଆଶରୀ (ରା) ଇତେ ବାଣତ ତିନି ବଳେନ, ରାସୁଲପାହ  
ଶ୍ରଦ୍ଧାଦ୍ୱାହ ଆଶୁରୀରୁ ପ୍ରୋତ୍ସମାନ ବଳେଛେନ୍ତି ଯେ ବୁଝି ଦେଇ ଠାଣ୍ଡମୁହେର ନାମାୟ ପଢିବେ  
କେ ଜାଣିବେ ଯାବେ (ବୈଶାଖୀ ଓ ଯୁଗଲିମ).

٥٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَاقُونَ فِيهِمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يُعْرَجُ الَّذِينَ يَأْتُوا فِيهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي لَمْ يَقْرُؤُنَّ تَرْكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصْلَوْنَ وَاتَّقَاهُمْ وَلَمْ يُصْلُوْنَ مَنْفَعُهُ عَلَيْهِ

৫৭৭। ইয়রত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কাছে (আসমান থেকে) রাতে একদল ফেরেশতা ও দিনে একদল ফেরেশতা আসতে থাকেন (থারা তোমাদের আশ্রম শিখে রেখে তা আল্লাহই দরবারে পৌছান)। তারা কজর ও আসনের সময় একত্র হন। যারা তোমাদের কাছে থাকেন তারা যে সময় আকাশে যাব তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কাছে বাস্তার ব্যবরবাতি জিজ্ঞেস করেন, যদিও তিনি তাদের সম্পর্কে সম্মত অবগত ; জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমাক বাস্তাদেরকে কি অবস্থায় রেখে আসছো? ফেরেশতাদা বলেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমাক বাস্তাদেরকে সাময়িক অবস্থার হৃতে আসেছি। আর যে সময় আমরা তাদের কাছে গিয়ে পৌছেছি তখনও তাদেরকে নামাদেই দেখতে পেরেছি (খুবারী ও মুসলিম)।

অ্যাখ্য : বাস্তার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বেশী জানে। উদ্দীপ্ত চেয়ে বেশী জ্ঞান আবর কেউ নয়। এখানে ফেরেশতাদেরকে বাস্তার অবস্থা জিজ্ঞেস করার রহস্য হলো ফেরেশতাদের মুখে তাঁর বাস্তার নেক আমলের কথা শোনা। ফেরেশতাদেরকে বাস্তার মর্যাদা ও অবস্থানের কথা জানানো।

৫৭৮ - وَعَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبُّحِ فَهُوَ فِي ذَمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلَبُنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذَمَّتِهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا مَنْ يَطْلَبُهُ مِنْ ذَمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُذْرِكُهُ تُمْ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ .  
رواه مسلم وفي بعض نسخ المصابيح القشيري بدل القسري .

৫৭৮। ইয়রত জুম্বুৰ কাসরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে যাকি কজরের নামায আদায় করলো সে আল্লাহর জিন্দাবাদিতে চলে গেলো। অতএব হে আল্লাহর বাস্তারণ! আল্লাহ যেনো আপন জিন্দাবাদির কোন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোন ব্যাপারে বাদী হবেন তাকে ধরতে

পারমেন্টই + অক্ষঃপর তিনি তাকে উপুড় করে আহমাদের আগমে সিকেপ করবেন (মুসলিম)।

৫৭৮ । যে কৃতি ফজলের নামায় পড়লো সে আহমাহর নিরাপত্তার চলে গেছে। তার জীবন-ধন-মান-ইচ্ছত সবই আহমাহর জয়াব ধানে ও জিম্বাদারিতে চলে যায়। তাই মুসলিমদের উচ্চিৎ আহমাহর বাস্তু সাথে খাওয়া ব্যবহার না করা। তাকে হত্যা না করা। তাত্ত্ব ধনসংশেষ হস্তক্ষেপ না করা। তার গীবত না করা। যদি কেউ তার সাথে সুর্যবহার করে, তার ধন সম্পত্তি ছিনিয়ে দেয়, তার ইচ্ছত নষ্ট করে, তাহলে এর অর্থ হবে, সে আহমাহর ওয়াদা ও তার নিরাপত্তা বিধানে হস্তক্ষেপ করলো। আহমাহ তাআলা এমন লোক থেকে খুব কঠিন হিসাব নিবেন। যে হতভাগ্য থেকে আহমাহ সিস্তাব নিবেন তার নামাত্তেজ কেন উপায় নেই।

٥٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ  
النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصُّفُّ الْأَوَّلِ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ  
لَا يَسْتَهِمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّفْجِيرِ لَا يَسْتَهِمُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي  
الْعَثْمَةِ وَالصُّبْعِ لَا تَوْهُمُوا وَلَوْ جَبُوا - مُتَقَنْ عَلَيْهِ .

৫৮০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষেরা যদি জানতে পারতো আয়াত দেয়া ও নামাযের অথবা কাছাকাছি দাঁড়ান্নোর ঘট্টে কি ঘর্যাদা আছে এবং শারীরী ধরা, হাড়া এ সুযোগ পাওয়া যাবে না, তাহলে তারা সটোকী করতো। যদি তারা যেহেতুর নামায আদায় করার জন্য তাঙ্কাতাঙ্কি আসায় সওয়াব সংশক্তে জানতো, তাহলে তারা এই নামাযে দৌঁড়িয়ে এসে শায়িল হতো। যদি তার এশা ও ফজলের নামাযের ফজিলাত জানতো তাহলে তারা শক্তি নো থাকলে হামাতড়ি দিয়ে হলেও নামাযে আসতে চেষ্টা করতো (বুখারী ও মুসলিম)।

٥٨١ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاتَ أَنْقَلَ  
عَلَى السَّنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْمَشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا تَوْهُمُوا وَلَوْ  
جَبُوا - مُتَقَنْ عَلَيْهِ .

৫৮২। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজলের নামাযের চেয়ে জরুর অন্ত কেন নামায নেই। যদি এই দুই ওয়াক্ত নামাযের

সওয়াবের কথা ভারা জানতো জহলে ভারা (হাঁটজে অসমর্থ হলে) হাতাগড়ি দিয়ে হলেও নামাযে আসতো (বুখারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** মুনাফিকরা নামায পড়ে মুসলমানদেরকে ধোকা দেয় জান বাঁচাবার জন্য। ফজর ও এশার নামায বড় অপরাধের সময়। এই দুই বেলা নামায তাদের জন্য বড় বোকা। এই দুই বেলা নামাযের অশেষ ফিলতের কথা বুকাবার জন্য আল্লাহর ঝাসুল বলেছেন : এরা জানলে ও বুঝলে মুনাফেকী হেঢ়ে দিয়ে এ নামাযে শরীক হতো। অতএব মুমিনদের জন্য উচিত ভারা যেনো এই নামায কোন অবস্থায় না হাঁড়ে।

٥٨١ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَائِعَةٍ فَكَانَهَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَائِعَةٍ فَكَانَهَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ - رواه مسلم

৫৮১। হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহই ওয়াসাফাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেনে অর্ধেক রাত নামায আদায় করেছে। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেনে গোটা রাত নামায পড়েছে (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদীসের বাহ্যিক শব্দবচীর প্রতি লক্ষ্য করলে বুকা যাব ফজরের নামাযের ফিলত এশার নামাযের চেয়ে বেশী। তাই বলা হয়েছে, এশার নামায জামাআতে পড়লে আধা রাত নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে। আর ফজরের নামায জামাআতে আদায়কারী পৃথি রাত নামায আদায়কারীর সওয়াব পাবে।

এর আর একটি অর্থ হতে পারে। তাহলো এশার নামায জামাআতে আদায় করলে অর্ধেক রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে। সাথে সাথে ফজর নামায জামাআতের সাথে পড়লে বাকী অর্ধেক রাত নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া যাবে। উভয় জামাআতের সওয়াব মিলে গোটা রাতের নামায পড়ার সওয়াব পাওয়া রাবে।

٥٨٢ - وَعَنْ أَبْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِبُنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقْرُبُ الْأَعْرَابِ إِلَيْهِ الْعِشَاءُ وَقَالَ لَا يَغْلِبُنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ قَاتِلُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ فَلِهَا تَعْتَمِ بِحَلَابِ الْأَيْلِ - رواه مسلم

৫৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বেদুইনরা যেন তোমাদের মাগরিবের নামাযের নামকরণে তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে না পারে। বর্ণনাকারী বলেন, বেদুইনরা এই নামাযকে এশা বলতো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, বেদুইনরা যেন তোমাদের এশার নামাযের নামকরণেও তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে। এটা আল্লাহর কিতাবে এশা। তা পড়া হয় তাদের উষ্ণীর দুর্ঘ দোহনের সময় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : বেদুইন শোকদের বলতে এখানে আইন্দ্র্যামে জাহেলিয়াতের বেদুইনদেরও বুঝানো হয়েছে। যারা ‘মাগরিবকে’ ‘এশা’ বলতো, আর ‘এশাকে’ বলতো ‘আতামা’। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুইনদের এই দুই নামে এই দুই নামাযকে না ডাকার জন্য মুসলমানদেরকে এই হাদীসে বলে দিয়েছেন। বেদুইনদের দেয়া নামে এই দুই নামাযকে ডাকলে এটা তাদের বিজয় হিসাবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত পরিভাষাকে ব্যবহার করে তাদের প্রভাব বাড়িয়ে দেয়া হবে। তারা তোমাদের উপর প্রভাব খাটাবে। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, এই নামাযের যে নাম কুরআন দিয়েছে সেই দুই নামেই ডাকবে। আর তাহলো ‘মাগরিব’ ও ‘এশা’। এই হাদীস হতে আরো একটা শিক্ষা পাওয়া গেলো যে, মুসলমানরা সর্বত ইসলামের পরিভাষা, শরীয়তের দেয়া নামধার্ম বেশী ব্যবহার করবে। এগুলো ‘শেয়ারে ইসলামের’ মধ্যে গণ্য, মুসলমানের পরিচয়। এরও একটা মূল্য আছে। আছে এতে গৰ্বও।

৫৮৩ - عَنْ عَلَيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحُنْدَقِ  
جَسِّسُونَا عَنْ صَلَاتِ الْوُسْطَىِ صَلَاتِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بَيْتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا

متفق عليه .

৫৮৩। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, কাফেররা আমদানিকে ‘মধ্যম নামায’ অর্থাৎ আসরের নামায পড়া থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের ঘর আর কবরগুলো আগুন দিয়ে ডরে দিন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : খন্দক বা আহসানের যুদ্ধে চার কি পাঁচ হিজরী সনে কাফেরদের তীর নিক্ষেপকে প্রতিরোধ করার কাজে বেশী ব্যস্ত ধাকার কারণে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের ক্ষমত্বসহ চার বেলা নামায পড়তে পারেননি, আসরের নামাযের ফয়লত বর্ণনা করার জন্য তিনি তাদের বদদোয়া করেছেন। অর্থাৎ নামায তো কায়া হলো, একসক্ষি আসরের নামাযও কাজা হলো, যার পুরুষ কুরআনেও বলা হয়েছে : “তোমরা নামাযের হিফায়ত করো, বিশেষ করে মধ্যম মেশকাত-২/৭—

নামাযের । ” ’মধ্যম নামায’ বলতে আসরের নামাযকেই বুঝানো হয়েছে । এটা এই হাদিস দিয়েই প্রমাণিত ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**৫৮৪ - وَعَنْ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ .** رواه الترمذى .

৫৮৪। হযরত ইবনে মাসউদ ও সামুদ্রা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, নবী করীম সামাজ্ঞাহ আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন : ‘মধ্যবর্তী নামায’ (উচ্চ) হচ্ছে আসরের নামায (তিরিমিয়া) ।

**৫৮৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعْمَلَى إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ تَشْهِدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ .**

رواہ الترمذی ।

৫৮৫। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে আলাহর কালায় । ‘‘কুরআন কেন্দ্রের কেরাওতে (নামাযে) হাজির হয়’’, এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে হাজির হয় রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ (তিরিমিয়া) ।

ব্যাখ্যা : মারূথের আমল ও কাজ অনুসন্ধানের জন্য দুই ছল কেরেশতা কর্মে নেমে আসেন। একদল রাতে আরেক দল দিনে। উভয় দল একত্রে মিলিত হন ও আসরের নামাযে, আর কোন কেবল সময় কজরের নামাযে ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**৫৮৭ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتٍ وَعَائِشَةَ قَالَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظَّفَرِ .** رواهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْهُمَا تَعْلِيْقًا

৫৮৭। হযরত মাসেদ ইবনে সাবিত ও হযরত আফফেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, ‘অঙ্গ নামায’ (মধ্যম নামায) ঘোরের নামায (মিলিক শাস্ত্রে ইবনে সাবেত হতে এবং ইমাম তিরিমিয়ি উজ্জ্বল হতে মুআল্লাক হিসাবে বর্ণন করেছেন)।

ব্যাখ্যা : মধ্যম নামায বলতে তারা দুইজন ঘোর নামায বুঝেছেন । কারণ এই নামায দিবের মধ্যভাগে পড়ে । এটা ভাদ্রে আন্দায়-অনুমান । ৫৮৭ মৎ হামিদে

বয়ঃ রাসূলপ্রাহ সান্দাত্তাহ আলাইহি ওয়াসান্দাম খাদ্য নামায বলতে আসরের নামাযকে বুঝিয়েছেন।

৫৪৭ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظَّفَرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَّلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَالَ إِنْ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ - رواه احمد وابو داود

৫৪৮ । হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলপ্রাহ সান্দাত্তাহ আলাইহি ওয়াসান্দাম যোহরের নামায ভাড়াভাড়ি পড়তেন। হজুর কর্মসূচিরে সাহাবাদের জন্য হজুর যেসব নামায পড়তেন তার মধ্যে যোহরের নামবের চেয়ে কষ্টসাধ্য আর কোন নামায ছিলো না। তখন এই আরাত নামিল হলোঁ।

“তোমরা সব নামাযের, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের হিকায়ত করবে”। হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, যোহরের নামাযের আগেও দুটি নামায (এশা ও ফজুর) আছে, আর পরেও দুটি নামায (আসর ও মাগরিব) আছে (কাজেই প্রাচুর মধ্যবর্তী নামায)।

ব্যাখ্যা ৪ : এটা অন্দের নিষ্ঠাৰ ইজতিহাদ। নতুনা হজুরের কথার সাথে এই হাদীসের বিরোধ বাঁধে। হজুর সান্দাত্তাহ আলাইহি ওয়াসান্দাম সান্দাত্তুল ওসতা বলতে আসরের নামাযকে বুঝিয়েছেন। এটাই অধিকাংশের মত।

৫৪৮ - وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ عَلَى أَبْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولُانِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ - رواه الموطأ ورواه الترمذى عن ابن عباس وأبن عمر تعليقاً

৫৪৯ । হ্যরত ইমাম মালিকের নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌছেছে যে, হ্যরত আলী ও হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন : ‘ওসতা নামায’ ফজুরের নামায (মোয়াত্তা এবং তিরমিয়ী ইবনে আবুল্লাস ও ইবনে ওমর হতে মুআত্তাকজাপে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা ৪ : হ্যরত আলীও সম্বৃত সান্দাত্তুল ওসতা সম্পর্কে হজুরের মতামত জানার আগে একথা বলেছেন। এরপর তিনি হজুরের মত সম্পর্কিত হাদীস ৫৪৩ বর্ণনা করেন। কাজেই এখন আর কোন বিরোধ নেই। কিন্তু ইমাম মালিক ও

শাফেক্ষী ফজরকেই নামাযে ওসূতা বলেন। শাফেক্ষী মায়হাবের ইয়াম, ইয়াম নবৰী সহিহ হাদীস অনুসারে আসরকেই নামাযে ওসূতা বলেন।

وَعِنْ سَلَمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَدَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدًا بِرَأْيِ الْأَيْمَانِ وَمَنْ غَدَ إِلَى السُّوقِ غَدًا بِرَأْيِ أَبْلِيسِ - رواه ابن ماجة ৫৮৭

৫৮৯। ইয়রত সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে বলতে শনেছি : যে লোক ভোরে ফজরের নামায পড়ার দিকে গেলো সে লোক শয়তানের পতাকা উঠিয়ে গেলো। আর যে লোক ভোরে বাজারের দিকে গেলো সে লোক ইবলিস মালউনের পতাকা উঠিয়ে গেলো (ইবনে মাজাহ)।

**ব্যাখ্যা :** ইয়রত আল্লামা ভাইঝোবী (র) বলেন, এই হাদীসে আল্লাহ তাজালার বাহিনী কারা, আর কারা শয়তানের পতাকাবাহী কার একটা রূপক দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। যারা শেষ রাতের মধুর ঘুমের আরামকে হারাম করে শয়তানের এ সময়ের অসংখ্য ওয়াসওয়াসকে উপেক্ষা করে, মাঝের শীতকে পরগুয়া না করে উয় ও গোসল করে মসজিদের দিকে ধাবিত হন তারা যেনে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যেভাবে ইসলামের মুজাহিদরা শত্রু পক্ষের মুকাবিলা করতে ইসলামী ঝাঁপা উঠিয়ে সামনে এগিয়ে যান, এরা যেনে তারা। অতএব যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামায জামায়াতে পড়া বাদ দিয়ে তায়ে থাকে অথবা দুনিয়া কামৰূপ জন্য বাজারের দিকে যায় সে ব্যক্তি শয়তানের বাহিনীর এক সৈনিক। কারণ সে শয়তানের তাবেদারীর পতাকা উঠিয়ে শয়তান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের জয় জয়কার করে সামনে উঠিসর হয়।

যাত্রা ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করার পর ঝীবিকা নির্বাহ, পরিবার পরিজনের লালন পালনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশে বাজারের দিকে যায় তারা আগের দলভূক্ত অর্থাৎ তারাও আল্লাহর সৈনিক।

#### ৪ - بَابُ الْأَذْكَارِ

##### ৪-আখান

‘আখান’ মুসলিম যিন্তাতের জন্য এক বিরাট ঐক্যের প্রতীক। আল্লাহর এক বড় নেতৃত্ব। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে আল্লাহর আনুগত্য ঝীকারে সব ছেড়ে দিয়ে মসজিদের দ্বিক্ষেত্রে যাবার এক সামগ্রীক ও জাতীয় আহবান।

এর আভিধানিক অর্থ ‘খবর দেয়া’, ‘আহবান জানানো’, ‘ডেকে আনা’। আর পরিভাষায় আল্লাহর রাসূলের শিখান্তে কিছু নির্দিষ্ট রাক্য দিয়ে মুসলমানদেরকে নামায আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে ধাবিত হবার উদাস্ত আহবানের নাম আয়ান।

আয়ানে রয়েছে আল্লাহর মহিমা ও কর্ডত্তের ঘোষণা। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, এতে রয়েছে এই উদাস্ত সাক্ষী। এটা ও নামাযের সময়, এটা কামিয়াবী ও সফলতার সময়। এসো সব হেঢ়ে এলিকে, মহান মলিকের আনুগত্য স্বীকারে এসো। এ হলো আয়ানের মর্মবাণী।

মুসলিম মিল্লাতের ঘরে নবজাতকের আগমন ঘটার পর তার ডান ও বাম কানে এই আয়ানের মধুর ধনি শুনিয়ে দিয়েই জন্মাগ্নেই শুনিয়ে দেয়া হয় কि তার পথ। কোন পথে তার চলার গতি হবে। নবজাতক হেলে মেয়ে যাই হোক তার কানে আয়ান দেয়া মুসত্তাহাব।

ইসলামের প্রথম দিকে জাহায়াতে নামায আদায় করার জন্য, এই সময়ে সকলে একত্রে মসজিদে আসার জন্য কিছু সংকেতের প্রয়োজন অনুভূত হয়। লোকেরা যেন বুঝতে পারে এটা নামাযে শরীক হতে যাবার ডাক। এই ধরনের একটি ভাকের প্রচ্ছাজনৈশ্বর্তার কথা কোন সাহাবা সঙ্গে দেখেন। কেউ বলেন, তারা হলেন অশ্বজন। কেউ বলেন চৌকজন। কেউ কেউ বলেন মেরাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়ানের এসব বাক্য শিখে আসেন সাহাবাদের সঙ্গের অনেক আগে। সাহাবাজনের সঙ্গের কথা তনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে শিখে আসা বাক্যগুলো দিয়ে আয়ানের প্রচলন শুরু। হ্যরত বেলাল হাবশী (রা) হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও মুসলিম মিল্লাতের প্রথম মোয়ায়িন। সেই কাল থেকে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে এই আয়ান প্রচলিত হয়ে আসছে। যত দিন দুলিয়া থাকবে, চাঁদ সূর্য উদিত হবে আয়ানের এই ধনি উচ্চারিত হতে থাকবে। দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যেখানে মুসলমান নেই। আর যেখানে মুসলমান আছে সেখানে আয়ানের সুমধুর ধনি ও আছে।

### প্রথম পরিচেদ

৫৯. - عَنْ أَنَسِ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالْفَاقُونَ فَذَكَرُوا الْبَهْوَةَ وَالنَّصَارَى  
فَأَمْرَرَ بِلَلْ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوْتَرَ الْإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَيَدْكِرْتُهُ لَأَبْوَبِ  
فَقَالَ إِلَا إِقَامَةً - متفق عليه .

৫৯০। হ্যরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আয়ান প্রথা চালু হবার আগে নামাযের জন্য ঘোষণা দেবার প্রসঙ্গে) আগুন জালানো ও শিঙায় ফুক দেয়ার প্রস্তাৱ হলো। (এ প্রস্তাৱে কেউ কেউ একে) ইয়াছন্দী ও খৃষ্টানদের (প্রথা বলে)

উল্লেখ করেন (অর্থাৎ তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়)। এরপর হজুর সান্দ্রাহাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম হ্যরত বেলালকে হকুম দিলেন আবান জোড়া শব্দে ও একামত বেজোড় শব্দে দেবীর অম্য। হাদীস বর্ণনাকরী ইসমাইল বলেন, আমি আবু আইয়ুব আনসারীকে (একামত বেজোড় দেয়া সম্পর্কে) জিজেস করলাম। তিনি বললেন, তবে “কদম কামাতিস সালাহ ছাড়া” (অর্থাৎ কদম কামাতিস সালাহ জোড় বলতে হবে) (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মদীনায় আগমনের পর মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে গেলে ও মসজিদ বানালের পর সকলে একত্র হয়ে নামায পড়ার জন্য কোন ঘোষণা ধর্মস্থির প্রয়োজন অনুভূত হলো।

এর অন্য কোন কোন সাহাবা কোন উচু জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে নামাযের ঘোষণা দিতে প্রস্তাব করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন শিঙা বাজিয়ে ঘোষণা দিতে। এই দুই প্রস্তাব শেষে আবার কেউ বললেন, এই পছন্দ মামায়ের ঘোষণা দিলে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণার সাদৃশ্য হবে বলো। ইয়াহুদীরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় আগুন জ্বালিয়ে। আর খৃষ্টানরা দেবী দেব দেবী বাজিয়ে। কৃত্য যুক্তিসংজ্ঞ। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই মজলিস ভেঙে দেলেন। সকলে নিজ নিজ বাতী চলে গেলে একজন সাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) দেখলেন, হজুর সান্দ্রাহাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম এই ব্যাপারে চিন্তিত। তিনি এই সমস্তার তাড়াতাড়ি একটা সমাধান হজুর যাক, হজুর চিন্তামুক্ত হোন, আজ্ঞারিকজনের এই কামনা করলেন। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে তিনি ঘরে এসে হয়ে গেলেন। তিনি স্বপ্নে দেখতে চাগলেন, একজন কেরেশ্বর তার সামনে দাঁড়িয়ে আসালের বাক্যগুলো বলে বাচ্ছেন।

শুন থেকে উঠে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) হজুরের কাছে এসেন এবং বন্ধুর বাক্যগুলো ভাকে শুনালেন। হজুর বললেন, মিঃস্টেডেহে এ স্বপ্ন সত্য। তুমি বেলালকে এই বাক্যগুলো বলতে থাকো। সে তোমার কাছ থেকে জোরে জোরে বাক্যগুলো বলতে থাকুক। তোমার চেয়ে তার কষ্টস্বর জোরালো। হ্যরত বেলালের আবান ধ্বনি মদীনায় শুনিয়ে উঠলে হ্যরত ওমর দেঁড়িয়ে আসলেন। আর করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য বলী করে পাঠিয়েছেন, এই বাক্যগুলো আমি ও আজ স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহর নবী শুকরিয়া আদার করলেন। এই রাতে দশ, এগারো বা বারোজন সাহাবা একই স্বপ্ন দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, আযানের বাক্যগুলো ওরুতে (আল্লাহ আকবার ছাড়া) জোড়া জোড়া আর একামতের বাক্যগুলো বেজোড়। তাই সাহাবা ও তাবেয়ীদের অধিকাংশ আহলে ইলম, ইমাম জুহুরী, ইমাম মালিক ও শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণের এই মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীগণ আবান ও

এক্যমত্ত দুটোই জোড়া জেড়া বলার পক্ষে। তাদের দলীলও হাদীস। সামনে এই হাদীস আসবে।

৫৯। - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ إِلَهُ أَكْبَرُ إِلَهُ أَكْبَرُ إِلَهُ أَكْبَرُ  
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ  
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ تَعَوَّدُ فَتَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ  
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ  
عَلَى الصَّلَاةِ حَقٌّ عَلَى الصَّلَاةِ حَقٌّ عَلَى الْفِلَاحِ حَقٌّ عَلَى الْفِلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ  
اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - رواه مسلم

৫৯। ইয়রত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ৎ ছজুর  
সালাহাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ‘আয়ান’ শিখিয়েছেন। তিনি আয়ানে  
বললেন, বলো “আলাহ আকবার” (১), আলাহ আকবার (২), আলাহ আকবার (৩),  
আলাহ আকবার (৪) এ আশহাদু অল-লা ইলাহা ইলাহাহ (১), আশহাদু অল-লা  
ইলাহা ইলাহাহ (২)। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (১), আশহাদু আন্না  
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২)। তারপর (তিনি বললেন, তুমি আবার বলো, আশহাদু  
অল-লা ইলাহা ইলাহাহ (১), আশহাদু অল-লা ইলাহা ইলাহাহ (২), আশহাদু  
আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (১), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২)। হাইয়া  
আলাস সালাহ (১), হাইয়া আলাস সালাহ (২)। হাইয়া আলাল ফালাহ (১), হাইয়া  
আলাল ফালাহ (২)। আলাহ আকবার (১), আলাহ আকবার (২)। লা-ইলাহা  
ইলাহাহ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে আবানের জন্য প্রথম সাতটি বাক্য ছজুর সালাহাহ  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মাহযুরকে শিখিয়েছেন। প্রথম বাক্য আলাহ...আকবার  
চারবার। দ্বিতীয় বাক্য আশহাদু আলাহ...দুইবার ও দ্বিতীয় বাক্য আশহাদু  
আন্নাহ... দুইবার। আবার দ্বিতীয় বাক্য আশহাদু আলাহ দুইবার ও তৃতীয় বাক্য  
আশহাদু আন্নাহ... দুইবার। চতুর্থ বাক্য হাইয়া আলাস সালাহ দুইবার, প্রেম বাক্য  
হাইয়া আলাল ফালাহ দুইবার। আবার প্রথম বাক্য আলাহ আকবার খণ্ড বাবে দুই  
বার। শেষ ও সপ্তম বাক্য লা-ইলাহা ইলাহাহ একবার। এই মোট উনিশবার।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য আশহাদু আলাহ ইলাহা ইলাহাহ ও আশহাদু আন্না  
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহকে প্রথম দুইবারের পর অবশেষ দুইবার বলাকে ‘চারবার’ (অর্থাৎ :

পুনরায় বলা) বলে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকের মতে এভাবে বলা সুন্নাত। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এটা সুন্নাত নয়। আবু মাহযুরার শিক্ষার জন্য তিনি পুনরায় বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

### বিভীষণ পরিচ্ছেদ

**৫৭২ - عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْتَبَيْنِ مَرْتَبَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرْتَبَةً غَيْرَ أُنَوْنَى كَانَ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - رواه أبو داود والنمساني والدارمي .**

৫৯২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আযানের বাক্য দুই দুইবার ও একামতের বাক্য এক একবার ছিলো। কিন্তু “কাদ কামাতিস সালাহ”কে মুয়াজ্জিন দুইবার করে বলতেন (আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

**ব্যাখ্যা :** আযানের সাতটি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্য “সালাহ আকবার” ও শেষ বাক্য “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ছাড়া আর সব কয়টি বাক্যই দুই দুইবার করে বলা হতো। প্রথম বাক্য সালাহ আকবার বলা হতো চারবার। আর শেষ বাক্য লা-ইলাহ ইল্লাহ বলা হতো একবার।

**৫৯৩ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةُ سِبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً - رواه احمد والترمذى وابو داود والنمساني والدارمى وابن ماجة .**

৫৯৩। হযরত আবু মাহযুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কর্মীম সালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উনিশ বাক্যে আযান আর একামত সতের বাক্যে শিক্ষা দিয়েছেন (আহমাদ, তিরিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদিসে বর্ণিত ‘তারজী’সহ আযানের ৭টি বাক্য মোট উনিশবার উচ্চারণ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ‘তারজী’ বলা সুন্নাত নয় বলেন। তাই তার মতে আযানের সাতটি বাক্য পনেরবার। এর সাথে একামতের কাদ কামাতিস সালাহ বাড়ালে আরো দুইবার। অর্থাৎ আট বাক্য সতেরবার। আর অন্যান্যদৈর মতে, যারা ‘তারজী’কে সুন্নাত হিন্নে করেন আট বাক্য একুশবার।

৫৯৪ - وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِي سَيْرَةُ الْأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقْدَمَ رَأْسِهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتُكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ تَخْفَضُ بِهَا صَوْتُكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتُكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ الصُّبُحُ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النُّومِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النُّومِ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - رواه ابو داود .

৫৯৪। হযরত আবু মাহমুরা (রা) হতেই এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সান্দ্রান্দাহ আলাইহি ওয়াসান্দারকে বললাম, হে আল্লাহর রাজ্ঞি! আমাকে অশালের নিয়ম শিখিয়ে দিন। আবু মাহমুরা (রা) বলেন, (আমার কথা শনে) তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগ মুছে দিলেন এবং বললেন, বলো : আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। এই বাক্যগুলো তুমি খুব উচ্চস্থরে বলবে। এরপর তুমি বলবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইলাহাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইলাহাহ এবং আশহাদু আল্লা মৃহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আল্লা মৃহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তুমি পুনরায় উচ্চস্থরে শাদাত বাক্য বলবে : আশহাদু আল-সা ইলাহা ইলাহাহ, আশহাদু আল-সা ইলাহা ইলাহাহ, আশহাদু আল্লা মৃহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আল্লা মৃহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ ; হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। এই আশল ফজরের নামাযের জন্য হলে বলবে, আসমালাতু খাইরুম মিমান নাওম, আসমালাতু খাইরুম মিমান নাওম। আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। সা-ইলাহা ইলাহাহ (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : অর্থ হয়তো যা কর্জমায় বলা হয়েছে তাই। অর্থ দীনের কথা আমার আগ্রহ দেখে বরকতের জন্য তিনি আবু মাহমুরার মাথা মুছে দিয়েছেন। দীনের কথা যেন তিনি স্বরগ রাখতে পারেন। এক বর্ণনায় এসেছে : মাথা মুছে দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে আবু মাহমুরার কথা শনে তিনি নিজের মাথার অঞ্চলগ মুছলেন।

এই হাদীসে ‘তারজী’ রয়েছে। মানে দ্বিতীয় বাক্য ও তৃতীয় বাক্যকে প্রথমে বলেছেন চারবার। ‘আবার’ পরেও বলেছেন চারবার। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসে ‘তারজী’ নেই। এইজন্য ইমাম আল্যম (র) ‘তারজী’ করাকে সুন্নাত মনে করেন না।

۵۹۵ - وَعَنْ بَلَالٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَوِّهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْيَانُ مَنَاجِةِ وَقَلَالِ التِّرْمِذِيُّ أَبُو اسْرَائِيلَ الرَّاوِيُّ لِيُسَّ بِذَكَرِ الْقَوْيِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

৫৯৫। ইয়েরত বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধেস্তান আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : ফজরের নামায ছাড়া কোন নামাযেই ‘তাছবীব’ করবে না। (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিয়ী এই হাদীসের সমালোচনা করে বলেন, এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী আবু ইসরাইল মুহাম্মদের মতে নির্ভরযোগ্য নন।)

ব্যাখ্যা : “তাছবীব” শব্দের অর্থ ঘোষণার পর ঘোষণা দেয়া। সতর্কের পর সতর্ক করা। উভয় ঘোষণারই জন্য এক। যেমন প্রথম ঘোষণায় মানুষকে নামাযের জন্য আসতে বলা উদ্দেশ্য হলে এই ঘোষণারও একই উদ্দেশ্য। এই “তাছবীব” কয়েক প্রকার। এক প্রকার হলো ফজরের নামাযের ‘আয়ানে’ ‘আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ বলা। এই ‘তাছবীব’ এইজন্য যে, একবার ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ বলে মানুষদেরকে নামাযের জন্য আহবান জানানো হয়েছে। এরপর দিজীমানার ‘আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ বলে মানুষদেরকে ছঁশিয়ার করলো। এই ‘তাছবীব’ হজুর কাবীয়ের কালে প্রচলিত ছিলো। এটাই হলো সুন্নাত।

এরপর ‘কূফার’ আলেমগণ আধাম ও তাকবীরের ঝড়বর্তী বিরতির সময় ‘হাইয়া আলাস ফালাহ’, ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ বলা চালু করলো। এরপর থেকে এক এক শ্রেণী এক এক ফিরক নিষেদের প্রচলন অনুযায়ী কিছু না কিছু পক্ষতি ‘তাছবীব’ স্বর্গে চালু করলো। কিন্তু এসব “তাছবীব” ফজরের নামাযের জন্যই চালু করা হয়েছে। কারণ ফজরের মার্যাদ তো নিদো ও অপসত্ত্ব সময়।

এরপর ওলামায় মোতাআখখেরীন (শেষ যুগের আলিমগণ) সকল নামাযের জন্য এভাবে ‘তাছবীব’ চালু করেছেন এটাকে ইসতেহসান হিসাবে মনে করে। অর্থাৎ ওলামায় মোতাআখখেরীন একে অকর্ম মনে করতেন। কারণ এ কাজ এহদিসের পর এহদাস এবং বেদাওআত। ইয়েরত আলীও একাজকে অঙ্গীকার করেছেন। বর্ণনাটি এভাবে যে, এক কাজ ‘তাছবীব’ বলতো। তার ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিলেন এই বেদাওআতীকে মসজিদ থেকে বের করে দাও। ইথেরত শুরুরের ব্যাপারেও একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। একদিন হ্যরত ওমরের উপস্থিতিতে মসজিদে এক

শোকেকে ফজরের নামাযে ‘তাছবীব’ করতে শুনা গেলো। তিনি বেরিয়ে আসলেন। অন্যদেরকেও তিনি বললেন, ‘তোমরা বেরিয়ে এসো। এই ব্যক্তির সামনে থেকো না। এই ব্যক্তি “বেদাআতী”।

৫৯৬ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَّالَ إِذَا  
أَذْتَ فَتَرْسِيلَ وَإِذَا أَعْمَتْ فَاحْذِرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذْنَكَ وَاقْأَمْتَكَ قَدْرَ مَا يَفْرَغُ  
الْأَكْلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شَرِبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقْضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا  
تَقْوِمُوا حَتَّى تَرَوْنِي - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ  
الْمَنْعِمِ وَهُوَ اسْنَادٌ مُجَهُولٌ .

৫৯৬। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে বললেন, যখন আয়ান দিবে ধীর গতিতে (উচ্চ কঠে) দিবে। যখন ইকামত দিবে দ্রুত গতিতে নিচু দ্রুতে দিবে। তোমর আয়ান ও একামতের মধ্যে এই পরিমাণ বিরতি রাখবে যাতে খাবারের লোক খীণয়া শেষ করতে পারে, পান লোক পান করা শেষ করতে পারে, পায়খানা পেশাবে রত লোক সে সবকাজ শেষ করতে পারে। আর আয়ানকে দেখা না পর্যন্ত তোমরা নামাযে দাঁড়াবে না (তিরমিয়ী, তিনি বলেন, এই হাদীসকে আমরা আবদুল মোনয়েম ছাড়া “আর কামো থেকে শুনিনি আর এর সনদ মজল্লুল-অজানা)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো আয়ান টেনে টেনে ধীর গতিতে উচ্চ কঠে দিতে হবে। আর ইকামত দিতে হবে দ্রুত গতিতে সীমু কঠে। আয়ান ও ইকামতের মাঝখানে কিছু বিরতি থাকতে হবে। যাতে যে ব্যক্তি যে কাজে আছে তা সেই এসে নামায ধরতে পারে। হাদীসের শেষ কৰ্ক্কি “আবদুক আসতেল দেখলে তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে না”, ইমাম আসার আপে দাঁড়িয়ে থাকাতে কেন লাভ নেই। হজুর সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একামতের শব্দ উন্নার পর নিজ ছজরা থেকে বেরতেল ইকামত হাইয়া আলাস সালাহতে পৌছলে তিনি মেহরাবে প্রবেশ করতেন। এইজন্যই আমাদের ইমামগণের মত হলো, ইকামত হাইয়া আলাস সালাহ পর্যন্ত পৌছলে ইমাম ও মুজাফার দাঁড়িয়ে যাবেন। খোয়াজিন “কাদ কামাতিস সালাহ” বললে ইমাম নামায শুরু করে দেবেন।

৫৯৭ - وَعَنْ زَيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ قَالَ أَمْرَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَذْنَ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ فَاقْتَنَتْ فَارِكَهُ بِلَالُ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخَا صُدَاءَ، قَدْ أَذْنَ وَمَنْ أَذْنَ فَهُوَ يُقْبِلُ - رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة .

৫৯৭। হ্যরত যিয়াদ ইবনে হারিস আস-সুদায়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাযের আযান দেবার নির্দেশ দিলেন। আমি আবান দিলাম। এরপর (নামাযের সময়) বিলাল ইকামত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সুদায়ী ভাই আযাদ দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সে ইকামতও দিবে (তিরিখিকি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : যিয়াদ ইবনে হারিস সুদা বৎশের লোক ছিলেন। তাই সুদায়ী বলা হতো। যে আযান দিবে সেই ইকামত বলবে। এটাই মোস্তাহাব। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর মতে মোআজিজিন ছাড়া অন্য করো ইকামত দেয়া মকরহ বলেন। ইমাম আবু হানিফার মতে মকরহ নয়। তিনি বলেন, অনেক সময়ই হ্যরত উষ্মে মাকতুম আযান দিতেন। হ্যরত বিলাল ইকামত বলতেন। এই হাদীসের ব্যাপারে ইমাম সাহেব (র) বলেন, অমুআজিজিন ইকামত দিতে চাইলে মুআজিজিন থেকে অনুমতি নিবে। মোআজিজিন না পেলে অমুআজিজিনের আযান-ইকামত দেয়া ঠিক নয়। আবশ্যক হলে শুধু তা করা যায়।

#### তৃতীয় পরিষেব

৫৯৮ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا بَيْمَانًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ الْغُدْرَا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمُ قَرْتَأَ مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوْلَأَ تَبَعَّثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بْنَ الْأَنْبَاطِ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ - متفق عليه .

৫৯৮। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানরা মদীনায় এসে একত্র হলে তারা নামাযের জন্য একটা সময় ঠিক করে নিতেন। সে সময় সকলে একত্র হতেন। কারণ তখনও নামাযের জন্য কেউ আহ্বান করতো না। একদিন এ ব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কেউ বললেন, খৃষ্টানদের মতো একটা ঘণ্টা বাজানো হোক। আবার কেউ বললেন, ইয়াহুদীদের ন্যায় একটি শিসার ব্যবস্থা করা হোক। হ্যরত ওমর (রা) তখন

বলেন, তোমরা কি একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে মানুষকে নামায়ের জন্য আহবান করতে পারো না? তখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বেলাল! উঠো, নামায়ের জন্য আহবান করো (বুঝাবী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** তখন নামায়ের জন্য আহবান ছিলো কেউ একটু উচু বায়গায় দাঁড়িয়ে বলতো নামায প্রস্তুত, নামায প্রস্তুত। এরপর দ্বিতীয় মজলিসে আযানের বর্তমান প্রচলিত শব্দাবলীর মাধ্যমে আযান দিয়ে মানুষদেরকে জামায়াতে আনার সিদ্ধান্ত হয়। আজ্ঞাহ তাদের উপর রহম করুন।

٥٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِنِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يُخْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ نَدْعُوْ بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَفَلَا أَدْلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَى أَخْرِهِ وَكَذَا الْإِقَامَةُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلَقَ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلَيُؤْذَنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِّنْكَ فَقَمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أَقْبِهِ عَلَيْهِ وَيُؤْذَنْ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ قَخْرَجَ يَجْرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثْتَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُورِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْلَهُ الْحَمْدُ - رَوَاهُ أَبْنُ دَاؤِدَ وَالْدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِحٌ لَكِنْهُ لَمْ يُصَرِّخْ قِصَّةُ النَّاقُوسِ .

৫৯৯। হুরাত আবদুল্লাহ ইবন যাকুব ইবন আবদে রবিহি (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায়ের জন্য একব্র হতে যখন ষষ্ঠী বানানের স্মৃদেশ দিলেন (সেলিন) আমি ইঞ্জি দেখলাম : এক ব্যক্তি তার হাতে একটি ষষ্ঠী নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাল্লাহু বান্দা! তুমি কি এ ষষ্ঠীটা বিক্রি করবে? লোকটি বললো, তুমি এই ষষ্ঠী দিয়ে কি করবে? আমি

বলগাম, আমরা এই ঘট্ট কাজিয়ে নামায়ের জাহানাতে আসতে আহবান জানাবো। সেই ব্যক্তি বললেন; আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পছা বলে দিবো না? আমি বলগাম, হাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, তুমি বলো, আপ্লাই আকবার হতে শুরু করে আয়নের শেষ বাক্য পর্যন্ত আমাকে বলে শুনলেন। এভাবে ইক্ষুয়াতও বলে দিলেন। তোরে উঠে আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হায়ির হলাম। যা স্বপ্নে দেখলাম সব তাঁকে শুনলাম। তিনি বললেন ইনশাআল্লাহ স্বপ্ন সত্য। এখন তুমি বেলালের সাথে দাঁড়িয়ে যা স্বপ্নে দেখেছো তাকে বলতে থাকো। আর সে আয়ান দিতে থাকুক। কারণ তার কর্ষ্ণের তোমার চেয়ে জোরুলো। অতএব আমি বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে বলতে লাগলাম। আর তিনি আয়ান দিতে থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, নিজ বাড়ীতে হ্যরত ওমর (রা) আয়নের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে একথা বলতে বলতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সন্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমিও একই স্বপ্ন দ্রেষ্টব্য। তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ (আবু দাউদ, দারেমী, ইরনে মাজাহ। কিন্তু ইবনে মাজাহ ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। ইমাম তিরিমিয়ী বলেছেন, এটা সহীহ হাদীস + তবে তিনি ঘট্টের কথা উল্লেখ করেননি।)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহাবাদের সর্বব্যয়ে মজলিসে বসে নামাযে একক্র করার জন্য কোন ব্যবস্থাতে সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। পরে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষা বান্দুবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন যায়েদের স্বপের কথা শুনে এই স্বপ্নের কথাগুলো দিয়ে নামাযের জন্য আহবান (আয়ান) জানাবার সিদ্ধান্ত নেন। এই রাতে দশ থেকে চৌদ্দজন সাহাবা এই প্রকই স্বপ্ন দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا يَوْمَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ حَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ  
الصُّبْحُ فَكَانَ لَا يَمْسُرُ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَكَهُ بِرِجْلِهِ . رواه أبو دا

দৌড় । ৬০০। হ্যরত আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযের জন্য বেরলাম। তখন তিনি যার নিকট দিয়েই যেতেম, নামায়ের জন্য তাকে আহবান জানাতেন। অথবা বিজের পা দিয়ে অকে মেঝে দিয়ে যেতেম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে শিক্ষা পাওয়া গেলো যে, কেউ যদি ফরয নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাপিয়ে দেয়া উচ্চৰ। শর্ক করে ভেকেও জাপানো যায়। আবার গা, পা হাত ধরে ঠেলেও জাপানো যায়।

٦٠١ - وَعَنْ مَالِكٍ بِلْغَهُ أَنَّ الْمُؤْذِنَ جَاءَ عُمَرَ بْنَ رَوْذَنَهُ لِصَلَاةِ الصُّبُحِ فَوُجِدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبُحِ .  
رواه في الموطأ .

৬০১। হযরত ইমাম মালিকের নিকট বিশ্বত্ত সূত্রে এ হাদীসটি পৌছেছে যে, একজন মুয়াজ্জিন হযরত ওমরকে ফজরের নামাযের জন্য ডাঁকতে এসে তাকে ঘুমে পেলেন। তখন মুয়াজ্জিন বললেন, “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম” (নামায ঘুম থেকে উত্তুম)। তখন হযরত ওমর (রা). তাকে এই বাক্যটি ফজরের নামাযের আযানে যোগ করার নির্দেশ দিলেন (মোয়াত্তা)।

ব্যাখ্যা : ফজরের আযানে “আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম” শব্দ থেকেই প্রচলিত ছিলো। হযরত ওমরের কাল থেকে নয়। সম্ভবত ঘরে এসে ঘুমের অবস্থায় মুয়াজ্জিনের হযরত ওমরকে জাগানো তার ভালো লাগেনি। তাই তিনি বলেছেন, ‘এই বাক্য ফজরের নামাযের জন্য আযান দেৱার সময় ওখানে যোগ করতে হয়। এই ঘরে নয়। আল্লাহহু সবচেয়ে ভালো জানেন প্রকৃত ব্যাপার কি।

٦٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عَمَارٍ بْنِ سَعْدٍ مُؤْذِنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَاَلَا أَنْ يَجْعَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي أَذْنِيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لصوتِكَ - رواه ابن ماجة .

৬০২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে আশ্বার ইবনে সাদ (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) ছিলেন মসজিদে কুবায় হজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজ্জিন। রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে (আযানের সময়) তার দুই আঙুল তার দুই কানের মধ্যে চুকিয়ে রাখার হকুম দিলেন এবং বললেন, এইভাবে (আঙুল) রাখলে তোমার কষ্টস্বর উঞ্চ হবে (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : হযরত সাদ (রা) মসজিদে কুবার মুআজ্জিন ছিলেন। হজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর হজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃতি বিজড়িত মদীনায় হযরত বিলালের পক্ষে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। তিনি হজুরের বিরাহে কাতর হয়ে শাম দেশে চলে মৃত্যু। তখন মসজিদে কুবা হতে চেকে এনে হযরত সাদ (রা)-কে মদীনাস্থ মসজিদে নবৰীতে আযান দেয়ার জন্য হযরত আবুবকর (রা) নিয়োগ দেন। আমৃত্যু হযরত সাদ (রা) এই দায়িত্ব পালন করেন।

আয়ানের সময় কানে আঙুল দিলে শব্দ সূচক হয় এই হাদীস থেকে একথা জানা গেলো।

### ٥ - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَأَجَابَةِ الْمُؤْذِنِ

#### ৫-আয়ান ও আয়ানের জবাব দানের মর্যাদা

٦٠٣ - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
الْمُؤْذِنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم .

৬০৩। হযরত মোয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উচু গলা সম্পন্ন লোক হবে মুআজ্জিনগণ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মুআজ্জিনগণের মর্যাদা বুঝাবার জন্য ক্রপক উপমার মাধ্যমে মুআজ্জিনের সবচেয়ে দীর্ঘ ঘাড়ের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যারা দুনিয়াতে আয়ান দিয়েছে তারা অধিক মর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারী হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, মুআয়াযিনগণ কিয়ামতের দিন নেতা হবেন। কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন তারা অনেক বেশী সওয়াবের আশাবাদী হবেন। কারণ কেউ যখন কোন কিছু চায় গলা লম্বা করে তা চায়। আবার কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে মুআজ্জিনদের বড় কদর ও মর্যাদা হবে।

٦٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ الْغَادِينَ فَإِذَا قُضِيَ  
النِّدَاءُ أَفْبَلَ حَتَّى إِذَا تُوَبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّشْوِيبُ أَفْبَلَ  
حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ النَّرِّ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكُرْ كَذَا أَذْكُرْ كَذَا لَمَّا  
حَتَّى يَظْلِمُ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى - متفق عليه .

৬০৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযের জন্য আয়ান দিতে থাকলে, শর্যতাম পিঠ ফিরিয়ে পালায় ও বায়ু ছাড়তে থাকে। যাতে আয়ানের শব্দ তার কানে না পৌছে। আয়ান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন ইকামত শুরু হয়

পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে। ইকামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে। নামায়ে মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলে, অমুক জিনিস অরণ করো। অমুক জিনিস অরণ করো। যে সব জিনিস তাৰ মনে ছিলো মা সব জখন তাৰ মনে উদ্ধৃত হয়ে যায়। বাজে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আৱ বলতে পারে না কত রাকায়াত নামায পড়া হয়েছে (বুখারী ও সুন্দেলিম) ।

৩১৩৩ : শয়তানের বায়ু ছাড়াও ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, এটা প্রকৃতই সত্য। কান্তি শয়তানেরও দেহ আছে। কাজেই এটা হওয়া অসম্ভব কিন্তু নয়। শাধাৰ উপর বেশী বোৰা চাপিয়ে দিলে বোৱাৰ চাপে বায়ু বেৱ হতে থাকে। আধ্যানও শয়তানের উপর এক বিৱাট ভাঙ্গী বোৰা। আধ্যানেৱ ভয়ে পালাতে ভাৱও এ ভয়ে বায়ু বেৱ হয়।

কেউ কেউ বলেন, আধ্যান দেয়া শুল্ক হলে শয়তান থেকে এক রকম শব্দ বেৱ হয়। এ শব্দেৱ কাৱণে তাৰ কানে আধ্যানেৱ শব্দ পৌছায় না। এই শব্দটি শয়তানেৱ হৰাৱ কাৱণে ঘণ্টা-বিত্তৰায় এই শব্দটিকে বায়ু বলা হয়।

শয়তান একজন নামাযীৰ মনে নানা ধৰনেৱ ওয়াসওয়াসা ও খটকাৰ সৃষ্টি কৰে। এই খটকা সৃষ্টিৰ কাৱণে সে নামাযে মনোযোগী হতে পারে না। খুণ-খুজুৱ ভাৰধাৰা আনতে পারে না।

٦٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْمَعُ مَلَئِي صَوْنَتِ الْمُؤْذِنِينَ جِنْ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهَدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه البخاري

৬০৫। হয়েৱত আবু সাঈদ খুদৰী (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সুল্লাহুাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাহু বলেছেন : যে কোন মানুষ বা জিন অথবা অন্য কিছি যত দূৰ পৰ্যন্ত মুআয়্যিনেৱ আধ্যানেৱ ধৰনি শুনবে সে কিয়ামতেৱ দিন তাৰ পক্ষে সাক্ষ্য দেবে (বুখারী)।

৩১৩৪ : হাদীসে 'মাদা' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়েছে। অৰ্থ শেষ সীমা, শেষ গ্রান্তি, অৰ্থাৎ আধ্যানেৱ শব্দ দূৰে যেতে যেতে, দূৰেৱ শেষ প্রান্তে আধ্যানেৱ কোন শব্দ বুৰো যাব না। এই সীমাৰ মধ্যে আনুসৰ, জিন, পণ-পাঞ্চি যাবা এই শব্দ শুনবে তাৱা মুআয়্যিনেৱ এই খিদমত ও তাৰ ইমানেৱ সাক্ষ্য দেবে।

٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤْذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ هُمْ صَلُوْعَ عَلَىٰ قَانِئِهِ مِنْ

صَلَّى عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلَّوَ اللَّهُ لِي الرَّسِيلَةَ  
كَانُهَا مُنْزَلَةً فِي الْجَنَّةِ لَا يَتَبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ  
فِيهِنَّ مَالَ لِي الرَّسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشُّفَاعَةُ - رواه مسلم .

৬০৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মুআব্দিয়ের আধার জন্মে তার জবাবে সেই শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করবে। আয়োমশেষে আমার উপর দুর্দণ্ড ও সালাম পড়বে। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুর্দণ্ড পড়বে এর পরিবর্তে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্ম আল্লাহর কাছে 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে। 'ওসীলা' হলো জাল্লাতের একটি উচ্চ শ্রেণীর স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন প্যারেন। আর আমার আশা এই বান্দাহ আমিই হবো। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্ম 'ওসীলা'র দোয়া করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্ম সুপারিশ করা আমার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়বে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আমানে মুআব্দিয়েন যে বাক্য বলবে প্রতিউতেরে ঠিক তাই বলবে। 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' এবং ফজরের নামায়ের 'আস-সালাতু-হাইকুম-মিনান-মাওম' ছাড়া। যার বর্ণনা পরের হানীসে আসবে। আল্লাহর নিকট 'ওসীলা' প্রার্থনারও নিয়ম পরে আসবে।

৬০৭ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ  
الْمُؤْذِنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ  
اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَنِّى عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ  
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَنِّى الْفَلَاحَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ  
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه مسلم

৬০৭। হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুআব্দিয়েন যখন "আল্লাহ আকবার" বলে তখন তোমাদের কেউ ষদি (উত্তরে) অন্তর থেকে বলে, "আল্লাহ আকবার"-আল্লাহ

আকবার”; এরপর মুআয়িন যখন বলে, “আশহাদু আল্লা-ইলাহু ইল্লাহ”, সেও বলে, “আশহাদু আল্লা-ইলাহু ইল্লাহ”; অতঃপর মুআয়িন যখন বলে, “আশহাদু আল্লা মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ”, তারপর মুআয়িন যখন বলে, হাইয়া আলাস সালাহ, সে তখন বলে, “ল্য হাওলা ওয়াল্লা কুণ্ড্রাতা ইল্লা বিল্লাহ”; পরে মুআয়িন যখন বলে, ‘আল্লাহ আকবার “আল্লাহ আকবার”, সেও বলে, “আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার” এরপর মুআয়িন যখন বলে, “লা-ইলাহা ইল্লাহ”, সেও বলে “লা ইলাহা ইল্লাহ”, সে জারাতে প্রবেশ করবে (শুস্তিম)।

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলের শিখানে পদ্ধতি ও শাক্ত্যালাই হজো আযানের ক্রবাব। এই জ্বাব দেয়া উচ্চাজিব। কারো কারো মতে মুস্তাবাব।

٦٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَاتِلِ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذَا الدُّغْنَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَنْ تُحَمِّلْنِي  
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعِثْنِي مَقَامًا مُحْمَودًا لِذِي وَعْدَتْهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي

بِوْمِ الْقِيَامَةِ - رواه البخاري

৬০৮। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাহুল্লাহ আলাইহি-ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন । যে ব্যক্তি আযান শনে (ও এর জবাব দেওয়ার পর) এই দোয়া পড়ে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে। দোয়া হলো : “হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মদ সালাহুল্লাহ আলাইহি-ওয়াসাল্লামকে দান কর উসীলা, সুমহন মর্যাদা ও প্রশংসিত স্থানে পৌছাও তাঁকে (মাকামে মাহমুদে), যার ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ”। কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য আমার শাফাআত আবশ্যকীয়ভাবে হবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ৪: এই দোয়াকে আযানের দোয়া বলা হয়েছে। কারণ ‘আযান’ মানুষকে নামায ও আল্লাহর জিকিরের দিকে আহবান জানাছে—নমাযিকে ‘কায়েমাহ’ বলা হয়েছে। কারণ এই নামায স্থায়ী, শাশ্঵ত। কিয়ামত পর্যন্ত নামাযের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। “ওয়াল ফাজিলাতা”র পর “ওয়াদ-দারুজ্জাতার রাফিতাতা” শব্দগুলো-পড়া হয়, কিন্তু এ শব্দগুলো হাদীসে কোন বর্ণনায়ই উল্লেখিত হয়নি।

বায়হাকীর বর্ণনায় “ওয়াদতাত্ত্ব”’র পর “ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মিয়াদ” উল্লেখ হয়েছে।

৩৪. ‘মাফাতে শাহুদ’ হলো ‘শাফায়াতে উজ্যার’ স্থান। এই জায়গায়ই হজুর সন্দেশাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিম্বামতের দিন উনাহগারদের ‘শাফাত’ করার জন্য অবস্থান করবেন।

হাশেরের ময়দানে সব জায়গায় ‘নাফসি’ ‘নাফসি’ ‘আমার জীবন বাচাই’, ‘আমার জীবন বাচাই’ এই রোল উঠবে। মানুষ হিসাব-ক্ষিতাবের পেরেশনীকে লিখে থাকবে। হাশেরের ময়দানের কঠোরতা ও বিপন্নতায় দিলেছাহা হয়ে পড়বে। শাফাতের জন্য সকলে নবী-রাসূলদের কাছ দৌড়াদৌড়ি করবে। রিসু স্বকল্পেই নিজের জান বাচাবার জন্য থাকবেন ব্যাকুল। শাফায়াত করার সাহস কেউ করবেন না। বলকেন, ভোমস্তা শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তাঁর আগের পরের সকল স্তনহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের জন্য সুপারিশ করার অধিকার রাখবেন। সকলে শেষ নবীর কাছে দৌড়িয়ে যাবেন। আল্লাহর প্রিয় শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যাবেন। মনুষের জ্ঞন ‘শাফাত’ করবেন। এই সবচেয়ে স্বকল্পের মুখ্যেই তাঁর প্রশংসাৰ কথা উনা যাবে। আল্লাহও তাঁর প্রশংসা করবেন। শানে মুহাম্মদীকে প্রকাশ কর্তব্য ছাড়িয়ে পড়বে।

হাদিসে উল্লেখিত “ত্রান্তজি ওআদতাহ”-যার তুমি ওয়াদা তাঁকে দিয়েছো” কুরআনের এই আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত :

عَسَى أَن يُعْثِكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمَدًا .

“আশা করা যায়, (হে মুহাম্মদ) আল্লাহ আপনাকে আকাশে মাঝসুদে (ঐশ্বরিয় জায়গায়) স্থান দিবেন।” অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ আপনাকে হাশেরের সমদানে বিপন্নতাদের সুপারিশকারী ব্যনিয়ে মাকামে মাঝসুদে দাঁড় করিবে দেবেন।

٦٠٩ - وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَرُضاً طَلَعَ النَّجْرُ وَكَانَ يَسْتَعِمُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَالْأَغَارَ فَسَمِعَ رَجْلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَتْ مِنَ النَّارِ فَطَرُوا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَى - رواه مسلم .

৬০৯। হ্যরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেনাধারিনী নিয়ে কোথাও যখন যেতেন তোরে শত্রুদের উপর) আক্রমণ চালাতেন। তোরে তিনি কান পেতে আয়ান উনার অপেক্ষায়

প্রাক্তনেন। (মেজাজগায় স্নানক্রমণ করার পরিকল্পনা হতো) ওখান থেকে আয়ানের ধনি ক্ষেত্রে জেসে আসুলে আক্রমণ করতেন না। আর আয়ানের ধনি কানে জেসে না আসুলে, আক্রমণ করতেন। একবার তিনি শত্রুর উপর আক্রমণ করার জন্য বুওনা হয়ে যাচ্ছিলেন, এক জায়গায় তিনি এক বাতিকে আল্লাহ' আকবার, আল্লাহ' আকবার' বলতে উন্টেন। তখন তিনি বললেন, ইসলামের উপর আছে (কারণ আয়ান মুসলমানরাই দেয়)। এরপর ওই ব্যক্তি বললো, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আমি সাক্ষাৎ দিচ্ছি, আল্লাহ' ছাড়া কোন মারুদ নেই), তখন সাম্মান্ত্রিক আলাইছি ওয়াসাম্মাম বললেন, তুমি (শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে) জাহান্নাম থেকে বেঁচে পেলে। সাহাবগণ তারিদিকে তার্কিয়ে দেখলেন, আয়ানদানকারী বক্রীর পাশের রাখাল (মুসলিম)।

ব্যাপ্তি ৩ যে মুহাম্মদ হজুর অভিযান চালাতেন, আগে যাচাই-বাছাই করে নিতেন তারু মসলমান কি না। এই যাচাইর উপায় হিসাবেই তিনি ফজর নামায়ের আগ পর্যন্ত অংগোষ্ঠা করতেন। ওখান থেকে আযান তনা যাও কিনা। আযান তনা গেলেই তিনি বুঝতেন এটা মুসলিম অধ্যুষিত মহস্তা। কাজেই ওখানে আর আক্রমণ পরিচালনা করতেন না। আর তা না হলেই আক্রমণ করতেন। তোরের সময়ই আযান ধনি স্পষ্টভাবে কানে এসে পৌছে। তাই যাচাইর জন্য এসেই মোক্ষয সময়।

কাজেই বুখা গেল, আযানই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী প্রতীক। ইয়ানের লক্ষণ। এজন্যই ফিকাহবিদদের মত হলো, আযান শরীয়াতে সুন্নত হলেও এর উক্ত অপরিসীম। দলবদ্ধভাবে কোন এলাকায় আযান ত্যাগ করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিৎ, যে পর্যন্ত আযান ঢালু না করে।

٦١ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤْذِنُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيَتْ بِاللَّهِ رِبِّيَا وَبِمُحَمَّدِ رَسُولِهِ وَبِإِسْلَامِ دِينِنَا غُفرَلَهُ ذَنْبُهُ - رواه مسلم .

৬১০। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াকাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ' সাম্মান্ত্রিক আলাইছি ওয়াসাম্মাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলিমিনের আযান করে এবং সেই পক্ষে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াসুন্নাহ লা শালীকু আহ তক্কামালহাদু অস্মি মুহাম্মদেল আবদুল্ল ওয়াসুন্নাহ, রাদিতু বিল্লাহে রকমান ওয়াবিল ইসলামি দীনা ওয়া বিলুক্কামাদিন রাসুলান"। ("আমি সাক্ষাৎ দিচ্ছি, আল্লাহ' ছাড়া কোন মারুদ নেই। আমি এক অর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষাৎ দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাম্মান্ত্রিক আলাইছি ওয়াসাম্মাম আল্লাহ'র বাদু ও রাসুল, আমি আল্লাহ'কে রব, দীন

হিসাবে ইসলাম, নবী হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি “ও মানি”) এবং উপর আমি সন্তুষ্ট, তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই দোয়াটি আযান চলা অবস্থায় পড়া যায়। আযান দেয়া শেষ হবার পরও পড়া যায়। তবে আযানশেষে পড়াই বরং উত্তম। তাহলে আযানের জ্বাব দিতে অসুবিধা হবে না।

٦١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَوةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَوةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الشَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ  
مُتَقْعِدًا عَلَيْهِ .

৬১১। হ্যরত আবুলুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখালে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখালে নামায আছে। অতঃপর ততীয়বার বলেন : এই নামায ওই ব্যক্তির জন্য যে পড়তে চায় (বুখারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** দুই আযানের অর্থ হলো, আযান ও ইকামত অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া খুবই সকলতা ও সৌভাগ্যের কাজ। এই সময়ে সুন্নাত ও নকল নামায যত বেশী পড়া যায় ততই উত্তম। এইজন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্যটি একাধিকবার বলেছেন দ্রষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। এতে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।

### থিতীর পরিষেবা

٦١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا  
ضَامِنٌ وَالْمَوْذِنُ مُؤْمِنٌ اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَكِنَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْذِنَيْنَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ  
وَابْوَ دَاوِدَ وَالتَّرمِذِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَفِي أَخْرِيِّ لِهِ بِلْفَظِ الْمَصَابِحِ .

৬১২। হ্যরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম ‘জিজ্ঞাসুর’ আর মুআবিয়ে আর্মানতদার। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! তুম ইমামদেরকে হিদায়াত দান করো। আর মুআবিয়েরকে মাফ করে দাও” (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ে ও শাহীয়ে। ইমাম শাফেকী মাসাবিহের শব্দে আর একটি হালীস বর্ণনা করেছেন)।

ব্রহ্মাণ্ড ইমাম জামিল ও জিয়াদার। মুজাদির নামাঘ, কিরামাত, রমকৃ, সিঙ্গাস সব আরকান আদায় হওয়া ইমামের উপর বিজর করে। এসব সূচালগ্নাপে হলো কিনা তার প্রতি সতর্ক থাকা তার দায়িত্ব। নামাহের সব বোরা ও দায়দায়িত্ব তার কাঁধে তিনি তুলে নেন। তিনি নিয়তের সময় ঘোষণা দেন : যারা নামায পড়ার জন্য একজ হয়েছে আমি তাদের সকলের দায়িত্বশীল নেতা। নামায ভালো ও সহীহ হলে তো ভালো। না হলো সব জবাবদিহিতা আমার। এই দায়িত্ব তাকে সতর্কতার সাথে পালন করতে হবে।

আর মুআয়ফিন হলো আমানতদার। সহীহ সময়ে আযান দেয়া। মানুষকে যসজিদে সঠিক সময়ে আযান দিয়ে নিয়ে আসা। আযানের শব্দ শব্দে মানুষ সারা দিন প্রের্যা রাখুর পর ইফতার করে। এসব কাজ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করাৰ আমানত তার উপর। কাজেই মুআয়ফিনগণ তাদের উপর অর্পিত এই আমানত পালন করবে। এর বিনিময়ে অবেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

٦١٣ - وَعَنْ أَبْنَى حِيَاسِيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَذْنِ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوِيدَ وَابْنِ ماجَةَ .

তীব্র চান্দেল কাঁচের পুরুষ পুরুষ কাঁচের পুরুষ কাঁচের পুরুষ  
৬১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে রাতে (পারিমাত্রিক ও বিনিময়ের লোভ বাদ দিয়ে) শুধু সওয়াব লাভের আশায সাত বছর পর্যন্ত আযান দেয় তাৰ জ্ঞানান্তরের মুক্তি লিখে দেয়া হয় (তিরিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

٦١٤ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَعْجِبُ رِبِّكَ مِنْ رَأَيِّنِ غَنْمٍ فِي رَأْسِ شَطْبَيْهِ الْجَبَلِ يُؤْذَنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصْلَى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْظِرُوا إِلَيْيَ عَبْدِيْ هَذَا يُؤْذَنُ وَتَعْيِمُ الصَّلَاةِ يَعْفَفُ مَنِ تَقْدِيرُهُ غَفَرَتْ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ ابْنُ دَاوِيدَ وَالسَّنَائِيَّ .

৬১৪। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার রব সেই যেষপালক রাখালের উপর খুশী হন, যে একা পর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে নামামের জন্য আযান দেয় ও নামায পড়ে। আল্লাহ ত্যাক্ষণ্য সে সময় তার ক্ষেত্রে তাগণকে বলেন, তোমরা আযার যাই বাদুর প্রতি তাক্ষণ্য ও। সে আযামকে ড়ে করে (এই পর্বত চূড়ায়) আযান দেয় ও

নামায় পড়ে। তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার বাস্তাকে শাফ করে দিলাম এবং আল্লাহত প্রয়োগ করিয়ে দিলাম (আবু দাউদ ও নাসাীৰী)।

ব্যাখ্যা : মেষপালক রাখাল লোকালয় হতে দূরে বহু দূরে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মেষ-ছাগ চরায়। নামাযের সময় হলে আযান দিয়ে নামায পড়ে ও আল্লাহ-রাসূলের নাম উজ্জীব করে। আল্লাহর সম্মতি অর্জন করে।

ইবনে মালিক (র) বলেন, ওই স্থানে তার আযান দেবার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জিনসহ আল্লাহর মাখলুক নামাযের সময় সম্বন্ধে অবগত হয়। তাছাড়া তার আযানের ধরনিসহ এর রেশ যতদূর পৌছেছে তার মাগফিরাত কামনা করে।

٦١٥ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاقَتْهُ عَلَى كُثُبَانِ السَّبْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدْى حَقَّ اللَّهِ وَحْنَ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ أَمْ قَوْمًا جُهْنَمَ بِهِ رَأَضُونَ وَدَحْلُ بَنَادِيْ بالصَّلَوَاتِ الْخَمِسِ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً .

برواه الترمذى . وقال هذا حديث فريب .

৬১৫। হ্যরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন তিনি ধরনের ব্যক্তি ‘মিশকের’ টিলায় থাকবে। প্রথম ওই গোলাম যে আল্লাহর হক আদায় করে নিজের মনিবেরও হক আদায় করেছে। দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে মানুষের নামায পড়ায়, অর্থাৎ মানুষের তার উপর বুশী। আর তৃতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে দিনরাত সব সময় পাচ বেশা নামাযের সময় আযান দিয়েছে (তিরমিয়ী এবং তিরমিয়ী এই হাদীসকে “গরীব” বলেছেন)।

ব্যাখ্যা : ‘আবদ’ অর্থ মালিকানাধীন মানুষ। এর অর্থ হোলায় হচ্ছে গারে, দাস-দাসীও হতে পারে। আল্লাহর সব ইবাদত-বন্দেগী ঠিকমতো আদায় করে সে তার সুনিয়ার মনিবের তার উপর অর্পিত সামিত্ব পালন করে।

মুক্তাদিগণ ওই ইমামের উপরই সম্মতি থাকে যে ইমাম তাদের নামায সুলভভাবে পড়ান, ফরয-ওয়াজেবসহ সব আরকানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। সুন্দরভাবে কিরায়াত পড়ান+ এমন ইমামের উপর মুক্তদীগণের খুশী ও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই বাজাবিক।

এরপর মুজায়িম। তিনি তার উপর অর্পিত আমান্ত ঠিকভাবে পালন করে। এই তিনি ব্যক্তিকে আল্লাহ মিশকের টিলায় স্থান দিবেন। তারা আল্লাহর সম্মতি অর্জনের জন্য তাদের দুনিয়ার ভোগ বিলোস বিসর্জন দিয়েছেন। এইজন আল্লাহ তাদের সুগন্ধির এই পাহাড়ে রাখবেন, অন্যদের চেয়ে মর্যাদার পার্থক্য করার জন্য।

**٦١٥** - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْذِنُ  
يُغَفَّرُ لَهُ مَذْنِي صُورَتْهُ وَيُشَهَّدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَنَاسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ  
عَصْمَنٌ وَعَشْرُونَ حَسَلَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْتَهُمَا - رواه احمد وابو داود وابن  
ماجة وروي النساءى الى قوله رطب وبابس وقال وله مثل اجر من صلى

**٦١٦** । ইয়রত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুআধ্যিন, তাকে মাফ করে দেবে ইব্রে তার আবানের আওয়াজের শেষ সীমা পর্যন্ত তার জন্য সাক্ষ দেবে প্রতিটা সঙ্গীর ও নিজীর জিনিস । যে নামাযে উপস্থিত হবে, জার জন্য প্রতি বাসায়ে পঞ্চ নামায়ের সওয়াব লিখা হবে । মাফ করে দেয়া হবে তার দুই নামায়ের মধ্যবর্তী সময়ের উনাহগুলো (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) । কিন্তু নাসায়ী, প্রত্যেক সঙ্গীর নিজীর পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন । তারপর তিনি আরো বলেছেন, তার জন্য সওয়াব রয়েছে যারা নামায পড়েছে তাদের সমান ।

**٦١٧** - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العاصِ قَالَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْعَلْتَنِي لِلْعَامِ  
قَوْمِيَ قَالَ أَنْتَ أَمَّا مِنْهُمْ وَأَقْتَدْ بِاضْعَافِهِمْ وَاتَّخَذْ مُؤْذِنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذْنِهِ  
جُنْبَرْ - رواه احمد وابو داود والنسائي

**৬১৭** । ইয়রত উসমান ইখনে আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, হে আলাইহি রাসূল! আমাকে আমার জাতির ইমাম নিযুক্ত করে দিন । হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে । তুমি তাদের ইমাম । তবে ইমামতির সময় তাদের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখো । একজন মুআধ্যিন নিযুক্ত করে নিও, যে আবান দেৱার বিনিয়োগ পরিশৰ্মিক প্রণৎ করবে না (আহমাদ, আবু দাউদ, ও নাসায়ী) ।

৪ ইমামদের আসের হতে হবে । বৃক্ষিঙ্গাম সম্পন্ন হতে হবে । সাধারণ  
জ্ঞানের মালিক হতে হবে । তাহলে প্রক দিক বিবেচনা করে ইমামতি করতে পারবে ।  
মানুষও মর্যাদার চোখে দেখবে । হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়রত  
উসমানকে একামে বলে দিলেছেন, তোমার মসজিদের আওতার সবচেয়ে জুবল  
ব্যক্তির প্রতি (অর্থাৎ শারীরিক অবস্থার প্রতি) লক্ষ্য যদি রাখতে পারো তবেই তুমি  
ইমাম । অর্থাৎ মাঝায সীর করকে সাক্ষি দুর্ঘটের বিষয়, আবাদের দেশের অবেক  
আলোম তা করব না । বিশেষ করে জুমারারে প্রায় এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা সময়

আমাদের ইমামগণ নামাযে ব্যয় করেন। অনেক কথা বলেন। প্রয়োজনীয় কথাই বলেন। কিন্তু এরপরও নামায আরো কর সময়ে পড়ানো যায়। যারা বৃক্ষ অসুস্থ ত্যরা তো এত দীর্ঘ সময় উচ্চ রাখতেই পারেন না। ইমামদের হস্তানের নামায ও নামাযের ব্যাপারে হস্তুর সাম্প্রদাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রতি সবিশেষ ধৰ্ম্ম রাখতে হবে। আয়াত ও ইমামতির জন্য বিনিয়ম না নেয়া উচ্ছব। তবে এলাকাবাসীর তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

**১১৮ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَفْوَى عَنْهُ إِذَا دَأَنَ الْمَغْرِبَ "اللَّهُمَّ هَذَا اقْبَالٌ لِّيْلَكَ وَأَبْيَارٌ نَّهَارَكَ وَأَصْوَاتٌ وَعَحَاتٍ فَاغْفِرْلِيْ" - رواه أبو داود والبيهقي في الدعوات الكبير**

৬১৮। হ্যুরত উচ্চে সামামা রাসিয়াল্লাহ আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাম্প্রদাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাগবিলের আযানের সময় পূর্বে দোয়াটি পড়ার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন :

“হে আল্লাহ! এই আযানের খনি তোমার রাতের আগমনবার্তা দিনের বিদায় খনি এবং জেনার মুহায়মিনের আযানের সময়। কুমি আমাকে কৃত্তা করো” (আবু দাউদ ও বায়হাকী দাওয়াতে কুবির)

**ব্যাখ্যা :** আযানের জবাব তো মুআফিনের আযান চলার সময় তার সাথে সাথে দিতে হয়। মুয়াফিন লজ্জা করে টেনে আযান দেন। তাই এই শিখানো দোয়া আযান কানে আসার সাথে সাথে পড়ে ফেলেই আযানের জবাব দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আযানশেষে পড়লেও কেন অসুবিধা নেই। এখনে প্রচলিত দোয়া পড়বে। এরপর এই দোয়া।

**১১৯ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ بِلَّا أَخْذَ فِي الْأَقْمَةِ ثُلَّاً أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْمَاهَا اللَّهُ وَأَدَمَهَا وَقَالَ فِي سَيَّارِ الْأَقْمَةِ كَثُرُ حَدِيثُ عَمَرَ فِي الْأَذْنِ - رواه أبو داود**

৬১৯। হ্যুরত আবু উবাদা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন জাহানবী রালেন, একবার বেলাল ইকামত দিতে উক্ত করলেন। তিনি কাম কামতিস জাহান বললেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাম্প্রদাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আকামহাল্লাহ ওয়া আদায়াহ (আল্লাহ নামাযকে কারেব করুন ও একে চিরস্ময়ী

কর্ম)। বাকি সব ইকামতে ওমর (রা) বর্ণিত হাদিসে আখানের জবাবে খেলপ উল্লেখ রয়েছে সেক্ষপই বললেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আখানের জবাবে মণ্ডে ইকামতের জবাব দিতে হয়। আখানের সব বাক্যেরই জবাব আপের হাদিসগুলোতে উল্লিখিত রয়েছে। আখানের চেরে একটি বাক্য ইকামতে বেশী আছে। তা হলো, “কাদ কামাতিস সালাহু, কাদ কামাতিস সালাহু।” এই ব্যুক্তির জবাব ইকামতে বলতে হবেঃ “আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা”।

**٦٢ - وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْدُ**

**الدُّعَاءُ بَيْنَ زِيَّانٍ وَلَا قَاتَةً - رواه أبو داود والترمذى .**

৬২১। ইব্রত আলাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়েতে দোয়া আল্লাহ পাকের দরবার হতে ফেরত দেয়া হয় না (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা তো পরম দয়ালু ও মেহেরবান। সব সময়ই তিনি তাঁর বাসাদের আবেদন-নিবেদন শুনেন, দোয়া করুন করেন। আল্লাহর রাসূল এখানে আখান ও ইকামতের মাঝখানের দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময় আল্লাহ পাকের দরবারে কোন বাস্তা তার যে কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করবে আল্লাহর দরবার থেকে তা সম্ভুলু করা জুড়া ফিরে আসে না। এ সময়টা বিশেষভাবে দোয়া করুনের সময়। তাই দীন-দুনিয়ার মনোবাস্তা, বিপদ-আপদ থেকে শুভি পার্যার জন্য আখান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহর কাছে দেয়া করা উচিত।

**٦٢١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

**شَتَّانٌ لَا تُرْدَأْنَ أَوْ قَلَّا تُرْدَأْنَ الدُّعَاءُ عَفْدَ النَّدَاءِ وَعَذْدَ الْبَاسِ حِينَ يَلْقَمُ**  
**بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَفِي رِوَايَةِ وَتَحْتَ الْمَطَرِ - رواه أبو داود والمار من الآية**

**لَمْ يَذْكُرْ وَتَحْتَ الْمَطَرِ .**

৬২১। ইব্রত সাহল ইব্ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সুই সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না অথবা (তিনি বলেছেন) কমই ফিরিয়ে দেয়া হয়। আখানের সময়ের দোয়া ও খুজের সময়ের দোয়া, যখন পরম্পর কাটকাটি, যারাধারি আরত হয়ে যাব। অর্থাৎ এক বর্ণনায় আছে বৃষ্টির মিচের দোয়া (আবু দাউদ, দারিমী)। তবে দারিমীর বর্ণনায় “বৃষ্টির নিচের” কথাটিকু উক্ত হয়নি।

রূপখ্যা : যখন মানুষের বৃক্ষের খুব প্রয়োজন তখন যদি বৃক্ষ হয় তবে তা হবে আল্লাহর রহমাত ও বরকতের নির্দশন। তাই সেই রহমত ও বরকতের সময়ও আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন হয়। এ সময়ও দোয়া করা যেতে পারে।

٦٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ  
يَكْفُلُونَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَّا يَكْفُلُونَ فِي ذَلِكَ  
أَنْتَ هِيَتَ فَسَلْ تُعْطَ - رواه أبو داود

৬২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ক্ষণি আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আয়ানদানকারীরা তো আমাদের চেয়ে মর্যাদায় বেড়ে যায়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তারা যেভাবে কলে তেজীমরাও তাদের সাথে সাথে সেভাবে বলে যাও। আর আয়ানের জবাব শেষে যা শুশি তাই আল্লাহর কাছে চাও, তোমাদেরকে দেয়া হবে (আবু দাউদ)।

রূপখ্যা : এই হাদিসেও আয়ানের জবাবের গুরুত্ব ও ফিলাত সংশ্লিষ্ট বলা হয়েছে। মুআয়ায়িন আয়ান দিয়ে মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। বেশী সওয়াব নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা হজুরকে জানালে তিনি বললেন, মোয়ায়িন যা বলে, তোমরাও জবাবে আ বলো। সওয়াব সমান হয়ে যাবে।

### তৃতীয় পরিবেদ

٦٢٤ - عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ  
الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوحَاءِ، قَالَ  
الرَّأْوَى وَالرُّوحَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سَتَةِ وَتِلَاثَيْنِ مِيلًا - رواه مسلم

৬২৩। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাসুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : শয়তান যখন নামাযের আয়ান শনে তখন সে “রাওহা” নামীছা পর্যন্ত ভাগতে থাকে (অর্থাৎ অন্দেক দূরে চলে যায়)। বর্ণনাকারী বলেন, “রাওহা” নামক স্থানে মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত (মুসলিম)।

রূপখ্যা : নামাযের জন্য আয়ান দেবার সময় আয়ানের শব্দ শনে শয়তানের দল পঞ্জাতে শুন করে এবং বহু দূরে চলে যায়। এখানে ‘রাওহা’ নামক স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে যে মদীনা হতে বেশ দূরে। তৎকালে এটা একটা দূরবর্তী স্থান ছিলো। দূরের শান্তিক শব্দ হিসাবে রাওহা ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে কেশ দুর্বল বুঝানো উদ্দেশ্য।

٦٢٤ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ أَنِّي لِعَنْهُ مُعَاوِيَةَ إِذَا دَعَنِي مُؤْذِنٌ فَقَالَ حُمَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُمَا قَالَ مُؤْذِنٌ حَتَّىٰ إِذَا قَالَ حَسْنٌ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ فَقَالَ حَسْنٌ قَالَ حَسْنٌ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤْذِنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

৬২৪ + ইয়েরত আবু শুয়াখাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ইয়েরত মোয়াবিয়ার নিকট ছিলাম। তার মুআয়িন আযান দিল্লিলেন। মুআয়িন ষেভাবে (আযানের বাক্যগুলো) বললিলেন, মুয়াবিয়াশ ঠিক ষেভাবে বক্তব্যগুলো বলতে থাকেন। মুআয়িন “হাইয়া আলাস সালাহ” বললে মুয়াবিয়া বললেন, জা হাউলা ওয়ালা কুওয়াজি ইল্লা বিদ্ধাহ”। মুআয়িন “হাইয়া আলাল ফালাহ” বললে ইষ্টরত মুয়াবিয়া বললেন, “জা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিদ্ধাহিল আলিয়িল আজীম”। এরপর আর বাকীগুলো তিনি তা-ই বললেন যা মুআয়িন বললেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওলাইয়াল্লাহু (আযানের জ্ঞানে) এভাবে বলতে চানেছি (আহমাদ)।

٦٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِلَلَّابِلِ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ النَّسَانِيُّ .

৬২৫। ইয়েরত আবু হোরাইরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। বেলাল দাঙ্গিয়ে আযান দিতে লাগলেন। বেলাল চুপ করলে (আযান শেষ হলে) হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এর মতো বলবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে (নাসারী)।

ব্যাখ্যা : আযানের মধ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের সীকারোক্তি রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আযানের জ্ঞান দিবে সে তাওহীদ ও রিসালাতের সীকারোক্তি করে খালিস ঈমানের পরিচয় দিলো এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٦٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤْذِنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَأَنَا وَأَنَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৬২৬। হ্যরত আবদুল্লাহ আলাই হতে বর্ণিত+ তিনি বলেন, হকুম  
সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয়্যিনকে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইলাহাহ+  
ও “আশহাদু আল্লা ফুহানুস্সেল্লামু আল্লাহ” বলতে কৃতেন তখন তিনি বলতেন,  
‘আর আমিও’ ‘আর আমিও’ (ইবনে মাজাহ)।

৬২৭ - وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْنَى  
ثِنَتِيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَادِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ  
حَسَنَةً وَلِكُلِّ أَقْامَةٍ ثَلَاثَوْنَ حَسَنَةً - رواه ابن ماجة

৬২৭। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত+ তিনি বলেন,  
যাসুল্লাম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন+ যে কৃতি করে বছর পর্যন্ত  
আয়ান দেবে তার জন্য আন্ত অবশ্যজাবী। তার কৃতি আবানের মিহিরন প্রতিমিন্দ  
তার আবদুল্লাম যাইটি দেবী ও এতেক ইকামতের পরিবর্তে তিনি কেবল হজ  
(ইবনে মাজাহ)।

যাবত্তা ১ আবানের তৃতীয়ে ইকামতের সাওয়াব অর্থেক। এর কাহিনৰ পত্রবন্ধ  
এই যে, আযান উভয়ের বাইজ খোলা করানো হয়। চারিসিংকের সকল মাসুম তৃতীয়ে  
এবং প্রচার বেশী হয়। আর ইকামত মসজিদের সীমাবদ্ধ পরিসরে সীমিত সংখ্যক  
লোকদের পাইকে হয়। তাহাতা ইকামতের তৃতীয়ে আবানে অপেক্ষাকৃত কষ্ট বেশী।

৬২৮ - وَعَنْهُ قَالَ كَثَّا نُؤْمِنُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ اذْنِ الْمَغْرِبِ - رواه البهجهي  
فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرِ .

৬২৮। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে এই হাদীসটি বর্ণিত। তিনি  
বলেন, আবাদেরকে মাগন্নিবের নামাযের সময় দোয়া করার অন্য হকুম দেয়া হয়েছে  
(বায়হাকীর দাওয়াতুল কৰী)।

ব্যাখ্যা ৪ এর আগে ৬১৮ হাদীসেও মাগন্নিবের সময় দোয়া করার কথা  
বলা হয়েছে। সেখানে দোয়াটি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানেও মাগন্নিবের পর  
দোয়া করার কথা উল্লেখ হয়েছে। সুভবত সেই দোয়াটি এখানেও করার কৃত্তি বলা  
হয়েছে।

## ٦-بَابُ تَأْخِيرِ الْأَذْكَارِ

### ৬-বিলুপ্তে আয়ান

#### প্রথম পরিষেব

٦٢٩ - عَنْ أَبْنَى عُثْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسْلَانَ بْنِ بَلَاءَ  
يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يُنَادِي أَبْنَى أَمْ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَيْلَانَ أَبْنَى أَمْ  
مَكْتُومٌ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ - مُتَفَقٌ  
عَلَيْهِ .

৬২৯। হয়রত ইবনে উমর (রা) ইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেলাস রাত থাকতে  
আয়ানর দের। তাই তোমরা ইবনে উপ্পে মাকতুমের আয়ান না দেরা পর্যন্ত খাওয়া  
দাওয়া করতে থাকবে। ইবনে উমর (রা) বলেন, ইবনে উপ্পে মাকতুম (রা) অক  
ছিলেন। 'তোর হয়ে গেছে, তোর হয়ে গেছে' তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আয়ান  
দিতেন না (বুখারী ও মুসলিম)।

'বাস্তা ও 'সুবহে সাদেকের' আক-পর্যন্ত সাহরী খাওয়া যায়। হয়রত বিলাল (রা)  
'সুবহে সাদেকের' আগেই আয়ান দিতেন। এতে এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, হজুর  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআব্দিন ছিলেন দুইজন। একজন আয়ান দিতেন  
'সুবহে সাদেকের' আগে রাত থাকতে। তিনিই ছিলেন হয়রত বেলাস। সত্ত্বত তার  
আয়ান ছিলো তাহাঙ্গুদের নামায ও রমযানের সাহরী খাবার জন্য। আর বিড়ীয়  
মুআব্দিন ছিলেন হয়রত ইবনে উপ্পে মাকতুম। তিনি ছিলেন অক। তিনি হজুরের  
নামাযের আয়ান দিতেন। অক হওয়ার কারণে, কেউ আযানের সময় হয়ে গেছে  
বলে দিলে, তিনি আয়ান দিতেন। আর নামাযের ওয়াক্ত হবার আগে আয়ান দিতে  
হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এই কারণে ইমাম শাফেয়ী  
(র) কঙ্গুরের নামাযের জন্য দুইজন মুআব্দিন রাখা সুন্নাত বলেছেন। একজন  
ফজরের আগে শেষ আধা রাতে আয়ান দেবার জন্য। আর বিড়ীয়জন ফজরের প্রথম  
ওয়াক্তে আয়ান দেবার জন্য। হানাফী ইমামগণ বলেন, প্রথম মুয়াব্দিন সাহরী ও  
তাহাঙ্গুদ নামাযের জন্য আয়ান দিতেন, ফজরের নামাযের জন্য মর। কারণ  
নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগে মুহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়ান দিতে  
নিষেধ করেছেন। তাই হানাফী মাযহাবে ফজরের নামাযের জন্য সময় হবার আগে  
আয়ান দেয়া জারীয় মেই।

٦٣ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَعُنُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أذانٌ بِلَلَّهِ لَا الفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكُنَّ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقَى - رواه مسلم ولفظه للترمذى .

৬৩০। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সামান্ধাহ আলাইহি ওয়াসামাহ বলেছেন : কেশক্ষেত্র আধান ও সুবহে কাঞ্জের তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া হতে যেনো বিরত না রাখে। কিন্তু সুবহে সাদেক যখন দিগন্তে প্রসারিত হয় (তখন খাবার-দাবার ছেড়ে দেবে) (মুসলিম ও ডি঱্রিমীহি, ঘূল পাঠ তিরিমীহির)।

ব্যাখ্যা : রাতের সর্বশেষাংশে পূর্বিকাশে প্রথমে যে সাদা রং উপরের দিকে শয়া হলে-ভেসে উঠে আবার কিছুক্ষণ পর বিলীন হয়ে যায় তাই সুবহে কায়েব। এরপর আর একটি সাদা রং উত্তর দিক্ষণে কিন্তু হয়ে উঠে। কিন্তু বিলীন হয়া না, বরং আস্তে আস্তে সাদা হতে হতে ভোর হয়ে যায়। এটাই সুবহে সাদেক। সুবহে সাদেক দেখা দিলেই সহজে খাওয়া বৃক্ষ কুরতে হয়।

٦٣١ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوَيْرَةِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِرٌ عَمَّا لَيْسَ بِهِ أَنَا فَقَالَ إِذَا سَافَرْتَ مَا فَلَوْدَنَا وَلَكِنْمَا وَلَيْلَكَهَا أَكْبَرُ كُمَّا - رواه البخاري

৬৩১। হযরত মালিক ইবনুল হোয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার চাচাতো ভাই রাসূলুল্লাহ সামান্ধাহ আলাইহি ওয়াসামাহের নিকটে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সফরে গেলে আধান দিবে ও ইকামত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড়ো সে তোমাদের ইমামতি করবে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুর্বুর গেল উত্তম ব্যক্তি নামায পঞ্জাবীয় যোগ্য। অর আয়ন দেবার জন্য এমন যোগ্যতা রা বাছাবাছির প্রয়োজন নেই। তবে আমাদের জন্য উত্তম লোক হওয়া উত্তম।

٦٣٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَوْكَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلَى وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلَيُؤْذَنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ بِيُؤْمِنُكُمْ أَكْبَرُكُمْ - متفق عليه .

৬৩২। ইফরত মালিক ইবনুল হোরাইরিস (রা) হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন : তোমরা নামায পড়বে যেভাবে আমরকে নামায পড়তে দেবেছো। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে। এরপর তোমাদের মধ্যে যে দ্বয়সে বড় সে তোমাদের নামাযের ইমারতি করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَبَلَ مِنْ غَزْوَةِ حَبِيرٍ سَارَ لِيَلَّةَ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْكُرْبَى عَرَسٌ وَقَالَ لِبَلَالَ إِنَّا لَنَا الْلَّيْلَ فَصَلِّ لِيَلَّا مَا فَدِرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَرَّبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوجِهًّا الْفَجْرَ فَعَلَّبَ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنَدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتِيقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّىٰ ضَرَبُوهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَئِمُ أَسْتِيقَاظًا فَفَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ أَخْذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخْذَ بِنَفْسِكَ قَالَ افْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحْلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصَّبُعَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصِلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي - رواه مسلم .

৬৩৪। ইফরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খার্ববার যুদ্ধ হতে ফিরে আসার সময় রাতে পথ চলছেন। এক সময়ে ঘুমের ত্বর্য অঙ্গুল হল্কে শেষ রাতে বিশ্বাম প্রহণ করলেন। বেলালকে বলে রাখলেন, নামাযের জন্য রাতে লক্ষ্য রাখতে। এরপর বেলাল, তার পক্ষে থা সন্তুষ্ট হয়েছে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সুর্যীগণ ঘুমিয়ে রইলেন। ফজরের নামাযের সময় কাছাকাছি হয়ে আসলে বিলাল সূর্য উদয়ের দিকে ঝুঁক করে নিজের উট্টের গায়ে হেলান দিলেন। ফলে বেলালকে আর চোখ দুটো পরাজিত করে ফেললো (অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন)। অর্থচ তখনো বিলাল উট্টের গায়ে হেলান দেয়েই আছেন + না হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম

থেকে জাগলেন, না বিলাল জাগলেন, না রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের কেউ, যে পর্যন্ত না সুর্দের তাপ তাদের গায়ে শাগলো। এরপর তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঘূম থেকে জাগলেন। তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, হে বেলাস! (কি হলো তোমার)। বেলাস জবাবে বললেন, হজ্জুর! আমাকে যে পরাজিত করেছে সে পরাজিত করেছে আপনাকে। হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সওয়ারী আগে নিয়ে চলো। তাই তাদের উটগুচ্ছে নিয়ে কিছু সাফল্যে অশিয়ে গেলেন। এরপর হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। বিলালকে তাকবির দিতে আদেশ করলেন। বিলাল তাকবীর দিলেন। তারপর তিনি তাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামাযশেষে হজ্জুর বললেন, নামাযের কথা ভুলে গেলে বখনই তা মনে পড়বে তখনই পড়ে নিবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, ‘নামায কায়েম করো আমর স্বরণে’ (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদীস হতে বুকা গেল ‘কাজা’ নামাযের জন্য আযান দিতে হয় না। ইকামত দিয়ে নামায পড়লেই চলবে। ইমাম শাফেয়ীর মত এটাই। ইমাম জ্ঞায়ম আবু হানিফা (র)-র মত হলো ‘কাজা’ নামাযের আযান দিতে হয়, দেয়া সুন্নাত। আবু দাউদ প্রভৃতির বর্ণনায় এর প্রমাণ রয়েছে। সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে রাবী এখানে আযানের উল্লেখ করেন নি। মূলত প্রথমে ‘আযান দিয়ে পরে একামাত দিলেন।

٦٣٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْرُمُوا حَتَّى تَرُونِي قَدْ حَرَجْتُ - متفق عليه

৬৩৪। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন নামাযের জন্য একামাত দেয়া হবে, তোমরা আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

**ব্যাখ্যা :** মুআয়যিন ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ বল্ল পর্যন্ত নামাযের উদ্দেশ্যে আগত মুসলিমণ বসে থাকতে পারেন। তবে সারি সোজা করার জন্য আগে উঠে নিলে ভালো। এরপর আর বসে থাকা যায় না। তবে ততক্ষণেও ইমাম না আসা পর্যন্ত বসে থাকাই উচিত।

٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهُنَّا سَعْفَوْنَ وَأَتُوهُنَّا تَمْسُحَوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرِكْتُمْ فَصَلُوْا وَمَا قَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا - متفق عليه وفي روایة لِمُسْلِمٍ فَإِنْ

أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصُّلَوةِ فَهُوَ فِي الصُّلَوةِ وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ  
الْفَصْلِ الثَّانِيِّ

৬৩৫। ইয়রত আবু হেজাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামাযের ইকামত দিতে শুরু হলে ক্ষেমরা দোঁড়িয়ে আসবে মা, বরং শাস্তিভাবে হেঁটে আসবে। তারপর যা ইমামের সাথে পাবে তাই পড়বে। আর যা ছুটে যাবে তা পরে পড়ে নেবে (বুখারী ও মুসলিম)। তবে মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “তোমাদের কেউ নামাযের অন্ত বের হলে তখন সে নামায়েই খাকে”। কাজেই দোঁড়াবার প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা ৪ মূলত নিয়ম হলো নামাযের আধান হ্বার পৱপৱই নামাযের জন্য তৈরি ইশুয়া। নামায উকু হ্বার আগেই প্রশাস্তিৰ সাথে পাঞ্চীষ সহকারে মসজিদে প্রবেশ করা। উকু ও মসজিদে প্রবেশ করার জন্য উকুরিয়াবুরুপ দুই রাকায়াত সময় থাকলে পড়বে, এরপর ইমামের সাথে ধীরে সুস্থে জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আদায় করবে।

ନାମାଯେର ଜନ୍ୟ ମସଜିଦେ ଯେତେ ଦେବୀ କରଲେଇ ତାଡ଼ାହଡା କରାତେ ହୁଁ । ଇକାମତ ଶୁକ୍ଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହିବାର ପର ଇମାମ ଭାକବୀର ତାଙ୍କରୀମା ବେଂଧେ କ୍ଷେତ୍ରକାରୀଙ୍କ ପର ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ । ଆଓଯାଜ ଶୁଭେ ଉପରେ ତଥିରେ ଅନେକବେଳେ ଦୌଡ଼ାତେ ଶୁକ୍ଳ କରିଲେ ।

এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, জামায়াত দাঙ্গিয়ে যাবার পর দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে যাওয়া যান। এতে অনেক সময় দৌড়াতে গেলে উজুও নষ্ট হয়ে যাবত্তি আশঙ্কা হয়।

‘মামায়ে ‘তাকবীরে তাহরীম’ পাওয়া খুবই সওয়াধের ব্যাপার। তাই এই ‘তাকবীরে উলা’ ধরার জন্য দৌড়নো জায়েয় কিনা এ নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এ অবস্থায় তা জায়েয়। কারণ ইহরত ওমর প্রকৃতায় ‘জামাতুল-বাকীতে’ ছিলেন। মসজিদে নববীতে তাকবীর শনে জিনি দেওড়িয়ে মসজিদে থাকেছেন।

ଆର କୋନ ଆଲେମ ଏଟାକେ ଠିକ ଘନେ କରେନ ନା । ଏହି ହାଦିଶ ତାଦେର ଦଳିଶ ତାଦେର ମତ ହଲୋ, ଧୀରେ-ସୁହେ ବାଜାବିକ ଗଭିତେଇ ଯମଜିନ୍ଦେ ଆସନ୍ତେ । ସାମ୍ରାଧ୍ୟ ଯା ଇମାମ୍ରେ ସାଥେ ପାବେ ପଡ଼ିବେ । ଛୁଟେ ଯାଇଯା ନାମାବ ଇମାମ୍ରେ ସାମ୍ରାଧ କିରାବାର ପର ପଡ଼େ ନେବେ ।

٦٣٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ عَرَشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ بِطْرِيقَ مَكَّةَ وَوَكَلَ بِلَاكَ أَنْ يُؤْتَهُمُ الْمُصَلَّاهَ فَرَقَدَ بِلَانَ وَرَقَدُوا حَتَّى

إِسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ فَنَذَرْ فَزَعُوا فَأَمْرَهُمْ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْكِبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِيِّ  
وَقَالَ أَنَّ هَذَا وَادِيٌّ بِهِ شَيْطَانٌ قَرَبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِيِّ ثُمَّ أَمْرَهُمْ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْزَلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّهُوا وَأَمْرَهُمْ بِلَا أَنْ  
يَنْادِي لِلصَّلَاةِ أَوْ يُقِيمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ  
اَنْتَرَفَ وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبْضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ  
شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا هَلَّا رَبِّنَا رَبِّ الْعِزَّةِ أَوْ نَسِيَّهَا  
ثُمَّ فَزَعَ إِلَيْهَا فَلَبِصَلَّى كَمَا كَانَ يُصْلِّيَهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ التَّفَتَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ فَقَالَ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَا أَ  
وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَّى فَأَضَبَّ جَعْهُ ثُمَّ لَمْ يَزُدْ بِهِمْ بَهْدَهُ كَمَا يُهْدِهُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ ثُمَّ  
دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا أَنْ فَأَخْبَرَ بِلَا أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الذِّي أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ  
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَشْهُدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ - رَوَاهُ مَالِكُ مُوسَلَّا .

৬৫৬। হয়রত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার  
মক্কার পথে এক রাতে শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহন  
হজে মেঝে বিজ্ঞাম গ্রহণ করলেন। বিলালকে নিযুক্ত করলেন তাদেরকে নাম্বুমের  
জন্য জাগিয়ে দিতে। বিলালও পরিশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারা ঘুমিয়েই রাইলেন।  
অবশেষে তারা যখন আগলেন, সূর্য জন্ম উঠে গেছে। জেশে উঠার পর তারা  
সকলে ব্যক্তিগত হয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন  
নির্দেশ দিলেন বাহনে উঠতে ও অবদান পার হয়ে সাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকতে।  
হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ময়দানে শয়তান বিদ্যমান। তাই  
তারা আরোহীতে সওয়ার হয়ে চলতেই থাকলেন। অবশেষে তারা ময়দান পার হয়ে  
গেলেন। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবতরণ করতে ও  
উজ্জু করতে নির্দেশ দিলেন। বেলালকে নির্দেশ দিলেন আধান দিতে অধ্যু ইকুমাত  
দিতে। তারপর তিনি লোকজনদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায হতে অবসর  
হওয়ার পর তাদের উপর ঔজি বিহৃতভা পরিলক্ষিত হলো। হজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোকেরা! আমাহ আমাদের প্রাণসমূহকে কব্য করুন শিখেছিলেন। যদি তিনি ইমান করতেন এই সময়ের আরো পরেও আমাদের প্রাণসমূহ ফেরত দিতেন। তাই যখনই তোমাদের যে কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা নামায ভুলে গেলো জেগে উঠেই ব্যতিব্যন্ত হয়ে সে যেনো এই নামায সেভাবেই পড়ে ভেঙাবে সময় মতো পড়তো। এরপর হস্তুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে সাক্ষ করে বলেন, “শয়তান বিলালের নিকট আসে। সে তখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলো; তাকে সে শুনুন দিলো। (এরপর শয়তান ঘূর্ম পাড়াবার জন্য) তাকে (হাত দিয়ে) ঢাপড়াতে থাকে যেজাবে শিখদের (ঘূর্ম পাড়ানোর জন্য) ঢাপড়ানো হয়, যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে না পড়ে। তারপর তিনি বিলালকে ডাকলেন। বিলালও ঠিক সে কথাই বললেন, যা হস্তুর কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে শিখেছিলেন। তখন হযরত আবু বকর (রা)-যোৰণ দিলেন, আমি সাক্ষ হিস্তি নিচ্ছ আপনি আল্লাহর রাসূল (মালিক)।

ক্ষার্য্যা ও এই হাদীস খুন্দুসেরই অনুজ্ঞপ। তিনি কোন ঘটনা নয়। ব্যাখ্যাত জাই।

٦٣٧ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصْلَتَانِ مُعْلَقَتَانِ فِيْ أَعْنَاقِ الْمُؤْذِنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمْ - رواه ابن ماجة .

৬৩৭। হযরত আবস্তুর ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাজস্তুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের দুইটি ক্ষয়পার মুআম্বিনদের ঘাড়ে ঘুলে থাকে। তাদের রোধা ও তাদের নামায (ইবনে মাজাহ)।

ক্ষার্য্যা ও মুসলমানদের দুইটি মৌলিক উরুজ্বল্পূর্ণ ইবাদতের সঠিক সময় সম্পর্কে অবশিষ্ট ইওয়ার বিষয় মুআম্বিনের উপর নির্ভর করে। একটি রোধা এবং বিভিন্ন নামায; মুআম্বিনের সময়মতো আবানের উপর এই দুইটি আমল নির্ভরশীল। এর দায়দায়িত্ব মুআম্বিনের ঘাড়ে।

## ٧- بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَا يَحْكُمُ عَنِ الْمَسَاجِدِ

### ৭- মসজিদ ও নামাযের স্থান

#### প্রথম পরিষেবা

‘মাসজিদ’ শব্দই আমাদের কৃষ্ণ ভাষায় মসজিদ। সিজদা করার স্থান। শরীয়তের পরিভাষায় আমায় ইত্যামদি ইবাদতের জন্য নিশ্চিত স্থানকে মসজিদ বলে,

যা মসজিদের মালিকানায় ছেড়ে দিতে হয়। এটাকেই ‘ওয়াকফ’ বলে। মসজিদের জন্য ওয়াকফ শর্ত। কিন্তু নামাযের জন্য মসজিদ হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই।  
 آنَّا يَعْمَر مَسَاجِدُ اللَّهِ مِنْ أَمْنِ بَالٍ وَالْتَّوْبَ (أَلْأَخْرَ وَلِقَامِ الْمُصْلَوةِ وَأَتَى الرُّكُونَ) (توب)  
 “আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামায কার্যের করে এবং আদায় করে মাক্কত” (সূরা তত্ত্বা ৪: ১৮)।

নামায বে কোন পরিকল্পনান্ত স্থানেই পড়া যায়। তবে মসজিদে পড়ার সওয়াব অনেক বেশী। জুমুআ ছাড়া শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য তৈরী মসজিদে এক রাকায়াত নামায পড়ার চেয়ে বেশী সওয়াব। জুমআর মসজিদে এক রাকায়াত নামায পড়ার সওয়াব শুধু পাঞ্জগামা নামাযের জন্য তৈরী মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে পাঁচ শত শুণ বেশী সওয়াব। মসজিদে আক্সা ও মসজিদে নববীজ্ঞে এক রাকায়াত নামাযে পড়ার সওয়াব অন্যান্য সকল মসজিদের পথগাশ হাজার রাকায়াত নামাযের চেয়ে বেশী।

আর মসজিদুল হারামের এক রাকায়াত নামাযের সওয়াব মসজিদে নববীসহ বাইরের যে কোন মসজিদে এক লাখ রাকায়াত নামায পড়ার সমান।

অঙ্গু মেয়াব্যস্তমার ধানা কাবাকে (আয়তুল্ফাহ) চারিদিকে ঘিরে যে মসজিদ রয়েছে তাকেই মসজিদুল হারাম বলা হয়। হারাম অর্থ সশানিত। কাবা ঘরের চারিদিকে গোল হয়ে নামাযের জন্য দাঁড়াতে দাঁড়াতে মসজিদে হারাম ভরে বাইরেও উপরিয়ে পড়ে মানুষ, বিশেষ করে হজ্জের সময়। এখানে উল্লেখ যে, ‘হারাম শরীফের’ এলাকা মসজিদে হারামের বাইরেও চারিদিকে কয়েক মাইল দূরে স্থানে বিস্তৃত।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। হজ্জের জন্য বাইরের স্থানের মকাবি যাবার পর মদীনা মৌনাওয়ারা ঘুরে না আসা হজুর আল্লাহতো আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুগ্য মুবারক শিয়ারত না করে দেশে ফিরে যাওয়া কল্পনাও করা যাবে না। কারণ দূরের মুসলমানদের অনেকে হয়তো জীবনে আর মকাবি হজ্জের জন্য যেতে নাও পারে। শুধু মদীনার উদ্দেশে যাওয়া তো কঠিন ব্যাপার। তাই হাজী সাহেবান মদীনায় যান। সৌদী সরকারও হাজীদের মদীনায় পাঠাবার রুচিন করেই তা করেন। কিন্তু মদীনায় যাওয়া অথবা বিস্তৃত করে হজ্জের কেন্দ্র অংশ নয়।

যদিও বাধ্যতামূলক নম্ব, ত্বরণ মসজিদে নববীজ্ঞে একাধারে চালিশ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলাসহ পড়ার জন্য অবস্থান করেন। মদীনায় যাবার পর ৮ দিন মদীনায় থাকেন।

এই হাদিসের আলোকে যত বেশী মসজিদে হারামে নামায পড়া যায় ততই সওয়াব বেশী শুধু নয়, মসজিদে নববী অপেক্ষা প্রতি রাকায়াতে ৫০ হাজার সওয়াব

মসজিদে হারামে বেশী পাওয়া যায়। কাজেই রওজা পাক যিয়ারত করেই মক্কায় চলে আসা ও মসজিদে হারামে বেশী সওয়াবের জন্য এখানে নামায পড়া দরকার। কাবুণ নামাযের জন্য চিহ্নিত করা স্থানই হলো মসজিদ, দেয়াল বা ছাদ পাকা করা শর্ত নয়। মসজিদের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি থাকতে হবে। যাকে শুন্নীয়াতের ভাষায় ‘ইজৰে আম’ বলা হয় + বল্জ হয়ে থাকে ফেরেশতাগণ আসমানে বায়তুল মামুর নামক ঘরকে কেন্দ্র করে ইবাদত করে থাকেন। হযরত আদম (আ) দুলিয়ায় এসে সেরূপ একটি ঘর নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে মক্কায় একটি ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। এই ঘরই খানায়ে কাবা।

এরপর হযরত আদম ফিলিস্তিন গমন করলে সেখানেও এরূপ একটি ঘর নির্মাণ করেন। এই ঘরই ‘মসজিদুল আকসা’। কারো কারো মতে এই ‘মসজিদে আকসা’ হযরত আদম আলাইহিস সালামের অধৃতন কোন সন্তানরা নির্মাণ করেছেন।

পরে কাল্পনিক এই দুইটি ঘর ধ্বংস হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর হৃকুমে খানায়ে কাবা পুনরায় নির্মাণ করে। আর মসজিদে আকসা নির্মাণ করেন হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান আলাইহিমাস সালাম।

٦٣٨ - عَنْ أَبْنَى عَبْيَاسِ قَالَ لِمَا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ  
دَعَاهُ فِي نَوَاحِيهِ كُلَّهَا وَلَمْ يُصِلْ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكِعَ رَكْعَتَيْنِ فِي  
قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ التِّبْلِهُ - رواه البخاري ورواه مسلم عنه وعن اسامي  
بن زيد .

৬৩৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যেক কোণে দোয়া করলেন, কিন্তু নামায পড়লেন না। পরে বের হয়ে এলেন। কাবার সামনে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটিই কেবলা (বুখারী ও মুসলিম এই হাদিসটিকে উসামা ইবনে যায়েদ হতেও বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : “এটিই কেবলা” কাবার দিকে ইশারা করে একথা বলার অর্থ হলো, আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই খীমায়ে কাবাই হবে মুসলিম মিলাতের কেবলা। এই দিকে ফিরেই মুসলিম মিলাত নাম্য পড়বে। আর কোন দিন এর ব্যাঘাত ঘটবে না।

٦٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ  
الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعِثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْحَجَجِيِّ وَبِلَالَ بْنَ رَبَاحِ

فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلَتْ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ جَعْلَ عَمُودًا عَنْ يُسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يُمِينِهِ وَلَلَّا تَرَأَتْ أَعْمَدَةً دُرَّاً هُوَ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمَدَةٍ ثُمَّ صَلَّى - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

৬৩৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও উসামা ইবনে যায়েদ, ওসমান ইবনে তালহা আল-হাজাবী ও বিলাল ইবনে বারাহ (রা) কাবা শরীকে প্রবেশ করলেন। এরপর হযরত বিলাল অথবা হযরত ওসমান (রা) ডিতর থেকে তীড় হবার তায়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারা কিছুক্ষণ ডিতরে রাইলেন। ডিতর থেকে বের হয়ে আসলে আমি বিলালকে জিঞ্জেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ডিতরে কি করলেন? জবাবে বিলাল বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিতরে প্রবেশ করে একটি পিলার খামে, দুটি ডানে আর তিনটি পেছনে রেখে নামায পড়েছেন। সে সময় খানায়ে কাবা ছয়টি পিলারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (এখন তিনটি পিলারের উপর) (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فِي مَسْجِدٍ هَذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدُ الْحَرَامِ .  
متفق عليه .

৬৪০। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মসজিদে হারাম ছাড়া, আমার এই মসজিদে নামায পড়া এক হাজার রাকানাত নামায পড়ার চেয়ে উক্তর্ম (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٤١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدِّدُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَنْصَى وَالْمَسْجِدِيِّ هَذِهِ - متفق عليه .

৬৪১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সফর করা যায় না : (১) মসজিদে হারাম, (২) মসজিদে আকসা ও (৩) আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) (বুখারী ও মুসলিম)।

৬৪১. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের সফর করা নিষেধ। এই তিনটি মসজিদের র্যাদা আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ এই মসজিদ তিনটিকে পরিপূর্ণ র্যাদায় ভূষিত করেছেন। কাজেই এই তিনটি মসজিদ ব্যক্তিত অন্য কোন মসজিদে র্যাদা ও সওয়াব লাভের আশায় গমন করা নিষেধ। তবে শিক্ষা লাভ, বা অন্যরূপ কর্তব্য আদায় করার উদ্দেশ্যে যাবার প্রয়োজন হলো যাওয়া যাবে।

এই তিনটি মসজিদ ছাড়া যদি অন্য কোন মসজিদে সওয়াবের উদ্দেশ্যে গমন করা নাজায়েহ হয় তাহলে দুনিয়ার আর কোন জায়গায়ই আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও সওয়াবের আশায় যাবার তো প্রশ্নই উঠে না। হ্যরত শেখ আবদুল হক মেজলিমতী ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদিসে দেহলভী এই হাদীস থেকে শিক্ষ গ্রহণ করে বলেছেন, এই তিনি মসজিদ ছাড়া কোন মসজিদ, মায়ার, অলী-আওলিয়াদের ইবাদতের জায়গায় সওয়াব হাসিলের নিয়তে গমন করা জারুয়া নেই।

٦٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ - متفق عليه

৬৪২। হ্যরত আবু হেরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবশাদ করেছেন : আমার ঘর আমার মিস্বরের মধ্যস্থানে আছে আল্লাহর বাগানসমূহের অধ্যকার একটি স্থাপন। আর আমার মিস্বর হচ্ছে আমার হাতজে কাওসারের উপর (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘর হজুরের মসজিদেরই পূর্ব পাশে অবস্থিত। নিজ ঘরেই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাহিত হয়েছেন। এই জায়গার র্যাদা বুবাবার জন্যই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বলেছেন। আমর ঘর আর মসজিদের মিস্বরের মধ্যবর্তী স্থানে ইবাদত করলে সে জাগ্যবান হবে। এর বিনিময়ে জান্নাতের একটি বাগানে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার মিস্বরের কাছে ইবাদতে মশগুল থাকবে সে কিয়ামতের দিন হাতজে কাওসারের পানি পানে পরিত্বষ্ট হবে। আর কামো কামো মতে এই জায়গাটা বাস্তবিকই জান্নাতের টুকরা।

٦٤٣ - وَعَنْ أَبِنِ عَمْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ مَسْجِدًا قُبَابًا كُلَّ سَبْتٍ مَأْشِيًّا وَرَأْكَبًا فَبِصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ - متفق عليه

৬৪৩। হ্যরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি শনিবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীতে আরোহণ

করে 'মসজিদে কোবায়' গমন করতেন। আর এখানে দুই রাকয়াত নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : 'কোবা' একটি জায়গার নাম। মদীনা হতে তিন মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। মক্কা হতে হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় যাবার পথে কিছু দিন এই কোবায় অবস্থান করেন এবং এখানে এই মসজিদটি তৈরি করেন। হজে গমনকারী হাজীরা মদীনায় যাবার পথে এখানে অবতরণ করেন এবং দুই রাকয়াত নামায পড়েন। বর্ণিত হয়েছে, মসজিদে কোবায় দুই রাকয়াত নামায একটি ওমরার সমান।

হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে প্রতি শনিবার এই মসজিদে একবার আসতেন ও দুই রাকয়াত নামায পড়তেন।

**٦٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْبَلَادِ إِلَيْهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبَلَادِ إِلَيْهِ أَسْوَاقُهَا - رواه مسلم**

৬৪৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয় জায়গা, আর বাজার হলো সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান।

ব্যাখ্যা : মসজিদ হলো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেশীর ঘর। তাই মসজিদ আল্লাহর কাছে ফিয়। আর বাজার হলো জগতের বিকৃষ্ট জায়গা। কারণ দুনিয়ার সকল ধর্ম কাজ হয় এখানে। বাস্তর জীবনে বাজারের নোংড়া পরিবেশ সম্পর্কে আগবংশের সকলের জানা। তাই আল্লাহর কাছে বাজার ঘৃণ্য।

কিছু দুনিয়াতে এর চেয়েও তো ধারাপ জায়গা বিদ্যমান। যেমন শরাবখানা, বেশ্যালয় ইত্যাদি। জবাবে বৃজুর্গগণ বলেন, বাজার স্থাপন জায়েয়। বাজারে সোকজনকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ করবার করতে আসতে হয়। কাজেই জায়েয় স্থাপনাসমূহের মধ্যে বাজার সবচেয়ে খারাপ। আর বেশ্যালয় ও শরাবখানা অবৈধ ও নাজায়েয় স্থাপনা। এগুলোকে ঘৃণ্য ও ধারাপ বলার তো আর কেন প্রয়োজন নেই। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণ্য।

**٦٤٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - متفق عليه**

৬৪৫। হযরত ওসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন (বুখারী ও মুসলিম)।

৩৪৫ : মসজিদ বানাবার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর বান্দাদের ইবাদত-বন্দেগীর সুবিধা-সুযোগের জন্য, নিরংকুশভাবে আল্লাহকে রাজী বুশী করতে ও পরকালের মুক্তির ক্ষেত্রে করতে। কোন নামধার্ম, যশ, প্রতিপত্তি এর উদ্দেশ্য হবে না। তাহলেই আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর বানিয়ে রাখবেন। আর তা না হলে ফল হবে পুরো উট্টো।

৬৪৬ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَذَابِ  
إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعْدَادُ اللَّهِ لَهُ تُرْكَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ كُلُّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ - متفق  
عليه .

৬৪৬। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রত্যেক বারে যাত্যাতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক কि সকাল (বুধারী ও মুসলিম)।

৬৪৭ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ بَعْدُهُمْ قَبْلَهُمْ مِمْشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ  
الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنْتَامُ -  
متفق عليه .

৬৪৭। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মাঝারে সবচেয়ে বেশী সওয়াব পাবে ওই ব্যক্তি দূরত্বের দিক দিয়ে যার বাড়ী সবচেয়ে বেশী দূরে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জামায়াতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গিয়ে অশেক্ষা করতে থাকে, তার সওয়াবও ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে যে একা একা নামায পড়ে ঘুমিয়ে থাকে (বুধারী ও মুসলিম)।

৬৪৮ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ خَلَتِ الْبَقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَارَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ  
يَنْتَقِلُوا قُربَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ  
بَلَغْنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُربَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ

أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلْمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ أَثْارَكُمْ رواه مسلم .

৬৪৮। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর পাশে কিছু জায়গা খালী হলো। এতে বনু সালামা গোত্র মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে চাইলো। এ খবর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলো। তিনি বনু সালামাকে বললেন, খবর পেলাম, ভোমৱা নাকি জামখা-পরিবর্তন-করে মসজিদের কাছে আসবার ইচ্ছা পোষণ করছো? অবাবে তারা বললো, হা, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি। তখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে বনু সালামা! তোমাদের জায়গায়ই তোমরা অবস্থান করো। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হয়। (মুসলিম)।

৬৪৯। বনু সালামা নামক একটি গোত্র মসজিদে নববী হতে বেশ দূরে বসবাস করতো। কেবল দূর থেকে এসে মসজিদে নববীকে তাদের নামায পড়তে হতো। এক সময় মসজিদের নিকটবর্তী কিছু জায়গা খালি হলে তারা এখানে খুলি জায়গায় আসার ইচ্ছা করলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর শুনে তাদেরকে ডেকে বললেন, সৌভাগ্য ও কল্যাণ লভের দিকে দিয়ে তোমাদের ওই অবস্থানের জায়গাই তো ভালো। মসজিদ থেকে যতো দূরে থাকবে, মসজিদে নামায পড়তে আসার জন্য তোমাদেরকে দূর থেকে হেঁটে আসতে হবে। নামাযের জন্য যজ্ঞ-কৃদম উঠাবে তোমাদের আমলনামায তত সওয়াব লেখা হবে। তাই তোমাদের ওই জায়গায় থাকাই তোমাদের জন্য মঙ্গল।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ بُطْلَمِمِ اللَّهِ فِي ظَلِّ يَوْمٍ لَا ظَلْمٌ إِلَّا ظَلْمٌ لِمَامٍ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلٌ تَحَابَأَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٌ فَقَالَ أَنِي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَفْقُ يَمِينُهُ - متفق عليه

৬৪৯। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ

তা'আলা ওই দিন (কিয়ামতের দিন) তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো আশ্রয় থাকবে না : (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) ওই যুবক যে যৌবন বয়স আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে। (৩) যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার মসজিদে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদেই তার মন গড়ে থাকে। (৪) ওই দুই ব্যক্তি যারা পরম্পরাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে। যদি এরা একজ হয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহর জন্যই হয়। (৫) ওই ব্যক্তি যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে আর আল্লাহর তরয়ে তার দুচোখ দিয়ে অশু বারে। (৬) ওই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয় সুন্দরী যুবতী কুকাজ করার জন্য আহবান জানায়। এর জবাবে সে বলে দেয়, আমি আল্লাহকে ডয় করি। (৭) ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাহে গোপনে দান করে। যার বায় হাতও বলতে পারে না যে, তার ডান হাত কি খরচ করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এখানে এই সাত সৌভাগ্যবান ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। যারা নিজেদের নেক আমলের দ্বারা কিয়ামতে হাশরের ময়দানে আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয় পাবেন। আল্লাহ তাদেরকে তার রহমতের ছায়ায় জায়গা দিবেন। পরকালের কঠোরতা হতে তাদেরে রক্ষা করবেন। অনেকে বলেন, আল্লাহর ছায়া অর্থ আরশের ছায়া। কিয়ামতের দিন সকল মানুষ যখন পেরেশান থাকবে, এই সাত ধর্মের মানুষ তখন আল্লাহর আরশের ছায়ার সৌভাগ্যের ছায়ায় থাকবেন।

٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ عَلَى  
الجَمَاعَةِ تَضَعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضَعْفًا  
وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الوضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا  
الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُطْ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيبَةٌ فَإِذَا  
صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ  
اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا  
دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَزَادَ فِي دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ  
لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْبِثْ فِيهِ - مُتَفَقِّعٌ عَلَيْهِ

৬৫০। হ্যরত আবু হোরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর প্রিয় রাসূল বলেছেন : ঘরে অথবা (ব্যস্ততার কারণে) কারো বাজারে নামায পড়ার চেয়ে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সঙ্গে পরিশ শুণ

বেশী। কারণ হলো কোন ব্যক্তি ভালো করে (সকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে) উয়ু করে নিঃস্বার্থভাবে নামায আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে, তার প্রতি কদম্বের বদলা একটি সওয়াবে তার মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি শনাহ করে যায়। এভাবে মসজিদে পৌছা পর্যন্ত (চলতে থাকে)। নামায পড়া শেষ করে যখন সে মুসল্লায় বসে থাকে, ফেরেশতাগণ অনবরত এই দোয়া করতে থাকে : ‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ণ করো’। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ তার নামাযের সময়ের মধ্যেই পরিগণিত হবে। আর এক বর্ণন্যাব শব্দ হলো, ‘যখন কেউ মসজিদে গেলো আর নামাযের জন্য ওখানে অবরুদ্ধ রাইলো, তাহলে যেন নামাযেই রাইলো। আর ফেরেশতাদের দোয়ার শব্দাবলী আরো বেশী : “হে আল্লাহ! এই বান্ধাহকে ক্ষমা করে দাও। তার তাওবা করুন করো”। এইভাবে চলত থাকতে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমানকে কষ্ট না দেয় বা তার উজ্জু ছুটে না যায় (বুখারী ও মুসলিম)।

٦٥١ - وَعَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُولْ إِلَلَهُمْ أَفْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلِيَقُولْ إِلَلَهُمْ إِنِّي أَسْتَأْنِكَ مِنْ فَضْلِكَ - رواه مسلم

৬৫১। হযরত আবু উসাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেনো এই দোয়া পড়ে : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর তেমার রহামাতের দরজাগুলো খুলে দাও’। যখন মসজিদ হতে বের হবে তখন বলবে : “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ফজল (রা) অনুগ্রহ কান্বা করি” (মুসলিম)।

٦٥٢ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجْلِسَ - متفق عليه

৬৫২। হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দুই রাকায়াত নামায পড়ে নেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাবের দলীল। তিনি বলেন, মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকায়াতে নামায পড়া ওয়াজিব। কারণ এই হাদীসে

দুই রাকায়াত নামাযের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হানাফী মাযহাব এই নামাযকে মুজীহীব বলে। তারা বলেন, এই নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য নয়।

٦٥٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الصُّحْنِ فَإِذَا قَدِمَ بَدَا بِالْمَسْجَدِ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسْ فِيهِ - متفق عليه .

৬৫৩। হযরত কাব ইবনে শালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর হতে দিনের সকালের দিক ছাড়া আগমন করতন না, আর অগমন করেই তিনি অথবে মসজিদে প্রবেশ করতেন। দুই রাকা আত্মনামায পড়তেন, তারপর ওখানে বসতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা পেল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে আসতেন দিনের প্রথমভাগে। যাদের মদীনায় রেখে গেছেন, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত খোজ-খবর নেবার জন্য যেন বথেষ্ট সময় হাতে থাকে যারা এতদিন তাঁকে ছেড়ে ছিলেন তাদেরকে সঙ্গ ও সান্নিধ্য দেবার জন্য। আগে নিজের বাড়ী যেতেন না, বরং মসজিদে অর্থাৎ তাঁর নবৃত্যাতের অফিসে বসতেন। নামায পড়ে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য শুকরানা নামায পড়তেন। তারপর বাড়ী যেতেন। এই নামায মোস্তাহব।

٦٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنِ لِهَذَا - رواه مسلم .

৬৫৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি উনে অথবা দেখে মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খোজে, সে যেন তার জবাবে বলে, ‘আল্লাহ করুণ তোমার হারানো জিনিস তুমি না পাও। কারণ হারানো জিনিস খোজাব জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের প্রকাশ দিক থেকে তো বুঝা যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে এসব সময়ে ছঁশিয়ার করার জন্য এভাবে কথা ঘলা হয়। এটা বদদোয় নয়। আর কারো হারানো জিনিস না পাওয়াও কারো কামনা হতে পারে না। কোন জিনিস হারিয়ে যাবার মতো অমনোযোগী কাজ যেন না করে। এজন্য কেউ রাগ করে এক্ষণ্ট বলতে পারে। ত্রিবিষ্যতে যেন এধরনের কাজ আর না হয়।

۶۵۵ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُتَنَبِّهَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنَادِي مِمَّا يَتَأْذِي مِنْهُ الْأَنْسُ - متفق عليه .

৬৫৫। হয়রত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এই দুর্গঞ্জময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের ধারেকাছে না আসে। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান মেসব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : দুর্গঞ্জ যেমন মানুষের কাছে খারাপ লাগে তেমনি ফেরেশতাদের কাছেও খারাপ লাগে। কাজেই কোন প্রকার দুর্গঞ্জ নিয়েই মসজিদে আসা উচিত নয়। হচ্ছে এখানে রসুন ও পেঁয়াজের গাছের কথা প্রতিকী হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আসলে মুখের গঞ্জ (মিসওয়াক না করা), গায়ের পঞ্জ (গোসল না করা), তামাকের গঞ্জ, ঘামের গঞ্জসহ কোন দুর্গঞ্জ নিয়ে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়।

۶۵۶ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْجِدَ حَطِيفَةٌ وَكُفَّارُهَا دَفْنَهَا - متفق عليه .

৬৫৬। হয়রত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদে ধূখু ফেলা স্থান নাহ। (যদি কেউ ফেলে) তার ক্ষতিপূরণ হলো ওই ধূখু মাটিতে পুতে ফেলা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মসজিদ দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদার স্থান। পবিত্র জায়গা। মসজিদের ইজ্জত রক্ষা করা স্বাক্ষর প্রদর্শন করা মুসলমানের কর্তব্য। মসজিদকে সুন্দর ও পবিত্র রাখতে হবে। তাই ধূখুসহ কেৱল অপবিত্র জিনিস মসজিদে ফেলা স্থানহর কাজ। যদি ঘটনাক্রমে হয়ে যায় সাথে সাথে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তৎকালে মসজিদ কঁচা ছিল। মাটির মেঝে ছিল বলেই ধূখু মাটিতে পুতে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

۶۵۷ - وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِضَتْ لِعَمَالِ أَمْتَى حَسَنَتِهَا وَسَيِّئَتِهَا فَوَجَدَتْ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذِي يُمَاطِ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدَتْ فِي مَسَاوِيِّ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ - رواه مسلم

٦٥٧ - হযরত আবু যর গিফুরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উপরের ভালো এবং সকল আমল আমার কাছে উপস্থিত করা হয়। তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম—রাত্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিসকে ফেলে দেয়া। আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, কফ পুঁতে না ফেলে মসজিদে ফেলা (মুসলিম)।

٦٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُبَصِّقُ اللَّهُ مَا دَلَّمَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفُنُهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى - متفق عليه .

৬৫৮। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ যতক্ষণ সে তার জ্ঞানামায়ে থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সাথে একান্ত অলাপে রাত থাকে। সে তার ডান দিকেও (পুঁতি) ফেলে না, কারণ সেদিকে ফেরেশতা আছে। (নিব্যরণ করতে না পারলে) সে যেন থুথু ফেলে তার বাম দিকে অথবা তার পায়ের নীচে, তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় আছে : তার বাম পায়ের নীচে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : মসজিদে নববীর মেঝে তখন ছিল কাঁচ। ভিটিতে ছিল কংকর বিছানো। এতে থুথু ইত্যাদি পুঁতে ফেলা ছিল সহজ। পাকা মসজিদে অথবা জ্ঞানামায় বিছানো মসজিদে খুব প্রয়োজন হলে নিজ কাপড়ে ফেলে, মলে দিতে পারে।

٦٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعْنَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ - متفق عليه .

৬৫৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছেন : আমার অভিশাপ ইয়াহুন্দী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আগের দিনের অবেক নবীর উপরের তাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থানে অর্ধাৎ মসজিদে পরিণত করেছে। বিশেষ করে ইয়াহুন্দী ও খৃষ্টানরা একাজ মেশকাত-২/১৩

করেছে। এর থেকে শিরকের কাজ আবার ছঁড়িয়ে পড়েছে। তাই হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী-খৃষ্টান জাতিকে অভিসম্পত্তি করে তাঁর উশ্বাতকে ইঁশিয়ার করেছেন। তারা মেন ভক্তির আতিশয়ে কবরকে সিজদাৰ জায়গা না বানায়। আজ-কালকার মায়াৰ পূজারীদের এই হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কৰা উচিত।

٦٦٠ - وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخَذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدًا لَا فَلَأْ تَتَخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا لِنَفِّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ - رواه مسلم .

৬৬০। হযরত জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও বৃজুর্গ লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে একাজ হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করার দুইটি দিক আছে। এক, কবরবাসীদের ইবাদতের উদ্দেশ্যে কবরকে সিজদা করা। এই কাজ শিরকে জলি অর্থাৎ শ্পষ্ট শিরক। দুই, সিজদা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়, কিন্তু সাধে সাধে এই বিষ্পাস করা যে, ইবাদতে কবরবাসীদের প্রতি খেয়াল করা আল্লাহর অধিক সন্তুষ্টি লাভের কারণ। তাহলে এটা শিরকে খুবি অর্থাৎ পরোক্ষ শিরক। এর থেকে ধীরে ধীরে শিরকে জলী বা মৃত্তিপূজার দিকে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ আমাদের এ দেশে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনেক সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণভাবে মুসলিম মিল্লাতকে শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর থেকে সাবধান ধাক্কতে হবে। তোমাদের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কবরের দিকে দৌড়াবে না। কবরবাসীর কাছে নিজের কোন প্রয়োজন মিটোবার জন্য প্রার্থনা করবে না। চাইবে আল্লাহর কাছে। কবরবাসী তো নিজের জন্যই কিছু করতে পারছে না। সে নিজেও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী।

٦٦١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَخَذُوهَا قُبُورًا - متفق عليه

৬৬১। হযরত ইবনে শুমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায পড়বে এবং ঘরকে কবরে পরিণত করবে না (বুখারী ও মসলিম)।

ব্যাখ্যা : “ঘরকে কবরে পরিণত করবে না” অর্থাৎ যেভাবে কবরস্থানে নামায পড়া জায়েষ নয় সেভাবে তোমাদের ঘরে নামায পড়া বন্ধ করে দিয়ে একেও

কবরস্থানে পরিণত করো না । বরং কখনো কখনো ঘরেও ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, ইত্যাদি নামায পড়বে । আল্লাহর যিকির করবে । তাই আলেমগণ ফরয নামায ছাড়া ঘরে সুন্নাত ও নফল নামায পড়ে মসজিদে থাউয়া উভয় মনে করেন ।

### বিতীয় পরিষেদ

٦٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَبْلَةً - رواه الترمذى

৬৬২ । হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানেই ‘কেবলা’ (তিমিয়ী) ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের সম্পর্ক মদীনার সাথে । অর্থাৎ মদীনাবাসীদের কেবলা নির্ধারণ করা হয়েছে এতে । মদীনা হতে মক্কা প্রায় তিন শত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । আর্জকাল রাস্তাঘাট কিছু কিছু সোজা করে ফেলার কারণে দূরত্ব আরো কিছু কম হতে পারে । তাই মদীনাবাসীদের কেবলা দক্ষিণ দিকে । অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে । মদীনাসহ মক্কার উত্তর দিকে যত দেশ আছে সকলকেই দক্ষিণ দিকে শুধু করে মাঝার্দ পড়তে হবে । কারণ তাদের কেবলা দক্ষিণ দিকে । দিক ঠিক থাকলেই চলবে । এভাবে আবার যারা মক্কার দক্ষিণ দিকে তাদের কেবলা উত্তর দিকে । যারা মক্কার পশ্চিম দিকে তাদেরকে নামায পড়তে হবে পূর্ব দিকে ফিরে । কারণ তাদের কেবলা বা খানায়ে কারা পূর্বদিকে । আমরা যারা মক্কার পূর্ব দিকে আমাদের নামায পড়তে হবে পশ্চিম দিকে ফিরে ।

٦٦٣ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلَىٰ قَالَ خَرْجَنَا وَفَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَأْيَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَا أَنَّ بَارِضَنَا بَيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَا فَتَوَضَّا وَتَمَضْضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي أَدَكَوَةٍ وَأَمْرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوهُ بَيْعَتَكُمْ وَانْصَحِرُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْبِعًا قُلْنَا أَنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرَ شَدِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ فَقَالَ مُدُوهٌ مِنَ الْمَاءِ فَانَّهُ لَا يَرِيْدُهُ إِلَّا طَيْبًا - رواه النسائي

৬৬৩ । হযরত তালিক ইবনে আলী (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা আমাদের গোত্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম । তাঁর হাতে বাইআত হলাম । তাঁর সাথে নামায পড়লাম । এরপর আমরা

তাঁৰ কাছে আৱে কৰলাম, আমাদেৱ এলাকায় আমাদেৱ একটি গিৰ্জা আছে। এটাকে আমৰা এখন কি কৰবো? আমৰা তাঁৰ নিকট তাঁৰ উজ্জু কৰা কিছু পানি তাৰাবৰ্ক হিসাবে চাইলাম। তিনি পানি আনলেন, উযু কৰলেন, কুলি কৰলেন এবং তা আমাদেৱ জন্য একটি পাত্ৰে ঢাললেন। আমাদেৱকে নিৰ্দেশ দিয়ে বললেন, তোমৰা রওনা হয়ে যাও। তোমৰা যথন তোমাদেৱ এলাকায় পৌছবে, তোমাদেৱ গিৰ্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে। গিৰ্জাৰ জায়গায় পানি ছিটিয়ে দেবে। তাৰপৰ একে মসজিদ বানিয়ে নিবে। আমৰা আৱে কৰলাম, আমাদেৱ এলাকা অনেক দূৰে। ভীষণ খৰা। পানি তেওঁকিয়ে যাবে। হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আৱও পানি মিশিয়ে এই পানি বাঢ়িয়ে নেবে। এই পানি তাৰ পৰিত্রাতা ও বৰকত বৃক্ষি কৰা ছাড়া কমাবে নহ (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : “বিয়াতুন” শব্দেৱ অৰ্থ গিৰ্জা। খৃষ্টানদেৱ ইবাদতেৱ ঘৰ। যে প্রতিনিধি দল হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৱ নিকট এসেছিল, তাৰা ছিল খৃষ্টান সম্প্ৰদায়। তাৰা হজুৱেৱ হাতে বাইআত কৰে ইসলাম গ্ৰহণ কৰে। তাৰা তাৰদেৱ গিৰ্জা এখন কি কৰবে, হজুৱকে জিজেস কৰলে, তিনি তাঁৰ উজ্জু পানি এতে ছিটিয়ে দিয়ে একে মসজিদ হিসাবে ব্যবহাৰ কৰতে বলে দিলেন।

কোন জাতিৰ সম্মানিত ও ইবাদতেৱ স্থান ভাগা ও অপমানিত কৰা ইসলামে নিষেধ। হজুৱও তাই একে কোন নষ্ট বা অপমান ভাৰ কৰে মসজিদ বানিয়ে নিয়ে এতে নামায আদায় কৰতে বলে দিলেন। অথচ খৃষ্টান ও হিন্দুজাতিসহ সকল অযুসলিম জাতি মুসলমানদেৱ মসজিদকে অপমানিত কৰেছে। ভেঞ্জে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ভাৱতেৱ সাত শত বছৱেৱ বাবৰী মসজিদ এখন রাখ মন্দিৰে পৱিষ্ঠ। খৃষ্টানৱা দ্বিপুজিয়ে বেৱ হয়ে মুসলমানদেৱ অনেক মসজিদকে আস্তাৰলে পৱিষ্ঠ কৰেছে।

٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْنِ  
الْمَسْجِدِ فِي الدَّوْرِ وَأَنْ يُنْظَفَ وَيُطَبَّ - رواه أبو داود والترمذى وابن

মاجে .

৬৬৪। হয়ৱত আয়েশা (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ গড়ে তোলাৰ, তা পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন রাখাৰ ও এতে সুগন্ধি ছড়াৰার হকুম দিয়েছেন (আৰু দাউদ, তিৰমিয়ী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে জানা গেলো মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰয়োজন। মসজিদ প্ৰতিষ্ঠাৱ দ্বাৰা শধু দীনী পৰিবেশ ও জাতীয় জাগৱণই সৃষ্টি হবে না, বৰং এৰ দ্বাৰা মহল্লার উপৰ আল্লাহৰ রহমত ও বৰকতও বৰ্ষিত হয়। তবে সক্ষ্য

রাখতে হবে মসজিদ বানিয়ে শুধু ঈমানের আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করলেই চলবে না, মসজিদকে ঘাঢ় করতে হবে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সুগন্ধি ছড়াতে হবে।

**٦٦٥ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَتْزَخَرْفَنَاهَا كَمَا زَخَرْفَتِ الْيَهُودُ وَالصَّارَى - رواه أبو داؤد .**

৬৬৫। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাহিম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মসজিদ বানিয়ে তা চাকচিক্যময় করে রাখার হুকুম দেয়া হয়নি। ইয়রত ইবনে আব্রাহিম বলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেভাবে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের ইবাদতখানাকে (স্বর্ণ-রূপ দিয়ে) চাকচিক্যময় করে রাখতো তোমরাও একইভাবে তোমাদের মসজিদকে ত্রীবৃদ্ধি ও সৌন্দর্য করে রাখবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে লোকজনের ঘরবাড়ী ছিল অনাড়ুন্ডুর ও সাদাসিধে। মসজিদও ছিল সাদাসিধে। পরবর্তী কালে অরবাড়ী চাকচিক্য ও জমকালো হবার কারণে মসজিদকে ঘরবাড়ী হতে অপেক্ষাকৃত হীন না রাখার পক্ষে কেউ কেউ যত দিয়েছেন। তবে এতে ইবাদতগাহের গান্ধীর্য বজায় রাখা আবশ্যিক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাদামাটা রাখাই ভালো।

**٦٦٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ - رواه أبو داؤد والنسائي والدارمي وابن ماجة .**

৬৬৬। ইয়রত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি হচ্ছে মানুষের মসজিদ নিয়ে পরম্পর গর্ব করবে (আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : শেষ জমানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে লোকেরা দেখানোর জন্য, নাম-কাম জাহির করার জন্য অনেক কাজ করবে। তার মধ্যে বড় বড় ও কারুকার্য খচিত মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করবে। এ নিয়ে গর্ব জাহির করবে। মসজিদ নির্মাণের খালেস নিয়মত থাকবে না। ইবাদত-বন্দেগীর জন্য মসজিদ তৈরীর ভালো উদ্দেশ্য থাকবে না। থাকবে শুধু অহংকার ও নাম। এসবও কেয়ামতের আলামত বলে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলে দিয়েছেন।

٦٦٧ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَتْ عَلَى أَجُورِ أَمْتَى حَتَّى الْقَدَاءِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعَرَضَتْ عَلَى دُنُوبِ أَمْتَى فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَوْ أَيْةٍ أُوتِبِهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا رواه الترمذی وابو داؤد

৬৬৭। ইয়রত আনাস (রা) হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমনে আমার উপর্যুক্তের সওয়াবগুলো পেশ করা হয়, এমনকি একটি খড়-কুটার সওয়াবও পেশ করা হয় যা একজন ঝানুম মসজিদ হতে বাইরে ফেলে দেয়। ঠিক একইভাবে আমুর সামনে পেশ করা হয় আমার উপর্যুক্তের শুবাহসমূহ। তখন আমি কারো কুরআনের একটি সূরা বা একটি আয়াত যা তাকে দেয়া হয়েছে (তারপর ভুলে গেছে, মুখ্যত করার পর তা ভুলে যাওয়া) এর চেয়ে আর কোন বড় শুনাহ আমি দেবি নাই (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কুরআনের কোন সূরা বা কোন আয়াত মুখ্যত উপর্যুক্তে পারাটা আল্লাহর কুরআন। তাঁর বড় নেয়ামত ও রহমত। তাই মুখ্যত করার পর তা ভুলে যাওয়া দুর্ভাগ্যের কারণ। এ ভুলে যাওয়া কুরআনের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগিতার লক্ষণ। এটা হওয়া গর্হিত কাজ।

٦٦٨ - وَعَنْ بُرِيَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه الترمذی وابو داؤد ورواه ابن ماجة عن سهل بن سعد وانس .

৬৬৮। ইয়রত বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিনের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ সাহল ইবনে সাদ ও আনাস হতে)।

ব্যাখ্যা : রাসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে কুরআনের ওই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

“তাদের নূর তাদের ডানে ও সামনে দৌড়াতে থাকবে। তারা থলবে, হ্রে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের এই নূর পূর্ণ করো” (সূরা ভাহরীম : ৮)।

٦٦٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاَشْهِدُوْا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَّمَا يَعْمِرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى .

৬৬৯। হযরত আবু সাউদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাউকে তোমরা যখন দেখবেন নিমিত্ত মসজিদে যাতায়াত করে তখন তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দিবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন : ৪

“আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে সে ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান এনেছে” (ডিয়মিয়ী, ইবনে মাজাহ, দারেঘী)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদের প্রতি লক্ষ্য রাখে, এর হেফায়ত করে, সব সময় এর পবিত্রতা, পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতাসহ সকল প্রকার তত্ত্বাবধান করে মেরামত করে, মসজিদে ইবাদত-বদেগী করে, মসজিদের ঈমাম-মুআয়িনের দানিষ্ঠ, পালনে সহযোগিতা করে, বুঝতে হবে এই ব্যক্তি ঈমানদার। তার ব্যাপারে একজন ভালো ঈমানদার লোক হিসাবে সাক্ষ্য দিবে।

٦٧٠ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذِنْ لَنَا فِي الْأَخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَنَّا مَنْ خَصَّ وَلَا أَخْتَصَى إِنَّ خِصَاءَ أَمَّتِي الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذِنْ لَنَا فِي السِّيَاحَةِ فَقَالَ إِنَّ سِيَاحَةَ أَمَّتِي الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ ائْذِنْ لَنَا فِي التَّرَهُبِ فَقَالَ إِنَّ تَرَهُبَ أَمَّتِي الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ انتِظَارَ الصَّلَاةِ - رواه في شرح السنة .

৬৭০। হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয় করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে খাসি হয়ে যাবার অনুমতি দিন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্তরে বললেন, সেই লোক আমাদের মধ্যে নেই (অর্থাৎ আমার সুন্নাত তরীকায় নেই) যে কাউকে খাসি করে অথবা নিজে খাসি হয়। বরং আমার উচ্চাতের খাসি হওয়া হলো রোষা রাখা। হযরত ওসমান (রা) আরয় করলেন, তাহলে আমাকে ভ্রমণ করার অনুমতি দিন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্তরে

বললেন, আমার উচ্চতের ভ্রমণ হলো আল্লাহর পথে জিহাদে যাওয়া। তারপর ওসমান (রা) বললেন, তাহলে আমাকে বৈরাগ্য অবশ্যই করার অনুমতি দিন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উচ্চাতের বৈরাগ্য হচ্ছে নামাযের অপেক্ষায় মসজিদ বসে থাকা (শারহে সুন্নাহ)।

**ব্যাখ্যা :** হযরত 'ওসমান ইবনে মাজউন' (রা) যার ডাকনাম ছিল আবু সায়েব, উচ্চ মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্রমিকতায় চৌদ্দ নম্বরের মুসলমান ছিলেন তিনি। মুশরিকদের উৎপীড়নে ছেলে সায়েবসহ হাবশা হিজরত করেছিলেন। ওখান থেকে কিন্তু এসে মদীনায়ও হিজরত করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরী সনে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লাশের উপর চুম্ব খেয়েছিলেন।

তার ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার স্বাদ আস্থাদন হতে বিরত থাকার। শয়তানী কাজে লিপ্ত না হওয়ার। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি এত কিছু হবার অনুমতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনটারই অনুমতি দেননি। বরং বলে দিলেন, রোয়া রাখো। দীনের জিহাদে অংশ গ্রহণ করো। মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করো। তাহলেই তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

٦٧١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيمَا يَخْتَصُّ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ فَوْضَعْ كَفَهُ بَيْنَ كَتْفَيْ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيْيِ فَعَلَمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَلَاءً "وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ" . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مَرْسَلًا وَلِلتَّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ عَنْهُ وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَمَعَاذَ بْنِ جَبَلٍ وَرَادَ فِيهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَا يَخْتَصُّ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَسْنَى عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَابْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّكَارَهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ حَاطِبَتِهِ كَيْوُمْ وَلَدَتِهِ أَمْهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْأَلُكَ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً

فَاقْبِضُنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ أَفْسَأُ السَّلَامَ وَأَطْعَامُ الطَّعَامِ  
وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَلْفَظُ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْمَصَابِيحِ لَمْ  
أَجِدْهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا فِي شَرْحِ السَّنَةِ .

৬৭১। ইথেরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আমার 'রবকে' অতি উচ্চম অর্থস্থায় স্বপ্নে দেখলাম । তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মালাউল আলা' তথা শীর্ষস্থানীয় ফৌরেশতাগণ কি ব্যাপারে ঝগড়া করছে? আমি বললাম, তা তো আপনিই তালো জানেন । তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতি হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন । হাতের শীতলতা আমি আমার বুকের মধ্যে অনুভব করলাম । আমি তখন আসমানসমূহ ও জমিনে-যা কিছু আছে সবকিছুই জানতে পারলাম । বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আশ্চর্য তিলাওয়াত করলেন : “এভাবে আমি ইবরাহীমকে দেখালাম আকাশমণ্ডলী ও যমিনের রাজ্যসমূহ যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়” (দারেমী এই হাদীসকে মুরসল হিসাবে বর্ণনা করেছেন; তির্মিয়ীও তাই) ।

“তির্মিয়ীতে এই হাদীসটি কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ, ইবনে আবাস ও মোয়ায় ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত আছে । আর এতে আরো আছে : আল্লাহ তাআলা বলেছেন (অর্থাৎ উজ্জ্বরকে আসমান ও জমিনের জান দেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন), হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন 'মালাউল আলা' কি বিষয়ে তর্ক করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ! জানি, 'কাফ্ফারাত' নিয়ে তর্কবির্তক করছে । আর এই কাফ্ফারাত হলো, নামাযের পর মসজিদে আর এক নামাযের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা বা যিকির-আয়কার করার জন্য বসে থাকা । জামায়াতে নামায আদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া । কঠিন সময়ে (যেমন অসুস্থ বা শীতের মৌসুমে) উজ্জ্বর স্থানে তালো করে পানি পৌছানো । যারা এভাবে উল্লেখিত আমলগুলো করলো কল্পনের উপর বেঁচে থাকবে, কল্পাগের উপর মৃত্যুবরণ করবে । আর তার শুনাহ-খাতা হতে এমনভাবে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে যেমন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছে । আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! নামায পড়া শেষ করার পর এই দোয়াটি পড়ে নিবে : ”

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে 'নেক কাজ' করার, 'বদ কাজ' ছাড়ার, গরীব-মিসকীনদের বন্ধুত্বের আবেদন করছি । যখন ভূমি বাস্তাদের মধ্যে পথঙ্গিষ্ঠি ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে দেবে তখন আমাকে ফিতমামুক্ত রেখে তোমার কাছে উঠিয়ে নেবে” ।

হজুৰ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম আৱে বললেন, ‘দারাজাত’ হলো সালামের প্রসাৱ কৰা, গৱাবকে থীবাৰ দেয়া, রাতে মানুষ যখন ঘুমে থাকে নামায পড়া।

মিশকাতের সংকলক বলেন, যে হাদীস আবদুৱ রাহমার হতে মাসাৰিহতে বর্ণিত হয়েছে তা অৰ্থি শৱহে সুন্নাহ ছাড়া আৱ কোন কিতাবে দেখিনি।

ব্যাখ্যা : আন্নাহ তাআলা কৃতক হজুৱকে ‘মালাউল আলা’ ফেরেন্টুতাদেৱ কথা কাটাকৃটি কি নিয়ে হচ্ছে, তা জিজ্ঞেস কৱাৰ অৰ্থ হচ্ছে তাৱা আমাৰ বান্দাৰ কোন আমলেৱ ফজিলত ও মৰ্যাদা কি এ সম্পর্কে তৰ্ক কৱছে। অথবা তাৱ কে কৱাৰ আগে আমাৰ বান্দাৰে মৰ্যাদাপূৰ্ণ নেক আমল প্ৰহণেৱ অৰ্বে নিয়ে আসাৱ জন্য প্ৰেলপৰ ঝুঁঁড়া কৱছে।

٦٧٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْدُهُ بِمَا تَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَأَىٰ الْمَسْجِدَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ سَلَامٌ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - رواه أبو داود .

৬৭২। হঠৰত আবু উমায়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুন্নাহ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম ইরশাদ কৱেছেন : তিন ব্যক্তি যাবা সকলেই আন্নাহৰ জিমাদীৱীতে রয়েছে। (১) যে ব্যক্তি আন্নাহৰ পথে যুক্তে বেৱ হয়েছে সে আন্নাহৰ জিমাদীৱীতে রয়েছে, যে পৰ্ণস্ত আন্নাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জানাতে প্ৰেশ না কৱান অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন, যে সওয়াব বা যে গনীমতেৱ মাল সে যুক্তে লাভ কৱেছে তাৰ সাথে। (২) যে ব্যক্তি মসজিদে গমন কৱেছে সে আন্নাহৰ দায়িত্বে রয়েছে এবং (৩) যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজেৱ ঘৰে প্ৰেশ কৱেছে, সে আন্নাহৰ জিমাদীৱীতে রয়েছে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : প্ৰথম ব্যক্তিৰ জন্য আন্নাহ তাআলাৰ যে দায়িত্ব তা বলে দেয়া হয়েছে। তাৰ জন্য দীন-দুনিয়ায় কি কি পুৰক্ষাৰ রয়েছে তাৱে বৰ্ণনা দেয়া হয়েছে। হিতীয় ও তৃতীয় যে দায়িত্ব আন্নাহৰ তা তো স্পষ্ট। সালাম দিয়ে নিজেৱ ঘৰে প্ৰেশ কৱলে ভাদেৱ সকলকে নিৱাপদে ও শান্তিতে রাখা এবং ঘৰেৱ কল্যাণ ও শান্তিৰ দায়িত্ব আন্নাহৰ। এ সালাম দানেৱ বদোলতে ঘৰেৱ প্ৰিবেশ সুন্দৰ হয়।

٦٧٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَرْجِ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مُكْتُوبَةٍ فَاجْرَهُ كَاجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى شَبَّيْنِ الضُّحَى لَا يُنْصَبُهُ إِلَّا أَيَّاهُ فَاجْرُهُ كَاجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى اثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بِنَهْمَةِ كِتَابٍ فِي عَلَيْنِ - رواه احمد وابو داؤد

۶۷۳ । হযরত আবু উমামা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হতে উজ্জু করে ফরয় নামায পড়ার জন্য বের হয়েছে তার সওয়াব একজন ইহরাম বাঁধা হাজীর সওয়াবের সমান । আর যে ব্যক্তি যোহর নামাযের জন্য বের হয়েছে আর এই নামায ব্যক্তীত অন্য কোন জিনিস তাকে এদিকে ধাবিত করে না সে সওয়াব পাবে একজন উমরাকারীর সওয়াবের সমান । এক নামাযের পর অপর নামায পড়া, যার মাবাখানে কোন বেছদা কথা বলেনি তা 'ইলিয়ান' লেখা হয়ে থাকে (আহমাদ, আবু দাউদ) ।

ব্যাখ্যা : "যোহার নামায" সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত যে সকল নফল নামায পড়া হয় তাকে যোহার নামায বলা হয় । ওমরাহ হলো হজ্জের মতো অনুষ্ঠান । এতে তাওয়াফ ও সায়ী করতে হয়, আরাফা মিনায যেতে হয় না । বছরের যে ক্ষেত্রে সময় ওমরা করা যায় । স্তুতির পর মুমিনদের রূহ যে স্থানে থাকে তাকে ইলিয়ান বলে ।

٦٧٤ - وَعَنْ أَبِي هَرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَيْلَ بِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قَيْلَ وَمَا الرَّتْعُ بِيَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - رواه الترمذى ।

۶۷۴ । হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের কাছ দিয়ে যাবে, এর ফল থাবে । জিজেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! জান্নাতের বাগান কি ? জব্বাবে তিনি বলেন : মসজিদসমূহ । আবার জিজেস করা হলো এর ফল থাওয়া কি ? হজুর বললেন, লাভ করা যায় । হাদীসে 'রাত্মুন' শব্দ বাক্য থলা (তিরমিয়ী) ।

ব্যাখ্যা : মসজিদকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে । কারণ, মসজিদে ইবাদত করলে ও নামায পড়লে জান্নাতের বাগান লাভ করা যায় । হাদীসে 'রাত্মুন' শব্দ

ব্যবহার কৰা হয়েছে। এৰ অৰ্থ হলো, বাগানে গিয়ে ভালো কৰে ফলফলারী ও তৃণিদায়ক জিনিস খাওয়া ও লেকেৰ পাড়ে ভ্ৰমণ কৰা। যেমন লোকজন বাগানে গিয়ে কৰে থাকে।

এই হাদীসে হজুৰ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদকে জান্নাতেৰ সাথে তুলনা কৰেছেন। আৱ মসজিদে গিয়ে উল্লেখিত তাসবিহ পঢ়াকে 'ফলফলারী' ও তৃণিদায়ক খাবাৰ বলেছেন। তাই মসজিদে এই তাসবিহসহ আল্লাহ পাকেৰ নামে বিঙ্গিন্ন তাসবিহ পঢ়া উচিত।

**٦٧٥ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ - رواه أبو داود .**

৬৭৫। হ্যৱত আবু হুরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজেৰ নিয়াত কৰে আসবে সে সে কাজেৰই অংশ পাবে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসটিতেও নিয়াতেৰ উপৰ আমলেৰ ফল পাওয়া নির্ভৰ কৰাৱ প্ৰতি ইঙিত আছে। এই হাদীসেৰ মৰ্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবে তাই সে পাবে। যদি ইবাদতেৰ উদ্দেশ্যে যায় তবে সওয়াব পাবে, এমনকি যাবাৰ পথেৰ প্ৰতি কদমেৰ সওয়াবও পাবে। আৱ যদি দুনিয়াৰ কোন উদ্দেশ্যে যায় তাহলে তাৰ পৰিণতিও তাকে পেতে হবে।

**٦٧٦ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهَا فَاطِمَةِ الْكَبْرِيِّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ - رواه الترمذি وأحمد وابن ماجة وفی روایتهما قالـت اذا دخل المسجد وكذا اذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدأ صلـى مـحمد وسـلم وقال الترمذـي ليس استادـه بمـتصـلـ وفـاطـمـةـ بـنتـ الحـسـينـ لم تـدرـكـ فـاطـمـةـ الكـبـرـيـ .**

৬৭৬। হ্যৱত ফাতিমা বিনতে হোসাইন (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি তাৱ দাদী হ্যৱত ফাতেমাতুল কুবৱা (রা) হতে বৰ্ণনা কৰেছেন যে, হ্যৱত ফাতেমাতুল কুবৱা

(রা) বলেছেন, (আমার পিতা) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম মসজিদে প্রবেশ করতেন, মুহাম্মদের (অর্থাৎ নিজের উপর) সালাম ও দুর্রাদ পাঠ করতেন। বলতেন, ‘হে পরওয়ারদিগার, আমার গুনাহসমূহ মাফ করো। তোমার রহমতের দুয়ার আমার জন্য খুলে দাও।’ তিনি যখন মসজিদ হতে বের হতেন, মুহাম্মদের উপর দুর্রাদ ও সালাম পাঠ করতেন। আর বলতেন, হে পরওয়ারদিগার! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। আমার জন্য দয়ার দুয়ার খুলে দাও (তিরমিয়ী, আহমাদ, ইবনে মাজাহ)।

কিন্তু আহমাদ ও ইবনে মাজাহর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ফাতিমাতুল কুবরা (রা) বলেছেন, হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন ও এইভাবে মসজিদ হতে বের হতেন, তখন মুহাম্মদের উপর দুর্রাদের পরিবর্তে বলতেন।<sup>৪</sup> আল্লাহর নামে এবং শাস্তি বর্ষিত হোক আল্লাহপাকের রাসূলের উপর।

তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটির সনদ মুভাসিল নয়। কোননা নাতনী ফাতেমা তার দাদী ফাতেমা (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

ব্যাখ্যা : হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর দুর্রাদ ও সালাম পাঠ করতেন তাঁর জীবনের যা আগের পরের সব গুনাহ আল্লাহর তাআলা মাফ করে দেবার ঘোষণা দেবার পরও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নিজের গুনাহ মাফ চাহিতেন।

٦٧٧ - وَعَنْ عَمِّرُو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنَاهُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّبَيْعِ وَالْأِسْتِرَكِ، فِيهِ وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ - رواه أبو داود والترمذি .

৬৭৭। হযরত আমর ইবনে শআইব (র) তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমআর দিন জুমআর নামায়ের পূর্বে গোল হয়ে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : কবিতা আবৃত্তি অর্থ বাজে কবিতা, অর্থহীন রঙরসের কবিতা, মিথ্যাচার ও অশ্লীল কবিতা। এসব মসজিদে কেনো বাইরে আবৃত্তি করাও নিষেধ। মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। ইবাদতের জায়গা। এইসব পবিত্র স্থানে বাজে কাজের আড়াবাজি নিষেধ।

এভাবে আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদে বেচা-কেনা করাও নিষেধ। মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে হজ্জুর নিষেধ করেছেন। গোল হয়ে এভাবে বসলে

মসজিদে ইবাদতের জন্য আসার উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, জুমআর দিন মুসলমানদের সাংগীতিক সম্মেলন। জুমআর নামাযে আসার পর নামায়িরা আস্তাসমর্পণের মতো কাতারবন্দী হয়ে নামাযের প্রত্যুতি নিয়ে বসে যাওয়াই তাকওয়ার দাবি। তাই জুমআর নামায শেষ হবার আগে বৃঙ্গাকারে গোল হয়ে বসতে হজুর নিষেধ করেছেন। এটা অবহেলা ও অমনোযৌগিতার পূর্ব লক্ষণ।

٦٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ يَبْيَعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكُمْ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يُنْشِدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ - رواه الترمذى

والدارمى

৬৭৮। হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাউকে মসজিদে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তোমার এই ব্যবসায়ে তোমাকে খাতবান না করবেন। এভাবে কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তা তোমাকে ফেরত না দিন (তিরমিয়ী, দারেমী)।

٦٧٩ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْجُدُودُ - رواه أبو داؤد في سننه وصاحب جامع الأصول فيه عن حكيم وفي المصايب عن جابر .

৬৭৯। হ্যরত হাকিম ইবনে হিযাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ও তথায় কবিতা পাঠ ও হৃদ-এর শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ তাৱ সুনানে, সাহৰে জামেউল উসল তাৱ কিতাবে হাকিম থেকে, আৱ মাসাবহিতে হ্যরত জাবের হতে বর্ণিত)।

٦٨٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا

يَقِرِّئُنَ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدًّا أَكِلْهُمَا فَإِمْتُو هُمَا طَبَخًا - رواه أبو داود

৬৮০। আবিয়ী মুয়াবিয়া ইবনে কোররা (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি গাছ অর্থাৎ পিয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। যে তা খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। তিনি আরো বলেছেন, যদি তোমাদের একান্তই খেতে হয় তবে তা যেন পাকিয়ে দুর্গঞ্জ দূর করে থায়।

ব্যাখ্যা : কাচা পেয়াজ ও রসুন খাওয়া মাকরুহ। যুখ থেকে গন্ধ আসে। সতর্কতা অবশ্যস্বের জন্য মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। যুখে গন্ধ না হবার জন্য রান্না করে থেকে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

৬৮১ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَامُ - رواه أبو داود والترمذى والدارمى

৬৮১। হযরত আবু সাউদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কবরস্থান ও হামামখানা ছাড়া দুনিয়ার আর সব জায়গাই মসজিদ। কাজেই সব জায়গাই নামায পড়া যায় (তিরিয়ী ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মৰ্ম হলো, পাকপবিত্র সব জায়গাই নামায পড়া জারীয়। আর এ অর্থে আল্লাহর দুনিয়ার সব জায়গাই মসজিদ। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থান ও গোসলখানা নাপাক না হলেও তথায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

৬৮২ - وَعَنْ ابْنِ عُصَرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنٍ فِي الْهَزَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْعَمَامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْأَبِيلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ - رواه الترمذى وابن ماجة .

৬৮২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি জায়গায় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। (১) আবর্জনা ফেলার জায়গায়। (২) জানোয়ার জবেহ করার জায়গায়।

(কসাইখানায়) (৩) কবরস্থানে। (৪) রাস্তার মাঝখানে। (৫) গোসলখানায়। (৬) উট বাঁধার জায়গায় এবং (৭) খানায়ে কাবার ছাদে (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে কবরস্থানে নামায পড়তে। তবে এই নিষেধ 'তানজিহ'। কবরস্থানকে সামনে রেখে নামায পড়া সকলের মতেই মাকরুহ তাহরীম।

আবর্জনা ফেলার ও পশ্চ জবেহ করার স্থানে নামায পড়া নিষেধ। কারণ এখানে সব সময় অপরিত্র জিনিস পড়ে থাকে। বড় দুর্গম্ভ হয়। লোক চলাচল ও যানবাহনের যাতায়াতে ব্যাঘাত ও দুর্ঘটনার কারণ ঘটতে পারে বলে রাস্তার মাঝখানে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

গোসলখানায় নামায পড়া নিষেধ এইজন্য যে, তা উলঙ্গ ও ন্যাংটা হবার জায়গা। ওখানে শয়তানের বাসা।

খানায়ে কাবা আল্লাহর ঘর। এই ঘরের উপরে নামায পড়া বেআদবী। এই সাতটি জায়গায় নামায পড়া কারো মতে মাকরুহ, কেউ বলেন হারাম।

٧٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلِّوْا فِي أَعْطَانِ الْأَبْلِيلِ - رواه الترمذى

৬৮৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছাগল বাঁধার স্থানে নামায পড়তে পারো, উট বাঁধার স্থানে নামায পড়বে না (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : উট ছাগল অপেক্ষা বিপজ্জনক পশু। উট বাঁধার স্থানে নামায পড়তে গেলে ভয় আছে। আশংকা আছে ছুটে এসে কোন ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু ছাগল-ভেড়া দ্বারা এই আশংকা নেই। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট বাঁধার স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٦٨٤ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَرِياتِ الْقَبُورِ وَالْمُتُخَدِّلِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ - رواه أبو داؤد والترمذى والنمسائى

৬৮৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুআস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন ওই সকল শ্রী লোকদের প্রতি যারা (ঘন ঘন) কবর যিয়ারত করতে যায় এবং ওই সব লোকদেরও অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে বা তাতে বাতি জ্বালায় (আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে ইহিজাদের কবরস্থানে গিয়ে কবর ধ্যারাত করা, কবরের উপর ইসজিদ বানানো ও কবরে বাতি জ্বালানো স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

কবরের উপর ইসজিদ নির্মাণ করার দুটো অর্থ হতে পারে। একটি হলো সরাসরি কবরস্থানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে ইসজিদ বানানো। আর দ্বিতীয় অর্থ সন্ধান ও শর্যাসা এবং তাজীম-তাকরীমের নিয়াতে কবরকে সিজদা করা। উভয়টাই নিষেধ।

ইসলামের প্রথম দিকে দীনকে শিরকমৃত করার স্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য কবর ধ্যারাতও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর ধ্যারাতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিছু কিছু আলেম এই অনুমতির মধ্যে নারী পুরুষ উজ্জ্বল শামিল আছে বলেন। তাই আগে নারীদের কবর ধ্যারাত নিষিদ্ধ ছিল। আর হকুম হবার পর তাদের জন্যও আয়োজ। আবার কোন কোন আলেম বলেন, কবর ধ্যারাতের অনুমতি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওধু পুরুষদের দিয়েছেন, নারীদের জন্য নয়। কারণ হিসাবে তারা বলেন, মহিলারা দুর্বল প্রকৃতির ও দুর্বল মনের মানুষ। কবরের পাশে গেলে মায়া-ময়তা ও ডরে-ভয়ে নিজেকে সংবরণ করতে পারবে না, একেবারেই তেসে পড়তে পারে। তাই তাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ। এই হাদীস তাদের পক্ষে দরীল। তাই ঘরে বসেই তাদের যুদ্ধীর জন্য দোয়া করা উচিত। অমৃহর উলামার মতে নারী-পুরুষ সকলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহু রওঁখা মোবারক ধ্যারাত করতে পারবে। তবে ভক্তির আতিশয়ে কেউ বেন সাজানো করতে মাঝে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কবরে বাতি জ্বালানো, মায়ারে আলোকসজ্জা করা নাজারেয়। একে তো এটা একটা বেহুদা খরচ। এতে মুর্দারের কোন উপকার হয় না। দ্বিতীয়টঁ কবরে বা মায়ারে এভাবে বাতি জ্বালালে মানুষ ভক্তির আতিশয়ে কবর বা মায়ারে সিজদা করতে শুরু করবে। করছেও তা। তাই নিষেধ।

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ إِنَّ حِبْرَا مِنَ الْيَهُودِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ أَسْكُنْتَ حَتَّى يَعْلَمَ جِبْرِيلٌ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بَاعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ أَسْأَلْ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلٌ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي دَنَوْتُ مِنَ اللَّهِ دَنْوًا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيلُ قَالَ كَانَ بَيْنِ وَبَيْنِهِ سَبْعُونَ أَفْلَحَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا - رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر

৬৮৫। হ্যৰত আবু উমামা (বা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াছদীদের একজন আলেম ক্লাস্তুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস কৰলেন, কোন আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বাচন কৰলেন। তিনি বললেন, যতক্ষণ জিবৱীল আমীন না আসবেন তুমি খামুশ থাকো। সে খামুশ থাকলো। এর মধ্যে জিবৱীল (আ) আসলেন। তখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবৱীলকে ওই প্রশ্নটি জিজেস কৰলেন। হ্যৰত জিবৱীল উত্তর দিলেন, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাকাৰীৰ চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী কিছু জানে না। আমি আমাৰ বৎকে জিজেস কৰবো। এৱপৰ হ্যৰত জিবৱীল বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি আল্লাহৰ এতে নিকটে গিয়েছিলাম যা কোন দিন আৱ যাইনি। নৰী কৰীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজেস কৰলেন, কিভাবে হে জিবৱীল? তিনি বললেন, তখন আমাৰ ও তাৰ মধ্যে মাত্ৰ সকৰ হাজাৰ নূৱেৰ পৰ্দা বাকী ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, দুনিয়াৰ সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজাৰ, আৱ সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ (ইবনে হিবৰান)।

ব্যাখ্যা : প্রশ্নকাৰী প্রশ্ন কৰেছিল একটি। আৱ তা হলো দুনিয়াৰ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান কোনটি। কিছু আল্লাহৰ তৱক থেকে উত্তৰ আসলো দুইটি। একটি, উৎকৃষ্ট স্থান আৱ একটি নিকৃষ্ট স্থান। একসাথেই জানিয়ে দেয়। হলো রহমানেৰ স্থান কোনটি আৱ শ্যতানেৰ স্থান কোনটি?। একটা নিয়মও এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, কোন প্রশ্ন জানা না থাকলে, তাৱ জ্বাবেৰ জন্য তাড়াহড়া না কৰে ভাল কৰে জেনে নেবাৰ চেষ্টা কৰতে হবে।

### তৃতীয় পঞ্জিষ্ঠেদ

٦٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هُذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظَرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ - رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان .

৬৮৬। হ্যৰত আবু হুরাইরা (বা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে আমাৰ এই মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে এলেম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহৰ পথে জিহাদে অংশগ্রহণকাৰীৰ সমতুল্য। আৱ যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে সে হলো ওই ব্যক্তিৰ মতো যে অন্যেৰ জিমিসকে হিংসাৰ চোখে দেখে (কিছু ভোগ কৰতে পাৱে না) (ইবনে মাজাহ ও বাযহাকীৰ শুআবুল ঈমান)।

ব্যাখ্যা : হৃষির সান্দেহাত্মক আলাইহি ওয়াসান্দ্রাম বলেছেন, “যে আমার এই মসজিদে আসে”। আমার মসজিদ অর্থ হলো মসজিদে নববী। যে মসজিদে নামায পড়লে ‘মসজিদে হারাম ও বায়তুল মাকদিস ছাড়া দুনিয়ার অন্য সব মসজিদ হতে প্রতি রাকায়াতে পখাশ হাজার সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই মসজিদ মর্যাদা, ফয়লত ও বরকতের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।’ এখানে শুধু নামাযই নয়, তিলাওয়াত, ইতেকাফ, এলেম শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া সবই অনেক বেশী সওয়াব এনে দেয়। নেক নিয়তে নেক কাজে আসলেই এই সওয়াব। আর তা না হলে তার দৃষ্টিক্ষণ এমন লোকের যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিছু দেখলেই তার দৃঢ় হয়, হিংসা লাগে। আবিরাতের আদালাতেও যখন এই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির বোপহাল দেখবে বুবাবে এতো সৌভাগ্য তার ওই মসজিদের করণেই হয়েছে।

٦٨٧ - وَعَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا تَبَّاعَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرٍ دُنْيَا هُمْ فَلَا

يَحْالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ - رواه البيهقي في شعب الإيمان

৬৮৭। হযরত হাসান বসরী (র) হতে এই হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দ্রাম্বাত্মক আলাইহি ওয়াসান্দ্রাম বলেছেন : অচিরেই এমন এক কাল আসবে যখন যানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াদারীর কথা কাঞ্চ বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-ওজবে বসবে না। আল্লাহ তাআলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই (বায়হাকীর শোয়াবুল ইমান)।

٦٨٨ - وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ نَاتِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ بِهِدْنِي فَجَحَثَتْ بِهِمَا فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ أَنِّي أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّاغِيَةِ قَالَ كُوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا وَجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتُكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه البخاري

৬৮৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়ায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে ওয়ে আছি, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো। আমি জেগে উঠে দেখি তিনি হযরত উমর ইবনুল খাতুব (রা)। তিনি আমাকে বললেন, যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার মিকট নিয়ে আসো। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের জিঞ্জেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের যা কোথাকার

লোক; তারা বললো, আমরা তামেফের লোক। হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি তোমরা মদিনার লোক হতে তারসে আমি তোমাদেরকে নিচ্ছ কঠিন শাস্তি দিতাম। হাস্তান্তর সাম্মান্ত্রাহ আলাইহি ওয়াসাম্মামের মসজিদে তোমরা উচ্চস্থে কথা বলছে (বৃথামী)।

**ব্যাখ্যা :** সব মসজিদেই উচ্চস্থে কথা বলা নিষেধ। কারণ এটা বেআদৰী। তা জানচার্টার কথা হলেও। আর এটা মসজিদে নববীতে আরো বড় বেআদৰী। কারণ হজুর সাম্মান্ত্রাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম এখানে শাস্তি।

۶۸۹ - وَعَنْ مُالِكٍ قَالَ بْنُ عَمْرٍ رَحْبَةَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى  
الْبَطِينَ حَمَاءُ وَقَالَ مَنْ كَانَ بِرِينْدٍ أَنْ يَلْغُطَ أَوْ يَنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ  
فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرُّحْبَةِ - رواه في المروأة .

৬৮৭। হযরত ইমাম মালেক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) মসজিদে অববীর পাশে একটি শড় চতুর বাষ্পরেহিলেন, এর জাম ঝাঁকা হয়েছিল 'বৃত্তাইহা'। তিনি শোকদেরকে বলে রোখেছিলেন, যে ব্যক্তি বাজে কথা বলবে অথবা কবিতা আবৃত্তি করবে অথবা উচু কঠে কথা বলতে চায় সে যেন সেই চতুরে চলে যাব (মুওমাজ)।

۶۹ - وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَامَةً فِي الْقِبْلَةِ  
فَسَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رَئَى فِي وَجْهِهِ فَتَمَ فَحَكَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ أَنْ أَحَدُكُمْ إِذَا  
قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَأَنْمَى بِنَاجِيَ رَبِّهِ وَأَنْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَنْزَقُونَ  
أَحَدُكُمْ قَبْلَتِهِ وَلِكُنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخْذَ طَرَفَ رِدَائِهِ  
فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا - رواه البخاري

৬৯০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাম্মান্ত্রাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম কিবলার দিকে খুশু প্রতিষ্ঠ দেখলেন। এতে তিনি জীবণ রাগ করলেন। তাঁর চেহারায় এ রাগ প্রকাশ পেলো। তিনি উঠে গিয়ে নিজের হাতে তা খুঁচিয়ে তুলে কেলে দিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তার 'রবের' সাথে একাঙ্গ আলাপে রত থাকে। অন্য তখন তার 'রব' থাকেন তার ও কেবলার সাথে। অতএব কেউ যেন তার কিবলার দিকে খুশু না কেলে, বরং বাম দিকে অথবা পায়ের শীঁড়ে ফেলে। এরপর হজুর সাম্মান্ত্রাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম নিজের চাদরের এক পাশ ধরলেন, এতে খুশু ফেললেন, তারপর চাদরের প্রকাশক অপরাখ হাতা মলে দিলেন এবং বললেন : সে যেনো এভাবে খুশু নিঃশেষ করে দেয় (বৃথামী)।

**ব্যাখ্যা :** “তার ‘রব’ থাকেন তার ও কেবলার মাঝে”-এর অর্থ হলো-যখন কেবল সাল্লাহু আল্লাহ পঢ়ার জন্য দাঁড়ায় তখন কেবলার দিকে স্থুৎ করে আল্লাহর প্রতি ধ্যান নিয়ে তাঁর নৈকট্য হাসিল করার ইচ্ছা করে। অতএব তার ‘রব’ তার ও কেবলার শাশ্বত্বাদে থাকেন। এইজন্যই কেবলার দিকে থুথু ফেলতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। একান্তই যদি থুথু নিবারণ করা না যায় তাহলে হয় বাম পায়ের নিচে ফেলে যাবে দেবে অথবা চান্দরের এক কোণে ফেলে পুরু অগ্রম কেশ দিয়ে তা যাবে নেবে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চান্দর দিয়ে যেভাবে দেখিয়েছেন।

**৬৯১ - وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ خَلَادٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَمْ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ حِينَ فَرَغَ لَا يُصْلِيَ لَكُمْ فَارَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصْلِيَ لَهُمْ قَمْنَعَةً فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبَتْ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ قَدْ أَذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - رواه أبو داود**

৬৯১। হফরত সায়ের ইবনে সাল্লাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন বলেন, এক লোক কিছু ক্ষেত্রে ইমারতি করছিলো। সে কেবলার দিকে থুথু ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন। তার নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোকগুলোকে বললেন, এই ব্যক্তি যেন্মো আর তোমাদের নামায শা পড়ায়। পরে এই লোক তাদের নামায পড়াতে চাইলে সোকেরো ভাকে নামায পড়াতে নিষেধ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ তাকে আনিয়ে ছিলো। সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ (ঘটনা ঠিক)। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথাও বলেছেন, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ (আবু জাউদ)।

**৬৯২ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَحْتَبِسَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاءٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّىٰ كِدَنَا نَتَرَا يَا عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ**

سَرِيعًا فَتُوبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزُ فِي  
صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَمَ دَعَا بِصَوْتِهِ قَالَ لَنَا عَلَى مُصَافِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ثُمَّ أُفْتَلَ  
إِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاءَ إِنِّي قُمْتُ مِنَ  
اللَّيْلِ فَعَوَضَتْ وَصَلَيْتُ مَا قَدِرْتُ لِي فَتَعَسَّتْ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَبَقْلَتْ  
فَإِذَا أَنَا بِرِبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَخْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لِبَيْكَ  
رَبِّي قَالَ فِيمَ يَخْتَصُّ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَهَا ثَلَاثَةٌ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ  
كَفَهُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدَيْهِ فَتَجَلَّى بِي كُلُّ شَيْءٍ  
وَعَرَفْتُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لِبَيْكَ رَبِّي قَالَ فِيمَ يَخْتَصُّ الْمَلَأُ الْأَعْلَى  
قُلْتُ فِي الْكُفَّارَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ مَشْيَ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ  
وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَاسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرِيْهَاتِ  
قَالَ ثُمَّ فِيمَ قُلْتُ فِي الدِّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ اطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ  
الْكَلَامُ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلَّمَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ فِعْلَ  
الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبُّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا  
أَرَدْتُ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسَأَلُكَ حُبُّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ  
وَحُبَّ عَمَلٍ يُقْرِبُنِي إِلَيْكَ حُبِّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهَا  
حَقًّا فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تُعَلَّمُوهَا . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  
صَحِيحٌ وَسَأَلَتْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ

صَحِيحٌ :

৬৯২। হযরত মোয়াজ ইবনে জাবল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন  
রাস্তাখাল সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম (নিত্য দিনের অভ্যাসের বিপরীত)  
ফজরের নামাযে আসতে এতটা দেরী করলেন যে, সূর্য প্রায় উঠে উঠে। এর মধ্যে  
তাড়াছড়া করে তিনি আসলেন। সাথে সাথে নামাযের ইকামতি দেয়া হল। হজুর

সান্দেশালু আলাইহি ওয়াসান্দাম সংক্ষিপ্ত করে নামায পড়ালেন। সালাম ফিরাবার পর তিনি উচ্চ কষ্টে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা নামাযের কাজারে যে যেতাবে আছো সেভাবে থাকো। এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন ও বললেন, শনো! আজ, ভোরে তোমাদের কাছে আসতে যে কারণ আমার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হলো, আমি রাতে ঘুম থেকে উঠলাম। উঠু করলাম। পরে আমার পক্ষে স্ব সন্তু হলো নামায পড়লাম। নামাযে আমার তন্ত্র ধরলো। ঘুমে অসাড় হয়ে পড়লাম। এ সময় দেখি, আমি আমার 'রব' তাবারাকা ওয়া তাআলাৰ কাছে উপস্থিত। তিনি খুবই উত্তম অবস্থায় আছেন। তিনি আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ! আমি জবাব দিলাম, হে আমার 'রব' আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, 'মালাউল আলা' অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি জবাবে বললাম, আমি তো কিছু জানি না হে আমার 'রব'! এভাবে তিনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। তারপর দেখি, তিনি আমার দুই কাঁধের মাঝখানে তাঁর কুদুরতের হাত রেখে দিয়েছেন। এতে আমি আমার সিনায় তাঁর আঙুলের শীতলতা অনুভব করতে শাগলাম। আমার নিকট তখন সব জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়লো। আমি সকল ব্যাপার বুঝে গেলাম। তারপর তিনি আবার আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ! আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে পরওয়ারদিগার। এখন বলো দেখি 'মালাউল আলা' কি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে। আমি বললাম, শুনাহ মিটেয়ে দেবার ব্যাপারসমূহ নিয়ে। আল্লাহই তাআলা বললেন, সেসব জিনিস কি? আমি আরয় করলাম, নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া, নামাযের পরে দোয়া ইত্যাদির জন্য মসজিদে বসা এবং শীতের বা অন্য কারণে ওজু করা কষ্টকর হলেও তা উপেক্ষা করে উঠু করা। আবার আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করলেন, আর কি ব্যূপারে তারা বিতর্ক করছে? আমি বললাম, দারাজাত অর্থাৎ মর্যাদার ব্যাপারে। তিনি বললেন, সেসব কি? আমি বললাম, গরীব-মিসকীনদের খাবার দেয়া, অদ্ভুতে কথা বলা, রাতে মানুষ যখন ঘুমায় সে সময় উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়া। তারপর আবার আল্লাহ পাক বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তোমার যা চাওয়ার তা নিবেদন করো। তাই আমি দোয়া করলামঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নেক কাজ করার, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার, মিসকীনের বস্তু, তোমার ক্ষমা ও রহমত চাই। আর যখন তুমি কোন জাতির মধ্যে গোমরাহী ছড়াতে চাও, তার আগে আমাকে গোমরাহী ছড়া উঠিয়ে নিও। আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা আর ওই ব্যক্তির ভালোবাসা চাই যে তোমাকে ভালোবাসে, আর আমি এমন আমলকে ভালোবাসতে চাই যে আমল আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করবে”। তারপর হজুর সান্দেশালু আলাইহি ওয়াসান্দাম বললেন, এই স্বপ্ন ঘোলআনা সত্য। তাই তোমরা একথা স্মরণ রাখবে, আর লোকদেরকে শিখাবে (আহমাদ, তিরমিয়ী)। আর তিরমিয়ী বলেন, আমি হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা ৪ : এই ধরনের একটি হাদীস এ সংকলনের ৬৭১-এ উক্ত হয়েছে। সেখানে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বলে এখানে দেয়া হলো না।

৬৯৩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْمَعَاصِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ قَادِيًا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حَفَظَ مِنِّي سَانِرَ الْيَوْمِ - رواه أبو داؤد ।

৬৯৪ । ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাবার সময় বললেন, আমি আশয় চাচ্ছি মহাম আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ চেহারার ও তাঁর অবুরুজ ক্ষমতায় বিভাস্তি শয়তান হতে” । ইজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেউ এই দোয়া গড়লে শয়তান বলে, আমার নিকট হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলো (আবু দাউদ) ।

৬৯৪ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَئِنَّا يُبَعْدُ اشْتَدَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا فَيْوَرَ أَبْيَانَهُمْ مَسَاجِدَ - رواه مالك مرسلا

৬৯৪ । তাবেয়ী ইয়রত আতা ইবনে ইয়াসার (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ডৃত বানিও না যা লোকেরা পূজা করবে। আল্লাহর কঠিন রোষানলে পতিত হবে ওই জাতি যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে (ইমাম মালিক মুরসাল হিসাবে) ।

ব্যাখ্যা ৪ : “কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে” অর্থ হলো মসজিদে যেভাবে আল্লাহর ইবনেদত বক্সেগীর জন্য যাই, কবরস্থানেও সেভাবে কবরবাসীর অর্চনার জন্য যাই । মুসলিম সমাজে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও এক শ্রেণীর স্বার্থপ্র মানুষের দ্রুতিসূচিকর কামগে আজ্ঞাকাল পীর-বুর্যুর্দের কবরে যামর পূজা করুন হয়েছে ।

ইজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওণ্য শরীফ মসজিদের এক পাশে বাইরেই ছিল। মসজিদে নববী সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে তা ওয়াল দিয়ে ছাদ পর্যন্ত ঘিরে দেয়া হয়। এখন তা মসজিদে নববীর মাঝেই আছে। কিন্তু কোম লোক আবেগে আপুত হয়ে সেখানে শরীয়ত বিরেধী কোন কাজ করতে পারে না।

٦٩٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَهِبُ الصَّلَاةَ فِي حِينَطَانٍ قَالَ بَعْضُ رُوَايَتِهِ يُعْنِي الْبَسْنَاتِينَ، وَكَوْنُ التَّرْمِذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ أَلْمِنْ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَعْفَرٌ قَدْ ضَعَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ

৬৯৫। হ্যরত আনাস ইবনে জায়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিতাবে। নামায পড়তে ভালবাসতেন। কর্মসূচীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'হিতাব' অর্থ বাপান (আহমাদ ও তিরিখী)। ইমায তিরিখী বলেছে, হাদীসটি গ্রীব তিনি আরো বলেছেন, আমরা এই হাদীসটি হাস্তে হাতে আবু জাফর ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে অবগত নই। আর হাস্তানকে ইয়াহুয়া ইবনে সাদ প্রযুক্ত জয়ীফ বলেছেন।

٦٩٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُ الرَّجُلُ فِي بَيْنَهُ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ بِخَمْسِ مَائَةٍ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصِيِّ بِخَمْسِينَ الْفِ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ الْفِ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ الْفِ صَلَاةً - رَوَاهُ

ابن ماجة  
৬৯৬। হ্যরত আনাস ইবনে মহলেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি তার ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তার এই নামায এক নামাযের সমর্থণ আর যদি সে মহল্লার পাঞ্জগানা মসজিদে নামায পড়ে তাহলে তার এই নামায পঁচিশ নামাযের সমান। আর সে যদি জুমআর মসজিদে (জন্মে মসজিদে) নামায পড়ে তাহলে তার নামায পাঁচ শত নামাযের সমান। সে যদি মসজিদে আকসা অর্ধাং বায়তুল মাকদিসে নামায পড়ে, তার এই নামায পর্বতীশ হাজার নামাযের সমান। আর সে যদি আমার মসজিদে নামায পড়ে তার এই নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। আর সে যদি মসজিদে হারামে নামায পড়ে তবে তার নামায এক লাখ নামাযের সমান (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : মসজিদ ও নামাযের স্থান অথবায়ের প্রয়োগের স্থানের অনুভূতি করে নিতে যে কাট-২/১৬

٦٩٧ - وَعَنْ أَبِي ذِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ  
أوْلَى بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصِيِّ قُلْتُ كُمْ  
بَيْتُهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَلَمًا كُمْ الْأَرْضُ لِكَ مَسْجِدٌ فَعَيْشَمْ لِدِرْ كَتْلَةِ الصَّلَاةِ  
فَصَلَّ - متفق عليه .

৬৯৭। হয়রত ওমু সালামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করলাম, হে আলাহুর রাসূল!  
দুনিয়াতে পর্যবেক্ষণেন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, 'মসজিদুল  
হারাম'। আমি কল্পনা করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, 'মসজিদুল আকসা'। আমি  
কল্পনা করলাম, এই উভয় মসজিদ তৈরীর মধ্যে সময়ের পার্থক্য কতো? তিনি বলেন,  
চল্লিশ বছরের পার্থক্য। তারপর দুনিয়ার সব জায়গাই তোমার জন্য মসজিদ,  
নামাযের সময় যেখানেই হবে নামায পড়ে নেবে।

ব্যাখ্যা ৩। মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসার মধ্যে প্রথম নির্মাণে চল্লিশ  
বছরের পার্থক্য ছিল। পুরণনির্মাণে উভয় মসজিদের পার্থক্য হতে এক হাজার  
বছরের।

## ٨- بَابُ السِّنَّرِ

(সত্ত্ব)

সত্ত্ব অর্থ ঢাকা, আবৃত্ত করা। মানুষের শরীরের কতগুলো নির্দিষ্ট স্থান ঢেকে  
রাখা ফরয। নামাযে পুরুষের কমসে কম নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত, আর মহিলাদের  
পায়ের পাতা, হাতের কংজি ও মুখযন্ত্রে ছাড়া গোটা দেহ ঢাকা ফরজ।

### প্রথম পরিচয়

٦٩٨ - عَنْ عُمَرِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يُصْلِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أَمِ سَلَمَةَ وَاضْعَافَ طَرْفَيْهِ  
عَلَى عَانِقِهِ - متفق عليه .

৬৯৮। হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায শড়তে দেখেছি।  
তিনি উমু সালামা (রা)-র ঘরে নামায পড়ছিলেন। তিনি এ কাপড়টি নিজের শরীরে

এভাবে জড়িয়ে নিলেন যে, কাপড়ের দুই দিকের তাঁর দুই কাঁধের উপর ছিল (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ “ইশতেমাল” হলো কাপড়ের ডান দিক যা ডান কাঁধের উপর আছে, অর্থাৎ হাতের বগলের নিচ দিয়ে বের করে এনে আবার ডান হাতের নিচ দিয়ে বাম হাতের উপর ফেলে দেয়। পরে কাপড়ের ডান ও বাম দিককে একত্রে মিলিয়ে সিলেন্ট উপর গিরা সামনে। তবে কাপড় আবা হলো গিরা সামনের প্রাঞ্জলি হয় না। শুধু কাপড় ছোট হলে খুলো যাবার সঙ্গবনা থাকলে গিরা দিতে হয়। এক কাপড়ে নামায পড়তে হলে এই নিয়মে পড়তে হয়। তর্কজ্ঞান দিনে আরবদের অনেকেই জিতে শুনি বা পাস্তুজামা না পরে এক কাপড়ে থাকতো।

হাদিসে কাপড়ের এই ব্যবহার বিধিকে ‘বুকাকার অর্থ’ ‘ইশতেমাল’ ‘মুসলিম’ আলাইহি ওয়াসামাহ ‘মুসলিম বাইবা তারাকাইহে’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সবজ্ঞেরই অর্থ এক।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلِيْنَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّوَّابِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مِنْ شَيْءٍ ۔ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

৬৯৯। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসামাম বলেছেন : নামাযের কাপড়ের কোন অংশ কাঁধের উপর না থাকলে তোমাদের কেউ বেন এভাবে এক কাপড়ে নামায না পড়ে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৫ “ইশতেমাল” পরা অবস্থাত তো নামায পড়ার অনুমতি হচ্ছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসামাম দিয়েছেন। কাঁধে কাপড়ের কিছু অংশ কাঁধের উপর আইছে। আর কাঁধের উপর কাপড় থাকলে তা খুলো যাবার সঙ্গবনা থাকে না। কাঁধের উপর কাপড় না থাকলে তা খুলো যাবার সঙ্গবনা থাকে। তাই এই অবস্থায় এক কাপড়ে নামায পড়তে হচ্ছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসামাম নিষেধ করেছেন।

لَا يَصْلِيْنَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّوَّابِ الْوَاحِدِ - رواه البخاري

৭০০। এই হাদিসটিও হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসামামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়বে সে যেন কাপড়ের দুই কোণা কাঁধের উপর দিয়ে বিপরীত দিক হতে টেনে এনে জড়িয়ে নেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

١٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةِ لَهَا أَعْلَمُ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا بَنْظَرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ أَذْهَبَهَا بِخَمِيصَتِهِ هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهَنَّمَ وَأَتْوَنَى بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهَنَّمَ فِي لَهَا الْمَهْنَى أَنَّهَا عَنْ صَلَاتِي مُتَفَقَّدَةٌ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ الْبَخَارِيُّ قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَلَنَا فِي الصَّلَاةِ فَلَخَافَ أَنْ يَقْتَلَنِي

୧୦୧ । ହ୍ୟରତ ଆୟୋଶା (ବା) ହତେ ବଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍ତୁମାହ ସାହୁମାହ  
ଆଲାଇହି ପ୍ରାସାଦରୁ ଏକଟି ଚାନ୍ଦର ପରେ ନାମାୟ ପ୍ରଫଳେନ । ଚାଦରଟିର ଏକ କେତେ ଅନ୍ୟ  
ରକ୍ଷେତ୍ର ବୃକ୍ଷର ମତୋ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ହିଲେ । ନାମାୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟର ଦିକେ ତିନି  
ଏକବାର ତାକାଲେନ । ନାମାୟ ଶେବ କରାର ପର ତିନି ବଲେନ, ଆମାର ଏହି ଚାଦରଟି (ଏହି  
ଦାନକାରୀ) ଆବୁ ଜାହମେର କାହେ ନିଯେ ଯାଓ । ତାକେ ଏଠି ଫେରତ ଦିଯେ ଆମାର ଅନ୍ୟ  
ତାର 'ଆବେଜାମିଯାଟି' ଲିଖେ ଆମୋ । କାରଣ ଏହି ଚାଦରଟି ଆମାକେ ଆମର ଲମ୍ବମେ  
ମନୋଯୋଗୀ ହତେ ବିରତ ରେଖେଛେ (ବୁଝାରୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧିମ) । ବୁଝାରୀର ଆର ଏକ ବର୍ଣନାୟ  
ଆହେ, ଆମି ନାମାୟ ଚାଦରେର କାର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟର ଦିକେ ତାକାଇଲାମ, ତାଇ ଆମାର ଭୟ ହିଲେ  
ଏହି ଚାଦର ନାମାୟ ଆମାର ନିବିଷ୍ଟତା ବିନଷ୍ଟ କରାତେ ପାରେ ।

ପ୍ରାଚୀଯକାଳେ ଆମିସାହୁ ଏକ ବ୍ରକ୍ଷମ କାଳୋ ରାତ୍ରେର ପଶମେର ତୈଣୀ ଚାଦର । ଏଇ କୋଣାଯା କାଜ କରାଲୁଙ୍ଗା ଛିଲ୍ଲୋ । ଆରୁ ଜାହମ ନାମେ ଏକଜଳ ସାହୁରୀ ହଜୁରକେ କେତେକାଳୀ ଛିଲ୍ଲାବେ ଦାମ କରେଛିଲେନ । ଏହି ‘ଆମିସାହୁ’ ନାମକ ଚାଦର ଗାନ୍ଧେ ତିନି ନାମାୟ ପଢ଼ିଛିଲେନ । ନାମାୟେ ଚାଦରେର ନଙ୍ଗାର ପ୍ରତି ହଜୁରେର ଦୃଷ୍ଟି ଗିଯେଛେ । ଯାତେ ଥୁଜୁ-ଥୁତର ବ୍ୟାଘର୍ତ୍ତ ଘଟେଇଛନ୍ତି । ତିନି ନାମେଯଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ଚାଦର ଆରୁ ଜାହମକେ ଫେରି ଦିଯେ ‘ଆମେଜାନୀୟା’ ନାମକ ଆରୁ ଏକ ବ୍ରକ୍ଷମର ସାଦାଖିଧେ ଚାଦର ନିଯେ ଆସକେ ବଲେନ । ‘ଆମେଜାନ’ ଏକଟି ଶରୁକ୍ରିୟର ନାମ । ଏହି ଶାହର ଏହି ଚାଦର ତୈଣୀ ହତୋ ବଲେ ଏକେ ଆମେଜାନୀୟା ବଜା ହୁଅଛା ।

এই হাদীস থেকে বুধা গোল, নামাযে এমন চাকচিক্যময় কাষ্ঠ-চোপড় পরা  
উচিৎ নয় যা মনকে সেদিকে আকৃষ্ট করে। সে দিকে বারবার নজর পড়ে। নামাযে  
খুজু খুণ্ড নষ্ট হয়।

٧٠٢ - وَعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ قَرَامُ لِعَائِسَةَ سَتَرَتْ يَهْ جَاتَ بِسَيْهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِينْطِي عَنِّي قَرَامِكَ هُدًى فَإِنَّمَا لَا يَرَأُ الْمُصَابِرَهُ تَعْرَضُ لِي فِي صَلَاتِي - رواه البخاري .

৭৩২ - হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-র একটি পর্দার কাপড় ছিলো। সেটি দিয়ে তিনি ঘরের একদিক চেকে রেখেছিলেন। হজুর সাম্মান আলাইহি ওয়াসাম্মান তাকে বললেন, তোমার এই পর্দাখানি আমদানির (এখান থেকে) সরিয়ে ফেলো। কারণ এর ছবিগুলো সব সময় নামাযে আমার চোখে পড়তে থাকে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : এই পর্দাটি হযরত বিবি আয়েশা (রা) ঘরের একপাশে ওয়ালে সাপিয়ে রেখেছিলেন বলে মনে হয়। এতে কোন কিছুর ছবি বা নক্কা ছিলো। নামায়ে হজুরের দৃষ্টিতে পড়তো। তাই তিনি পর্দাটি সরিয়ে ফেলতে হযরত আয়েশাকে বলেছেন। অথবা আয়েশা (রা) এটা ঠিক নয় বলে জানতেন না। হজুরের বলার সাথে সময় তা সরিয়ে ফেলেন।

৭.৩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُوجٌ حَرِيرٌ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَهُ ثُمَّ شَدَّيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَقِّنِ - متفق عليه .

৭০৩ - হযরত উকবা ইবনে আয়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাম্ভুলাহ সাম্মান আলাইহি ওয়াসাম্মানকে রেশমের একটি 'কাবা' হাদীয়া দেয়া হলো। তিনি সেটি পরে নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি কাবাটিকে অত্যন্ত অপছন্দনীয়ভাবে শুরীর থেকে খুলে ফেললেন এবপর তিনি বললেন, এই 'কাবা' মুক্তিদের পরা ঠিক নয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রেশমের 'কাবাটি' হজুর সাম্মান আলাইহি ওয়াসাম্মানকে দূমার বাদশাহ আকির অথবা আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ ইঙ্কান্ডরিয়া তোহফা হিসাবে প্রাপ্তিয়েছিলেন। পুরাণদের জন্য তখনো রেশমের কাপড় পরা হারাম ঘোষিত হয়নি। তাই তিনি প্রথমে 'কাবাটি' পরিধান করেছিলেন। কিন্তু পরে নামায পড়ার পর তিনি অনুভব করলেন রেশমের কাপড়ে মনে একটা অংহকার ভাব সৃষ্টি হয়। তাই তিনি তাড়াতাকি তা খুলে ফেললেন। পরে অবশ্য এই কাপড় পরা হারাম ঘোষিত হলে সকলে তা পরা ত্যাগ করলেন।

### তৃতীয় পরিষেব

৭.৪ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ لِنَاسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَمِيسِ الرَّاغِدِ قَالَ نَعَمْ وَكَرِزْدَهُ وَلَوْ بَشَوَّكَةَ . رَوَاهُابْنُ دَاؤُودَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

৭০৪। হ্যরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন শিকারী ব্যক্তি। আমি কি (লুঙ্গী পায়জামা ছাড়া) এক কাপড়ে নামায পড়ে নিতে পারি? হজুর (সা) অতিউভাবে বললেন, হ্যাঁ, পড়ে নিতে পারো। তবে একটি কাটা দিয়ে হলেও (গলার নীচে কাপড়ের দুই দিক) আটকিয়ে নিও (আবু দাউদ; এই হাদীসটি ঠিক এভাবে নামায বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : শিকারী ব্যক্তিকে শিকারের পেছনে সময় সময় দৌড়াতে হয়। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে হয়। তাই তারা খুব কম কাপড় পরিধান করে হালকা থাকে। যাতে চলাচলে কোন অসুবিধা সৃষ্টি মা হয়। তারা বেশীর অগ সময় এক কাপড়ে চলে। এক কাপড়ে নামায পড়তে পারবে কিনা তাই এ প্রশ্ন।

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, এক কাপড়ে নামায পড়তে পারবে। কিন্তু গলার নিচে কাপড় বেধে রাখবে। বাঁধার জন্য কোন কিছু না পেলে অস্তুত কাটা দিয়ে হলেও আটকিয়ে রাখবে। যাতে কাপড় ফাঁক হয়ে সতর খুলে না যায়।

٧٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ اِزَارَةً قَالَ لَهُ رَوْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَدَهَبْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمْرَتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأْ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيُ وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَةً وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٌ اِزَارَةً - رواه أبو داود

৭০৫। হ্যরত আবু হুরাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লুঙ্গী (পায়ের পোছার নিচে) ঝুলিয়ে নামায পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, শাও উয়্য করে আসো। সোকটি পিস্তে উয়্য করে আসলো। এ সময় এক ব্যক্তি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেল করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি এই লোকটিকে কেন উয়্য করতে বললেন (অথচ তার উয়্য ছিল)? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তার লুঙ্গী (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে রেখে নামায পড়ছিলো। আর যে ব্যক্তি লুঙ্গী ঝুলিয়ে রেখে নামায পড়ে। আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : পায়ের গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত পায়জামা, লুঙ্গী বা জামা ঝুলে থাকাকে মূসবেলে ইয়ার বলে। এটা 'অহংকার' অহমিকার প্রতীক। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে অহমিকা প্রদর্শন করে পোশাক পরতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সকলের মতে তা মাকরহ তাহরীমী। এই অবস্থায় লোকটি নামায পড়েছে। উয়্যর

ধারা লোকটির বাহ্যিক শুরুর আচরণ দিয়ে হজুর সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম তাৰ অঙ্গৰ উজ্জিৱ প্ৰতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। লোকটি যেন বুৰাতে পাৰে কাজতি কাৰোপ, উয়ু এই গৱৰ্তি কাজেৰ কাফফমৰা।

**৭.৬ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً حَانِصَ الْأَبْخَمَارِ - رواه أبو داؤد والترمذى**

৭০৬। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম বলেছেন, ‘ওড়না’ ছাড়া প্রাণবয়ক্ষা শহিসুদ্দের নামায কুল হয় না (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)।

**ব্যাখ্যা :** প্রাণবয়ক্ষা অর্থাৎ বালেগা মহিলা বুৰাতে এই হাদীসে ‘হায়েয়া’ ব্যবহার কৰা হয়েছে। যারা বালেগ হয় তাদেৱই হায়েয় হয়। এই হাদীস থেকে বুৰা গেল মেয়েদেৱ মাথা ও মাথার চুল সতৱেৱ মধ্যে গণ্য। তাই এগুলো ঢেকে রাখা ফৱয। কোন মহিলা খোলা মাথায চুল দেখিয়ে নামায পড়লে নামায আদায হবে না। ওড়না মাথায দিয়ে মাথা ও চুল ঢেকে নামায পড়তে হবে।

**৭.৭ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتْصَلِيَّ المَرْأَةُ فِي درْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا ازَارٌ قَالَ كَلَّا إِلَيَّ مُدْرِغٌ سَابِغًا يُغَطِّيَ ظُهُورَ قَدَمِيهَا - رواه أبو داؤد وذكر جماعة وقفوا على أم سلمة**

৭০৭। হযরত উষ্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্নামকে জিজেস কৱলাম, মহিলাদেৱ কাছে যদি লুঙ্গি পায়জ্ঞান্তুৱ কোন কাপড় ভিতৱে পঢ়াৱ জন্য না থাকে, শুধু জামা ও ওড়না পৰে তাৰা নামায পড়তে পাৱে কিনা? হজুর সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম বললেন, হাঁ, নামায হয়ে আবে। তবে জামা একেটো লক্ষ হতে হবে যাতে পায়েৱ পাতা পৰ্যন্ত ঢেকে যায় (আবু দাউদ)। ইয়াম আবু দাউদ বলেন, একদল মুহাদ্দিস হাদীসটিকে উষ্মে সালামা (রা)-ৰ নিজস্ব বক্তব্য বলে উল্লেখ কৱেছেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্নামেৱ বজ্ব নয়)।

**৭.৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ السَّلْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيِ الرَّجُلَ فَاه - رواه أبو داؤد والترمذى**

৭০৮। হযরত আবু ইবাইনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাত্বাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম নামায পড়বাৱ সময় ‘সদল’ কৱতে শু কাৰো মুখমঙ্গল ঢাকতে নিবেধ কৱেছেন (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীসে নামায পড়াৰ সময় দুইটি কাজ কৰতে হজুৰ সান্ধান্নাহ আলাইছি ওয়াসান্নাম নিষেধ কৰেছেন। একটি 'সদল' কৰতে আৰেকটি চেহারা ঢাকতে। 'সদল' হলো মাথা ও কাঁধেৰ উপৰ চাদৰ জাতীয় কাপড় বাঁধন ছাড়া নিচেৰ দিকে ঝালিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়টি হলো চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। দুইটি কাজই মাকৰাহ।

**৭.৯** - وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أُوسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خَالِقُوا بَيْهُوْدَةَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصْلَوُنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خَفَافِهِمْ - رواه أبو داود .

৭০৯। হযরত শান্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধান্নাহ আলাইছি ওয়াসান্নাম বলেছেন, তোমরা জুতা-মোজাসহ নামায পড়ে ইয়াহুদীদেৱ বিপৰীত কাজ কৰবে। কাৰণ জুতা-মোজা পৰে তাৰা নামায পড়ে না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ৫ এই হাদীস থেকে শিক্ষা পাওয়া গৈল, মোবাহ বিষয়ে ইয়াহুদী-শুটান জাতিৰ অনুকৰণ কৰা যাবে না। জুতা-মোজা পাক থাকলে তা পায়ে রেখে নামায পড়া যাব।

**৭.১** - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَذْرَى قَالَ بَيْتَمًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ لِذِلْكَ حَلْعَ نَعْلِيْهِ فَوَخَفَّهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلِمَّا جَوَى ذَلِكَ  
الْقِيمِ أَقْرَعُوا بَعَالِهِمْ فَلِمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ  
مَا حَمَلْتُمْ عَلَى الْفَانِيْكُمْ بَعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ الْقِيمَتَ تَعْلِيْكَ فَالْقِيمَتُ نَعَالِنَا  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جَبَرِيلَ أَتَانِيْ فَبَأْخَرْنِيْ أَنْ فِيهِمَا  
قِنْدَرًا إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلِيَنْظِرْ فَإِنْ رَأَى نَعْلِيْهِ قِنْدَرًا فَلِيَمْسِخْ  
وَلِيَصْلِ فِيهِمَا - رواه أبو داود والدارمي .

৭১০। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সান্ধান্নাহ আলাইছি ওয়াসান্নাম সাহাবীদেৱকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি পা থেকে জুতা খুলে বাম-পাশে রেখে দিলেন। তা দেখে লোকেৱাও নিজেদেৱ জুতা খুলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সান্ধান্নাহ আলাইছি ওয়াসান্নাম নামায শেষ কৰে বললেন, তোমৱা কেন নিজেদেৱ পায়েৱ জুতা খুলে ফেললে? তাৰা জবাব দিলেন, আপনাকে জুতা খুলে ফেলতে দেখে আমৱাও আমাদেৱ জুতা খুলে রেখে

দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যবরত জিবরীল এসে আমাকে খবর দিলেন, আমার জুতায় নাপাক আছে। তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে তখন সে যেন তার জুতায় নাপাক আছে কি না তা দেরে নেয়। সে যেন তা মুছে ফেলে। এরপর জুতা সহকারেই নামায পড়ে (আবু দাউদ, সাহেবী)।

٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
صَلَّى أَحَدَكُمْ قَلَّا يَضْعُفُ تَعْلِيمُهُ عَنْ يَعْلَمِنِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونُ عَنْ يَعْلَمِنِ  
غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلَيُضَعِّهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَوْ  
لِيُصَلِّ فِيهِمَا - رواه أبو داؤد وروى ابن ماجة معناه

৭১। হ্যবরত আবু হুরাইষ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামায পড়তে দাঁড়ালে সে যেন তার জুতা তার ডান পাশেও না রাখে, বাম দিকেও না রাখে। কারণ এদিক অন্য কারো ডান দিক হবে। তবে যদি বাম দিকে কেউ না থাকে তাহলে পাদিকে রেখে দিবে। তাহলে সে যেন জুতা তার দুই পায়ের মধ্যে (সামান্য সামনে) রেখে নেয়। আর এক বর্ণনায় এ শব্দগুলো এসেছে : (যদি জুতা পাক-পবিত্র হয় তা না খুলে) পায়ে রেখেই নামায পড়বে (আবু দাউদ ; ইবনে মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

**ব্যাখ্যা** : জুতা রাখার অন্য কোম ব্যবস্থা না থাকলে এভাবে দুই পায়ের মাঝে বরাবর একটু সামনের দিকে পরিয়ে রাখাই ভালো। আর জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া আমাদের দেশে সম্ভব নয়। পানি কাদার দেশে জুতায় ময়লা অপবিত্র জিনিস থাকেই। আর পুকনা দেশ, বালু কংকর ছাড়া কিছু নেই। কাজেই পাপোষে মুছে মসজিদে জুতা পায়ে চলে গেলে কোম ময়লা বা অপবিত্র কিছু থাকে না। আমাদের দেশে মসজিদে জুতা রাখার জন্য সামনে লম্বা বাক্সের ব্যবস্থা আছে। তাই এখন আর সমস্যা নেই। সামনেই জুতা রাখা হয়।

### তৃতীয় পরিষেব

٧١ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِرَاتِتَهُ بُصَلَّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتَهُ بُصَلَّى فِي ثُوبٍ  
وَأَحَدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ - رواه مسلم

৭৩২। ইয়রত আবু সাউদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিস্তলতে উপরিত হৃদ্দার ! দেখলাম, তিনি একটি মাদুরের উপর নামায পড়ছেন, তার উপরই সিজদা দিচ্ছেন। আবু সাউদ খুদরী (রা) বলেন, আমি আরো দেখলাম তিনি এক কাপড়ে বিপরীত দিক হতে কাঁধের উপর পেঁচিয়ে নামায পড়ছেন (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাসীর থেকে বুঝা যাচ্ছে নামাযের সিজদা ও জমীনের মধ্যে কৌন কিছু বিজ্ঞানে থাকলে এবং তা পাক-পুরিত হলে এতে নামায পড়া জায়েয়। তা বিছানা, চাটাই বা মাদুর যাই হোক। শীআদের মত সিজদার স্থানে এক টুকরা মাটি রাখার প্রয়োজন নাই।

৭১৩ - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ حَافِيًّا وَمُنْتَعِلاً - رواه أبو داود .

৭১৩। ইয়রত আমর ইবনে শুর্আইব (র) হতে, তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খালি পায়ে ও জুতা সহকারে উভয় অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

৭১৪ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى بِنَا جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبْلِ قَنَاعٍ وَثِيَابٍ مَرْضُوعَةٍ عَلَى الْمِسْبَحِ فَقَالَ لَهُ قَاتِلٌ تُصَلِّيْ فِي إِزَارٍ وَأَحَدٌ فَقَالَ أَنَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِيْ أَحْمَقُ مِثْلِكَ وَأَيْسَأَ كَانَ لَهُ ثَوْبَانٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه البخاري .

৭১৪। তাবেরী ইয়রত মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবী জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাদের সাথে এক কাপড়ে নামায পড়লেন। তিনি তা গিরা লাগিয়ে পেছনে ঘাড়ের উপর বেঁধে রেখেছিলেন। তখন তার অন্যান্য কাপড় খুটির উপর রাখা ছিলো। একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এক লুঙ্গিতেই নামায পড়লেন (অথচ আপনার আরো কাপড় ছিলো)? উভরে তিনি বললেন, তোমার মতো আহাম্বককে দেখাবার জন্য আমি এ কাজ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে আগামদের কারই বু দু'টি কাপড় ছিলো (বুখারী)?

**ব্যাখ্যা :** এক কাপড়ে নামায পড়া যোয়, যদিও লুঙ্গি বা পাজামা ও জামা পায়ে নামায পড়া উক্তম। এগুলো ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। কিয়ামত সংঘটিত হবার

আগ পর্যন্ত মানুষের কত রকম অবস্থা হচ্ছে। তাই ন্যূনপক্ষে কতটুকু পোশাক পরে নামায পড়া যায় তার সীমাও হল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহ্যবাগণকে বলে দিতে ছাড়েননি। নামাযে দাঁড়ানো হলো আল্লাহর দরবারে দরবারে দাঁড়ানো। এর জেয়ে মর্যাদার স্থান ও সময় আর কিছু নেই। কাজেই একজন মুসলিম তার সামর্থ্য অনুসারে উভয় পোশাকে আল্লাহর দরবারে দাখায়মান হওয়া উভয়। তবে খেয়াল রাখবে কোন কিছুতেই যেন মনে অবৎকার ও গর্বের উভয় ঘটে। হযরত জামিনেও এক কাপড়ে নামায পড়ে কমপক্ষে কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়া যায় তা দেখিয়েছেন।

١٥ - وَعَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ قَالَ الصَّلَاةُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ سَنَةً كَفَى بِنَفْعِهِ  
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ أَبْنُ مُسْعُودٍ  
إِنَّمَا كَفَاهُ ذَكَرُ أَذْكَارَ كَانَ فِي الشِّيَابِ قَلِيلًا فَأَمَّا إِذَا وَسَعَ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ فِي  
الشَّيْبِينِ أَرْكَنْتُ - رواه احمد .

৭১৫। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) হতে বর্ণিত। জিনি রক্ষেন, এক কাপড়ের নামায পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা এভাবে। এক কাপড়েই নামায পড়েছি। তাতে আমাদেরকে দোষারোপ করা হয়নি। এই কথার উপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, যখন আমাদের কাপড়ের অভাব ছিলো তখন এক কাপড়ে নামায পড়া হতো। আল্লাহ তাআলা এখন আমাদেরকে প্রাচুর্য ও স্বাক্ষর দিয়েছেন। তাই এখন দুই কাপড়েই সামায় পড়া উভয় (আহমাদ)।

## ৭ - بَابُ السُّنْوَةِ

### ৯-নামাযে সুতরা

সুতরা অর্থ হলো ‘আড়াল’, যা দিয়ে আড়াল করা হয়। তা এমন একটি বস্তু যা নামাযীর সামনে দাঁড়ি করিয়ে রাখা হয়, যাতে তার নামায়ের অবস্থায় প্রয়োজনে তার সামনে দিয়ে যাতায়াত করা যেতে পারে। যেমন লাঠি, কাঠ, লোহা ইত্যাদি। সুতরা সাধারণত কোন খোলা জায়গায় নামায পড়লেই লাগাতে হয়। তাতে নামাযীর নামাযের জায়গা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর কেউ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে। সুতরার জন্য কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া গেলে সামনে দিয়ে একটি রেখা টেনে দিলেও চলে বা নিজের জুতা জোড়া সামনে রাখলেও হয়। একসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার টুপি খুলে তা সুতরা হিসাবে স্বত্বহার করেন। নামায জামায়াতে পড়লে ইমামের সামনে সুতরা দিলেই চলবে।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

সুজুর যাপারে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ।

৭১৬ - عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصْلَى وَالْعَنْزَةَ بَيْنَ يَدِيهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصْلَى بَيْنَ يَدِيهِ فَيُصْلَى إِلَيْهَا - رواه البخاري ।

৭১৬ । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঈদগাহে চলে যেতেন । যাবার সময় তাঁর আগে আগে একটি বর্ণ নিয়ে যাওয়া হতো । এই বর্ণ ঈদগাহে হজুরের সামনে গেড়ে রাখা হতো । এই বর্ণ সামনে রেখে তিনি নামায পড়তেন (বুখারী) ।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কেবল কিকে চলতেন, তার সাথে আদেম থাকতো । সে বর্ণ হাতে করে আগে আগে থাকতো । ঈদগাহ যেহেতু ময়দান । এতে কোন প্রাচীর থাকতো না । খোলা জায়গা । তাই ওই বর্ণ তিনি যে জায়গায় নামায পড়তে দাঁড়াতেন তার সামনে গেড়ে নিতেন ।

সুজুর সামনে দিয়ে যাবার হকুম

৭১৭ - وَعَنْ أَبِي جَحْيَفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَعِ فِي قُبَّةِ حَمْرَاءِ مِنْ أَدَمَ وَرَأَيْتُ بِلَاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءُ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصْبِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلٍ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَاً أَخَذَ عَنْزَةً فَرَكَّزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُّهُ حَسْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنْزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدُّوَابَّ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنْزَةِ - متفق عليه ।

৭১৮ । হযরত আবু জুহাইফা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি একবার মক্কার 'আবতা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি চামড়ার লাল তাঁবুতে দেখতে পেলাম । বেলালকে দেখলাম হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষুর পানি হাতে তুলে নিতে । আর (অন্যান্য) লোকদেরকে দেখলাম উষুর অবশিষ্ট পানি নিবার জন্য কংড়াকাড়ি করছে । যারা তাঁর ব্যবহারের

উত্তুর পানি আনতে পেরেছে তাই বরকতের জন্য সারা শরীরে ও মূখমণ্ডলে মাথতে ঢাগলো ; আর যারা উত্তুর পানি আনতে পারলো না তারা সঙ্গী সাথীদের (যারা পানি পেয়েছে) হাতের তিজা স্পর্শ করেছে। এরপর আমি বেলালকে দেখলাম, হাতে একটি বর্ণ নিলো ও তা মাটিতে পুঁতে দিলো। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। কাগড়ের কিনারা শামলিয়ে লোকদেরকে নিয়ে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন। সেই বর্ণাটি তাঁর সামনে। এসময় মানুষ ও জন্ম জানোয়ারকে দেখলাম বর্ণার বাইরে দিয়ে আসা-যাওয়া করছে (বুখারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** মিনা যাবার পথে মকার কাছেই ‘আবতাহ’ অবস্থিত। ‘আবতাহ’ একটা নালাক নাম। এই নালাকে ‘বৃত্তহা ও মুহাসসাব’ ও বলা হয়। হনীমে ‘হজ্জাহ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো: ‘দুই কাপড়’ অর্থাৎ লুঙ্গী ও চাদর। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ‘হজ্জাহটি’ পরেছিলেন তা ছিলো লাল জোড়া।

আরোহণের জানোয়ার ও হাওদার পেছনের লাঠিকে সুতরা হিসাবে ব্যবহৃত

٧١٨ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصْلِيُ إِلَيْهَا - مُتَفَقُ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَطَ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصْلِيُ إِلَى أَخْرِيٍّ .

৭১৮। হযরত নাফে (তাবেরী) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খোলা জায়গায় নামায পড়লে), নিজের উটকে সামনে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে উটের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)। বুখারীর বর্ণনায় একথা ও রয়েছে যে, নাফে বলেন, আমি ইবনে ওমরকে জিজেস করলাম, উট মাঠে চরতে গেলে হজুর তখন কি করতেন? উত্তরে ইবনে ওমর বলেন, তখন তিনি উটের ‘হাওদা’ নিতেন এবং হাওদার পেছনের ডাঙাকে সামনে রেখে নামায পড়তেন।

**ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ বাইরে সফরে গেলে বর্ণ না থাকা অবস্থায় ‘সুতরা’ হিসাবে উটকে ব্যবহার করতেন। আর উটও না থাকলে উটের হাওদার লম্বা ডাঙাকে ‘সুতরা’ বানাতেন।

٧١٩ - وَعَنْ طَلْحَةِ بْنِ عَبْيَدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدِيهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّجُلِ فَلْيُصْلِيَ وَلَا يُبَالِ مِنْ مَرْوَأَةِ ذَلِكَ - رواه مسلم .

৭১৯। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায পড়ার সময় হাতদার পেছনের দিকের ডানাটির মতো কোন কিছু সুতরা বালিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নামায পড়বে। এরপর তার সামনে দিয়ে কে আসবে আর গেপ্পে তার ক্ষেত্রে পরওয়া করবে না (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** মর্য ইলো নামায পড়ার সময় সুতরার মতো কোন জিনিস সামনে দাঁড় করিয়ে নামায পড়লে আর কোন অসুবিধা নেই। নামাযের শুভ শুভ ভাঁবে আ। অন্যের ক্ষতিও হবে না।

٧٢٠ - وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصْلِيِّ مَا ذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَسْرِي بِنَبِيِّهِ قَبْلَ أَبْوَ النَّبْضِ لَا أَدْرِيْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ حَنْفَةً .

متفق عليه

৭২০। হযরত আবু জুহাইম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী এতে কি শুনাই হয়, যদি জানতো তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উচ্চম মনে করতো। এই হাদীসের ধর্মনাকারী হযরত আবু নাসর বলেন, উর্দ্ধতন রাখী চল্লিশ দিন অক্ষরা চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর বলেছেন তা আঘাত মনে নাই (বুধারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** হযরত ইমাম তাহাবী মৃশকিলুল আসার প্রস্তুত বলেছেন, হজুরের কথার অর্থ এখানে চল্লিশ বছরই হবে। কারণ হযরত আবু হুরাইরার একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াত করাতে যে করতো শুনাই, তা জানতো তাহলে সে নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করা অপেক্ষা এক শত বছর পর্যন্ত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাকে উচ্চম মনে করতো। ‘নামায’ অর্থই মানুষের তখন আল্লাহর সাথে কথোপকথনে লিঙ্গ থাকা। এ সময় তার সামনে দিয়ে হেঁটে তার ধ্যান নষ্ট করা শুনাই।

নামাযের আমনে না যাবার জন্য সুতরা একটা নির্দেশ

٧٢١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَمِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ

**فَلَيَدْقُعْهُ قَانْ أَبِي فَلِيُّقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ هَذَا لِفَظُ الْبَخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ  
مَعْنَاهُ :**

৭২১। হযরত আবু সাইদ বুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ কিছুর আড়াল নিয়ে নামায পড়া শুন করে, আর কেউ আড়ালের ডিয়ে চলাচল করতে চাইলে তাকে বাধা দিবে। সে বাধা অমান্য করলে তাকে 'কতল' করবে। কারণ চলাচলকারী (মামুরের আকৃতিতে) শয়তান। এই বর্ণনাটি বুধারীর। মুসলিমেও এই মর্মে রূপনা আছে।

ব্যাখ্যা : 'কতল' করা অর্থ এখানে প্রকৃতপক্ষে মেরে ফেলা নয়। যেহেতু নামাযের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি খুবই খারাপ ও শুনাহ, তাই পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাকে প্রবল বাধা দিয়ে এই খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। তাকে শুনাহ করা হতে রক্ষা করতে হবে।

সুতরা নামাযের হিকায়ত করে—

**وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْطُعُ  
الصَّلَاةُ الْمَرْأَةُ وَالْحَمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقْنِي ذَلِكَ مَثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّوْفِلِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

৭২২। হযরত আবু হুয়াইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নারী, গাধা ও কুকুর নামায (সামনে দিয়ে অঙ্গুল করে) নষ্ট করে। আর এর খেকে রক্ষা করে হাওদার (পেছনে দণ্ডয়ন) জাতার ম্যায় কিছু বন্ধ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কিরামসহ জমহুর ওলামার অতি-হলো, নামাযীর সামনে দিয়ে নারী হোক, গাধা হোক কি কুকুর হোক, যাতায়াত করলে নামায নষ্ট হবে না। নামায আদায় হওয়ে যাবে। এই হাদীসসহ এই জাতীয় অন্যান্য হাদীসের মূল সূক্ষ্ম হল, নামাযীর সামনে 'সুতরা' দাঁড় করানোর ওপর ও তাকীদ দেয়া। যে কোন কিছুই নামাযীর সামনে খুব কাছে দিয়ে গেলে নামাযীর মনোযোগ ভঙ্গ হয়।

এখানে নারীর কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা মনোহারিণী। তাদের দেখলে মনোযোগ ভঙ্গ হতে পারে। গাধা ও কুকুরের সাথে শয়তান থাকে। তারা নামায নষ্ট করে। এইজন্য এগুলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নামাযের সামনে দিয়ে মহিলা গেলে নামায রাখিল হয় না।

**وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُّ مِنَ  
اللَّيْلِ وَإِنَّا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّقْلَةِ كَاعْتَرَاضِ الْجَنَازَةِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ**

৭২৩। হ্যরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। আমি তাঁর ও কেবলার মাঝখানে উয়ে থাকতাম লাশের আড়াআড়িভাবে থাকার মতো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল। আর আয়েশা (রা) তাঁর সামনে ঘূমে অচেতন। এরপরও তিনি নামায পড়তে থাকেন। তাই বুধা যার ক্রীলোক নামাযীর সামনে থাকলে বা সামনে দিয়ে গেলে নামাযের ক্ষতি হয় না।

নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গাধা ইত্যাদি পেলে নামায নষ্ট হয় না।

৭২৪ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَتْ رَأِبَا عَلَى أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَنِذْ قَدْ نَاهَرْتُ  
الْأَخْتَلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ بِمَا إِلَيْهِ  
جِدَارٌ فَسَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفِ فَنَزَلتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَمَعَ وَدَخَلْتُ  
فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ - متفق عليه

৭২৪। হ্যরত ইবনে আবুস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি একটি মাদি গাধার উপর আরোহণ করে আসলাম। তখন আমি বালেগ হবার কাছাকাছি। এ সময়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় অন্যান্য লোকজমসহ কোন দেয়ালের আড়াল ছাড়া নামায পড়ছিলেন। আমি (নামাযের) কাতারের এক পাশের সামনে দিয়ে চলে গেলাম। এরপর গাধাটিকে চঞ্চাবার ক্লিপ ছেড়ে দিয়ে আমি কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার এই কাজে ক্লিপ কোন আপত্তি জানালো না (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের মর্ম হলো, নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গাধা জাতীয় বা অন্য কোন প্রাণী পার হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয় না। আর আবদুল্লাহ ইবনে আবুসও তখন নাবালেগ থাকার কারণে তার নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়াকেও কেউ যন্তে কিছু করেনি।

### ধ্বনীয় পরিচ্ছেদ

লাঠিকে সৃতরা হিসাবে মাখার অবস্থান

৭২৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَاءً فَإِنْ

لَمْ يَكُنْ مَعْهُ عَصَّا فَلَيَخْطُطْ خَطْلَ ثُمَّ لَا يَبْسُرُهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ - رواه أبو

داود وأبي ماجة

৭২৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে সে যেনো তার সামনে কিছু গেড়ে দেয় এবং কিছু বাদি না পায় তাহলে তার সাঠিটা খেনো দাঁড় করিয়ে দেয়। যদি তার সাথে সাঠিও না থাকে, তাহলে যেন সামনে একটা রেখা টেনে দেয়। এরপর তার সামনে দিয়ে কিছু যাত্তায়াত করলে তার কোন ক্ষতি হবে না (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

**ব্যাখ্যা :** এসব ক্ষেত্রে কিছু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারও কাজ করে। তার কোন ক্ষতি করবে না অর্থ নামাযে ঐকান্তিকতা ও একাথাতা ভঙ্গ হবে না। সুতরা বা কোন রেখা টেনে নিয়ে হজুরের নির্দেশের কারণে নামাযীর মনে একটা নিচিত ভাব সৃষ্টি হয়। তাই নামাযে মন ঝমে যায়। কি গেলো না গেলো তার অতি ভুক্ষেপ থাকে না। নামাযেরও কোন ক্ষতি হয় না।

সুতরা নিকটে দাঁড় করাবে

৭২৬ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُرْتَرَةِ فَلَيَدِنْ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ - رواه أبو داؤد ।

৭২৬। হযরত সাহল ইবনে আবু হাসানা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সুতরা দাঁড় করিয়ে নামায পড়লে সে যেনো সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তাহলে শয়তান তার নামায নষ্ট করতে পারবে না (আবু দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** 'সুতরার কাছাকাছি' অর্থ সুতরার এতো কাছাকাছি দাঁড়াবে যাতে সুতরা আর তার মধ্যে সিজদা দেবার মতো জায়গা থাকে। আবার কেউ এর মধ্য দিয়ে যেতেও সুযোগ না পায়। তাহলে শয়তান 'নামায নষ্ট হয়ে গেছে' এমন সন্দেহ মনে সৃষ্টি করতে পারবে না।

সুতরা মাক বরাবর সোজা দাঁড় না করানো ।

৭২৭ - وَعَنْ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْمَنِ وَلَا يَصْنَدُ لَهُ صَمْدًا - رواه أبو داؤد ।

৭২৭। হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো কোন কাঠ, স্তুত অথবা কোন গাছকে (সোজাসুজি) সামনে রেখে নামায পড়তে দেখিনি। যখনই দেখেছি তিনি এগুলোকে নিজের ডান ডু অথবা বাম ডুর সোজাসুজি রেখেছেন। নাক বরাবর সোজা রাখেননি (আবু দাউদ)।

নামাযীর সমূখ দিয়ে গাধা ও কুকুর খেলে নামার বাতিল হয় না

৭২৮ - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدِيهِ سُرْرَةٌ وَحِمَارٌ لَنَا وَكَلْبٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدِيهِ فَمَا بِالْيَدِ بِذَلِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

والنسائি نحوه

৭২৮। হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। আর অক্ষমরী তখন বনে অবস্থান করছিলাম। তাঁর সাথে ছিলেন আমার পিতা হযরত আব্বাস (রা)। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ময়দানে নামায পড়লেন; সামনে কোন আড়াল ছিলো না। সে সময় আমাদের একটা গৃহী ও একটি কুকুর তাঁর সামনে খেলাধূলা করছিলো। কিন্তু হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে কোন দৃষ্টিই দিলেন না (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকেও প্রবাণিত হয় যে, গাধা, কুকুর ইত্যাদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না।

৭২৯ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَأَذْرُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - رَوَاهُ أَبُو

৭২৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে না। এরপরও নামাযের সমূখ দিয়ে কিছু যাতায়াত করলে সাধ্য অনুযায়ী তাকে বাধা দিবে। নিচয়ই তা শর্যাতান (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নামাযের সমূখ দিয়ে কিছু গেলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত বেআদরী ও শর্যাতস্মী কাজ + একে বাধা দিতে হবে।

তত্ত্বীয় পরিষেবা

٧٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا مُبَيِّنٌ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَاهُ فِي قَبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَتِي فَقَبَضَتْ رِجْلَيْ وَإِذَا قَامَ بِسْمِهِ تَهْمَمَأَ قَالَتْ وَالْبَيْنُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَّيْسَ فِيهَا مَصَابِحُ - متفق عليه

৭৩০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঘুমাতাম। আর আমার দুইপা থাকতো তাঁর কেবলার দিকে। তিনি যখন সিজদা দিতেন আমাকে টোকা দিতেন। আমি আমার পা দুটি উঠিয়ে লিতাম। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি আমার দুইপা লাগ করে দিতাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সে সময় ঘরে আলো থাকতো না (বুধারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মহিলাদের নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া নামায বা নামাযের সামনে তাদের অবস্থান এবং তাদেরকে স্পর্শ করায় নামায নষ্ট হয় না।

নামাযীদের সামনে দিয়ে যাওয়া বড় গুনাহ

٧٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يُمْرِّبَ بَيْنَ يَدَيِ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنَّ يُقْيِيمَ مِائَةً عَامٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ الْخَطْرَةِ الَّتِي خَطَأَ - رواه ابن ماجة

৭৩১। হযরত আবু হুরাইলা (র্মা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে যাতায়াত কর বড় গুনাহ তা যদি তৈমাদের কেউ জানতো, তাহলে সে (নামাযীর সামনে দিয়ে) যাতায়াতের চেয়ে এক শত বছর পর্যন্ত (এক জায়গায়) দাঁড়িয়ে থাকাকে বেশী উত্তম মনে করতো (ইবনে মাজাহ)।

٧٣٢ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ الْأَحْبَابِ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسِفَ بِهِ خَبِيرًا لَّهُ مِنْ أَنْ يُمْرِّبَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَهْوَانِ عَلَيْهِ - رواه مالك

৭৩২। তাবেয়ী হযরত কাব ইবনে আহুবার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো তার এই অপরাধের শান্তি কি, তাহলে

সে নিজের অন্য ভূগর্ভে খসে যাওয়াকে নামাযীর সামনে দিয়ে যাবার চেয়ে অতি উত্তম মনে করতো। অন্য এক বর্ণনায় 'উত্তম'-এর স্থানে 'বেশী সহজ' শব্দ এসেছে (মালিক)।

٧٣٣ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
صَلَّى أَحَدَكُمْ إِلَى غَيْرِ السِّتْرَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَةَ الْحَسَارِ وَالْخَنَبِيرِ  
وَالْيَهُودِيِّ وَالسَّجُونِيِّ وَالْمَرَأَةِ وَتَجْزِيُّ عَنْهُ إِذَا مَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَذْفَةٍ  
بِحَجَرٍ - رواه أبو داؤد

৭৩৩। হযরত ইবনে আবুস রাও (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ আড়াল ছাড়া (সুতরা) নামায পড়ে, আর তার সম্মুখ দিয়ে গাধা, শূকর, ইয়াহুদী, মাঝুসী ও দ্বিলোক অতিক্রম করে। তাতে তার নামায ভেঙে যাবে। তবে যদি একটি কংকর নিক্ষেপের পরিমাণ দূর দিয়ে থায় তাহলে কোম দোষ নেই।

ব্যাখ্যা : কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব ও নামাযে ক্রিয়াম তিন হাত দূর ধরেছেন। যা দেড় সফ সমান। উর্ধ্বে দুই সফ সমান হবে। অর্থাৎ মিনায় পাথর মারার যে দূরত্ব তাই এখানে বুঝানো হচ্ছে। হিসাব করলে তাই হব।

## ١ - بَابُ صِفَةِ الْجَلَوْةِ

### ১০-নামাযের নিয়ম-কানুন

#### প্রথম পরিষেবা

٧٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلَّى فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ  
فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلَّى فَإِنَّكَ لَمْ  
تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الْأَنْتِي بَعْدَهَا عَلِمْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِذَا

قَيْمَتُ إِلَى الصُّلُوةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَرَ ثُمَّ أَقْرَبَ بِمَا تَهَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْجَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعَ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعَ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا - متفق عليه .

৭৩৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এরপর লোকটি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাকে সালাম জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “ওয়া আলাইকাস সালাম। যাও, আবার নামায পড়ো। তোমার নামায হয়নি। সে আবার গেলো ও নামায পড়েলো। আবার এবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, “ওয়া আলাইকাস সালাম। আবার যাও, পুনরায় নামায পড়ে। তোমার নামায হয়নি। এরপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন ন্যামায পড়তে ইচ্ছা করবে (প্রথম) ভালোভাবে উমু করবে। এরপর কেবলার দিকে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। তারপর ঝুকু করবে। ঝুকুতে প্রশংসনির সাথে থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে। সিজদাতে হির থাকবে। ত্যাব্দের মাথা উঠিয়ে হির হয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদা করবে। সিজদায় হির থাকবে। আবার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এইভাবে তুমি তোমার সব নামায আদায় করবে (বুধারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবন হাবল ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এই হাদীসকে দলিল বানিয়ে বলেছেন; ঝুকু ও সিজদায় কাওমা অর্থাৎ ঝুকু ও সিজদায় মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝে বসে কিছুক্ষণ হির থাকা ফরয়। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন, প্রথম দুই জায়গায় ওয়াজিব। দ্বিতীয় দুই স্থানে সুন্নাত। তারপর বলেন, “তোমার নামায হয়নি” অর্থ তোমার নামায পরিপূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় সিজদার পর দাঁড়ানোর আগে কিছু সময় বসাকে ‘জলসায়ে ইন্তেরাহাত’ বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী এই বসাটাকেও সুন্নাত বলেন, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা সুন্নাত বলেন না।

٧٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتَحُ الصَّلَاةَ بِالْتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصْوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُونِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيْ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيْ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ التَّسْبِيحَةِ وَكَانَ يَقُولُ شُرْعَرْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصَبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عَقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَا أَنْ يُفْتَرِشَ الرَّجْلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ

**بِالْتَّسْلِيمِ** - رواه مسلم

৭৩৫। হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর ও কিরাআত 'আলহামদু লিল্লাহি রাকিল্লাহু আলামীন' দ্বারা নামায শুরু করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন মাথা খুব উপরেও করতেন না, আবার বেশী নীচুণ করতেন না, মাঝামাঝি রাখতেন। রুকু হতে মাথা উঠিয়ে একদম সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। আবার সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। প্রত্যেক দুই রাকায়াতের পরই বসে আজ্ঞাহিয়াতু পড়তেন। বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। ডান পা খাড়া রাখতেন। শয়তানের মতো কুকুর বসা বসতে নিষেধ করতেন। সিজদায় পশ্চর মত মাটিতে দুই হাত বিছিয়ে দিতেও নিষেধ করতেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করতেন সালামের মাধ্যমে (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদীস থেকে বুৰা গেলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বিসমিল্লাহ উচ্চত্বে পড়তেন না। মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়ে শব্দ করে আলহামদু লিল্লাহ হতে কিরায়াত শুরু করতেন। আর প্রথম ও শেষ বৈঠকে 'আজ্ঞাহিয়াতু' পড়ার জন্য বসার সময় বাম পায়ের উপর বসতেন। আবার ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এটাই হ্যরত ইমাম আবু হানিফার মত।

'শয়তান বসা' বলতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন কুকুরের মতো নিতৰ মাটিতে ঠেকিয়ে বসে দুই পাশে দুই পা সাগিয়ে সামনের দুই পা খাড়া করে বসা।

٧٣٦ - وَعَنْ أَبِي حَمَدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَرَ جَعَلَ يَدِيهِ حَدَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدِيهِ مِنْ رُكُبَتِهِ ثُمَّ  
هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مُّكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ  
وَضَعَ يَدِيهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلِيهِ  
الْقُبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى  
فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى  
مَقْعِدَتِهِ - رواه البخاري

۷۳۶ । হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (র) হতে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীর মধ্যে বললেন, রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আপনাদের চেয়ে বেশী মনে রেখেছি । আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই হাত দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন । রুকু করার সময় পিঠ নুইয়ে রেখে দুই হাত দিয়ে দুই হাতে শুক্র করে ধরতেন । আর মাথা উঠিয়ে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন । এতে প্রতিটা গুলি স্থানে চলে যেতো । তারপর তিনি সিজদা করতেন । এ সময় হাত দুটি মাটির সাথে বিছিয়েও রাখতেন না, আবার পাঁজরের সাথেও মিশাতেন না । দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কেবলামুখী করে বসতেন । এরপর দুই রাকয়াতের পরে যখন বসতেন বাম পায়ের উপরে বসতেন ডান পা খাড়া রাখতেন । সর্বশেষ রাকয়াতে বাম পা বাড়িয়ে দিয়ে আর অপর পা খাড়া করে রেখে নিতম্বের উপর (ভর করে) বসতেন (বুখারী) ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যায় হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন । হযরত ইমাম শাফেয়ী এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন । ইমাম অব্যহ আবু হানিফা ও মালেক (র) কান পর্যন্ত হাত উঠাবার পক্ষে মত দিয়েছেন । কারণ অন্য এক হাদীসে হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান পর্যন্ত হাত উঠাবারও উল্লেখ আছে । এই দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হাতের কজি কাঁধ পর্যন্ত ও আঙুল কান পর্যন্ত উঠালে দুই হাদীসের উপর আমল করা হয়ে যায় ।

۷۳۷ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ  
حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةُ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُونِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُونِ

رَفِعْتُهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعُلُ  
ذَلِكَ فِي السُّجُودِ - متفق عليه .

৭৩৭ । ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন । আবার কর্কৃতে যাবার তাকবীরে ও কর্কৃ হতে উঠার সময় 'সামিঅল্লাহ লিমান হামিদাহ' রববানা লাকাল 'হামদু' বলেও দুই হাত একত্তুভূতে উঠাতেন । কিন্তু সিজদায় যাবার সময় একপ করতেন না (বুখারী ও মুসলিম) ।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে দেখা যায়, ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমায় হাত উঠাতেন প্রথম একবার । আবার কর্কৃতে যাবার সময় ও কর্কৃ হতে উঠার পরও আরো দুইবার 'রাফে ইয়াদাইন' অর্থাৎ দুই হাত উঠাতেন । ইমাম আবু হানিফা (র) অন্য আর এক হাদীস অনুযায়ী ওধু তাকবীর তাহরীমাতেই হাত উঠাতেন । আর কোন সময় হাত উঠাবার পক্ষে নয় ।

৭৩৮ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدِيهِ  
وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدِيهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنِ  
الرُّكُونَ رَفَعَ يَدِيهِ وَرَفَعَ ذُلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواہ البخاری ।

৭৩৮ । ইয়রত নাফে (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নামায পড়া শুরু করতে তাকবীর তাহরীমা বলতেন এবং দুই হাত উপরে উঠাতেন । এরপর কর্কৃতে যাবার সময়ও দুই হাত উঠাতেন । কর্কৃ হতে উঠার সময় সামিঅল্লাহ লিমান হামিদাহ বলার সময়ও দুই হাত উঠাতেন । এরপর দুই রাকায়াত পঢ়ে দাঁড়াবার সময়ও দুই হাত উপরে উঠাতেন । ইবনে ওমর এসব কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন বলে জানিয়েছেন (বুখারী) ।

৭৩৯ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرَثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدِيهِ حَتَّى يُحَادِيَ بِهِمَا أَذْنِيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنِ  
الرُّكُونِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ حَثَّى يُحَادِيَ  
بِهِمَا فَرُوعَ أَذْنِيْهِ - متفق عليه ।

৭৩৯। হ্যরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমা বলার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান পর্যন্ত উপরে উঠাতেন। আর কর্কু হতে মাথা উঠাবার সময় ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলেও এক্ষণ করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, এমনকি তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : তাকবীর তাহরীমার সময় দুই হাত উপরে উঠাবার ব্যাপারে কোন ঘতভেদ নেই। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য সময় তাকবীর দিতে হবে কিনা এই নিয়েও ঘতভেদ। এসকল হাদীস থেকে কর্কুতে যাওয়া ও কর্কু হতে উঠে হাত উপরে তুলে তাকবীর দেয়া প্রামাণিত হয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ ইবনে হাবলের এই মত। আহলে হাদীসগণও এই হাদীসের উপর আমল করেন।

ইমাম আবু হানিফাসহ হানাফী ওলামা এসব হাদীসের মধ্যে মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন, হতে পারে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ‘রাফে ইয়াদাইন’ করেছেন আবার কখনো করেননি। অথবা তিনি প্রথম প্রথম করেছেন পরে তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য জায়গায় হাত উঠানো রহিত হয়ে গেছে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এই বিষয়ে অনেক ‘হাদীস’ ও ‘আচার’ উল্লেখ করেন।

ইমাম তিরমিয়ী বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীসে আছে, তিনি তার স্বার্থী-সঙ্গীদেরকে রাসূলের নামায পড়ে দেখিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাকবীর তাহরীমা ছাড়া আর কোন জায়গায় হাত উঠাননি। এছাড়াও ইমাম দারুল কুতুনী ও ইবনে আনী অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও ওমরের সাথে নামায পড়েছি। তারা কেউই তাকবীর তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠাতেন না। ইমাম তাহাবী বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, হ্যরত ওমর ও আলী শুধু তাকবীর তাহরীমাতেই হাত উঠিয়েছেন।

‘হেদায়ার’ শরাহ ‘নেহায়ায়’ আছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করেছেন, আমাকেও উঠিয়েছি। পরে তিনি হাত উঠাননি, আমরাও হাত উঠাইনি।

বর্ণিত আছে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এক ব্যক্তিকে কর্কুতে যেতে ও উঠতে হাত উঠাতে দেখে বলেন, এক্ষণ করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম প্রথম এক্ষণ করেছেন। কিন্তু পরে তা আর করেননি। পরে ‘হাত উঠানো’ রহিত হয়ে গেছে। এটাই হানাফী মাযহাবের মত।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাম্মদ দেহলবী (র)-এর মত হলো, এসব ব্যাপারে কোন পক্ষেরই বাড়াবাড়ি না করা উচিত। কারণ মৰী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কখনো ‘হাত উঠিয়েছেন’ কখনো উঠাননি। পরবর্তী কালের লোকদের কেউ হাত উঠিয়েছেন, কেউ উঠাননি। প্রত্যেক পক্ষের লোকদের কাছেই দলীল আছে।

٧٤ - وَعَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي  
وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا - رواه البخاري

(৭৪০) হযরত মালিক ইবনে হওয়াইরিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেজোড় রাকায়াতে সিজদা হতে উঠিয়ে দাঁড়াবার আগে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে বসতেন (বুধারী)।

ব্যাখ্যা : বেজোড় রাকায়াতের সিজদা হতে উঠে দাঁড়িয়ে যাবার আগে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ বসাকে ‘জলসায়ে ইস্তেরাহাত’ বা আরামের জন্য বসা বলা হয়। এই বসা প্রথম ও তৃতীয় রাকায়াতে। ইমাম শাফেয়ী এই বসাকে সুন্নাত বলেন। আহলে হাদীসগণও তা অনুসরণ করেন। আবু হানিফার মতে এই বসা সুন্নাত নয়।

আর ইমাম আবু হানিফার দলীল হলো, হযরত আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস। ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটি নকল করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ও তৃতীয় রাকায়াতের দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে পায়ের উপর না বসেই সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত ইবনে আবু শাইবা (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি পায়ের উপর না বসেই (প্রথম ও তৃতীয় রাকায়াতের সিজদা হতে) সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি হযরত ওমর, আলী, জুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ব্যাপারেও বলেছেন যে, তাঁরাও সিজদা হতে সরাসরি উঠে দাঁড়াতেন, বসতেন না। হযরত নোমান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন, “আমি অনেক সাহাবাকে দেখেছি, তারা প্রথম ও তৃতীয় রাকায়াতে সিজদা হতে শাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না।”

যাহোক এ বিষয়ে অনেক হাদীস ও আছার নকল করা হয়েছে। আর এর বিপরীত যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো হলো ব্যতিক্রম। মহানবী (সা) হযরত বৃন্দ অথবা দুর্বল হয়ে যাবার কারণে মাঝে মাঝে জলসায়ে ইস্তেরাহাত করেছেন।

٧٤١ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرَةِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَعَ يَدِيهِ  
حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرَ ثُمَّ التَّحَفَّظَ بِشَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى  
الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُرْكِعَ أَخْرَجَ يَدِيهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَرَ فَرَكِعَ

قَلَّمَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفِعَ يَدِيهِ فَلَمَّا سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ - رواه  
مسلم

۷۴۱۔ ہمارت ویامیلے ایونے ہجور (را) ہتے برجت । تینی راسنگھاڑ سانگھاڑ آلا ایہی ویامیلے کے دے دھئن یے، تینی نامیا شرک کراراں سماں دیں ہاتھ عتلیے تاکریوں والے کے । اپر پر ہاتھ کا پڈھر تیتوں دے کے نیلنے اور ڈان ہاتھ بام ہاتھوں عپر والے کے । تار پر رکھتے یا باراں سماں دیں ہاتھ بے دے کرے عپر پر دیکے عتلیلن و تاکریوں والے رکھتے گلنے । رکھتے ہتھ عتلیے عپر پر عتلیلن । تار پر سماں 'سامیانگھاڑ لیمان ہامیداڑ' والے آواراں دیں ہاتھ عپر پر عتلیلن । تار پر دیں ہاتھوں ماءوے ماخا رے سیجدا کرلنے (میں مسلم) ।

بُلْغَةٌ ۳۔ ایہ ہادیس خدا کے بُلْغَہ گلے ہجور سانگھاڑ آلا ایہی ویامیلے ہاتھ عتلیے تاکریوں تاہمیا بندھے ہاتھ کا پڈھر تیتوں دے کے نیلنے یہتھے । اٹا سنجھت شیتوں سماں شیتوں ٹھانگاں جنے । آر آگ دے کے یہی ہاتھ کا پڈھر تیتوں دے کے تاہلے ہاتھ بے دے کرے تاکریوں تاہمیا والے ہو ।

ہمارت ایمام شافعی (ر) بُلکے ہاتھ بُلْغَہ عپر بدلے ہئن । ایمام آر ہانیفا بدلے ہئن، ناطیوں نیچے ہاتھ بُلْغَہ عپر । آر ایمام مالیک بدلے ہئن، ہاتھ کوٹا و نا بندھے نیچوں دیکے چھڈے دیے شری سیمایا ڈان ہاتھ بام ہاتھوں عپر والے ہاتھ بولو । ارثاں سکلے کو کھائی ہادیس بیسیک । اتھر یہ بُلْغَہ سُنّات اوبالسُنّات کرے ہاتھ کوںٹا تھے کوں آپسی نہیں ।

۷۴۲۔ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمِرُونَ أَنْ يُضَعَ الرَّجُلُ الْيَدِ  
الْيُمْنِي عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرِي فِي الصَّلَاةِ - رواه البخاري

۷۴۲۔ ہمارت ساحل ایونے سا'د (را) ہتے برجت । تینی بدلے، مانوں دے رکھے ہکھم دے دیا ہتھوں نامیا یعنی نامیا ہاتھ بام ہاتھوں عپر والے (بُلْغَہ) ।

بُلْغَةٌ ۳۔ ایہ ہادیس بیشنجاہانے کی ایجاد پالک آنگھاڑ دے رکھا رکھا کیساں داڑھا تھے ہاتھ تا سپسٹ کرے بدلے دیے ہوئے । آنگھاڑ ایسے دے رکھا رکھا ہلے نامیا داڑھا । ایسے دے رکھا رکھا آداب و سماں پردشانے کے جنے بام ہاتھوں عپر ڈان ہاتھ رے دھا نت کرے داڑھا ।

۷۴۳۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ  
إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

حَمْدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صَلَبَهُ مِنَ الرُّكْعَهُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعُلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ مِنَ النِّئَاتِ بَعْدَ الْجُلوسِ - متفق عليه .

৭৪৩। ইয়রত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার সময় দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীম কলতেন। আবার রুক্তে যাবার সময় তাকবীর বলতেন। রুক্ত হতে তাঁর পিঠ উঠাবার সময় 'সামিআল্লাহ সিমান হামিদাহ' এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রববানা লাকাল হামদ বলতেন। তারপর সিজদায় যাবার সময় আবার তাকবীর বলতেন। সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময় তাকবীর বলতেন। পুনরায় দ্বিতীয় সিজদায় থেকে তাকবীর বলতেন, আবার সিজদা থেকে মাথা তোলার সময় তাকবীর বলতেন। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত গোটা নামাযে তিনি একপ করতেন। যখন দুই রাকায়াত পড়ার পর বসা হতে উঠতেন তাকবীর বলতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে বুৰো গেলো যে, নামাযে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন জায়গায় তাকবীর দিয়েছেন। তাকবীর তাহরীম অর্থাৎ প্রথম তাকবীর দেয়া ফরয। আর বাকী সব তাকবীরই সন্ন্যাত। এই হাদীসে কোথাও হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত উঠাতেন তা বলা হয়নি।

৭৪৪ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ - رواه مسلم .

৭৪৪। ইয়রত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম নামায হলো দীর্ঘ কুনুত (দাঁড়ানো) সংশ্লিষ্ট নামায (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে 'কুনুত দীর্ঘ করা'-র অর্থ হলো দাঁড়ানো, বশ্যতা, বিনয়, নামায, দোয়া ও চূপ করা। আলেমদের মতে এখানে এর অর্থ হলো 'দাঁড়ানো'। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় সূরা পড়া বুবই উভয়।

এখন প্রশ্ন উঠে, নামাযের মধ্যে কোন অংশ বেশী ভালো। দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘ কিরাআত অথবা সিজদা। কেউ সিজদাকে উভয় বলেন। কেউ বলেন দাঁড়ামোকে। এই হাদীস তাদের দলীল। কিন্তু অন্য আর এক হাদীসে নামাযের সিজদাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। কেউ উত্তর হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলেছেন, দিনে সিজদা উত্তম, আর রাতে দীর্ঘ কিয়াম উত্তম।

## ଦିତୀୟ ପରିଷ୍ଠେଦ

٧٤٥ - عن أبي حميد الساعدي قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصبه رأسه ولا يقعن ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ساجدا فيجافي يديه عن جنبيه ويقطع أصابع رجليه ثم يرفع رأسه وتشنى رجله اليسرى فيقعده عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضع معتدلا ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع وتشنى رجله اليسرى فيقعده عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسلیم اخرج رجله اليسرى وقعده متوركا على شقه الأيسر ثم سلم قالوا صدقت هكذا كان يصلى . رواه أبو داؤد والدارمي وروى الترمذى وأبن ماجة معناه أبي حميد ثم رکع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم ووتر يديه فنحاهم عن جنبيه وقال ثم سجد فامكن أنفه وجهته الأرض وتحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حدو منكبيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه

عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَخْدِيهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَاقْتَرَشَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِاصْبِعِهِ يَعْنِي السَّبَابَةِ . وَفِي أُخْرَى لَهُ وَإِذَا قَعَدَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدْمَهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا كَانَ فِي الرَّأْبَعَةِ أَنْصَى بُورَكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدْمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ .

٧٤٥ । হয়রত আবু হুমাইদ সায়েনী (রা) হতে বর্ণিত । তিনি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে বেশী জানি । তারা বললেন, তা আমাদেরকে বলুন । তিনি বললেন, তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালে দুই হাত উঠাতেন, এমনকি তা দুই কাঁধ বরাবর উপরে তুলতেন । তারপর তাকবীর বলতেন । এরপর ‘কিরায়াত’ পড়তেন । তারপর তাকবীর বলে দুই হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তা দুই কাঁধ বরাবর করতেন । এরপর রুক্ত করতেন । দুই হাতের তালু দুই হাঁটুর উপর রাখতেন । পিঠ সোজা রাখতেন । অর্থাৎ মাথা নিচের দিকেও ঝুকাতেন না, আবার উপরের দিকেও উঠাতেন না । এরপর (রুক্ত থেকে) মাথা উঠিয়ে বলতেন ‘সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ’ । তারপর সোজা হয়ে হাত উপরে উঠাতেন, এমনকি তা কাঁধ বরাবর করতেন এবং বলতেন, ‘আল্লাহ আকবার’ । এরপর সিজদা করার জন্য জমিনের দিকে ঝুকতেন । সিজদার মধ্যে দুই হাতকে বাহু থেকে আলাদা করে রাখতেন । দুই পায়ের আঙুলগুলোকে কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিতেন । তারপর মাথা উঠাতেন । বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন । এরপর সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর প্রতিটো হাড় নিজ নিজ জায়গায় ঠিকভাবে এসে যায় । এরপর তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন । অতঃপর সিজদা হতে উঠতে উঠতে “আল্লাহ আকবার” বলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন । এ অবস্থায় তিনি সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর সমস্ত হাড় নিজ নিজ জায়গায় এসে যায় । তারপর তিনি দাঁড়াতেন । দ্বিতীয় রাকাআতও এভাবে পড়তেন । দুই রাকাআত পড়ে দাঁড়াবার পর তাকবীর বলতেন ও কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠাতেন, যেভাবে প্রথম নামায শুরু করার সময় করতেন । এরপর তার বাকী নামায এইভাবে তিনি পড়তেন । শেষ রাকায়াতের শেষ সিজদার পর, যার পরে সালাম ফিরানো হয়, নিজের বাম পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং এর উপর বসতেন । তারপর সালাম ফিরাতেন । তারা বলেন, আপনি সত্য বলেছেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায পড়তেন (আবু দাউদ ও দারেমী)। আর তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ এই বর্ণনাটিকে এই অর্থে নকল করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সঙ্গী।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আবু হুমাইদের হাদীসে আছেঃ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত করলেন। দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু আকড়ে মজবুত করে ধরলেন। এসময় তাঁর দুই হাত ধনুকের মতো করে দুই পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। আবু হুমাইদ (রা) আরো বলেন, এরপর তিনি সিজদা করলেন। নাক ও কপাল মাটির সাথে ঠেকালেন। দুই হাতকে পাঁজর হতে পৃথক রাখলেন। দুই হাত কাঁধ সমান জমিনে রাখলেন। দুই উরুকে রাখলেন পেট থেকে আলাদা করে। এইভাবে তিনি সিজদা করলেন। তারপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসলেন। ডান পায়ের সম্মুখ ভাগকে কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর এবং বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখলেন। শাহাদত আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করলেন।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাকায়াতের পর বাম পায়ের পেটের উপর বসতেন। ডান পা রাখতেন খাড়া করে। তিনি চতুর্থ রাকায়াতে বাম নিতম্বকে জমিনে ঠেকাতেন আর পা দু'টিকে একদিক দিয়ে বের করে দিতেন (ডান দিকে)।

**ব্যাখ্যা :** “আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে ভালো জানি”, কথটি নিরহংকার কথা। গর্ব করার জন্য আবু হুমাইদ একথা বলেননি। বরং হজুরের নামাযের নিয়ম জানানোর নিয়াত ছিলো তাঁর। এটা জায়েয়।

“শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন” অর্থ ‘লা ইলাহা’ বলবার সময় আঙ্গুল উঠিয়ে উপরের দিকে ইশারা করলেন, আর ‘ইল্লাল্লাহ’ বলার সময় তা নিচে নামিয়ে নিলেন। এটা মোস্তাহাব। “উভয় পা ডানদিকে বের করে দিলেন” অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বসার এটাও হজুরের একটা নিয়ম ছিলো। হাদীসে হজুরের শেষ বৈঠকে বসার তিনটি নিয়ম উল্লেখিত হয়েছে। (১) বাম পায়ের উপরে বসে ডান পা খাড়া রাখা। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পুরুষের জন্য এটাই উত্তম। (২) বাম পা পাশের দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখা। শাফেয়ী মাযহাব এটাকেই ভালো মনে করেন। (৩) উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসা। হানাফী মাযহাবে মেয়েদের জন্য এভাবে বসাই বেশী উত্তম।

٧٤٦ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفِعَ يَدِيهِ حَتَّىٰ كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبِيهِ وَحَادِيَ إِيمَانِهِ

أَذْنِيهِ ثُمَّ كَبَرَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَفِي رِوَايَةٍ لِهُ يَرْفَعُ أَبْهَامَهُ إِلَى شَخْمَةِ أَذْنِيهِ .

৭৪৬ । হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়ার জন্য দাঁড়াবার সময় দেখেছেন । তিনি তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর উপরে উঠালেন । দুই হাতের বৃক্ষাঙ্গুলী দুটি কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'আল্লাহ আকবাৰ' বললেন (আবু দাউদ; আবু দাউদের আৱ এক বৰ্ণনায় আছে বৃক্ষাঙ্গুলকে কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন) ।

৭৪৭ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤْمِنُنَا فَيَأْخُذُ شَمَائِلَهُ بِيمِينِهِ - رواه الترمذى وابن ماجة ।

৭৪৭ । হযরত কাবীসা ইবন হল্ব হতে তাঁর পিতার সুজ্ঞে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন । তিনি (দাঁড়ানো অবস্থায়) রায় হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ) ।

৭৪৮ - وَعَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدِ صَلَاتِكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصِلِّ فَقَالَ عَلِمْنِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُصِلَّى قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِيرٌ ثُمَّ اقْرَأْ بِاِمْرِ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأْ فَإِذَا رَكِعْتَ فَاجْعَلْ رَاحِتَيْكَ عَلَى رُكْبَتِكَ وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهَرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ إِلَى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِلْسُجُودِ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخْذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنُعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَ . هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ إِذَا قُفْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمْرَكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَاقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَالْأَفْحَمْ اللَّهَ وَكَبِيرٌ وَهَلْلَهُ ثُمَّ ارْكَعْ ।

৩৭৪৮। হয়রত রিকাও ইবনে কানকে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শান্তি ক্ষমতিসহ এসে নামাম পড়লেন তখন হজুর সালাম্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিকটি এসে তাঁকে সালাম জানালেন। হজুর সালাম্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি আবার নামাম পড়ো। তোমার সামাম হয়নি। স্লোকটি বললে, হে অল্লাহর রাসূল! কিন্তবে নামাম পড়বো তা আমুকে সিখিয়ে দিন। হজুর সালাম্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কেবলামুরী হয়ে থাকবে তাকবীর বলবে। তারপর সূরা ফাতিহা পড়বে। এর সাথে আর যা পারো (কুরআন থেকে) পড়ে নেবে। তারপর ঝুকু করবে। (ঝুকতে) তোমার দুই হাতের তালু তোমার দুই হাঁটুর উপর রাখবে। ঝুকতে প্রশান্তিতে থাকবে এবং পিঠ স্টিন রাখবে। ঝুক হতে উঠে পিঠ সোজা করে মাথা তুলে দাঁড়াবে যাতে হাড়গুলো নিজ নিজ জায়গায় এসে যায়। তারপর সিজদা করবে। সিজদায় প্রশান্তির সাথে থাকবে। (হাদীসের মূল পাঠ মাসাবিহ থেকে গৃহীত। এই হাদীসটি আবু দাউদ সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিয়ী, নাসাইও প্রায় অনুজ্ঞপ বর্ণনা করেছেন।)

তিরমিয়ীর বর্ণনায় আছে, হজুর সালাম্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামামের জন্য দাঁড়াতে ইচ্ছা করলে আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে উন্মুক্ত করবে। এরপর কলেমা শাহদাত পড়বে। একমাত্র বলবে (নামাম উন্মুক্ত করবে)। তোমার কুরআন জানা থাকলে তা পড়বে; অন্যথায় আল্লাহর 'হামদ', তাকবীর, তাহশীল করবে। তারপর ঝুকু করবে।

র্যাখ্যা ৪। এই হাদীসের মূল বর্ণনাটুক আগের হাদীসগুলোতে এসেছে। তবে একটি কথা এখানে বেশী বলা হয়েছে। তাহলো যদি কেউ কুরআন পড়তে না পারে অল্লাহর হামদ সালা সিফাত পড়বে। তবুও নামাম ছাড়তে পারবে না।

٧٤٩ - وَعَنِ النَّبِيلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى شَهَدَ فِي كُلِّ رَكْعَتِينَ وَتَخْشَعُ وَتَضَرِعُ وَتَمْسَكُ ثُمَّ تُفْعَلُ يَدِيَّنِي يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكُمْ مُسْتَقْبَلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّيْ يَا رَبِّيْ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُمْ كَذَّابُونَ فِي رِوَايَةِ فَهُوَ حِدَاجٌ - رواه الترمذى

৭৪৯। হয়রত ফখল ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলপ্রাহ সালাম্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নয়শু নামাম দুই রাকামাতু দুই রাকামাত। প্রত্যেক দুই রাকামাতেই 'তাশাহদ' ভয়ঙ্গিতি ও বিনয় দীনাহীনতার ভাব আছে। তারপর তুমি তোমার দুই হাত উঠাবে। হয়রত ফজল বলেন, হজুর সালাম্বাহ

আলাইহি ওয়াস্সাল্লাহ বলেছেন, “তুমি তোমার সুই হাত তোমার রবের নিকট দোয়ার জয়, উঠাতে হাতের পুরুষের নিকটে তোমার মুখের নিকটে ফিলাবে। আর বাবুবাবু কল্পব, যে অস্তিত্ব, অর্থাৎ দোয়া বাবুবাবু করবে। আর যে এভাবে করবে না তার নামায একথ অক্ষণ। আর এক বর্ণনায আছে, তার নামায অসম্ভূর (তিনিহিসি)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীসে তিনটি জিনিসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। প্রথম হলো নকল নামায সুই দুই রাকাআত। দিনে হোক আর রাতে হোক। ইয়াম শাকেমী এই হাদীসের উপর আমল করেন।

হযরত ইয়াম আবু হানিফা (র) বলেন, দিন হোক আর রাত সব সময়ই নকল নামাযে চার রাকাআত করে পড়াই উত্তম। ইয়াম আবু হানিফা তার কথার সমর্থনে দলীল হিসাবে বলেন, এই কথা সহীহভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর চার রাকাআত এবং যোহরের নামাযের আগে চার রাকাআত পড়ার প্রম্যাণ আছে।

### তৃতীয় পরিম্বে

٧٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعْلَى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْعَدْرِيُّ فَعَمِرَ بِالْتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ  
رَفَعَ مِنَ الرُّكُعَيْنِ وَقَالَ هَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ  
الْبَخَارِيُّ

৭৫০। হযরত সাইদ ইবনে হারিস ইবনে মুআল্লা বলেন, হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাতে সিজদায় যেতে ও দুই রাকাআতের পর মাথা উঠাবাক স্ময় উচ্চবরে তাকবীর বলেন। তারপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায এভাবে পঞ্চত মেঘেছি (রূপালী)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীস সভিত বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হলো, নামাযের তাকবীর উচ্চবরে বলতে হয়। এখানে ওধু এই তিন জায়গায় তাকবীরের উল্লেখ।

٧٥١ - وَعَنْ عَكْرَمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخِ يَمَكَّةَ فَكَبَرَ ثَنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ  
كَبِيرَةً فَقَلَّتْ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْمَقَ فَقَالَ تَكَلِّنْكَ أَمْكَثْتُ مُنْهَى الْقَاسِمِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

৭৫১। হযরত ইকরিমা তাবেঝী (র) বলেন, আমি যক্ষায় এক শায়খের পেছনে (আবু হুরাইরা) নামায পড়েছি। তিনি শামাযে মোট বাইশবার তাকবীর বলেন। আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা)-র কাছে বললাম, (মনে হচ্ছে) এ সোকটি নির্বোধ। একথা শুনে ইবনে আবুস (রা) বলেন, তোমার যা তোমাকে কান্দাক, এটা তো হযরত আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত (বুখারী)।

**ব্যাখ্যা :** এক্ষণেক্ষে নামাযে তাকবীর তাহরীমাসহ বাইশ বারই হচ্ছে। তাই সময়ের মারণয়ান ও বনু উমাইয়া আশ্বাজের সাথে তাকবীর তাহরীমা খলা হচ্ছে সিয়েহিলে আর ইকরিমাও এর আগে উক্তব্রে তাকবীর শুনেননি। তাই হযরত আবু হুরাইরার উক্তব্রের তাকবীর অর কাছে বিষয় বোধ হয়েছে। আর তিনি ইবনে আবুসের কাছে এ মন্তব্য করে বলেন।

৭৫২ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفِضَ وَدَعَ قَلْمَنْ تَزَلَّ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ - رواه مالك .

৭৫৩। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (র) হতে মুরসাল হিসাবে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কক্ষ সিজদায় মাথা ঝুকাতে ও উঠাতে তাকবীর বলতেন। আর তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত সব সময় এভাবে নামায পড়েছেন (যালিক)।

৭৫৩ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مَشْعُورٌ إِلَّا أَصَلَّى بِكُمْ صَلَاةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدِيهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرٍ الْأَفْسَاحِ - رواه الترمذী وابو داؤد و السناني و قال أبو داؤد ليس هو بصحيح على هذا المعني .

৭৫৩। হযরত আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাউজুদ (রা) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নামায পড়াবো? এরপর তিনি নামায পড়ালেন। অথচ প্রথম তাকবীরে একবার হাত উঠানো ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাননি (তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও নাসায়ী। আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি এই অর্থে সহীহ নয়)।

**ব্যাখ্যা :** এ বিষয়ে ৭৪০ নং হাদীসে মোটামোটি আলোচনা হয়েছে।

٧٥٤ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ وَرَقَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرَ ۝ رَوَاهُ  
ابن ماجة .

৭৫৪। হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য কেবলমুঠী হয়ে দণ্ডাতেন। হাত উপরে উঠিয়ে তিনি বলতেন, আল্লাহ আকবার (ইবলে মাজাহ)।

٧٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهَرَ وَقَنِيْ مُؤَخِّرَ الصُّفُوفِ رَجُلًا فَاسَأَهُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ إِلَا تَسْتَغْفِي اللَّهَ إِلَّا تَرَى كَيْفَ تُصْلِيَ الْكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفِي عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَصْنَعُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَأَرَى مِنْ هَذِهِنِ كُمْ أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْ ۝ - رواه احمد .

৭৫৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যোহুরের নামায পড়ালেন। এক ব্যক্তি পেছনের সর্বশেষ পেছনের সারিতে ছিলো। নামায খারাপভাবে পড়ছিল। সে নামাযের সালাম ফিরাবার পর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাঁকলেন ও তুললেন, হে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে ডয় করছো না? তুমি কি জানো না তুমি কিভাবে নামায পড়ছো? তোমরা মনে করো, তোমরা যা করো তা আমি দেখি না। আল্লাহর, কসম! নিচয় অমি দেখি আমার পেছনের দিক, যেভাবে আমি দেখি আমার সামনের দিক (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : “নিচয় আমি দেখি আমার পেছনের দিক যেভাবে আমি দেখি আমার আমনের ছিক। এ কথার অর্থ কিভু হজুরের গায়ের জানা নয়, বরং এটা হজুরের ‘মোজেয়া’। আল্লাহ ওয়া কিংবা ইলহামের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

١١ - بَابُ مَا يَعْرُأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

## ১১-তাকবীর তাহরীমার পর যা পড়তে হয়।

এখন পরিচ্ছেদ

٧٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُنُ  
بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاةِ اسْكَانَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ  
اسْكَانُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَفْوُلُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي  
وَبَيْنَ حَطَابَيَّ كَمَا بَاعِدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِنِي مِنَ الْخَطَايَا  
كَمَا نُنْقِنُ الشَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ حَطَابَيَّ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ  
وَالْبَرْدِ - متفق عليه .

৭৫৬। হমরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমার পর কিরাআত শুরু করার আগে কিছু সময় ছুপ ধাক্কেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোন। আপনি তাকবীর ও কিরায়াতের মধ্যবর্তী সময় ছুপ ধাক্কেন তাতে কি বলেন? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বলি, “হে আল্লাহ! আমি ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে দূরত্ব করে দাও, যেভাবে তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করো শুনাই হতে, যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড়কে ময়লা হতে। হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে আমার গুনাহসমূহকে ধূয়ে ফেলো” (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরের পরে ও কিরাআত শুরু করার আগে যে দোয়াটি পড়তেন তা এখানে এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। শুনাই মাফ করিয়ে নেবাব জন্য এটি অতি সুন্দর ও ঘোষক দোয়া। দেরায় সর্বশেষ বাক্যটি হলো, হে আল্লাহ! তুমি পানি, বরফ ও বৃষ্টি দিয়ে আমার গুনাহসমূহ ধূয়ে ফেল। অর্থাৎ যেভাবে সম্ভব আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও।

৭৫৭ - وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَيْ رِوَايَةٌ كَانَ إِذَا افْتَحَ الصَّلَاةَ كَيْرَمٌ قَالَ وَجْهِيَّ

وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ  
صَلَاتِي وَتُسُكُّنِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَدْلِكَ  
أَمْرَتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . إِنَّمَا أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا  
عَبْدُكَ ظَلِمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذَنْبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ  
الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . وَاهْدِنِي لِأَخْسِنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَخْسِنَهَا إِلَّا أَنْتَ .  
وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لِيْكَ وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرِ  
كُلِّهِ فِي بَيْدِيْكَ وَالشَّرُّ لِيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَأَلِيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ .  
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكِعْتُ وَبِكَ أَمْتَ وَلَكَ  
أَسْلَمْتُ خَشْعَ لَكَ سَمْعِي وَصَرْبِي وَمُجْزِي وَعَظِيمِي وَعَصَبِي . فَإِذَا رَقَعَ  
رَأْسَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلِأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَلِأَ مَا  
شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ . وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمْتَ وَلَكَ  
أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ . تَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ  
الْخَالِقِينَ . ثُمَّ يَكُونُ مِنْ أُخْرِ مَا يَقُولُهُ بَيْنَ التَّشَهِيدِ وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ  
أَغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَقْتُ وَمَا أَنْتَ  
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي . أَنْتَ الْمُقْدِيمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي  
رِوَايَةِ لِلشَّافِعِيِّ وَالشَّرْلِيْسِ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَأَلِيْكَ لَا  
مَنْجَأَ مِنْكَ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ .

୨୫୭ । ହୃଦରତ ଆଲୀ (ରା) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ହଜ୍ରୂ ସାଲ୍ଲାହୁ ଆଲ୍‌ଆଇହି  
ଓସାଲ୍ଲାମ ନାମାୟ ପଡ଼ାର ଜନ୍ମ ଦାଢ଼ାଲେ, ଆର ଏକ ବରନାଯ୍ୟ ଆହେ, ନାମାୟ ଓର୍କ କରାର  
ସମ୍ୟ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ତାକବୀର ତାହରୀମା ବଲତେନ । ତାରପର ତିନି ଏହି ଦୋଯା ପଡ଼ତେନ :  
“ଇନ୍ନୋ ଓସାଲ୍ଲାହୁ ଓସାଜ୍ଜାହୁ ଓସାଜ୍ଜିହ୍ୟା ଲିଲାଜି ଫାତାରାସ ସାମା ଓସାତେ ଓସାଲ୍ଲ ଆରଦ୍ୟ  
ହାନିକାଓ ଓସାମା ଆନା ମିନାଲ ମୁଶରେକୀନ । ଇନ୍ନା ସାଲାତି ଓସା ନୁସୁକି ଓସା  
ମାହଇସାଇସା ଓସା ମାମାତି ଲିଲାହେ ରକିଲ ଆଲାମୀନ । ଲା ଶାରୀକା ଲାହ, ଓସା

ବିଜ୍ଞାପିକା ଉପେରତୁ, ଓୟା ଆନା ମିନାଲ ମୁସଲିମୀନ । ଆଲ୍ଲାହସ୍ଥା ଆନତାଳ ଘାଲିକୁ, ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲା ଆନ୍ତା । ଆନ୍ତା ରବି, ଓୟା ଆନା ଆବଦୁକା । ଜଳାମତ୍ତ ମାଫମି ଓୟାଜାରାଫତ୍ ବିଜାସି, ଫାଗଫିରଲୀ ଜୁନୁବୀ ଜ୍ଞାନିଆ । ଇନ୍ନାହୁ ଲା ଇଯାଗଫିରଙ୍ଜ ଜୁନୁବା ଇଲ୍ଲା ଆନତା । ଓୟାହଦିନୀ ଲିଆହସାନିଲ ଆଖଲାକି ଲା ଇଯାହଦୀ ଲିଆହସାନିହା ଇଲ୍ଲା ଆନତା । ଲାବାଇକା ଓୟା ସା'ଦାଇକା । ଓୟାଲ ଖାଇରୁ କୁଲ୍ଲାହୁ ଫି ଇଯାଦାଇକା । ଓୟାଶ-ଶାରର ଲାଇସା ଇଲାଇକା । ଆନା ବିକା ଓୟା ଇଲାଇକା । ତାବାରାକତା ଓୟାତାଗଫିରଙ୍କା ଓୟା ଆତୁବୁ ଆଲାଇକା” । ଅର୍ଥ “ଆମି ଏକନିଷ୍ଠଭାବେ ଆମାର ମୁଖ ଫିରିଯେଛି ତୁର ଦିକେ, ଯିନି ଆସମାନ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । ଆମି ମୁଶରିକଦେର ମଧ୍ୟ ଶାଖିଲ ନାହିଁ । ନିଶ୍ଚଯ ଆମାର ନାମାୟ, ଆମାର କୁରବାନୀ, ଆମାର ଜୀବନ, ଆମାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଲ୍ଲାହ ରବରୁ ଆଲାମୀନେର ଜନ୍ୟ । ତୁର କୋନ ଶରୀକ ନେଇ । ଆର ଏଜନ୍ୟାଇ ଆମି ଆଦିଷ୍ଟ ହେଯେଛି । ଆମି ମୁସଲମାନେର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ । ହେ ଆଲ୍ଲାହ! ତୁମିଇ ବାଦଶାହ, ତୁମି ଛାଡ଼ା ଆର କୋନ ମାବୁଦ ନେଇ । ତୁମି ଆମାର ରବ । ଆମି ତୋମାର ଗୋଲାମ । ଆମି ଆମାର ନିଜେର ଉପର ଜୁଲୁମ କରେଛି । ଆମି ସ୍ଵିକାର କରାଇ ଆମାର ଅପରାଧ । ତୁମି ଆମାର ସବ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରୋ । ତୁମି ଛାଡ଼ା ନିଶ୍ଚଯ ଆର କେଉ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରତେ ପାରେ ନା । ଆମାକେ ପରିଚାଲିତ କରତେ ପାରେ ନା । ତୁମି ଦୂରେ ରାଖୋ ଆମାର ନିକଟ ହତେ ମନ୍ଦ କାଜ । ତୁମି ଛାଡ଼ା ମନ୍ଦ କାଜ ଥେକେ ଆର କେଉ ଦୂରେ ରାଖିତେ ପାରେ ମା । ହେ ଆଲ୍ଲାହ! ଆମି ତୋମାର ଦରବାରେ ତୋମାର ଆଦେଶ ପାଲନେ ହସିରି । ସକଳ କଲ୍ୟାଣଇ ତୋମାର ହାତେ । କୋନ ଅକଲ୍ୟାଣଇ ତୋମାର ପ୍ରତି ଆରୋପିତ ହୟ ନା । ଆମି ତୋମାର ମଦଦେଇ ଟିକେ ଆଛି । ତୋମାର ଦିକେଇ ଫିରେ ଆଛି । ତୁମି କଲ୍ୟାଣେର ଆଧାର । ଆମି ତୋମାର କାହେ କ୍ଷମା ଚାହିଁ । ତୋମାର ଦିକେଇ ଆମି ଫିରାଇ” ।

ଏରପର ହଜୁର ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମ ସଥନ ଝକୁ କରତେନ, ତଥନ ବଲତେନ, “ଆଲ୍ଲାହସ୍ଥା ଲାକା ରାକା”ତୁ ଓୟା ବିକା ଆମାନତୁ, ଓୟା ଲାକା ଆସଲାମତୁ । ଖାଶିଯା ଲାକା ସାମରୀ ଓୟା ବାସାରୀ ଓୟା ମୁଖ୍ୟୀ ଓୟା ଆଜମୀ ଓୟା ଆସାବୀ” । ଅର୍ଥ, “ହେ ଆଲ୍ଲାହ! ଆମି ତୋମାରଇ ଜନ୍ୟ ଝକୁ କରଲାମ । ତୋମାକେଇ ବିଶ୍ଵାସ କରଲାମ । ତୋମାର କାହେଇ ନିଜେକେ ସମର୍ପଣ କରଲାମ । ତୋମାର ଭୟେ ଭୀତ ଆମାର ଶ୍ରୀଗଣ୍ଡି, ଆମାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ଆମାର ମଜ୍ଜା, ଆମାର ଅତ୍ରି ଓ ଆମାର ଶିର୍ବା-ଉପଶିର୍ବା” ।

ଏରପର ହଜୁର ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମ ସଥନ ଝକୁ ହତେ ମାଥା ଉଠାତେନ, ବଲତେନ : “ଆଲ୍ଲାହସ୍ଥା ରବାନା ଲାକାଲ ହାମଦ ମିଲଯାସ-ସାମାଓୟାତେ ଓୟାଲ ଆରଦେ ଏଯମ୍ବା ବାହିନାହୁ ଓୟା ମିଲଯା ମା ଶେ’ତା ମିନ ଶାଇୟିନ ବା’ଦୁ” । ଅର୍ଥ “ହେ ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତିପାଳକ! ଆସମାନ ଓ ସମୀନ ଓ ଏତଦୁତ୍ୟେର ଭିତର ଯା କିଛୁ ଆଛେ, ସବହି ତୋମାର ପ୍ରଶଂସା କରଛେ । ଏରପରେ ଯା ତୁମି ସୃଷ୍ଟି କରବେ ତାରାଓ ତୋମାରଇ ପ୍ରଶଂସା କରବେ” ।

ଏରପର ତିନି ସିଜଦାୟ ଗିଯେ ପଡ଼ତେନ, “ଆଲ୍ଲାହସ୍ଥା ଲାକା ସାଜାଦତୁ ଓୟା ବିକା ଆମାନତୁ ଓୟା ଲାକା ଆସଲାମତୁ । ସାଜାଦା ଓୟାଜହିଯା ଲିଲ୍ଲାୟ ଧାଲାକାହୁ ଓୟା

সাওয়ারাহ ওয়া শাক্তা সায়আহ ওয়া বাসারাহ। তাবারাকাল্লাহ আহসানুল খালেকীন”। অর্থ, “হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করছি। তোমার উপর ঈমান এনেছি। তোমার জন্য ইসলাম প্রণগ্ন করেছি। আমার মুখ তার জন্য সিজদা করছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে আকার-আকৃতি দিয়েছেন। তাঁর কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। আল্লাহ খুবই বরকতপূর্ণ উভয় সৃষ্টিকারী”।

এরপর সর্বশেষ দোয়া যা ‘আত্তাহিয়্যাতু’র পর ও সালাম ফিরাবার আগে পড়া হয় তাহলো, “আল্লাহখাগফিরলী যা কান্দামতু ওয়ামা আখুখারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিসু ওয়া আনতাল মুজাখখেরু। লা ইলাহা ইল্লা আনতা”। অর্থ, “হে আল্লাহ! তুমি যাফ করে দাও যা আমি করেছি। আমার ওইসব গুনাহও তুমি যাফ করে দাও যা আমিপূর্বে করেছি এবং যা আমি পরে করেছি। আমার ওইসব বাড়াবাড়িও যাফ করে দাও যা আমি আমলে ও সম্পদ খরচে করেছি। আর আমার ওইসব গুনাহও তুমি যাফ করে দাও যা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তুমি তোমার বান্দাদের যাকে চাও মান-সম্মানে এগিয়ে নাও। আর যাকে চাও পিছে হটিয়ে দাও। তুমি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই” (মুসলিম)।

ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় প্রথম দোয়ায় ‘ফি ইয়েদাইকা’-এর পরে আছে, “ওয়াশ-শারক লাইসা ইলাইকা। ওয়াল মাহদিউ মান হাদাইতা। আনা বিকা ওয়া ইলমাইকা। লা মানজা মিনকা ওয়ালা মালজা ইল্লা ইলাইকা তাবারকতা”। অর্থ, “মন্দ তোমার জন্য নয়। সে-ই পথ পেঁচে যাকে তুমি পথ দেখিয়েছো। আমি তোমার সাহায্যে ঢিকে আছি। তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। তোমার পাকড়াও হতে বাঁচার কোন জায়গা নেই। তুমি ছাড়া আশ্রয়েরও কোন স্থল নেই। তুমি বরকতময়”।

ব্যাখ্যা : “মন্দ তোমার জন্য নয়, অর্থাৎ খারাপ ও ভালোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হলেও আল্লাহ তাআলা মানুষের অকল্যাণ চান না। তিনি সব সমস্ত তাঁর বান্দার কল্যাণ চান। কিন্তু বান্দা আল্লাহ তাআলার বারবারের সতর্কতা ও হাঁশিয়ারী উচ্চারণ এবং ভালো-মন্দের পুরিগতি বলে দেবার পরও যদি মন্দ কাজ করে তাহলে তাঁর ফল তাকে ভোগতেই হবে।

٧٥٨ - وَعَنْ أَنْسِ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفِزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَ الْقَوْمَ . فَقَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَ الْقَوْمَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ

بَاسِمًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ

مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفِعُهَا . رواه مسلم .

৭৫৮। হয়রত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক (তাড়াহুড়া করে) এসে নামাযের কাতারে শামিল হয়ে গেলো। তার শাস উঠানামা করছিল। সে বললো, “আল্লাহ আকবার, আলহামদু লিল্লাহি হামদান তাইয়েবান মুবারাকান ফিহে”। অর্থাৎ, ‘‘আল্লাহ মহান্‌’ সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এমন প্রশংসা যা অনেক বেশী পাক-পবিত্র ও বরকতময়”। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথা বলেছে? সকলে চুপ হয়ে বসে আছে। তিনি আবার বললেন, তোমাদের কে একথাণ্ডো বলেছে? এবারও কেউ কোন জবাব দিলো না। তিনি ত্তীয়বার জিজেস করলেন, তোমাদের কে এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছে? যে ব্যক্তি একথাণ্ডো বলেছে সে আপত্তিকর কিছু বলেনি। এক ব্যক্তি আরজ করলো, আমি যখন এসেছি, আমার শাস উঠানামা করছিলো। আমিই একথাণ্ডো বলেছি। এবার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখলাম বারোজন ফেরেশতা কার আগে কে আল্লাহর কাছে এই কথাণ্ডো নিয়ে যাবে এই তাড়াহুড়া করছে (মুসলিম)।

### ঠিকীয় পরিচ্ছেদ

৭০৯ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ" . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤَدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَارِثَةَ وَقَدْ تُكَلِّمُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حَفْظِهِ .

৭৫৯। হয়রত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার (তাকবীর তাহীমার) পর এ দোয়া পড়েন্টেন, “সোবহনাক আল্লাহ ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকসমুক্তা ওয়া তাআলা যাদুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। (হে আল্লাহ! তুমি পুত পবিত্র। তোমার পুত পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করার সাথে সাথে আমরা আরো বলছি, তুমি খুবই বরকতপূর্ণ। তোমার শান অনেক উর্ধ্বে। তুমি ছাড়া আর কোন মারুদ নেই) (তিরমিয়ী ও আবু দাউদ)। আর ইবনে মাজাহও এই হাদিসটি আবু সাঈদ (রা)

হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, এই হাদীসটি আমি হারেসা ছাড়া অন্য কোরে সূচী উনিনি। তাৰ স্বীকৃতি সমালোচিত।

র্যাখ্যা : আল্লামা তাহুয়েবী শাফেয়ী (র) এই হাদীসকে 'হাসান মশহুর' বলেছেন। হ্যুরত ওমর (রা) এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাছাড়া এই হাদীসটি মুসলিম শৰীফেও বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের মজবুতীর ব্যাপারে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

٧٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلَّى صَلَاةً قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصْبَلَ لَلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصْبَلَ ثَلَاثًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّجِيمِ مِنْ نَفْخَهِ وَنَفْشَهِ وَهَمْزَهِ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَذَكْرُ فِي أُخْرَهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرُّجِيمِ وَقَالَ عُمَرُ نَفْخَةُ الْكَبِيرِ وَنَفْشَهُ السِّعْرُ وَهَمْزَهُ الْمُؤْتَهُ .

৭৬০। হ্যুরত জুবাইর ইবনে মুত্যিয় (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি তাকবীর তাহরীমার পর বললেন : “আল্লাহু আকবাৱ কাবীৱা। আল্লাহু আকবাৱ কাবীৱা। আল্লাহু আকবাৱ কাবীৱা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসিৱা। ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসিৱা। ওয়াল সোবহানাল্লাহু বুকুরাত্ত ও ওয়া আসিল্লা, তিনবাব বললেন, তাৰপৰ বলেছেন, আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানি রাজীমে মিন নাফিথিহি ওয়া নাফিসিহি ওয়া হামিয়িহি। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)। কিন্তু তিনি ওয়ালহামদু লিল্লাহে কাসিৱা উল্লেখ কৰেননি। তাছাড়া তিনি শেষদিকে শুধু মিনাশ শাইতানিৰ রাজীম বর্ণনা করেছেন। হ্যুরত ওমর (রা) বলেছেন, মাফক অর্থ অহমিকা, ন্যাফস অর্থ গান, আৱ হাম্য অর্থ পাগলামী।

٧٦١ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قَرَاءَةِ غَيْرِ الْمَضْوُبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَصَدَقَهُ أَبْنُ بْنُ كَعْبٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَرَوَى التَّرمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ .

৭৬১। হ্যুরত সামুৱা ইবনে জুনদুৱ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুইটি শীৱতাব স্থান স্বীকৃত কৰে রেখেছেন। একটি

নীরবতা তাঁর তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর, আর একটি নীরবতা হলো, “গাইরিল মাগদুরে আলাইহি ওয়ালাদ দোয়াল্লীন” পড়ার পর। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-ও তার বক্তব্য সমর্থন করেন (আবু দাউদ; তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেঘীও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

**ব্যাখ্যা :** হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তাকবীর তাহরীমার পর চূপ থাকতেন ‘ছানা’ অর্থাৎ সোবহানাকা পঢ়ার জন্য। এতে সংকল্প একমত। আর দ্বিতীয়বার হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা শেষ করার পর মোকাদীরাও যেনেো সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতেন। এটা ইমাম শাফেইর মত। কিন্তু দ্বিতীয় বারের চূপ থাকার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা বলেন, মোকাদীদের ‘আমীন’ বলার জন্য।

٧٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يُسْكُنْ هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي أَفْرَادِهِ وَكَذَا صَاحِبُ الجَامِعِ عَنْ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ .

৭৬২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকাআত পড়ার পরে উঠে সাথে সাথে সূরা ফাতিহা দ্বারা কিরাআত শুরু করে দিতেন এবং চূপ করে থাকতেন না (মুসলিম)। এই হাদীসটিকে ইমাম হুমাইদী তার কিতাব ‘আফরাদে’ উল্লেখ করেছেন। জামেটল উসূলের সংকলকও এই হাদীসকে মুসলিম হতে নকল করেছেন।

**ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাআতের পর ও তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে ‘আলহামদু’ পড়া শুরু করতেন যার আগে আর কোন দোয়া-কালাম পড়তেন না।

### তৃতীয় পরিষেবা

٧٦٣ - عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَرْتُمْ قَالَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكُ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِإِحْسَانِ الْأَعْمَالِ وَإِحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِنُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ - رواه النسائي .

৭৬৩। হযরত জ্বাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর তাহরীমা (আল্লাহ আকবার) দ্বারা নামায শুরু করতেন। তারপর পড়তেন, “ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রবিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিজালিকা উমেরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলেমীন। আল্লাহহ্যাহদিনী লিআহসানিল আমালি ও আহাসানিল আখলাকে লা ইয়াহুদী লিআহসানিহা ইন্না আনতা ওয়া কিনী সাইয়েয়াল আমালে ওয়া সাইয়েয়াল আখলাকে লা ইয়াকী সাইয়েয়াহা ইন্না আনতা”। অর্থাৎ-আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এর জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমিই হলাম এর প্রতি প্রথম আনুগত্যশীল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পরিচালিত করো উত্তম কাজ ও উত্তম চরিত্রের পথে। তুমি ছাড়া উত্তম পথে আর কেউ পরিচালিত করতে পারবে না। আমাকে খারাপ কাজ ও বদ চরিত্র হতে রক্ষা করো। তুমি ছাড়া এর খারাবি থেকে কেউ আমাকে বাঁচতে পারবে না” (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : “আমিই সর্বপ্রথম মুসলমান” এ কথার ব্যাখ্যায় শুলামারে কিরাম বলেন, এই বাক্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। এই উশ্বাতের তিনি সর্বপ্রথম মুসলমান। গোটা উশ্বাতের প্রথম মুসলমান নবী ছাড়া আর কে হতে পারে। “আমাকে এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে” বলে আল্লাহর একত্রের সাক্ষ্য প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে।

٧٦٤ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلِمَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا قَامَ بِصَلَّى تَطْوِعاً قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مُثْلَ حَدِيثِ جَابِرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ - رواه النسائي .

৭৬৪। হযরত মুহাম্মদ ইবেন মাসলামা (রা) বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়তে দাঁড়ালে বলতেন, “আল্লাহ আকবার, ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্জিহিয় লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানিফা ও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন”। অর্থাৎ-“আল্লাহ বড় মহামহিম। আমি সেই সন্তার দিকেই আমার মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অস্তর্ভুক্ত নই”。 ইমাম নাসায়ী বলেন, অবশিষ্ট হাদীস তিনি (উপরে উল্লেখিত) জাবেরের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি পরিবর্তে বলেছেন, “আমি মুমলমামদের অস্তর্ভুক্ত”। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলতেন, “আল্লাহমা আনতাল মালিকু, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, সুবহানাকা ওয়া বিহামাদিকা”। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমই বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই। তুমি পবিত্র। সব প্রশংসা তোমার জন্য। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাআত পড়া শুরু করতেন (নাসায়ী)।

## ١٢ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

### ১২-নামাযে কেরায়াতের বর্ণনা

কেরায়াত অর্থ পাঠ করা। তিলওয়াত করা। শরীয়াতে এর অর্থ হলো বিশেষ নিয়মে ও ধরনে নামাযের মধ্যে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা। কুরআনে বলা হয়েছে, “ফাক্রাউ যা তায়াসমারা মিনাল কুরআন” (কুরআন থেকে যতটুকু পড়া তোমর জন্য সহজ হয় ততটুকু তুমি (নামাযে) পড়ো)। সর্বসম্মতভাবে নামাযে এই কেরায়াত পড়া ফরয।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

##### নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার বর্ণনা

٧٦٥ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْ القُرْآنِ فَصَاعِدًا .

৭৬৫। হয়রত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায পূর্ণ হলো না (বুখারী ও মুসলিম)। মুসলিমের আর এক বর্ণনার শব্দগুলো হলো, “ওই ব্যক্তির নামায হবে না, যে নামাযে সূরা ফাতিহা আর এর সাথে কুরআন থেকে কিছু অংশ পড়ে না”।

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমের শেষ বর্ণনার মর্ম হলো, নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে কুরআন থেকে আরো কিছু আয়াত পড়তে হবে।

##### নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতামত

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। নামাযে কেউ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এই

মত পোষণ করেন। কারণ এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না।

ইমাম আয়ম আবু হানিফা (র) বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়, বরং ওয়াজিব। এই হাদীসের উভয়ে তিনি বলেন, এখানে ‘হবে না’ অর্থ পরিপূর্ণ না হওয়া, মোটেই ‘না হওয়া’ নয়। তিনি দলিল হিসাবে কুরআনের এই আয়াত পেশ করেন : “কুরআন থেকে যতটুকু পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়ে নাও”। এর থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামাযে বিশেষ করে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ নয়, ফরয হলো কুরআনের যে কোন সূরা হতে কিছু আয়াত পড়া। ইজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বেদুইনকে নামায শিখাতে গিয়ে বলেছেন, “কুআন থেকে যা কিছু পারো পড়ো”।

٧٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثَةِ غَيْرٍ تَمَامٌ فَقِبِيلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْأَمَامِ قَالَ اقْرَأْ بَهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنَّi سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنِ عَبْدِيْ نَصْفِيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدِنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْتِي عَلَى عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجْدِنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنِ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ - رواه مسلم .

৭৬৬। হ্যরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু এতে উশুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়লো না তাতে তার নামায ‘অসম্পূর্ণ’ রয়ে গেল। এই কথা তিনি তিনবার বললেন। একথা শনে কেউ আবু হোরাইরাকে জিজেস করলো, আমরা যখন ইমামের পেছনে নামায পড়বো তখনে কি তা পড়বো? উভয়ে তিনি বললেন, হাঁ তখনে তা পড়বে নিজের মনে মনে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘আল্লাহ বলেছেন, আমি ‘নামায’

অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি, (এভাবে যে, হামদ ও ছানা আমার জন্য আর দোয়া বান্দাহর জন্য)। আর বান্দাই যা চায় তা তাকে দেয়া হয়। বান্দাহ বলে, সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করলো। যখন বান্দাহ বলে, আল্লাহ বড় মেহেরবান ও পরম দয়ালু, আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দাহ আমার শুণগান করলো। বান্দাহ যখন বলে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিনের হাকীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমায় সশ্বান প্রদর্শন করলো। বান্দাহ যখন বলে, (হে পরওয়ারদিগার!) আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার (ইবাদত আল্লাহর জন্য আর দোয়া করা বান্দাহর জন্য)। আর আমার বান্দাহ যা চাবে তা সে পাবে। বান্দাই যখন বলে, (হে পরওয়ারদিগার)! তুমি আমাদেরকে সোজা পথে চালাও। ওই সব লোকদের পথে যার উপর তোমার ফজল ও করম আছে। ওই সব পথে নয় যে পথে তোমার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। আর পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর বান্দাহ যা চাবে, সে তা পাবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : “আমি সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি”-এর অর্থ হলো, সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত। “আলহামদু লিল্লাহ হতে মালিকী ইয়াওয়িদীন” পর্যন্ত এই তিন আয়াত আল্লাহ তাআলার হামদ ছানা সম্পর্কিত। আর মাঝখানের আয়াতটি “ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতারীন” আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যুক্ত। এভাবে যে, “ইয়্যাকা না’বুদু’র মধ্যে আছে আল্লাহর ইবাদত যা তাঁর জন্য। আর “ইয়্যাকা নাসতাইন”-এ আছে বান্দার তরফ থেকে প্রয়োজন পূরণের আবেদন। এর পরের তিন আয়াত অর্থাৎ ইহদিনাস সিরাতাল থেকে ওয়ালাদদোয়াল্লাইন” পর্যন্ত এই তিন আয়াত শুধু বান্দার দোয়ার সাথে সম্পর্কিত।

৭৬৭ - وَعَنْ أَنْبِئَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - رواه مسلم

৭৬৭। হযরত আনাস (রা) হাতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) নামায আলহামদু লিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এই সাহাবাগণ সূরা ফাতিহা আওয়াজ করে পড়েছেন বলেই তিনি শুনেছেন। বিসমিল্লাহকে আওয়াজ করে পড়তে শুনেননি। এই হাদীস অনুসারেই ইমাম আবু হানিফা (র) বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়ার পক্ষে এবং তিনি মনে করেন, সূরা নামলে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ ছাড়া আর কোন বিসমিল্লাহ

কুরআনের অংশ নয়। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী বিসমিল্লাহকে কুরআনের অংশ মনে করেন।

৭৬৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَنَ الْأَمَامُ فَآمَنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَأَفَقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفرَانَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . مُتَقْفَقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ قَالَ إِذَا أَمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا أَمِينٌ فَإِنَّهُ مَنْ وَأَفَقَ قَوْلَهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفرَانَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هَذَا لُفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ قَالَ إِذَا آمَنَ الْقَارِئُ فَآمَنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ فَمَنْ وَأَفَقَ تَأْمِينَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفرَانَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৬৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন ‘আমীন’ বলবে, তোমরাও ‘আমীন’ বলবে। কারণ যে ব্যক্তির ‘আমীন’ ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায়, সাল্লাহু তার অতীতের সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন (বুখারী ও মুসলিম)। আর এক বর্ণনায় আছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন ইমাম বলে, ‘গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন’, তখন তোমরা আমীন বলবে। কারণ যার ‘আমীন’ শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলে যায় তার আগের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এ শব্দগুলো বুখারী শরীফের মুসলিম শরীফের হাদীসের শব্দগুলোও এর মতোই। আর বুখারীর অন্য একটি বর্ণনার শব্দ হলো, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কুরআন পাঠকারী অর্থাৎ ইমাম বা অন্য কেউ ‘আমীন’ বলবে, তোমরাও সাথে সাথে আমীন বলবে। কারণ সে সময় ফেরেশতারাও আমীন বলেন। আর যে ব্যক্তির ‘আমীন’ শব্দ ফেরেশতাদের আমীন শব্দের সাথে মিলে যাবে তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

### মোক্ষাদীর নামায পড়ার পদ্ধতি

৭৬৯ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَاقِمُوا صُفُوقَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَرَ فَكِبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا أَمِينٌ يُجِبِّكُمُ اللَّهُ

فَإِذَا كُبِرَ وَكَعْ فَكَبِرُوا وَأَرْكَعُوا فَإِنَّ الْأَمَامَ يَمْكُحُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ بَعْدًا  
وَشُوَّلْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ بَعْدَكَ قَالَ وَإِذَا قَالَ شَعْلَ اللَّهُ تَعَالَى  
حَدَّدَهُ قَطْرَلَوْ لَهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَسَدُ يَسْعَ اللَّهُ لَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُنَّ  
رَوَائِيَّةٌ لَهُ عَنْ أَنَّى هَرِيرَةَ وَقَتَادَةَ وَإِذَا قَرَأُ فَانْصَتُوا .

৭৬৯। ইব্রাহিম আবু মুসা আশোয়ারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন জামানাতে নামাব পড়লে, তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করবে। এরপর তোমাদের কেউ জেমাদের ইমাম হবে। ইমাম তাকবীর তাহরীম আলাইহিম ওয়াল্লাদ দোয়াল্লীন” বললে, তোমরা আশান বলবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দোয়া করুণ করবেন। ইমাম কর্তৃত যাবার সময় আল্লাহ আকবার বলবে ও কর্কৃতে যাবে। তখন তোমরাও আল্লাহ আকবার বলবে। ইমাম, “গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াল্লাদ দোয়াল্লীন” বললে, তোমরা আশান বলবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দোয়া করুণ করবেন। ইমাম কর্তৃত যাবার সময় আল্লাহ আকবার বলবে ও কর্কৃতে যাবে। তখন তোমরাও আল্লাহ আকবার বলবে কর্কৃতে যাবে। ইমাম তোমাদের আগে কর্কৃ করবে। তোমাদের আগে কর্কৃ হতে মাথা উঠাবে। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এটা ওটার পরিবর্তে (অর্থাৎ তোমরা পরে কর্কৃতে গেলে, আর পরে মাথা উঠালে ও ইমাম আগে কর্কৃতে গেলে আর আগে মাথা উঠালে, উভয়ের সময় এক সমান হয়ে, গলে)। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইমাম সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলবে, তোমরা বলবে আল্লাহয়া বুবানা লাকাল হামদ, আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা শুনেন (মুলিম)। মুলিমের জোর এক বর্ণনার এই শব্দগুলো আছে, “হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামের কেন্দ্রামুক্ত পড়াক সময় তোমরা খার্শুণ থাকবে।”

ব্যাখ্যা : এই হাদিসের মর্ম অনুযায়ী ইমাম আবু ইনিফা ও ইমাম আহমদ বলেন, ইমাম সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বললে মুজাদী ‘বুবানা লাকাল হামদ বলবে। এরপরদিকে অন্য এক হাদিস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী বলেন, মুজাদী দুটিই অর্থাৎ সামিআল্লাহ ও বুবানা লাকাল হামদ বলবেন। অবশ্য একা একা নামায পড়লে সকল ইমামই বলেন, তাঁকে দুইটাই পড়তে হবে।

— وَعَنْ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْرَا فِي  
الظَّفَرِ فِي الْأَوْلَيَيْنِ بِأَمْ الْكِتَابِ وَسُورَتِينِ وَفِي الرَّكْعَتِيْنِ الْآخِرَيَيْنِ تَامِ  
الْكِتَابِ وَشَمَعْنَا الْأَيَّةَ أَحْيَانًا وَيُطَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى مَا لَا يُطَلِّعُ فِي  
الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهُكْمَدًا فِي الْعَصْرِ وَهُكْمَدًا فِي الصُّبْعِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

৭৭০। হ্যরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতিহা এবং আরও দুইটি সূরা পড়তেন। পরের দুই রাকায়তে শুধু সূরা ফাতিহ পড়তেন। আর কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে আয়ত শুনিয়ে পড়তেন। তিনি প্রথম রাকায়াতজোনে জিনীর আকায়াত অপেক্ষা লম্ব করে পড়তেন। এইভাবে তিনি আসরের নামাযে পড়তেন। এইভাবে তিনি ফজরের নামাযও পড়তেন (বুধারী ও মুসলিম)।

‘ক্ষয়ৈ চ যুহিরের নামাযে কিরাআত তো মনে মনে বা চুপে চুপে পড়া হয়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই পড়তেন। কিন্তু কখনো কখনো যুহরের নামাযেও কেরাআত শব্দ করে পড়তেন। কারণ লোকেরা যেনে বুবতে পারে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিহার পর এর সাথে আরো কেবল সূরা ফাতিহাত পড়েন।’

‘প্রথম রাকাআতে একটি লম্ব কেরাআত পড়তে হয়, এই হাদীস থেকে বুয়া যাবে। ইমাম মালিক, শাফেই ও ইমাম আহমাদ এই মত পোষণ করেন। সকল নামায়েই তারা এমন করার পক্ষে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ শুধু কভরের নামাযে প্রথম রাকাআত বড় করার পক্ষে মত দেন। কারণ ও সময়টা হলো শুধু আরামের সময়। যারা দেরীতে আসবে তারা যেন প্রথম রাকাআত পেয়ে যাবে।’

**٧٧١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْنُ رَجُلُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فَعَزَّزَنَا قِيَامُهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ هُنَّ الطَّهْرُ قَدْرُ قِرَاةِ الْمِنْزِيلِ السَّجْدَةُ وَفِي رَوَايَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرُ ثَلَاثَيْنِ آيَةٍ وَعَزَّزَنَا قِيَامُهُ فِي الْآخِرَيْنِ قَدْرُ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَعَزَّزَنَا كُلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِ الْآخِرَيْنِ مِنَ الطَّهْرِ وَفِي الْآخِرَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

৭৭১। হ্যরত আবু সান্দ বুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - যুহর ও আসরের নামাযে ক্ষেত্র সময় দাঁড়াল তা আয়তা আন্দাজ করতাম। আয়তা আন্দাজ করলাম যে, তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকায়াতে ‘সূরা আলিফ লাম মাম তানিয়লুস সিজদা’ পড়তে যতো সময় লাগে অত্যুগ্রণ দাঁড়াতেন। আবু এক বৃন্দাবন আছে, প্রতোক রাকাআতে প্রায় ত্রিশ প্রায় পড়ার সময় ও শেষ রাকায়াতে এর অর্ধেক সময় দাঁড়াতেন বলে অনুমান করেছি। আসরের নামাযের প্রথম দুই রাকায়াতে, যুহরের নামাযের শেষ দুই

রাকাআতের অর্দেক সময় এবং আসরের নামায়ের শেষ দুই রাকাআতে বোহরের ইশ্বর দুই রাকাআতের অর্দেক সময় বর্ণে আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের নামায়ের শেষ দুই রাকাআতে সাধারণভাবে সূরা ফততিহাহ পড়তেন। এটাই হলো শুল্কতা। তবে সূরা ফততিহাহ সাথে অন্য কোন সূরা পড়তে কে দোষ নাই তা বুবাবার অন্য ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পড়তেন।

৭৭১ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُعْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظَّهِيرَةِ بِالنِّيلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي رِوَايَةٍ يَسْتَبِعُ أَسْمَ رِبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الْعَصْرِ تَعْقِرُ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ . رواه مسلم .

৭৭২। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে 'সূরা ওয়াল্লাহিল ইজা ইয়াগুশ' এবং অপর বর্ণনামতে সাবিহিসমা বুবিকাল স্থালা পড়তেন। আসরের নামায়ও খেরেইভাবে পড়তেন। কিন্তু ফজুরের নামায়ে এর চেয়ে লম্বা সূরা পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই সূরাগুলো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুহরের নামাযে পড়েছেন। কিন্তু কোন রাকায়াতে পড়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে একথা বুঝ গেছে যে, পূর্ব অংক সূরা এক রাকাআতে পড়েছেন। এক রাকাআতে এক সূরা পড়াই উচ্চম, অংশবিশেষ পড়ার চেয়ে।

৭৭৩ - وَعَنْ حُمَرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْطَّوْرِ - متفق عليه .

৭৭৩। হযরত জুবায়ের ইবনে মুতয়েম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা 'নূর' পড়তে শুনেছি (বুখারী ও মুসলিম)।

৭৭৪ - وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بْنِ الْعَارِثَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عَرْفًا . متفق عليه .

৭৭৪। হযরত উমের বিনতে হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা 'মুরসালত' পড়তে শুনেছি।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস ছাবা বুবা ঘোষ যে, কোন বিশেষ নামাযে বিশেষ সূরা পড়া অঙ্গবিশেষকীয় নয়। প্রমাণ আছে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক

নামায়ে এক এক সময়ে এক এক সূরা পড়েছেন। তবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খে নামাযে বে সূরা প্রায় সময়ই পড়তেন সে নামাযে এই সূরা পড়াই উচ্চম। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁৰ মুজাদীদের অবস্থা ব্যবহার কৰেই নামায পড়তেন। কখনো বেশ সম্মা সূরা পড়েছেন, আবার কখনো ছোটসূরা। জুনে হযরত ওমর (রা) কজুর ও যুহরে 'তেওয়ালে মুফাসসাল' (বড় সূরা), আসর ও ইশায় 'আওসাতে মুফাসসাল' (মধ্যম সূরা) এবং মাগুরিবের নামাযে 'কেন্দ্রীয় মুফাসসাল' (ছোট সূরা) পড়া নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হজুরের আমল অনুযায়ী নিচের হযরত ওমর এই কাজ করেছেন।

সূরা 'হজুরাত খেকে বুরুজ' পর্যন্ত সূরাগুলো তেওয়ালে মোফাসসাল 'বুরুজ হতে নাম ইয়াকুন' পর্যন্ত আওসাতে মোফাসসাল এবং 'নাম ইয়াকুন হতে নাস' পর্যন্ত কেন্দ্রে মোফাসসাল।

٧٧٥ - وَعَنْ جَابِرِ قَالَ كَيْفَ يُؤْمِنُ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَصْلِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فِيَوْمٍ قَوْمَهُ قَضَلَى لِيَكَهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشَاهَدَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَّا نَافَقْنَا بِآبَانَ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَبَرَنَّهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَصْحَابُ غَوَاضِعٍ خَعْلَمُ بِالنَّهَارِ لَا إِنْ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ خَلَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَيْتَانِي أَتَرَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشِي وَسَبِّعَ اسْمَ رِبِّكَ الْأَعْلَى -  
مشق عليه

১৭৫-৬ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বজেন, হযরত মুআয় ইবনে জাবাল (রা) মৰী কবীয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামায়াতে নামায পড়তেন, তারপর নিজ মহল্লার ঘেঁতেন ও মহল্লাবাসীর ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কেন্দ্র নামায পড়লেন, তারপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন। তিনি নামাযে সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলেন। এতে বিরক্ত হয়ে এক লোক সালাম করিয়ে নামায

থেকে পৃষ্ঠক হয়ে গেছে। একা এক নামায পড়ে এখান থেকে চলে গেছে। তার এ অরজ্ঞা মনে থেকে লোকজন বিশ্বিত হয়ে বললো, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছে? জরাবে সে মঙ্গলো; আশুভ্র কসম! আমি কখনো মুনাফিক হয়েনি। দিচ্ছ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাবো। এ বিবরণটা সম্পর্কে তাঁকে জানাবো। তারপর সে ব্যক্তি হজুরের কাছে এলো। বললো, হে আল্লাহর মুসল্ম! আমি পানি সেচকারী (শৈতানিক), সারাদিন সেচের কাজ করি। মুঝে আপনার সাথে ইশার নামায পড়ে নিজের গোত্রের ইমামতি করতে এসে সূরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করে দিলেন। এ কথা শুনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআবের উল্লিঙ্গে স্তাকালেন এবং বললেন, হে মুঝায়! তুমি কি ক্ষিতন্ত সৃষ্টিকারী? তুমি ইশার নামাযে সূরা ‘ওয়াশ-শামসি ওয়া দোহাহা’, সূরা ওয়াদ-দোহা, ওয়াল-লাইলি ইত্তা-ইয়াগল্ম, সূরা সাবেহিসমা রাখিবকাল আলা পড়বে (শুধুরী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এই ব্যক্তি নামাযের প্রতি বিত্তও হয়নি। সারাদিনের কর্মক্লান্তিতে নামাযে সবচেয়ে দীর্ঘ সূরা, সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলে অধৈর্য হয়ে উঠে। বাধ্য হয়ে নামায ছেড়ে দিয়ে একা এক নামায আদায় করে নেয়। আর নামায ছেটি করে পড়ার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআব ইবনে আবাল (রা)-কে বলে দেন। এক নামায দুইবার পড়া যায় কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

এই প্রশ্নাবলী অনুবন্ধী ইমাম শাফেতী ফরয নামায আদায়কারীদের ইমামতি নফল নামায আদায়কারী করতে পারেন্ত বলে অভিযন্ত দেন। কেননা মুঝায় ইবনে আবাল হজুরের সাহস্র জনায়তে ফরয আদায় করে এসে এখানে গোত্রের ইশার নামায ইমামতি করেছেন। তার এই নামায ছিলো মফল। গোত্রের নামায ছিলো ফরয।

ইস্লাম আবু হানিফা (র). বলেন, মফল নামায আদায়কারীর পেছনে ফরয নামায আদায়কারীর ইঙ্গেদা করা জারীয় নয়। হ্যরত মুঝায় ইবনে আবাল হজুরের পেছনে যে নামায পড়েছেন তা তিনি নকশের নিয়াতে পড়েছেন। তিনি জানতেন তাকে আবার গোত্রের নামায পড়তে হবে। আর নিয়াত অনুযায়ী সব কাজের ফল হয়। কাজেই তিনি গোত্রের সাথে বে নামায পড়েছেন তা ছিলো তার ফরয নামায, নফল নয়। কাজেই এটা জারীয়।

٧٧٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي  
الْعِشَاءِ وَالثَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ - مَتْفُقٌ عَلَيْهِ

৭৭৬। হ্যরত বারাআ ইবনে আয়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশার নামাযে সূরা ওয়াত্তিন ওয়ায়াইতুন পড়তে শুনেছি। আর তাঁর চেয়ে মধুর স্বর আমি আর কারো শুনিনি (শুধুরী ও মুসলিম)।

৩২৪ । ক্ষয়াব্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় কানূন । জাহেরী ও স্বাতেনী উভয় দিক দিয়েই আল্লাহ তাঁকে শুধু আনুক নয় নিসাতের সকল গুণ শুগাছিত করেছেন । বিশ্বব্যাপী বিশ্বজনীন দাওয়াত নিয়ে জিসি দুমিজ্যায় আগমন করেছেন । তাঁর দাওয়াতে প্রচারিত দীন দুনিয়ার শেষ দিন প্রর্ক্ষ থাকবে ।

৩২৫ । কাজেই তাঁর অবয়ব সৌন্দর্যের সাথে তাঁর কর্তৃত্বের থেকে মধুর কর্তৃত্বের আবি কার হবে । তাই হজুরের কর্তৃত্বের সম্পর্কে রাবীর এই 'সাক্ষ' একটি সত্য কথার প্রেরণ সোক্ষ্য ।

৩২৬ । ۷۷۷ - وَهُنَّ جَابِرٌ بْنُ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِسْقَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَحْوِهَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ يَعْدُ تَحْفِيقًا - رواه

مسلم

৩২৭ । হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজুরের নামাযে সূরা 'কাফ' ওয়াল 'কুরআনিল মক্কাদ' ও এরপ সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন । অন্যান্য নামায ফজুরের চেয়ে কম দীর্ঘ হতো (মুসলিম) ।

৩২৮ । ক্ষয়াব্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্বের যেমন মধুর ছিলো তেমনি ফজুরের নামাযের সময়টাও কলকর্তৃবিহীন একটা নীরব নিরিখিল সময় । যেমন সব কয়টি দুয়ার শুল্ক দিয়ে এসময় তিলাওয়াতে বড় নিবিট হজুর যায় । আর এ সময় রাতের শেষের ও দিনের প্রথম প্রহরের ফেরেশতাদের গমনাগমনের সময় । বাল্দাদের অবস্থার সাক্ষী তারা আল্লাহর কাছে দেবেন । সজ্জত ভাই হজুর এই নামাযের কেরাওত দীর্ঘ করতেন । দোয়া করুলের সময় এটা । অন্যান্য নামায তিনি ফজুরের নামাযের মতো লম্বা করতেন না ।

৩২৯ । ۷۷۸ - وَعَنْ عَمِرِو بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيلِ إِذَا غَسِّعَنَ - رواه مسلم .

৩৩০ । হযরত আমর ইবনে ইরাইস (রা) হতে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজুরের নামাযে 'ওয়াল লাইল ইজা আসুজাসা' সূরা পড়তে শুনেছেন (মুসলিম) ।

৩৩১ । ۷۷۹ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائبِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحِّ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى

وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَىٰ أَخْذَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعْلَةً فِرْكَعَ .

রواه مسلم .

৭৬৯। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আমাদের ফজরের নামায় পড়িয়েছেন। তিনি সূরা মোমেন পড়া শুরু করলেন। তিনি যখন মূসা ও হারুন অথবা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা পর্যন্ত এসে পৌছলেন তার কাশি এসে গেলে (সূরা শেষ না করেই) তিনি রুক্তে চলে গেলেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাশির কারণে নামাযে ফজরে দীর্ঘ তিলাওয়াত শেষ করতে পারেননি। সূরায় হ্যরত মুসা ও হারুন অথবা হ্যরত ঈসার কথা আসলে এসব মর্যাদাবান নবীদের উল্লেখে তাঁর মন আবেগাপূর্ত হয়ে উঠে। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এই কারণেই তাঁর কাশি এসে গেলো। কান্না আর কাশির কারণে তিনি তিলাওয়াত ক্ষান্ত করে রুক্তে চলে গেলেন।

৭৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَنْزِلِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي السَّاَنِيَّةِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ - متفق عليه .

৭৮০। হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকায়াতে ‘আলিফ লাম মীম তানফীল’ ও দ্বিতীয় রাকায়াতে ‘হাল আতা আলাল ইনসানি’(অর্থাৎ সূরা দাহর) পড়তেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসের উপর আমল করে শাফেয়ী ইমামগণ জুমআর দিন ফজরের নামাযে এই সূরাটুলোই পড়তেন। সব সময় নয়। কোন নিদিষ্ট নামাযে কোন নিদিষ্ট সূরাকে নিদিষ্ট করা অর্থ হলো অন্য কোন সূরা না পড়া। এটা করলে অন্য সূরার শুরুত্ব করে যায়। অথচ কুরআনের সব সূরাই শুরুত্বপূর্ণ। ইজুর কখনো কখনো পড়তেন। তাহলে উপরও কথনো পড়েন। এটা উত্তম।

৭৮১ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَعْلَمَ مَرْوِيًّا أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَيْهِ مَكْكَةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةُ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سَوْرَةَ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَاقُونَ فَقَالَ شَمِعْتَ لِرَكْنِكُلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - رواه مسلم .

۷۸۱ । হযরত ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, মারওয়ান হযরত আবু হুরাইরাকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় গেলেন । এসময় হযরত আবু হুরাইরা জুমুআর নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন । তিনি নামাযে ‘সূরা জুমুআ’ প্রথম রাকয়াতে ও সূরা ‘ইজ্জা আয়াকাল মুনাফিকুন’ প্রতিয় রাক্তাতে পড়লেন । তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমুআর নামাযে এই দুইটি সূরা পড়তে চানেছি (মুসলিম) ।

۷۸۲ - وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِينَ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِيعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثَ الْفَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَرَأَيْتَ مَا فِي الصَّلَائِعِ - رواه مسلم .

۷۸۲ । হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে ও জুমুআর নামাযে সূরা ‘সাকিহিসমা রবিকাল আলা’ ও ‘হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ’ পড়তেন । আর ঈদ ও জুমুআ এক দিনে হলে, এই দুইটি সূরা তিনি দুই নামায়েই পড়তেন (মুসলিম) ।

۷۸۳ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَابِ سَلَكَ إِلَيْهِ وَأَقْدَمَ إِلَيْهِ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقِرْآنِ الْمَجِيدِ وَأَقْرَبَتِ السَّاعَةُ - رواه مسلم .

۷۸۴ । হযরত উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, ওমর ইবনুল খাত্বাব (রা) হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসীকে জিঞ্জেস করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযে কি পাঠ করতেন? রাবী বলেন, তিনি উভয় ঈদের নামায়েই ‘সূরা কাফ’ ও ‘আল কুরআনিল মজিদ’ ও ‘ইকতারাবাতিস সাআহ’ পড়তেন (মুসলিম) ।

ব্যাখ্যা : হযরত ওমর (রা) হজুর কর্মসূর ধূবই নিকটের সাহায্য ছিলেন । হজুরের নামাযসহ সকল আমল সম্পর্কেই তিনি হযরত ওয়াকেদ লাইসী হতে বেশী অবগত । এখানে হযরত ওমর (রা) হযরত ওয়াকেদকে জিঞ্জেস করার উদ্দেশ্য হলো স্নেকদের সামনে হজুরের এই আমল প্রয়োগ করা ।

۷۸۴ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتِ الْفَجْرِ يَقُلُّ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رواه مسلم .

৭৮৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকায়াত নামাযে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন' ও সূরা কুল হয়াল্লাহু আহাদ' পড়েছেন (মুসলিম)।

৭৮৫ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رُكْعَتِي الْفَجْرِ قُولُواً أَمْنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَالَّتِي فِي أَلِّ عِمْرَانَ قُلْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ سَوَا، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ - رواه مسلم

৭৮৫। হযরত ইবনে আবুস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকায়াত নামায়ে ষষ্ঠাক্রমে সূরা বাকারার এই আয়াত 'কুলু আমানু বিল্লাহি ওয়ামা উনজিলা ইলাইনা' এবং সূরা আলে ইমরানের এই আয়াত 'কুল ইয়া আহলাল কিতাবে তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম' পড়তেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪। এই হাদীস হতে জানা গেল যে, নামায়ে কোন সূরার অংশবিলোভ পড়াও জায়েয়।

#### বিতীয় পরিছেদ

৭৮৬ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ صَلَاتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - رواه الترمذি و قال هذا حديث ليس استناداً بذلك

৭৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহর সাথে নামায শুরু করতেন (ইমাম তিরিমিয়ী এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, এই হাদীসের সনদ মজবুত নয়)।

ব্যাখ্যা ৪। বিসমিল্লাহ দিয়ে নামায শুরু করার অর্থ হলো তিনি নামাযের প্রথমে তাকবীর আহরীমার পর চুপে বিসমিল্লাহ পড়তেন। তারপর আওয়াজ করে আলহামদু লিল্লাহ পড়তেন।

৭৮৭ - وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِحِينَ قَالَ أَمِينٌ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ - رواه الترمذি و أبو داؤد والدارمي و ابن ماجة

৩৮৩। হয়রত ওয়াহেব ইবনে হজুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে চলেছি, তিনি নামাযে 'গাহুরিল মাগদুবি আলাইহি ওয়ালাহ সেখানীন' পড়ার পর সশব্দে 'আমীন' বলেছেন (আবু দাউদ, দারেমী, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : সশব্দে 'আমীন' বলার দুটো অর্থ হতে পারে। হয় তিনি উচ্চবরে 'আমীন' বলেছেন অথবা এর অর্থ হতে পারে আমীন শব্দের 'আলীফ'কে মাদের সাথে টেনে পড়েছেন।

আমীন বলার বিষয়েও ইমামগণ মতভেদ করেছেন। 'আমীন' পড়ার ব্যাপারে কাঞ্চন বিপ্রতি নেই, একে হেক বা ইবামের সাথে হোক। বিমত হলো উচ্চবরে বলতে হবে না মনে হবে বলতে হবে। এই হাদিস অনুষ্ঠানী ইবাম শাকেরী 'আমীন' উচ্চবরে বলেন।

ইমাম আবু হামিদক বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চবরে 'আমীন' বলেছেন, সাহাবীদেরকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। এরপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারেই আমীন বলেছেন। আলকাব্রা ইবনে ওয়াইলের হাদীস তার প্রমাণ। তাতে আছে যে, ওয়াইল (রা) হজুরকে নামায পড়তে ও চুপে চুপে আমীন বলতে দেখেছেন। হয়রত ইবনে ফাসউদও আমীন চুপে চুপে বলতেন।

وَعَنْ أَبِي زُهَيرِ النَّمِيرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلْحَفَ فِي الْمَسَالَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ أَنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بِأَيِّ شَيْءٍ يُغْتَسِمُ هَذَلِلَةً بِأَمْبِينَ - رواه أبو داود ৭৮৮

৭৮৮। হয়রত আবু যুহায়র নুমাইয়ী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট এলাম যিনি (নামাযের অধৃত) আল্লাহর কাছে আকৃতি-মিনতির সাথে দোয়া করছিলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শোকতি তার জন্য জাল্লাত ঠিক করে নিলো, যদি সে এতে সেবার অন্তর্ভুক্ত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কি দিয়ে মোহর দানাবে? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমীন' দিয়ে (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : "জন্মাত ঠিক করে নিলো" এর্য হলো এই ব্যক্তি তার দোয়ার পেষে যদি 'আমীন' বলে তা খুচুয় করে নিতো তাহলে সে আগফিরাত ও জন্মাত পালার কুকুল হয়ে গেলো। তার দোয়া কাকুতি মিনতি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে দেওলো।

খতমের দুই অর্থ। মোহর (সীল) লাগানো। অথবা খতম (শেষ) করা। এর মর্ম হলো, 'আমীন' হলো আল্লাহ তাআলার মোহর। এর ছাঁড়া বালা-মসিবত, বিশদ-অপদ খতম হয়। যেমন মোহর ছাঁড়া চিঠিপত্র ও দলিলপত্র নিরাপত্ত হওয়ে যায়, কিঞ্চিরযোগ্য হব। হজুরের একথা বলার অর্থ হবে, যে ব্যক্তি তার সময়কার কাছে কাঙ্ক্ষিত মিলতি করে দোয়া করবে, এরপর আমীন বলবে, আল্লাহ তাআলা দোয়া করুণ করে নেবেন। এই দোয়া হবে পরিপূর্ণ দোয়া।

**٢٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَفِقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ - رواه النسائي .**

৭৮৯। ইফরত আরেশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আরাফ দুই তাগ করে মাগারিবের নামায়ের দুই রাজ্ঞায়তে পড়লেন (নামায়ী)।

ব্যাখ্যা : মাগারিবের নামায হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষেত্রে মোফাসসালের সূরাগুলো দিয়েই সাধারণত পড়তেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি আরেয়ে প্রমাণ করার জন্য মোফাসসালের সূরা অর্থাৎ বড় সূরা দিয়েও মাগারিবের নামায পড়তেন।

**٧٩٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقُوذُ لِرَسُولِ اللَّهِ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةَ إِلَا أَعْلَمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرْئَتَانِ فَعَلَمْتُنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلِمْ يَرَنِي سُرْرَتُ بِهِمَا جِدًا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ التَّفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةَ كَيْفَ رَأَيْتَ - رواه احمد وابو داؤد والنسائي .**

৭৯০। ইফরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সকারে করীমের উটের নাককাটি ধরে সামনের দিকে চলতাম। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে ওকবা! আমি কি তোমাকে পড়ার অত দুটি উচ্চম সূরা শিখা দেবোঁ। তারপর তিনি আমাকে সূরা 'কুল আউজু বিরবিল ফালাক' ও সূরা 'কুল আউজু বিরবিলনাস শিখালেন। কিন্তু এতে আমি কুব খুশী হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। পরে তিনি ফজরের নামাযের জন্য উট হতে নামলেন। এই দুইটি সূরা দিয়েই আমাদেরকে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কি দেখলে হে ওকবা (অহমাদ, অবু দাউদ, নামায়ী)।

**ব্যাখ্যা :** অভিশঙ্গ শয়তানের ধোকাবাজি ও ষড়যন্ত্র হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর হিফাজতে যাবার জন্য এই দুইটি সূরা খুবই উত্তম সূরা।

ওকৰাকে এই দুইটি সূরা শিখাবার পৰি ওকৰা এৱ প্রতি বেশী গুৱাত্ম দেননি বলে ছছুৰ এৱ গুৱাত্ম প্ৰমাণের জন্য ফজৱের নামাযেৱ দুই রাকাআতে এই দুইটি সূরা পড়লেন। এতে আসলে দুইটি জিনিস প্ৰমাণিত হলো। একটি এই দুইটি সূরার গুৱাত্ম। আৱো একটি ফজৱের নামাযেৱ মতো নামাযেৱ সময় সময় ছেট সূরা পড়া যায়।

٧٩١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِلْيَلَةِ الْجُمُعَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ وَرَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لِلْيَلَةِ الْجُمُعَةِ

৭৯১। হয়ৱত জাবিৰ ইবনে সামুৱা (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআৱ দিন রাতে মাগৱিবেৱ নামাযে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিৰুন' ও 'কুল হয়াল্লাহ আহাদ' পড়তেন (এই হাদীসটি শৱহে সুন্নায় বৰ্ণিত হয়েছে। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি ইবনে ওমৱ হতে নকল কৱেছেন। কিন্তু এতে 'লাইলাতুল জুমআ'- জুমআৱ রাত উল্লেখ নেই।)

٧٩٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৭৯২। হয়ৱত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঘণে শেষ কৱতে পাৱৰো না যে, আমি কতোবাৱ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগৱিবেৱ নামাযেৱ পৰি ও ফজৱেৱ নামাযেৱ আগেৱ প্ৰথম দুই (ৱাকাত) সুন্নাতে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিৰুন' ও 'কুল হয়াল্লাহ আহাদ' পড়তে পৱেছি (তিৱমৰ্য্যী)। এই হাদীসটি ইবনে মাজাহ হয়ৱত আৰু হৱাইৱা হতে বৰ্ণনা কৱেছেন, কিন্তু তাঙ্গু বৰ্ণনায় "মাগৱিবেৱ পৰ" শব্দ নেই।

٧٩٣ - وَعَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْমَانُ صَلَّيْتُ

خَلْفُهُ فَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَئِيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ  
الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقَصَارِ الْمُفَضَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعَشَاءِ بِوَسْطِ  
الْمُفَضَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَضَّلِ - رَوَاهُ النُّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ  
إِلَى وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ .

৭৯৩। তাবেয়ী হ্যরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমি অমুক লোক ছাড়া আর কোন লোকের পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে সামাজ্যপূর্ণ নামায পড়িনি। হ্যরত সুলাইমান বলেন, আমিও ওই লোকের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি যোহরের প্রথম দুই রাকাআত অনেক লম্বা করে পড়তেন। আর শেষ দুই রাকাআতকে ছোট করে পড়তেন। আসরের নামায ছোট করতেন। মাগরিবের নামাযে কেসারে মোফাসসাল সূরা পড়তেন। ইশার নামাযে আওসাতে মোফাসসাল পড়তেন। আর ফজরের নামাযে তেওয়ালে মোফাসসাল সূরা পড়তেন (নাসাদি। ইবনে যাজাহও এই বর্ণনাটি নকল করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনা আসরের নামায ছোট করতেন পর্যন্ত)।

ব্যাখ্যা : অমুক লোকটি কে? এসম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, হ্যরত আলী কারামুল্লাহ ওয়াজহু। কেউ বলেন, মারওয়ানের নিযুক্ত মদীনার গভর্নর।

৭৯৪ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَشَقَّلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِعَلَّكُمْ  
تَقْرَءُونَ خَلْفَ أَمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقْرَءُوا إِلَّا بِفَاتِحةِ  
الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالْتِرْمِذِيُّ  
وَالنُّسَائِيُّ مَعْنَاهُ وَقَيْ رِوَايَةُ لِابْنِ دَاوُدَ قَالَ وَآتَا أَقُولُ مَا لِي يُبَارِعْنِي  
الْقُرْآنُ فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَيْأَمِ الْقُرْآنِ .

৭৯৪। হ্যরত ওবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজুরের পেছনে ফজরের নামায ছিলাম। তিনি যখন কেরাআত পড়া শুরু করলেন, তখন তাঁর কেরাআত পড়া কষ্টকর ঠেকলো। তিনি নামায শেষ করে বললেন, তোমরা মনে হয় ইমামের পেছনে কেরাআত পড়ো। আমরা আরজ করলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কেরাআত পড়ি। তিনি বললেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া আর

কিছু পড়বে না। কারণ যে ব্যক্তি এই সূরা পড়বে না তার নামায হবে না (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই এই অর্থে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি হলো কুরআন আমার সাথে এভাবে টালাটানি করছে কেন? আমি যখন সশব্দে কেরাআত পড়ি তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পড়বে না)।

. ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, নামাযে সর্ব অবস্থায়ই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, ইমামের পেছনেও। শাফেয়ী মাযহাবের মত এটাই। কিন্তু হযরত ইমাম আবু হানিফা বলেন, কেন অবস্থাতেই ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন, “যখন কুরআন পড়া হয়, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ও চুপ করে থাকবে” (৭ : ২০৪)।

তাই সূরা ফাতিহা পড়ার হাদীসগুলো প্রথম সময়ের হাদীস। হযরত ইমাম মালিকের মতে জেহরী নামায অর্থাৎ ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না। আর সেরূপী নামাযে অর্থাৎ যুহুর ও আসরের নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়াই উত্তম। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী এই মতকেই ভালো মনে করেছেন, যদিও তিনি হানাফী মাযহাবই অনুসরণ করেছেন।

٧٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْصَرَ مِنْ صَلَاةِ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاةِ فَقَالَ هَلْ قَرَا مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنَا زَعِيلُ الْقُرْآنِ فَقَالَ فَإِنَّهُمْ النَّاسُ عَنِ الْقِرَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ بِالْقِرَاةِ مِنَ الْمُصْلِوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَابْنُ دَاؤُودُ وَالثِّرْمَنِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ .

৭৯৫। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেহরী নামায অর্থাৎ শব্দ করে কেরাআত পড়া নামায শেষ করে নামায়িদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে কেরাআত পড়েছো? এক ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (আমি পড়েছি)। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই তো, আমি নামাযে মনে মনে বলছিলাম, কি হলো, আমি কিরাআত পড়তে আটকিয়ে যাচ্ছি কেন? হযরত আবু হুরাইরা বলেন, হজুরের একথা শুনার পড় সোকেরা হজুরের পেছনে জেহরী নামাযে কিরাআত পড়া বন্ধ করে দিয়েছে (মালিক, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)।

ষ্যাখ্যা ৪. এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, 'জেহরী নামায়ে ইমামের পেছনে সাহাবাগণ কোন কিরাআত পড়েননি, সূরা ফাত্তিহাও নয়। আর অন্য কোন সূরাও নয়। এই হাদীস থেকে হানাফী মাযহাবের কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমামের পেছনে মুকাদীদের কিরাআত পড়া জায়েয নয়। এই হাদীসটি আগে কিরায়াত পড়া হাদীসগুলোর জন্য 'নামেখ'। হযরত আবু হুরাইরা (রা) পরে ঈমান এনেছেন। তাই তার বর্ণিত হাদীসটিও ওইসব হাদীসের পরে হবে। আর এটা স্পষ্ট যে, পরের হকুম আগের হকুমের জন্য নামেখ।

٧٩٦ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ وَالْبَيَاضِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُصْلِيَ يُنَاجِيَ رَبَّهُ فَلَيَنْظِرْ مَا يُنَاجِيْهِ وَلَا يَجِدُهُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ - رواه احمد .

৭৯৬। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আনাস আল-বায়দী (রা) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ করেছেন, নামায়ে নামায়ের অবস্থায় তার পরওয়ারদিগারের সাথে একান্তে আলাপ করে। তাই তার উচিত্ত সে কি আলাপ করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব একজনের কুরআন পড়ার সময় অন্য কেউ যেন শব্দ করে কুরআন না পড়ে (আহমাদ)।

ষ্যাখ্যা ৪ হাদীসের শেষ বাক্যটি “অতএব একজনের কুরআন পড়ার সময় অন্য কেউ যেন শব্দ করে কুরআন না পড়ে”-এর অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি নামায়ে হেক কি নামায়ের বাইরে হোক কুরআন পড়লে অন্য কোন নামায়ীর বা অন্য কোন কারীর আভ্যন্তর যেন তাকে ব্যাহত না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

٧٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَعَلَ الْأَمَامَ لِيُؤْتَمْ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكِبِرُواْ وَإِذَا قَرَءَ قَانِصِتُواْ - رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة .

৭৯৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম এইজন্য নিরীক্ষ করা হয় যে, তাকে অনুসরণ করা হবে। তাই ইমাম আল্লাহ আকবার বললে তোমরাও আল্লাহ আকবার বলবে। ইমাম যখন কেরায়াত পড়বে, তোমরা তখন খামুশ থাকবে (আবু সাউদ, নামাটি, ইবনে মাজাহ)।

ষ্যাখ্যা ৪ ইমামের পেছনে কেরায়াত পড়া জায়েয নাই। এই অস্তিত্ব প্রমাণ করেন ইমামে আজম হযরত ইমাম আবু হানিফা। এই দুইটি হাদীস তার দলীল।

আৱ একটি হাদীসেও আছে, ‘ইমামের কেৱাআতই তাৱ কেৱাআত’। অতএব ইমামের পেছনে কেৱাআত পড়া জায়েয নয়।

**কুৱাআন না জানা ব্যক্তি কি পড়বে**

٧٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنِّي لَا أَسْتَطِعُ أَنْ أَخْذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ مَا يُعْزِّزُنِي قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ فَمَاذَا لِيْ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِيْهِ وَقَبْضَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ - رواه أبو داؤد .  
وانتهت رواة النسائي عند قوله الا بالله .

৭৯৮। হয়ৱত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজিৱ হয়ে আৱয কৱলেন, হে আল্লাহৰ রাসূল! আমি কুৱাআনেৱ কোন অংশ শিখে নিতে সক্ষম নই। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমাৱ জন্য যথেষ্ট হবে। জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই (দোয়া) পড়ে নিবে : “আল্লাহ পাক ও পবিত্ৰ। সব প্ৰশংসা তাৰ। আল্লাহ ছাড়া কোন মাৰুদ নেই। আল্লাহ অতি বড় ও মহান। গুণাহ হতে বেঁচে থাকাৰ শক্তি ও ইবাদত কৱাৰ তাওফিক আল্লাহৱ কাছে”। ওই ব্যক্তি আৱয কৱলো, হে আল্লাহৰ রাসূল! এসব তো আল্লাহৰ জন্য। আমাৱ জন্য কি? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাৱ জন্য পড়বে : “হে আল্লাহ! আমাৱ উপৱ রহম কৱো। আমাকে নিৱাপদে রাখো। আমাকে হিদায়াত দান কৱো। আমাকে রিজিক দাও”। তাৱপৱ লোকটি নিজেৱ দুই হাত দিয়ে এভাৱে ইশাৱা কৱলো আৱাৱ বন্ধ কৱলো যেন সে পেয়েছে বলে বুঝালো। এটা দেখে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এই ব্যক্তি তাৱ দুই হাত কল্যাণ দিয়ে ভৱে নিল (আবু দাউদ)। কিন্তু মাসাইৱ রাবীগণ এই বৰ্ণনা শেষ কৱেছেন “ইল্লা বিল্লাহ” পৰ্যন্ত।

**ব্যাৰ্থ্যা :** হাদীসেৱ বাক্যগুলোৱ মৰ্ম হলো প্ৰশুকাৱী কিৱাআতেৱ পৱিবৰ্তে অন্য কিছু পড়াৱ কথা জানতে চাইলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দিলো, তখন সে তাৱ দুই হাত দিয়ে ইশাৱা কৱলো ও হাত বন্ধ কৱলো। এৱ দ্বাৱা সে বুঝাতে চাইলো, সে যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে।

ওয়েব্রেটস্টোট ইসলামের প্রথম বুপের কর্তা। অথবা সে ইসলাম প্রচল করার পর  
পরই মাঝারের সময় হয়ে শিরোহিল দ্বক্ষয়ান শিখার তার প্রথম সময় হিসেবে।

৭৯৯ - وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ سُبْعَ

اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى - رواه احمد وابو داود

৭৯৯। হযরত ইবনে আবুস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কর্তৃম  
সাদ্বাহাহ আলাইহি ওয়াসাদ্বাহ যখন সূরা “সাকিহিসমা রকিকাল আলা” পড়তেন,  
বলতেন, ‘সুবহানা রকিয়াল আলা’ (আমি আমার উচ্চ মর্যাদাবান রক্মুল আলামিনের  
পবিত্রতা বর্ণনা করছি) (আহমাদ, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : আলাহার যখন যে হকুম আসতো সঙ্গে জুজুর সাদ্বাহাহ আলাইহি  
ওয়াসাদ্বাহ তা জাহল করতে পের করতেম। অধুনারীদেরকেও তা থেকে চলার ভাষ্য  
করতেম। হালীসে উচ্চবিত্ত সূরার প্রথমেই আলাহার প্রশংসা করার শৈর্ষে রয়েছে।  
তাই তিনি নামাযেও উচ্চ আলাত তিলাওয়াতের সাথে সাথে বলতেন, “আমি আলার  
মর্যাদাবান রক্মুল আলামীনের পবিত্রতা বর্ণনা করছি”。 জুজুরের সাহায্যিগণও  
নামাযেই সাথে সাথে এই প্রশংসা আক্ষ বলতেম। আমাদেরও অন্তর্প বলা করত্যা।

৮০০ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِي  
مَنْكُمْ بِالْغَيْنِ وَالْزَّيْتُونِ فَإِنَّهُمْ إِلَى أَنَّ يَسِّرَ اللَّهُ بِإِحْكَامِ الْعَدْلِ  
جَلِيلٌ وَّمَنْ أَنْجَى عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ . وَمَنْ قَرَأَ لَا أَفْسُمْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  
فَإِنَّهُمْ إِلَى أَنَّ يَسِّرَ اللَّهُ بِذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْلِمَ السَّوْتَنِ  
فَلِيَقْرَأْ فَقْرًا وَالْمَرْسَلَاتِ فَلِيَقْرَأْ قِبَائِيْ حَدِيثَ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلِيَقْرَأْ أَمْنًا بِاللَّهِ - رواه  
أَبُو دَاوُدَ وَالثَّرْمَدِيَّ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

৮০০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  
সাদ্বাহাহ আলাইহি ওয়াসাদ্বাহ বলেছেন তেজোদাদের ক্ষেত্রক্ষেত্র সূরা তীব্র পড়তে  
পছিতে “আলাইসাদ্বাহ বিআহকরিম হকিমীৰ” (আলাহ কি সবচেয়ে বড় হকিম  
নন), “পর্যাপ্ত পৌছবে, সে যেনে বলে, “বালা, ওয়া আনা আলা আলিক্ষ  
মিসাল-বাহিমীন” (হাঁ, আমি একজার সাক্ষদমিকামীদের একজন)। আর যে ধৰ্মি  
সূরা “কিয়াহাহ” পড়তে “আলাইসা বালিকা বিকাদিমীন আলা আল ইউহিমাল  
মাওতা” (বই আলাহার কি এই শক্তি রেই বে, তিনি স্মৃতদেরকে জীবিত করে  
উঠানেন), তখন সে যেনে বলে, “বালা” (হাঁ, তিনি তা করতে সমর্থ)। আর তে

ব্যক্তি, সূরা 'ক্ষয়াল সুরসদাত' পঠতে, পড়তে "কাবিজাল্য হাজিলিন" বা "দাহ ইউ মিনুন" (ইঠেরপর এরা কোন কথার উপর ইমান আনবেন") এ পর্যন্ত শৌরে সে যেনো বলে, "আমারা বিদ্যাহ" আমরা আল্লাহর উপর ইমান এনেছি) (আরু দাউদ, তিখীমী এই আদিগাটিক "গাহিদীন" পর্যন্ত বলিন করেছেন)।

৩. ব্যাখ্যা ৩. এই আয়তগুলোসহ এই ধরনের অন্যান্য আয়তের জবাবগুলোর ব্যাপারে মতভেদ আছে। উত্তরণ আয়ত নামাযের বাইরে পড়া হলে সুকল ঈমামের মতে তার জবাব দিতে হবে ইমাম শাফেয়ী বলেন, এই আয়তগুলো নামাযে পড়া হোক কি নামাযের বাইরে এর জবাব দিতে হবে।

হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন, নামাযের বাইরে আর নামায নামাযে শুন করে পড়লে তো জবাব দিতে হবে, ফরয নামাযে পড়লে জবাব দিতে হবে না।

ইমাম আয়ত আবু হানিফা বলেন, নামাযের বাইরে পড়লে জবাব দিতে হবে। নামাযের জবাবে জবাব দেয়া জরুরিয়ে নয়, তা যে নামাযই হোক। একথা যেন কেউ মনে না রাখ যে, এই উত্তরগুলোও কুরআনের ভাষা। আর এই উত্তরগুলো এই আয়ত তেজস্ব করয নামাযে করেছেন বলে কোন সাহাবী হতে বর্ণিত করেন।

١٨- وَعَنْ حَابِرٍ قَالَ جَرَاجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى  
أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا  
قَرَائِبَهَا عَلَى الْجِنِّ لِيُلْهِمُوهُمْ أَحْسَنَ مِرْدُوذَةٍ مِنْكُمْ كُفِّرْتُ كُلَّهُمَا أَتَيْتُ  
عَلَى قَوْلِهِ فَبِإِيمَانِ الْأَعْرَافِ يَكْتُبُهُمَا تُكَذِّبُهُمَا فَالْأُولُوا لَا يُشْكِنُونَ مِنْ نِعَمِكَ رَبِّنَا بِكَذِبِ

فَلَكَ الْحَمْدُ" (رواء الترمذى) و قال هذا حديث ضرس

৩. ৩০১. হযরত আবিক (র) হতে বর্ণিত জিনি বলেন, "সাল্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ  
অসাল্লাহ" ও যালাল্লাম তাঁর জিনি সাহাবীদের কাছে এসেন। আসেরকে তিনি সূরা  
আব-ক্ষয়াল করতে পের পর্যন্ত পড়ে জনাবেন। সাহাবীগণ তৃপ্ত হয়ে জনাবেন।  
আবিক (র) সাল্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আবাহিরি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই সূরাটি আবি  
'ক্ষয়াল' জিনের সাথে দেবার ঝাতে (জিনের সাথে দেবার ঝাতে) জিনের পড়ে উনিষেবি। জিনের  
জোন্দান চেয়ে এর পৈতৃক জালো দিয়েছে। আবি ইখনই "তোমাদের সন্দের খেন  
দেয়াজ্ঞাকে জেবর অবীকার করতে পারবে" পর্যন্ত শৌরেছি, তখনই উভয়ে তারা

বলে শুঠেছে, “হে আমাদের বৰ! আমৰা তোমার কোন নেয়ামতকে অঙ্গীকার করি না— তেমারই সব প্রশংসন” (তিরিমিয়ী, তিনি থলেছেন এই হাদীসটি গুরীব)।

### ত্রৈয় পরিষেদ

٨. ٣ - عن معاذ بن عبد الله الجهنمي قال إن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الصبح إذا زلت في الركعتين كليهما فلأدرى أنسى أم قرأ ذلك عمداً - رواه أبو داود

৮০২। তাবেয়ী হযরত মুআজ ইবনে আবদুল্লাহ জুহানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহাইন বংশের এক ব্যক্তি তাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযের দুই রাকায়াতেই সূরা ইয়া মুলাযিলুল্লাহ পড়তে প্রেরণেছেন। আমি বলতে পারি না, হজুর ভুলে গিয়েছিলেন না ইত্যাকেন্দুর পড়েছিলেন (আবু দাউদ)।

৪. ৪ - وَعِنْ عُرْوَةَ قَالَ إِنَّمَا يَكْرِرُ الصَّدِيقُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْمِغَارَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَلِيْهِمَا - رواه مالك

৮০৩। হযরত উরওয়া ইবনে জুবাইর তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা) ফজরের নামায পড়লেন। উভয় রাকায়াতেই তিনি সূরা বাকারা পড়লেন (মালিক)।

৪. ৫ - وَعِنْ عُرْوَةَ قَالَ إِنَّمَا يَكْرِرُ الصَّدِيقُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْمِغَارَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَلِيْهِمَا - رواه مالك

৪. ৬ - وَعِنْ الْفَرَاقِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْخَنْفِيِّ قَالَ مَا أَحَدَثْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِلَيْهَا فِي الصَّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّهَا - رواه مالك

٨٠٤ । ইয়রত ফারাফেসা ইবনে ওআইর হানাফী (র) বলেন, আমি সূরা ইউসুফ ইয়রত ওসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে উনে মুখ্য করেছি । কেননা তিনি এই সূরাটিকে বিশেষ করে ফজরের নামাযে প্রায়ই পড়তেন (মালিক) ।

٨٠٥ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ صَلَّيْنَا وَرَأَءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحِجَّةِ قِرَاءَتْ بِطِينَةً قَبْلَ لَهُ أَذْنَ لَقْدَ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ أَجَلْ - رواه مالك

٨٠٥ । ইয়রত আমের ইবনে রাবিতা (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা আবীরুল্লাহ মুনেনীন ইয়রত ওমর ফারাক (রা)-এর পেছনে ফজরের নামায পড়লাম । তিনি অর দুই রাকআতেই সূরা ইউসুফ ও সূরা ইজকে থেমে থেমে পড়েছেন । কেউ ইয়রত আমেরকে জিজেস করলো যে, ইয়রত ওমর (রা) ফজরের ওরোত ওক ইবনে সাথেই কি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন? উত্তরে আমের বলেন, হ্যাঁ (মালিক) ।

٨٠٦ - بَلْ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَا دَرَأَنِ الْمُفْصَلَ سُورَةُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ الْأَقْدَسْ مَعْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ بَهَا النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ - رواه مالك

٨٠٦ । ইয়রত আমর ইবনে ওআইব (র) হতে বর্ণিত । তিনি তার পিছার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোফাসসাল সূরার (হজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত) ছোট-বড় সকল সূরা দিয়েই ফরয নামাযের ইমারতি করতে শুনেছি ।

٨٠٧ - بَلْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِحَمْ الدُّخَانِ - رواه النسائي مرسل

৮০৭। তাবেয়ী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায়ে সূরা ‘হা-মিম আদ-দোখান’, পড়লেন (নাসায়ী)। হ্যরত ইমাম নাসায়ী এই হাদীসটিকে মুরসাল হাদীস হিসাবে নকল করেছেন। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা হলেন একজন তাবেয়ী।

• অ্যাখ্যা : এই হাদীসের বর্ণনায় দুইটি স্থাবনা রয়েছে। একটি হলো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের প্রথম দুই রাকায়াতেই ‘হা-মিম আদ-দোখান’ গোটা সূরাটি পড়েছেন। দ্বিতীয়, দুই রাকায়াতের প্রথম রাকায়াতে ওই সূরার কিছু অংশ ও দ্বিতীয় রাকায়াতে কিছু অংশ পড়েছেন।

## ১৩ - بَابُ الرُّكُوعِ

### ১৩-রুকু

#### প্রথম পরিচেদ

রুকু-সিজদা ঠিকভাবে করতে হবে

৮০৮ - عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسِّجْدَةَ فَوْلَهُ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي مُتَفِقِّينَ عَلَيْهِ

৮০৮। হ্যরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে আদায় করবে। আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার পেছন দিক হতেও দেখি (বুখারী ও মুসলিম)।

অ্যাখ্যা : “রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে আদায় করো” এর অর্থ হলো, রুকু এবং সিজদা নিয়মানুযায়ী থেমে থেমে খুবই প্রশান্তির সাথে আদায় করা। খুব ঘন ঘন রুকু-সিজদা না করা। তাতে না রুকু আদায় হয় না সিজদা।

“আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার পেছন হতেও দেখি” মর্ম হলো, আমি যেভাবে আমার চোখের সামনে তোমাদেরকে দেখতে পাই, আল্লাহর কুদুরতে ‘মোজেয়া’ হিসাবে আমি তেমনি তোমাদেরকে আমার পেছন হতেও দেখতে পাই। তোমাদের অঙ্গচর্ডা, রুকু-সিজদা কেমনভাবে করছো আমি দেখি।

٨.٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِجْوَدَهُ وَبَيْنَ السِّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَأَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ فَرِبْيَا مِنَ السُّوَاءِ - متفق عليه .

৮.১০। ইয়রত বারাআ ইবনে আয়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যে বসা, রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ কিয়াম ও কুউদের সময় ছাড়া প্রায় সমান সমান ছিলো (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কোন অংশে কত সময় থেমেছেন তাৰ বৰ্ণনা আছে। চারটি রুকুন অর্থাৎ রুকু, কাউমা, সিজদা ও জলসা নামাযের এই আমলগুলো প্রায় সমান সময় ব্যবধানে হতো। অবশ্য 'কিয়াম' ও কুউদ এই দুইটি কাজে যথাক্রমে কেরায়াত ও আতাহিয়াতু পড়া হতো। তাই এই দুইটিতে অন্যান্য আরকানের তুলনায় সময় দীর্ঘ হতো।

٨.١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ قَامَ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السِّجْدَتَيْنِ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ - رواه مسلم

৮.১০। ইয়রত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলতেন, সোজা হয়ে এতো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা মনে করতাম নিষ্য তিনি (সিজদার কথা) ভুলে গেছেন। এরপর তিনি সিজদা করতেন ও দুই সিজদার মধ্যে এত লম্বা সময় বসে থাকতেন, আমরা মনে করতাম, তিনি (নিষ্য দ্বিতীয় সিজদার কথা) ভুলে গেছেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায ছাড়া অন্য সব নামাযেই সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দোয়া পড়তেন। আৱ এইজন্যই নামাযের এসব অংশে বেশ সময় যেত। সম্ভবত কোন কোন সময় তিনি ফরয নামাযেও এত সময় নিতেন।

٨.١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسِجْوَدَهِ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ - متفق عليه .

৮১১। ইবরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কর্তৃম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের উপর আমল করে নিজের রক্ত ও সিঙ্গদায় এই দোয়া বেশী বেশী পড়তেন : “সোবহানাকা আল্লাহহ্যা রববানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহহ্যাগ ফিরলি” (হে আল্লাহ! ভূমি পৃত পবিত্র। ভূমি আমাদের রব। আমি তোমার শুণগান করছি, হে আল্লাহ! ভূমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও)।

ব্যাখ্যা ৪। এর মর্ম হলো, যেহেতু কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, “ফাসাবিহ বিহামদি রবিকা ওয়াসতাগফিরহ” (অর্থাৎ তেমরা আল্লাহ তাজালার প্রশংসার সাথে অংর পৰিতাড়া বর্ণনা করো ও তাঁর কাছে মাগক্রিয়াত কামনা করো), তাই এই হকুম প্রাপ্তনের জন্ম রক্ত ও সিঙ্গদায় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রয়োগসম্ভাবের তাসবিহ ও তারিফ করতেন। কারণ আল্লাহর আনুপ্ত্য কীকৌরে রক্ত ও সিঙ্গদায় চেয়ে কড় আর কোন ইবাদত নেই।

৮১২ - وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ  
وَسُجُودِهِ سَبِحْ قَدُوسَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ - رِوَاهُ مُسْلِمٍ -

৮১২। ইবরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত ও সিঙ্গদায় বলতেন, “সুব্রহ্ম কুদুসুন রববুল মালায়িকাতে ওয়াররহ” ফেরেশতা ও রহজিবরীলের রব অত্যন্ত পবিত্র, খুবই পবিত্র) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪। রক্ত-সিঙ্গদায় হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথনো কথনো এই দোয়া পড়তেন, সব সময় নয়।

রক্ত সিঙ্গদায় কুরআন পড়া নিষেধ

৮১৩ - وَعَنْ أَبِي عِيَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا  
نَهَيْتُ أَنْ أَفْرِأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَإِمَّا الرُّكُونُ فَعَظِمْتُمُوا فِيهِ الرَّبُّ  
وَإِمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدْتُمْ فِي الدُّعَاءِ فَقَمْدَنْ أَنْ سُتْبَجَابَ لَكُمْ - رِوَاهُ مُسْلِمٍ -

৮১৩। ইবরত ইবনে আবুআস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাসন্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! আমাকে রক্ত-সিঙ্গদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রক্ততে তোমাদের ‘রবের’ মহিমা বর্ণনা করো। আর সিঙ্গদায় অতি মনোযোগের সাথে দোয়া করবে। আশা করা যায় তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪। রক্ত-সিঙ্গদায় কুরআন পড়ার ব্যাপারে দিমত আছে। কেউ বলেন, সিঙ্গদায় কুরআন পড়া ‘মকরহ তানজিহ’, আর কেউ বলেন ‘মকরহ তাহরিমী’।

এটাই অধিকাংশের মত। রুক্তে সোবহানা রবিবাল আজীম ও সিজদায় সোবহানা রবিবাল আলা পড়া সবচেয়ে ভালো।

٨١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
قَالَ الْأَمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّمَا مَنْ وَأَفَقَ  
قَوْلُهُ قَوْلُ الْعَلَائِكَةِ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

٨١٤। ইয়েরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ইমাম বখন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলবে, তখন তোমরা “আল্লাহু রববানা লাকাল হামদ” বলবে। কেবল যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে যিলে যাবে, তার আগের সব সঙ্গীরা শুনাই যাফ করে দেয়া হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা যায় ফেরেশতাগণও সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ বলার সময় ‘আল্লাহু রববানা লাকাল হামদ’ বলে থাকেন।

٨١٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهَرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ  
مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضِ وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ

৮১৫। ইয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুক্ত হতে তাঁর পিঠ সোজা করে উঠে বলতেন, “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ। আল্লাহু রববানা লাকাল হামদ লিলউজ সামাওয়াতে ওয়া মিলউল আরদে ওয়া মিলউ মা শে'তা মিন শাইয়িন বাদু” (আল্লাহ শুনেন যে তার প্রশংসা করে। হে আমার বুব! আকৃশ ও পুরিবীপূর্ণ তোমার প্রশংসা, এরপর তুমি যা সৃষ্টি করতে চাও তাও পরিপূর্ণ) (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইমামি আবু হানিফার মতে সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহর পরে ঈরিয মায়াত্বে শুধু রববানা লাকাল হামদ বলবে। আর অর সাথে দীর্ঘ কঁজে দোয়াতোলো মক্কল মার্বায়ে পড়া হয়।

٨١٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ "اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ  
وَمَلَأَ الْأَرْضِ وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الشَّاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَنَا" قَالَ

الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا  
يَنْفَعُ ذَا الْجَدْ مِنْكَ الْجَدُّ" - رواه مسلم

৮১৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃ হতে মাথা উঠিয়ে বলতেন : "আল্লাহহ্যা রববানা লাকাল হামদু মিলয়াস সামাওয়াতে ওয়া মিলআল আরদে ওয়া মিলআ মা শে'তা মিন শাইয়িন বাদু আহলাস সানায়ে ওয়াল মাজদে আহকু মা কালাল আবদু ওয়া কুলুনা লাক্ক আবদুন। আল্লাহহ্যা লা মানিআ লিয়া আতাইতা। ওয়ালা মুত্যা লিমা যানাতা। ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল-জানি মিনকাল যাদু ("হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমারই সব প্রশংসা। আকাশ পরিপূর্ণ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ, এরপর তুমি যা চাও তাও পরিপূর্ণ। হে প্রশংসা ও মর্যাদার মালিক। মানুষ তোমার প্রশংসায় যা বলে তুমি তার চেয়েও অধিক প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী। আমরা সকলেই তোমার গোলাম। হে আল্লাহ! তুমি যা দিবে তাতে বাধা দিবার কেউ নেই। আর তুমি যাতে বাধা দিবে তা দিতেও কেউ সমর্থ নয়। কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমার শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করতে পারবে না) (যুসলিম)।

৮১৭ - وَعَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى وَرَأَءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَأَهُ  
رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيبًا مُبَارَكًا فِيهِ: فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ  
الْمُتَكَلِّمُ أَنِفًا قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثَيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَبْهُمْ  
يَكْتُبُهَا أَوْلَى - رواه البخاري.

৮১৮। হযরত রিফাও ইবনে রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন কর্তৃ হতে মাথা তুলে, 'সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ' বললেন (যে ব্যক্তি আল্লাহর হামদ ও সানা করলো আল্লাহ তা শুনলেন), তখন এক ব্যক্তি বললো, 'রববানা লাকাল হামদু হামদান কাসিরান তাইয়েবান মোবারাকান ফিহ' (হে আল্লাহ! তোমার জন্য প্রশংসা, অনেক প্রশংসা, যে প্রশংসা শিরক ও রিয়া হতে পরিত্ব ও মোবারক)। নামাযশেষে ছজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজেস করলেন, এখন এই বাক্যগুলো কে পড়লো? সেই ব্যক্তি জবাবে বললো, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন ছজ্জুর বললেন, আমি ত্রিপজনেরও অধিক ফেরেশতাকে দেখেছি এই কলেমার সওয়াব কার আগে কে লিখবে এই নিয়ে তাড়াহড়া করছেন (বুখারী)।

## ହିତୀୟ ପରିମେଦ

ତାଦୀଲେ ଆରକାନ

٨١٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِي صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهَرَةً فِي الرُّكُونِ وَالسُّجُودِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالترِمْذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَارْمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  
صَحِيحٌ

٨١٨ । ହୟରତ ଆବୁ ମାସଉଦ ଆନସାରୀ (ରା) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସୂଲୁହୁ ସାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାଲାମ ବଲେଛେ, କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପର୍ଷତ ରୁକ୍ତ ଓ ସିଜଦାତେ ତାର ପିଠ ଶ୍ରିରଭାବେ ସୋଜା ନା କରେ ତାକେ ତାର ନାମାବେର ସ୍ଵେଚ୍ଛା ହୟ ନା (ଆବୁ ଦାଉଦ, ତିରମିଥୀ, ନାସାଈ, ଇବନେ ମାଜାହ ଓ ଦାରେମୀ) । ଇମାମ ଡିରମିଯୀ ବଲେଛେ, ଏହି ହାଦୀସଟି ହାସାନ ଓ ସହୀହ ।

ସ୍ଵାର୍ଥମ୍ : ଏହି ହାଦୀସର ମର୍ମାନ୍ୟାବୀ ହୟରତ ଇମାମ ଶାଫେସୀ, ମାଲିକ, ଆହମାଦ, ହାନାଫୀ ମାଯହାବେର ଇମାମ ଆବୁ ଇସ୍‌ଫୁକ 'ତାଦୀଲେ ଆରକାନ' ଅର୍ଥାଏ ନାମାବେର ମଧ୍ୟେ ରୁକ୍ତ ସିଜଦାସହ ଏକ ରୁକ୍ତନ ଥେକେ ଅନ୍ୟ ରୁକ୍ତନେ ଯାବାର ସମୟ ଧୀରଶ୍ରିରଭାବେ ଶାଖ୍ୟାକେ ଫର୍ମିବ ବଲେନ । ଇମାମ ଆବୁ ହାନିଫା ଓ ଇମାମ ମୁହାମ୍ମଦ ତାଦୀଲେ ଆରକାନ ଓ ଯାଜିବ ବଲେନ । ଅନ୍ତରେ ଏକ ତାସବିହ ପରିମାଣ ସମୟେର କମ ହଲେ ତାଦୀଲେ ଆରକାନ ବଳୀ ଚଲେ ନା । ଆର ଏକ ତାସବିହ ହଲୋ ଏକବାର ଆଲ୍ଲାହ ଆକବାର ବନ୍ଦା ।

٨١٩ - وَعَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَّلْتَ "فَسِّيْحٌ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ" قَالَ وَسُلْطَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهُمَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَّلْتَ سِّيْحٌ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهُمَا فِي سُجُونِكُمْ - رواه ابو داؤد وابن ماجة والدارمي

٨١٩ । ହୟରତ ଓକବା ଇବନେ ଆମେର (ରା) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଯଥନ 'ଫାସାରିବିହ ବିସମି ରୁବିକାଲ ଆୟିମ' ('ତୋମାର ମହାନ ରବେର ନାମେର ପରିତ୍ରାତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୋ') ଏହି ଆୟାତ ନାଥିଲ ହଲୋ, ରାସୂଲୁହୁ ସାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାଲାମ ବଲେନ, ଏହି ଆୟାତଟିକେ ତୋମରା ତୋମାଦେର ରୁକ୍ତତେ ପଡ଼ୋ । ଏହିଭାବେ ଯଥନ 'ସାରିହିସମା ରୁବିକାଲ ଆଲା' ('ତୋମାର ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଶିଲ ରବେର ନାମେର ପରିତ୍ରାତା ଘୋଷଣା କରୋ') ଆୟାତ ନାଥିଲ ହଲୋ, ତଥନ ରାସୂଲୁହୁ ସାଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓ ଯାସାଲାମ ବଲେନ, ତୋମରା ଏଟିକେ ତୋମାଦେର ସିଜଦାର ତାସବିହତେ ପରିଣିତ କରୋ (ଆବୁ ଦାଉଦ, ଇବନେ ମାଜାହ, ଦାରେମୀ) ।

ব্যাখ্যা ৩ অর্থাৎ এই দুইটি দোষ। এর একটি ‘সোবহানা রবিআল আজীম’। এই ভাসবীহতি হস্তের সামগ্র্যাত্মক আশাইহি ওয়াসাল্লাম রূপকৃতে পড়তে বলেছেন। আর দ্বিতীয়টি হলো ‘সোবহানা রবিআল আলা’, এইটি সিজদায় পড়তে বলেছেন।

٨٢ - وَعَنْ عَوْنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكِعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ  
مَرَاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ  
الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ  
وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ لَيْسَ اسْتِنَادًا بِمُتَّصِّلٍ لَأَنَّ عَوْنَتَا لَمْ يَلْقَ أَبْنَ  
مَسْعُودٍ

৮২০। হ্যরত আওন ইবনে আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি হ্যরত ইবনে  
মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল-ইহিব  
ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কৃকৃত করবে সে যেন কৃকৃতে তিনবার  
'সোবহানা রবিঅল্লাল আয্মী' পড়ে। তাহলে তার কৃকৃত পূর্ণ হবে। আর এটা হলো  
সর্বনিম্ন সংখ্যক। এভাবে যখন সিজদা করবে, সিজদায়ও যেন তিনবার 'সোবহানা  
রবিঅল্লাল আলা' পড়ে। তাহলে তার সিজদা পূর্ণ হবে। আর তিনবার হলো  
কমপক্ষে পড়া (তিরিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ৪ কুকু-সিজদায় তিনবার বা এর বেশী তাসবিহ বলা উচ্চম। কিন্তু তাসবিহ একবার বললেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে। পাঁচবার, দশবার, এমনকি কিয়ামের সম-পরিমাণ সময় ইচ্ছা পড়া যাবে। কিন্তু জামায়াতে নামায পড়ার সময় যোকুন্দানীদের প্রতি, সময়ের প্রতি, এমনকি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে যতবার পড়া সঠিক বিবেচনা করবে ততবার পড়বে।

٨٢١ - وَعَنْ حُذِيفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَقُولُ  
فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ وَسُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى وَمَا أَتَى  
عَلَى أَيَّةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا أَتَى عَلَى أَيَّةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدرْمِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ  
الْأَعْلَى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৮২১। হযরত হোযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝুঁক্তে তিনবার ‘সোবহানা রবিবআল আজীম’ ও সিজদায় তিনবার ‘সোবহানা রবিবআল আলা’ পড়তেন। আর যখনই তিনি কেরায়াতের সময় রহমাতের আয়াতে পৌছতেন, ওখানে থেমে যেতেন, ব্রহ্মত তলবের দোয়া পড়তেন। আবার যখন আয়াবের আয়াতে পৌছতেন, সেখানে থেমে গিয়ে আয়াব থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতেন (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, দারেমী, নাসায়ী)। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটিকে সোবহানা রবিবআল আলা পর্যন্ত নকল করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

ব্যাখ্যা : হানাফী ও মালিকী মাঝহাবের ইমামগণ এই হাদীসের মর্মকে নফল নামাযের মধ্যে ব্যবহার করতে বলেছেন। কারণ তাদের মতে ফরয নামাযে কিরাআতের মধ্যে থেমে থেমে কোন দোয়া পড়া জায়েয নয়। তবে নফল নামাযে পড়লে তা জায়েয হবে, নামায বাতিল হবে না।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৮২২ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُولُ فِي رُكُونِهِ "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلْكُوتِ وَالْكِبْرَى، وَالْعَظَمَةِ" - رواه النسائي ।

৮২২। হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। তিনি ঝুঁক্তে গিয়ে সূরা বাকারা পড়তে যতো সময় লাগে ততো সময় ঝুঁক্তে থাকলেন। ঝুঁক্তে বলতে থাকলেন, “সোবহানা জিল জাবারতে ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়াল আজমাতে” (ক্ষমতা, রাজ্য, বড়ত্ব, মহত্ব ও বিরাটত্বের মালিকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : হজুরের এসব আমল ফরয নামাযে নয়, বরং নফল ও তাহাজ্জুদের নামাযে অথবা সালাতুল কুসুফ অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের সময়ের নামাযে পড়তেন।

৮২৩ - وَعَنْ أَبْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَبْتُ وَرَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةَ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْفَتْنَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ

فَحَزَرْتُمَا رُكُوعَهُ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَسُجُودَهُ عَشَرَ تَسْبِيْجَاتٍ - رواه ابو داود

والنساني

৮২৩। হ্যরত ইবনে জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর এই যুক্ত অর্থাৎ হ্যরত ওমর ইবনে আবদুল আয়ীয় ছাড়া আর কারো পেছনে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মতো নামায পড়িনি। বর্ণনাকারী বলেন, হ্যরত আনাস বলেছেন, আমরা তার রূক্ত সময় অনুমান করেছি দশ তসবিহ পরিমাণ এবং সিজদার সময়ও অনুমান করেছি দশ তসবিহ পরিমাণ (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো সময় রূক্ত ও সিজদায় কাটাতেন ততক্ষণে আমরা দশবার পর্যন্ত তাসবিহ পড়ে ফেলতে পারতাম। তাতে আমরা অনুমান করতাম ছজুরও দশবার করে তাসবিহ পড়তেন রূক্ত ও সিজদায়। আর ঠিক তেমনি পরিমাণ সময় রূক্ত সিজদায় কাটাতেন হ্যরত ওমর ইবনে আবদুল আয়ীয় (র), পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ।

৮২৪ - وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ أَنَّ حُذِيفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتْمِ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ لَهُ حُذِيفَةُ مَا صَلَيْتَ قَالَ وَأَخْسِبْهُ قَالَ وَلَوْ مُتْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ النِّفْطَرِ إِلَيْهِ فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواہ البخاری

৮২৪। হ্যরত শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত হোয়াইফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার রূক্ত সিজদা পূর্ণ করছে না। সে নামায শেষ করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি নামায পড়োনি। শাকীক বলেন, আমার মনে হয় হ্যরত হোয়াইফা একথাও বলেছেন, যদি তুমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তাহলে ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ফিতরতের উপর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, তুমি তার বাইরে মৃত্যুবরণ করবে (বুখারী)।

৮২৫ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتْمِ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا - رواه احمد

৮২৫। হ্যৱত আবু কাতাদা (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চুৱি হিসাবে সবচেয়ে বড় চোৱ হলো ওই ব্যক্তি যে নামাযে (আরকানের) চুৱি কৱলো। সাহাবাগণ আৱশ্য কৱলোন, হে আল্লাহু রাসূল! নামাযেৰ চুৱি কিভাবে হয়? হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযেৰ চুৱি হলো রুক্ত-সিজদা পূৰ্ণ না কৱা (আহমাদ)।

৮২৬ - وَعَنِ النُّعْمَانَ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِيِّ وَالسَّارِقِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمُ الْحُدُودُ قَالُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشٌ وَفِيهِنَّ عَقُوبَةٌ وَأَسْوَمُ السَّرْقَةِ الَّذِي يَسْرُقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرُقُ مِنْ صَلَاتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا يَتُمْ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا - رواه مالك وأحمد وروى الدارمي نحوه .

৮২৬। হ্যৱত নোমান ইবনে মুরব্বাহ (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিৱামকে উদ্দেশ্য কৱে বললেন, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোৱেৰ ব্যাপারে তোমাদেৱ কি ধাৰণা? হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ এ প্ৰশ্নটি এসব অপৱাধেৰ শাস্তি বিধানেৰ আয়াত নায়িল হবাৰ আগেৰ। সাহাবাগণ আৱশ্য কৱলোন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহু রাসূলই ভালো জানেন। হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জৰাব দিলেন, শুনাহ কৰিবা, এৱ সাজাও আছে। আৱ নিকৃষ্টতম চুৱি হলো যা মানুষ তাৱ নামাযে কৱে থাকে। সাহাবাগণ আৱজ কৱলোন, হে আল্লাহু রাসূল! মানুষ তাৱ নামাযে কিভাবে চুৱি কৱে থাকে? হজুৰ বললেন, মানুষ রুক্ত সিজদা পূৰ্ণভাৱে আদায় না কৱে (এই চুৱি কৱে থাকে) (মালিক, আহমদ, দারেমী)।

**ব্যাখ্যা :** মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ও চোৱেৰ ব্যাপারে তোমাদেৱ কি ধাৰণা এ প্ৰশ্ন কৱে হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুৰিয়েছেন, তাৱা কি পৱিমাণ অপৱাধী ও শুনাহগাৰ। এ প্ৰশ্ন হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামেৰ প্ৰথম অবস্থায় কৱেছিলেন। তখনো সাহাবাগণ অপৱাধেৰ ব্যাপারে শাস্তি সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলেন না। হৃদৈৱ আয়াত নায়িল হবাৰ পৰ সকলে এ ব্যাপারে পৱিপূৰ্ণভাৱে অবহিত হয়ে গেছেন।

এ হাদীস থেকে নামায ধীৱেসুন্দে ও রুক্ত সিজদা পূৰ্ণভাৱে কৱাৱ প্ৰতি নিৰ্দেশ দেয়া হৰেছে। নইলে তা একটা অপৱাধে পৱিষ্ঠত হবে।

## ٤ - بَابُ السُّجُودِ وَقَضَلِهِ

### ١٨-সিজদা ও তার ঘর্যাদা

٨٢٧ - عَنْ أَبْنَىٰ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ عَلَى الْعَبْهَةِ وَالْبَدْئِينَ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْفَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفُتُ الشِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ - متفق عليه

৭২৭। হযরত ইবনে আকবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে শরীরের সাতটি হাড় যথা কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পায়ের পাতার অংভাগের সাহায্যে সিজদা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কাপড়, দাঢ়ি ও চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে সিজদার সময় শরীরের কোন্ কোন্ অংগ মাটির সাথে লাগাতে হবে সে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনের সাথে সিজদার সময় শরীরের সাতটি অঙ্গ লাগাবার জন্য তাঁকে হুকুম করা হয়েছে বলেছেন। কপাল, দুই হাতের পাঞ্জা, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতার অংভাগ। অধিকাংশ ইমাম বলেন, কপাল ও নাক সিজদার সময় জমিনে লাগাতে হবে। এটা ফরয়। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, মাটির সাথে শুধু কপাল, রাখলেও নামায হয়ে যাবে, তবে মাকরহ হবে।

٨٢٨ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدُلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُوا حَدَّكُمْ ذِرَاعَيْهِ ابْسَاطَ الْكَلْبِ - متفق عليه .

৮২৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সিজদা ঠিকমতো করবে। তোমাদের কেউ যেন সিজদায় কুকুরের মতো জমিনে হাত বিছিয়ে না দেয় (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে আরবী শব্দ ‘এতেদাল’ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আল্টে ধীরে প্রশান্তির সাথে নামাবের রোকনগুলো পালন করা। সিজদার সময় যেন পুরুষরা তাদের হাত জমিনে বিছিয়ে না রাখে। এভাবে বিছিয়ে রাখলে নামায মাকরহ হবে।

٨٢٩ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدْتُ فَضَعْ كَفَيْكَ وَأَرْفَعْ مِرْفَقَيْكَ - رواه مسلم .

৮২৯। হযরত বারাআ ইবনে আয়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিজদা করার সময় তোমরা দুই হাতের তালু জমিনে রাখবে। উভয় হাতের কনুই উপরে উচিয়ে রাখবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সিজদার সময় হাত রাখার নিয়ম হলো দুই হাতের পাঞ্চা (তালু) কান পরিমাণ নিয়ে জমিনে রাখবে। আঙুলগুলো স্বাভাবিকভাবে পরম্পর মিলে থাকবে। হাত খোলা থাকবে। কাপড়-চোপড়ের মাঝে হাত লুকিয়ে রাখবে না।

হাতের কনুই জমিনে পড়ে থাকবে না। আবার পাঁজরের সাথেও লাগা থাকবে না। পাঁজর থেকে সবে জমিন থেকে উপরে থাকবে। তবে এই নিয়ম পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। বরং তারা হাত জমিনে ফেলে পাঁজরের সাথে মিশিয়ে রাখবে।

٨٣ - وَعَنْ مِيمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرُّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ هَذَا لِفَظْ أَبِي دَاؤِدَ كَمَا صَرَّخَ فِي السُّنْنَةِ بِاسْتِنَادِهِ وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةً تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

৮৩০। উশুল মোমেনীন হযরত মাইমুনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় নিজের দুই হাত জমিন ও পেট হতে পৃথক করে রাখতেন, এমনকি যদি একটি ছাগলের বাছা তাঁর হাতের নিচ দিয়ে চলে যেতে চাইলে যেতে পারতো। এগুলো হলো আবু দাউদে মূলপাঠ, যেমন ইমাম বাগারী শরহে সুন্নায় সনদসহ ব্যক্ত করেছেন। মুসলিম শরীফে প্রায় অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মাইমুনা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন, তখন ছাগলের বাছা তাঁর দুই হাতের মাঝ দিয়ে (পেট ও হাতের ভিতর দিয়ে) চলে যেতে চাইলে যেতে পারতো।

٨٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكَ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَدُوْ بِيَاضٍ ابْطِيهِ - متفق عليه

৮৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহায়না (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা দিতেন, তার হাত দু'টোকে এমন প্রশস্ত রাখতেন যে, তার বগলের নিচের উভতাও দেখা যেতো (বুখারী ও মুসলিম)।

٨٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دُقَهُ وَجِلَهُ وَأَوْلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَيْتَهُ وَسِرَّهُ" .  
رواہ مسلم .

৮৩২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে বলতেন, “আল্লাহল্লাহগফিরলী জিবি কুল্লাহ দেক্কাহ ওয়া জিল্লাহ ওয়া আওয়ালাহ ওয়া আধিরাহ ওয়া আলানিয়াতাহ ওয়া সিররাহ” (“হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল ছোট-বড়, আগে-পরের, গোপনীয় ও প্রকাশ উনাহ মাফ করে দাও”) (মুসলিম)।

٨٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلْهَةً مِنَ الْفَرَاشِ فَالْتَّمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدْمِيهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجَدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ وَبِعِمَاعَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي بَيْنَ أَعْلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْبَتْ عَلَى نَفْسِكَ" - رواہ مسلم

৮৩৩। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুজতে লাগলাম। খুজতে খুজতে আমার হাত ঝুঁজের পাথের উপর গিয়ে পড়লো। আমি দেখলাম, তিনি মসজিদে নামায়রত। তাঁর পা দুটি খাড়া হয়ে আছে। তিনি বলছেন, :“আল্লাহল্লাহ ইন্নি আউজু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বেন্দুআফাতিকা মিন ওকুবাতিকা, ওয়া আউজু বিকা মিনকা লা উহসী ছানায়ান আলাইকা, আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা” (অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তোমার অসঙ্গোষ ও গজব থেকে পানাহ চাই। তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার আশাব হতে মুক্তি চাই। তোমার কাছে তোমার রহমতের উচ্ছিলায় আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। তুমি তেমন, যেমন তুমি নিজে তোমার প্রশংসা করেছো” (মুসলিম)।

٨٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ - رواہ مسلم

৮৩৪। হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর বান্দারা তাদের ক্ষেত্রে বেশী নিকটে যায় সিজ্দারত অবস্থায়। তাই তখন বেশী বেশী করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ আল্লাহ সব সময়েই তাঁর বান্দার নিকটে থাকেন। তিনি বলেন, وَنَحْنُ<sup>۱</sup> আল্লাহ সব সময়েই তাঁর বান্দার নিকটে থাকেন। তিনি বলেন, أَفَرَبَ<sup>۲</sup> أَلِيْهِ<sup>۳</sup> مِنْ حَجَلِ الْوَرِيدِ<sup>۴</sup> আমি গৰ্দানের শাহুরণ হতেও বান্দার নিকটে।  
এখানে এই নিকটের অর্থ বান্দার সব খোঁজ খরুই আমার জানা। আর এই হাদীসে  
যে নিকটের কথা বলা হয়েছে তাহলো আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর নিকট যা পেতে  
চায় তা চাওয়ার ও পাবার সবচেয়ে নিকটবর্তী ও মোক্ষম সময় আল্লাহর দরবারে  
সিজদারত অবস্থায়। তাই এই অবস্থার সম্বৰহার করতে হবে।

٨٣٥ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَا أَبْنَادَمَ السُّجْدَةَ فَسَجَدَ اغْتَرَّ الشَّيْطَانُ بِنَكِيْ يَقُولُ يَا وَيَلْتَنِي أَمْرَ أَبْنَادَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرَتْ بِالسُّجُودِ فَأَبْيَتْ فَلِي النَّارُ - رواه مسلم .

৮৩৫। হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহর উয়াসাল্লাম বলেছেন : আদম সত্ত্বার যখন সিজদার আয়াত পূজ্ঞে ও সিজদা করে, শুভতাম তখন কাদতে কাদতে একদিকে চলে যায় ও বলে, হায আমার কপাল মন্দ। আদম সত্ত্বান সিজদার আদেশ পেয়েই সিজদায় লুটে পড়লো। ফলে সে জানাত পাবে। আর আমি সিজদার আদেশ পেয়ে তা অমান্য করলাম। আয়াত জন্য তাই জাহানায় (মুসলিম)।

٨٣٦ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّسْتُهُ بِوَضُوءِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مِرْفَعَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৩৬। হ্যুরত রবিয়া ইবনে কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সান্দ্বাস্তাই অল্পাইহি ওয়াসান্দামের সাথে থাকতাম। উজুর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন মিসওয়াক জাম্বনামায ইত্যাদি এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আশ্বাকে বললেন, (দীন-দুর্বিয়ার কল্পানের জন্য যা কিছু চাও) চেয়ে

নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমার তো শুধু জান্নাতে আপনার সাহচর্য লাভ একামাত্র কাম। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (যে মর্যাদায় তুমি পৌছতে চাও এটি তো বড় কথা) এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই আমার একমাত্র আবেদন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এই মর্যাদা লাভের জন্য) আমাকে সাহায্য করো।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো মর্যাদাবান বুর্জুগ লোকের খিদমত করাও জায়েয়। সওয়াবের কাজ। আর জান্নাত পাবার জন্য বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃত লাভের জন্য বেশী বেশী সিজদা তথা নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় খাদেম রবিয়াকে বলেছেন, এই জ্ঞানগায় পৌছতে হলে ও তোমাকে আমার বক্তৃত নিতে হলে আমাকে একাজে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। আর সে সাহায্য হলো বেশী করে নামায পড়া।

وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلْتُ يُدْخِلنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَّتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ ثَالِثَةً فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً وَهُنَّ عَنْكَ بِهَا حَطَبَيْتَ ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مَمْلِكَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ - رواه مسلم .

৮৩৭। হ্যরত মাদান ইবনে ত্যলহা তাবেয়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকদ্দাস হ্যরত সাওবান (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমাকে এমন একটি ক্রাজের সন্ধান দিন যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি খামুশ থাকলেন। আমি আবার জিজেস করলাম। তিনি খামুশ রইলেন। ত্তীরবার তাকে আবার একই প্রশ্ন করলাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি নিজেও এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করেছিলাম। তিমি আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করতে থাকবে। কেননা আল্লাহকে তুম যতো বেশী সিজদা করতে থাকবে, আল্লাহ তোমার মর্যাদা বাড়াতে থাকবেন। তোমার অতটো গুনাহ এদিয়ে কমাতে থাকবেন। হ্যরত মাদান বলেন, এরপর হ্যরত আবু দারদার সাথে দেখা করে তাকেও আমি একই প্রশ্ন করিঃ তিনিও আমাকে সাওবান (রা) যা বলেছিলেন তাই বললেন (মুসলিম)।

## ত্রিতীয় পরিষেব

٨٣٨ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتِيهِ قَبْلَ يَدِيهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدِيهِ قَبْلَ رُكْبَتِيهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارْمِيُّ

৮৩৮। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করার সময় মাটিতে তাঁর হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে ও সিজদা হতে উঠতে হাঁটুর আগে হাত উঠাতে দেখেছি (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (র) এই হাদীস অনুসারেই মত প্রকাশ করেছেন। সিজদায় যাবার সময় প্রথম মাটিতে হাঁটু রাখবে তারপর দুই হাত। এভাবে উঠার সময় প্রথম দুই হাত উঠাবে পরে দুই হাঁটু।

আলেমগণ সিজদার অঙ্গসমূহ জমীনে রাখার ও উঠানোর ব্যাপারে একটা নীতিমালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাহলো সিজদার অঙ্গসমূহ জমিনে রাখার সময় নিকটের হিসাবে রাখতে হবে। অর্থাৎ যে অঙ্গ জমিনের খুব কাছে, সে অঙ্গ আগে মাটিতে রাখবে। ঠিক একইভাবে উঠার সময় এর বিপরীত যে অঙ্গ জমিনের খুব কাছে তা সবচেয়ে প্রথমে উঠবে। তাহলে দৃশ্যটা হবে এমন যে ব্যক্তি সিজদার যাবে তার পা তো মাটিতেই আছে এরপর নিকটবর্তী অঙ্গ হাঁটু পড়বে মাটিতে। তারপর নিকটবর্তী অঙ্গ হাত। তারপর নাক, তারপর কপাল। কেউ কেউ নাক ও কপালকে একই অঙ্গ হিসাবে একত্রে মাটিতে রাখার কথা বলেছেন। আবার ঠিক উঠার সময় নীতিমালা অনুযায়ী মাটি হতে সবচেয়ে দূরের সিজদার অঙ্গ কপাল, তারপর নাক তারপর হাত ও তারপর হাঁটু উঠাবে।

٨٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرَ وَلِيَضْعُ يَدِيهِ قَبْلَ رُكْبَتِيهِ .. رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدُ وَالْنَّسَائِيُّ وَالْدَّارْمِيُّ قَالَ أَبُو سُلَيْমَانَ الْخَطَاطِيُّ حَدَّيْتُ وَائِلَ بْنِ حُجْرٍ أَتَبْتُ مِنْ هَذَا وَقِيلَ هَذَا مَنْسُوخٌ .

৮৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমদের কেউ সিজদা করার সময় যেন উটের বসার মতো না বসে, বরং দুই হাত যেন হাঁটুর আগে মাটিতে রাখে (আবু

দাউদ, নাসারী, দারেমী)। আবু সুলায়মান খাতাবী বলেন, এই হাদীসের চেয়ে ওয়ায়েলের আগের হাদীসটি বেশী সহীহ। কেউ কেউ বলেন, এই হাদীসটি মানসুখ বা রাহিত।

٨٤ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" - رواه أبو داؤد والترمذى .

٨٤٠ | ইয়রত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মধ্যে বলতেন, “আল্লাহস্মাগফিরলী, ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনী; ওয়া আফেনী ওয়ারযুকনী” (অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করো। আমাকে রহম করো, হিদায়াত করো, আমাকে হেফাজাত করো। আমাকে রিজিক দান করো”) (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)।

٨٤١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "رَبِّ اغْفِرْ لِي" - رواه النسائي والدارمي .

٨٤١ | ইয়রত হৃষাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন, “রবিগফিরলী” (অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও”) (মাসাই, দারেমী)।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْفُرْكَابِ وَفِتْرَاشِ السَّبْعِ فَإِنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعْيرَ - رواه أبو داؤد والنسائي والدارمي .

٨٤٢ | ইয়রত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় কাকের মতো ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর মতো যমিনে হাত বিছিয়ে দিতে ও উটের মতো যসজিদের মধ্যে নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, নাসারী, দারেমী)!

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে হকুম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। একটি হলো কাকের মতো ঠোকর দিয়ে দানা উঠাবার মতো

তাড়াতাড়ি নামাযে সিজদা দিতে। দ্বিতীয়টি হলো হিংস জন্ম, কুকুর চিতা ইত্যাদির মতো পা বিছিয়ে দিয়ে সিজদায় বসতে। তৃতীয় উট যেকুপ নিজের থাকার জন্য একটি স্থান ঠিক করে নেয়, সে জায়গায় অন্য কোন উট বসতে পারে না, ঠিক এভাবে কোন মুসল্লী যেনো মসজিদে তার জন্য কোন আসন নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করে না রাখে। কারণ মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদের সকল স্থান সকলের জন্য উন্নত, যে যেখানে জায়গা পাবে বসে যাবে। নিজের জন্য কোন আসন ঠিক করে রাখার অর্থ হলো অন্যকে এখানে বসতে না দেয়া।

٨٤٣ - وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلَيِّ أَنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْعُمْ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ - رواه الترمذি

৮৪৩। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আলী! আমি আমার জন্য যা ভালোবাসি তোমার জন্যও তা ভালোবাসি এবং আমার জন্য যা অপসন্দ করি তোমার জন্যও তা অপসন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মাঝখানে (কুকুরের মতো) হাত খাড়া করে দিয়ে নিতয়ের উপর বসো না (তিরমিয়ী)।

٨٤٤ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلَيِّ الْحَنْفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقْيِمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوعَهَا وَسُجُودَهَا - رواه احمد .

৮৪৪। হযরত তালক ইবনে আলী হানাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বান্দাৰ নামাযের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না যে বান্দাৰ নামাযের রুক্ক ও সিজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : নামাযে রুক্ক ও সিজদায় পিঠ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে নিতয় হতে মাথা পর্যন্ত একটা সরল রেখার মতো দেখায়।

٨٤٥ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَعَمْ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبَهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَيَضْعَ كَفِيهِ عَلَى الدِّيْرِ وَضَعَ عَلَيْهِ جَبَهَتَهُ ثُمَّ أَدَأَ رَقْعَ قَلِيرْ قَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ - رواه مالك

৮৪৫। হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি নামাযের সিজদায় নিজের কপাল জমিনে রাখে সে যেনো তার

হাত দু'টিকেও জমিনে ওখানে রাখে যেখানে কপাল রাখে। তারপর যখন সিঙ্গদা হতে উঠবে তখন নিজের হাত দু'টি উঠায়। কারণ যেভাবে মুখমণ্ডল সিঙ্গদা করে ঠিক সেইভাবে দুই হাতও সিঙ্গদা করে (মালিক)।

## ١٥ - بَابُ التَّشْهِيد

### ১৫-তাশাহুদ

তাশাহুদ অর্থ সাক্ষী দেয়া। হৃদয়ে যা আছে তা প্রকাশ করে দেয়া। শরীয়াতে কলেমায়ে শাহাদাত অর্থাৎ নামায়ের উভয় বৈঠকে যে আত্মহিয়াতু পড়া হয় তাকে তাশাহুদ বলে।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

٨٤٦ - عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشْهِيدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ وَعَقَدَ ثَلَاثَةَ وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ . . وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدِيهِ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ اصْبَعَهُ الْيُمْنَىٰ الَّتِي تَلِيَ الْأَبْهَامَ يَدْعُوْ بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ بَاسْطُهَا عَلَيْهَا .

رواه مسلم

৮৪৬। হ্যরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহুদ পড়ার জন্য বসলে তাঁর বাম হাত বাম পায়ের রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর রাখতেন। এসময় তিনি তিখানের মতো করার জন্য আঙুল বক্ষ করে রাখতেন, তজনী দিয়ে (শাহাদাত) ইশারা করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, যখন নামায়ের মধ্যে বসতেন দুই হাত দুই রানের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃক্ষার নিকট যে আঙুল রয়েছে (তজনী) তা উঠাতেন। তা দিয়ে দোষা করতেন। আর তাঁর বাম হাত রানের উপর বিছানে থাকতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হালীসসহ আরো কিছু হালীস হতে বুঝা যায় যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায়ে তাশাহুদ বা আত্মহিয়াতু পড়ার সময় আশহাদু অর্থাৎ আমি সাক্ষী দিচ্ছি পর্যন্ত পৌছলে শাহাদত অঙ্গুলি উঠিয়ে আল্লাহ এক এই সাক্ষ্যের প্রতি ইশারা করতেন। “ইল্লাল্লাহ”-তে পৌছে আঙুল নামিয়ে ফেলতেন। এই আঙুল

উঠাবার সময় হাতের অন্যান্য আঙ্গুলকে কিভাবে রাখতেম তা বুঝাবার জন্য হজুর সান্ধাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব দেশের নিয়মানুযায়ী গণনা করার কথনো শাহাদত আঙ্গুলকে খাড়া করে রেখে সব অঙ্গুল বিছিয়ে রাখতেন। অর্থাৎ আশহাদু আল্লা ইলাহ বলার সময় আঙ্গুল উঠাতেন এবং ইল্লাল্লাহু বলা শুরু করার সাথে সাথে আঙ্গুল নামিয়ে ফেলতেন।

٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِاصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَوَضَعَ ابْهَامَهُ عَلَى اصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَلَقِيمُ كَفَهُ الْيُسْرَى رُكْبَتُهُ - رواه مسلم

৮৪৭। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহুদ অর্থাৎ আভাহিয়াতু পড়ার জন্য বসলে নিজের ডান হাত ডান রানের উপর এবং বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন। শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধ আঙ্গুল মধ্যম আঙ্গুলের উপর রাখতেন। বাম হাতের তালু দিয়ে বাম হাতু জড়িয়ে ধরতেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ এ বিষয়ে উপরে এককার বলা হয়েছে যে, ইমাম আজম আবু হানিফারও এই মত। আভাহিয়াতু পড়ার সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল উঠাবার সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যে, হাতের মুঠি ও নিকটবর্তী আঙ্গুলকে বক্ষ করে নিবে। বৃদ্ধ আঙ্গুলির মাথা মধ্যম আঙ্গুলের মাথার উপর রেখে বৃত্ত বানিয়ে নিয়ে শাহাদত আঙ্গুল উচাবে।

আর ইমাম শাফেয়ী বলেন, আভাহিয়াতু পড়ার জন্য বসার সময়েই এইভাবে বৃত্ত বানিয়ে নেবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফ বলেন, যখন শাহাদত আঙ্গুল উঠাবে তখন বৃত্ত বানিয়ে নেবে।

٨٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادَةِ السَّلَامِ عَلَى جَبَرِيلَ السَّلَامِ عَلَى مِنْكَائِيلَ السَّلَامِ عَلَى فَلَانِ فَلَانِ فَلَانِ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَاتِلُ اللَّهِ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ قَلِيلُ التَّحْبِيَّاتِ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطِّبَابُ السَّلَامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَانُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ  
الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ أَذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
أَشْهَدُ أَنَّ لَآتِ اللَّهِ أَلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنْ  
الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُونَهُ - متفق عليه .

৪৪৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাকে তখন এই দোয়া পড়তাম, “আসসালামু আলাইহি কাবলা ইবাদিহি, আসসালামু আলা জিবরীলা, আসসালামু আলা মিকাইলা, আসসালামু আলা ফুলানিন” অর্থাৎ “আল্লাহর উপর সালাম তাঁর বান্দাহদের উপর পাঠাবার আগে, জিবরীলের উপর। সালাম, মিকাইলের উপর সালাম। সালাম অমুকের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করলেন, আমাদের দিকে ফিরে বললেন, “আল্লাহর উপর সালাম” বলো না। কারণ আল্লাহ তো নিজেই সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমাদের কেউ নামাযে বসে বলবে, “আভাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্তায়িব্যাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিগ্রাহিস সালিহীন” অর্থাৎ “সব সম্মান, ইবাদত, উপসনা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে অবী! আপনার উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপরও সালাম। আল্লাহর সব নেক বান্দাদের উপর সালাম।” হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন ব্যক্তি এই কথাগুলো বললে এর বরকত আকাশ ও মাটির প্রত্যেক নেক বান্দার কাছে পৌছবে। এরপর হজুর বললেন, “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ” অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মারুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।” হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর আল্লাহর বান্দার কাছে যে দোয়া ভালো লাগে সেই দোয়া পড়ে আল্লাহর মহান দরবারে আকৃতি মিনতি জানাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর উপর সালাম দিয়ে আবার তা নিষেধ করে দিলেন হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেন, আল্লাহ তো নিজেই সালাম। অর্থাৎ আল্লাহর যাত সিফাত সকল আপদ-বিপদ ক্ষয়-ক্ষতি হতে মুক্ত। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সব জাহেরী বাতেনী আপদ-বালা থেকে রক্ষা করে থাকেন। যেহেতু তিনি এসবের ব্যবস্থা করেন তাঁর জন্য সালামতির দোয়া নিষ্পত্যোজন।

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গমনের পর আল্লাহ তাআলার দরবারে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ‘আভাহিয়্যাতুর’ এই কলেগাগুলো পড়েন। হজুর

বলেন, “আত্তাহিয়াতু লিল্লাহে ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়েবাতু” অর্থাৎ সকল প্রশংসা, শৰীর ও সম্পদের ইবাদাত সবই আল্লাহর জন্য। বারেগাহে এলাই হতে প্রতি উভয়ে বলা হলো, “আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিউ ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ” অর্থাৎ “হে মৰী তোমার উপর সালাম, আল্লাহর বৰকত ও রহমত বৰ্ষিত হোক”।

আবার ছজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন, “আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন”। “আমাদের উপরও সালাম, আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও সালাম।

তখন হয়রত জিবৱীল আমীন বলেন, “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ” অর্থাৎ আমি সাক্ষ দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ম্যবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

٨٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَمُنَا التَّشَهِيدُ كَمَا يُعْلَمُنَا السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ "الْتَّحْيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرِحْكَاتُهُ الْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ أَجِدْ فِي الصَّحِيفَيْنِ وَلَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيفَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْنَا بِغَيْرِ أَفْ لَأُمَّرِ . وَلَكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنْ التَّرْمِذِيِّ .

৮৪৯। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাদেরকে আত্তাহিয়াতু শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে কালায়ে পাকের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, “আত্তাহিয়াতুল মোবারাকাতু ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়েবাতু লিল্লাহি। আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়ু ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়ারাসূলুহ” (মুসলিম)। মিশকাত সংকলক বলেন, সালামুন আলাইকা ও সালামুন আলাইনা আলিফ, লাম ছাড়া বুখারী, মুসলিম ও এদের সংকলন হমাইদীর কিতাবে কোথাও নেই। কিন্তু জামেউল উস্ল প্রণেতা তিরমিয়ী হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : আত্তাহিয়াতুর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আয়ম আবু হানিফা উপরে বর্ণিত ইবনে মাসউদের হাদীস

গ্রহণ করেছেন। যূল অর্থ একই। সম্ভবত হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক সময় এক একভাবে শব্দের কিছু পার্থক্যে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়াতু পড়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই এ দুইয়ের যে কোন একটি পড়লে চলবে। তবে মুহাদ্দিসগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসটিকেই বেশী সহীহ মনে করেন।

### বিতীয় পরিচ্ছেদ

٨٥ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَاقْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْدِهِ الْيُسْرَى وَمَدَ مِرْفَقُهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْدِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنَتِينِ وَحَلْقَ حَلْقَةٍ ثُمَّ رَفَعَ اصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحِرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا - رواه أبو داؤد والدارمي .

৮৫০। ইয়রত ওয়ায়েল ইবনে হজ্জুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (তাশাহুদের বৈঠক সম্পর্কে) হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বায় পা বিছিয়ে দিলেন। বায় হাতকে বায় রানের উপর রাখলেন। এভাবে তিনি ডান কনুইকে ডান রানের উপর বিছিয়ে রাখলেন। এরপর (নবরইয়ের বক্ষনের ন্যায়) ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা বন্ধ করলেন। (মধ্যমা ও বৃক্ষার ধারা) একটি বৃত্ত বানালেন এবং শাহাদত আঙ্গুল উঠালেন। এসময় আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাশাহুদ পড়তে পড়তে ইশারা করার জন্য শাহাদত আঙ্গুল নাড়েছেন (আবু দাউদ, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে একটি নতুন জিনিস পাওয়া গেলো। আর তাহলো, হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত আঙ্গুল উঠাবার সময় তা নাড়াচাড়া করতেন। ইয়াম মালিকও এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইয়াম আবু হানিফা বলেন, আঙ্গুল নাড়াচাড়া ঠিক নয়। কারণ পরের হাদীসেই লা ইউহাররিকুহ বলে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

٨٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِاصْبَعِهِ إِذَا دَعَاهُ وَلَا يُحِرِّكُهَا - رواه أبو داؤد والنَّسَائِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاؤَدَ وَلَا بُعَاجَوْزُ بَصَرَهُ أَشَارَتْهُ .

৮৫১। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে বসা অবস্থায় “কলেমায়ে

শাহাদাত” দোয়া পড়তেন, নিজের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, কিন্তু তা নাড়াচাঢ়া করতেন না (আবু দাউদ, নাসাই)। আবু দাউদ এই শব্দগুলোও নকল করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টি ইশারা করার বাইরে অতিক্রম করতো না।

**ব্যাখ্যা :** আবু দাউদের বর্ণনার শেষ শব্দগুলোর মর্য হলো, হজুর শাহাদাত আঙ্গুল উঠাবার সময় তার দৃষ্টি আঙ্গুলের দিকেই নিবন্ধ রাখতেন, অন্য কোন দিকে নয়। আঙ্গুল উচিয়ে তাওহীদের প্রতিই মন নিবিষ্ট রাখতেন।

٨٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنْ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِاصْبَعِيهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ أَحَدٍ . رواه الترمذى والنسانى والبيهقى في الدعوات الكبير .

৮৫২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নামাযে তাশাহুহুদ পড়ার সময় শাহাদাতের দুই আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশার করো, এক আঙ্গুল দিয়েই ইশারা করো (তিরমিয়ী, নাসাই, বাযহাকীর দাওয়াতুল কবীর)।

**ব্যাখ্যা :** হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্স (রা) নামাযে বসা অবস্থায় কলেমায়ে শাহাদত পড়ার সময় দুই হাতের শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করছিলেন আল্লাহর একত্বের প্রতি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দুই আঙ্গুল উঠাতে নিষেধ করে দিলেন। বলে দিলেন, নিয়মানুসারে শুধু ভান হাতের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে।

٨٥٣ - وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ - رَوَاهُ وَأَبُو دَاؤِدَ وَفِي رِوَايَةِ لَهُ نَهَى أَنْ يُعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِيهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ

৮৫৩। হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন লোক যেন নামাযে হাতের উপর ঠেস দিয়ে না বসে (আহমাদ, আবু দাউদ)। আবু দাউদের এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন : নামাযে উঠার সময় কোন ব্যক্তি যেন তার দুই হাতের উপর ভর দিয়ে না উঠে।

**ব্যাখ্যা :** ছবীসের প্রথম অংশের মর্য হলো, যখন কেউ নামাযে বসবে অথবা বসা হতে দাঁড়াতে শুরু করলে সে যেন হাতের উপর ভর করে না উঠে। ছবীয় অংশের অর্থ হলো সিজদা ইত্যাদি দিয়ে উঠার সময়ও যেন হাতের সাহায্য না নেয়।

হয়। অর্থাৎ হাত মাটিতে ঠেস না দিয়ে হাঁটুর উপর ভর করে দাঁজিয়ে ষাবে। ইমাম আবু হানিফা এই হাদীসের উপর আমল করেছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভর দিয়ে উঠেছেন বলে একটি হাদীসে আছে হিসাবে ইমাম শাফেয়ী এভাবেই উঠতেন। হানাফীগণ বলেন, উটা ছিলো হজুরের বৃক্ষকালে অসুস্থ অবস্থায়।

**٨٥٤** - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكُعَتَيْنِ الْأُولَئِيْنِ كَانَهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ - رواه الترمذى وابو داؤد والنمسانى .

৮৫৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকায়াতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেন, মনে হতো তিনি যেন কোন উক্ত পাথরের উপর বসেছেন (তি঱মিয়ী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : মর্য হলো তিনি বৈঠকে আত্তাহিয়াতু ছাড়া আর কোন দোয়া পড়তেন না।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**٨٥٥** - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا التَّشَهِيدَ كَمَا يُعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحْمِيدُ لِلَّهِ الصُّلُواتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسَلَّمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ - رواه النمسانى .

৮৫৫। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবে তিনি আমাদেরকে তাশাহুদও শিখাতেন। তিনি বলতেন, বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহে, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াসালাওয়াতু ওয়াত তাইয়েবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়ু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহ, আসসালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ। আসআলুল্লাহল জামাতা ওয়া আউজ্জু বিল্লাহে মিনাল্লারে (নাসাই)।

শাহাদত আঙ্গুল শয়তানের জন্য পীড়াদায়ক

٨٥٦ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدِيهِ عَلَى رُكْبَتِيهِ وَأَشَارَ بِاصْبَعِهِ وَأَتَبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ يَعْنِي السَّبَابَةَ

رواه احمد :

٨٥٦। তাবেয়ী হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) ঘরে নামাযে বসতেন, মিজের দুই হাত নিজের দুই রানের উপর রাখতেন। আর শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে (আল্লাহর একত্বের প্রতি) ইশারা করতেন এবং তার চোখের দৃষ্টি থাকতো আঙ্গুলের প্রতি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই শাহাদত আঙ্গুল শয়তানের কাছে লোহার চেয়ে বেশী শক্ত। অর্থাৎ শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে তৌহিদের ইশারা করা শয়তানের উপর নেজা নিষ্কেপ করার চেয়েও কঠিন (আহমাদ)।

٨٥٧ - وَعَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنَ السُّنْنَةِ أَحْقَاءُ التَّشَهِيدِ - رواه أبو داؤد والترمذى وقال هذا حديث غريب .

٨٥٧। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, নামাযে তাশাহুদ চুপে চুপে পড়াই সুন্নাত (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও গরীব।

١٦ - بَابُ الْحَلْوَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضَّلَهَا  
١٦-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুর্লদ পাঠ ও তার  
মর্যাদা

কুরআন পাকে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَا عَلَيْهِ  
وَسَلَّمُوا تَسْلِيْمًا .

“আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাঁর নবীর প্রতি দুর্লদ পাঠ করেন। অতএব হে মুমীনগণ! তোমরাও তার প্রতি দুর্লদ ও সালাম পাঠ করো” (সূরা আহ্যাব : ৫৬)।

ব্রাহ্মণের নাম যত্বার শুনবে তত্ত্বার তাঁর নামে দুর্জন পড়বে। দুর্জনের অপরিসীম ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে।

٨٥٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلٍ قَالَ لَقِينِيْ كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ قَالَ إِلَّا  
أَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلِّي فَاهْدِهَا  
لِيْ قَالَ سَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ  
الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوا  
”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّيْلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّيْلٍ  
ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّيْلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا  
بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّيْلِ ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ إِلَّا  
أَنْ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ عَلَى ابْرَاهِيمَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .

৮৫৮। হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা তাবেঘী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবী হ্যরত কাব ইবনে উজরা (রা)-র সাথে আমার দেখা হলো। তিনি বললেন, হে আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একটি কথা উপহার দিবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শনেছি উভয়ে আমি বললাম, হাঁ, আমাকে তা উপহার দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করে বললাম, হে আল্লাহুর রাসূল! আপনার প্রতি আমরা ‘সালাম’ কিভাবে পাঠ করবো তা আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি ‘সালাত’ কিভাবে পাঠ করবো? হজুর বললেন, তোমরা বলো, ‘আল্লাহুস্মা সল্লু আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ’। আল্লাহুস্মা বারেক আলা মুহাম্মাদেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ’। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের প্রতি। তুমি বড় প্রশংসিত ও সম্মানিত” (বুখারী ও মুসলিম)। কিন্তু ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় ‘আলা ইবরাহীম’ শব্দ দুইবার উল্লেখিত হয়নি।

ব্যাখ্যা ৪: সাহাবায়ে কিরামের মূল প্রশ্ন ছিলো, তারা তো আত্মাহিন্দ্যাত্মুর মাধ্যমে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম দেবার পদ্ধতি জানতে পেরেছেন। কিন্তু তারা তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সালাত অর্থাৎ দূরদ কিভাবে পাঠ করবেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামাযে তাশাহুদের পর যে দূরদ শরীফ তা পাঠ করে শিখিয়ে দিলেন কিভাবে দূরদ পড়তে হয়।

٨٥٩ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِّيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْإِبْرَاهِيمِ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِّيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْإِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" - متفق عليه .

৮৫৯। হয়রত আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দূরদ পাঠ করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বলো, “আল্লাহমা ----- শেষ পর্যন্ত (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৫: দূরদ শরীফের শব্দ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে বিভিন্ন রূকম তালীম দিয়েছেন।

٨٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا - رواه مسلم .

৮৬০। হয়রত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দূরদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

#### বিভীষণ পরিচ্ছেদ

٨٦١ - عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَّى عَلَى صَلَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَّاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ - رواه الفسائي .

৮৬১। হয়রত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দূরদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি

গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, আর আল্লাহর নৈকট্যের জন্য দশটি মৰ্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে (নাসাই) ।

**٨٦٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى**  
**النَّاسِ بِنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ صَلَوةٍ - رواه الترمذى**

৮৬২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যারা আমার প্রতি বেশী বেশী দুর্লভ শরীফ পড়বে তারাই কিয়ামতের দিন আমার বেশী নিকটে হবে (তিরমিয়ী) ।

**٨٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَلِئَكَةً**  
**سَاجِدِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أَمْتَى السَّلَامِ - رواه النسائي والدارمي**

৮৬৩। হযরত আনাস (রা) থেকে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর কিছু ফেরেশতা আছেন যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। তারা আমার উচ্চাতের সালাম আমার কাছে পৌছান (নাসায়ী ও দারেয়ী) ।

**٨٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ**  
**أَحَدٌ يُسَلِّمُ عَلَىٰ أَرْدَ اللَّهِ عَلَىٰ رُوحِي حَتَّىٰ أَرْدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ - رواه أبو داود والبيهقي في الدعوات الكبير**

৮৬৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করলে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আমার কুহ ফেরত দেন যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি (আবু দাউদ, বাযহাকীর দাওয়াতে কবীর) ।

ব্যাখ্যা : ৪ আহলুস সন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বজন স্বীকৃত আকীদা হলো, জ্ঞুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলমে বারযাথে জীবিত আছেন। যখন কেউ তাঁর প্রতি দুর্লভ ও সালাম পাঠায়, তখন আল্লাহর কুদরতে তাঁর কুহ তাঁর শরীরে প্রবেশ করে। তিনি জীবিত হন এবং সালাম ও দর্শনের জবাব দেন।

**٨٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا**  
**تَجْعَلُوا بَيْوَتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبَرَيِّ عِبْدَيْ وَصَلُوْمَ عَلَىٰ فَإِنَّ صَلَوَتَكُمْ**  
**تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ - رواه النساني**

৮৬৫। হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না, আমার কবরকেও উৎসবস্থলে পরিণত করো না। আমার প্রতি তোমরা দুর্জন শরীফ পাঠ করবে। তোমাদের দুর্জন নিচ্ছয়ই আমার কাছে পৌছে, তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো (নাসাঈ)।

**ব্যাখ্যা :** “তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না” এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত : তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরের মতো মনে করো না। লাশ কবরে পড়ে থাকে। তোমরাও তোমাদের ঘরে লাশের মতো পড়ে থাকবে। কোন ইবাদত-বন্দেগী করবে না। আমার উপর দুর্জন পড়বে না। তাহলেই তোমাদের ঘর কবরের মতো হয়ে যাবে। বরং মসজিদের মতো ঘরেও ইবাদত করো, দোয়া-দুর্জন পড়ো। আমার উপর সালাম পাঠাও।

বিভীষির অর্থ হতে পারে, ঘরে লাশ দাফন করবে না। হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নিজ হজ্জরায় দাফন করার ব্যাপারটা তাঁর সাথেই নির্দিষ্ট।

এই হাদীসের দ্বিতীয় বাক্য, “আমার কবরকে উৎসবের স্থলে পরিণত করো না,” অর্থ ইদগাহের মতো উৎসবের স্থানে পরিণত না করা। ওখানে একত্র ইয়ে হাসিখূনী আনন্দ মেলায় পরিণত করো না। যেভাবে ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা তাদের নবীদের কবরস্থানে করেছিলো। বেদায়াতী কিছু লোক মর্যাদাবান লোকদের কবরকে এইরূপ ‘ওরশ’ করে আনন্দ মেলা বানিয়ে রেখেছে। এরূপ ঠিক নয়।

৮৬৬ - وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغْمَ أَنْفَ رَجُلٍ ذَكَرْتُ عَنْهُ فَلِمْ يُصَلِّ عَلَىٰ وَرَغْمَ أَنْفَ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انسَلَعَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغْمَ أَنْفَ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُوهُ الْكَبِيرِ أَوْ أَخْدُمْهَا فَلِمْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ - رواه الترمذি

৮৬৬। এই হাদীসটিও হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক ওই ব্যক্তি যার নিকট আমার বাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার প্রতি দুর্জন পাঠ করে না। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি যার কাছে রম্যান মাস আসে আবার তার গুলাহ ক্ষমার আগে সে মাস চলে যায়। লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি যার নিকট তার বৃক্ষ মা-বাপ অর্থবা দুইজনের একজন বেঁচে থাকে অথচ তাকে জানাতে পৌছায় না।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদীসে হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন প্রকার লোককে অভিশাপ দিয়েছেন। এক, যাদের সামনে হজ্জরের নামের উল্লেখ হবে অথচ তারা তাঁর উপর দুর্জন পাঠ করে না। এরা হতভাগ্য ও লাঞ্ছিত হবে।

দুই, যারা রম্যান মাসের মতো মর্যাদাবান মাস পেয়েও ইবাদত-বন্দেগী করে শুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না। তারাও সাহিত বর্ণিত মানুষ।

আর তৃতীয় হলো যারা নিজেদের মাতা-পিতাকে তাদের বৃক্ষ বয়সে পেয়েছে অথচ তাদের খেদমত করে তাদের মন জয় করতে পারেনি, বাপ-মায়ের দোয়া নিতে পারেনি। তাদের সাথে ভালো আচরণ করেনি। তারাও হতভাগ্য, সাহিত ও বর্ণিত। সুরোগ পেয়েও সুযোগের সর্বব্যহার না করাই তাদের শাস্তিনাম কারণ।

٨٦٧ - وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ  
وَالْبَشَرُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَّهُ جَاءَنِيْ جِبْرِيلُ فَقَالَ أَنْ رَبِّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيَكَ  
يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أَمْتَكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا  
يُسْلِمْ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أَمْتَكَ إِلَّا سَلَّمَتُ عَلَيْهِ عَشْرًا - رواه النسائي

والدارمي

৮৬৭। হয়রত আবু তালহা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সাম্মুন্দুর সাম্মুন্দুর আলাইহি ওয়াসাম্মাম সাহাবাদের কাছে তাশীক আনলেন। শখন তাঁর চেহারায় বড় হাসি-ধূশী ভাব। তিনি সজলেন, আমার নিকট জিবরীল আলাইহি ওয়াসাম্মাম এসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার মুখ বলেছেন, আপনি কি একখাই সম্মুষ্ট নন যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ আপনার উপর একবার দুর্লদ পাঠ করলে আমি তার উপর দশবার রতমত বর্ণন করবো। আর আপনার উম্মাতের কোন ব্যক্তি আপনার উপর একবার সালাম পাঠালে আমি তার উপর দশবার সালাম পাঠাবো (নাসাই ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : হজুর সাম্মুন্দুর আলাইহি ওয়াসাম্মাম তাঁর উম্মাতের বড় কল্যাণকামী ছিলেন। তাদের যে কোন ধোশখবরে তাঁর খুশীর অবধি ধোকড়ো না। এখানেও জিবরীলের মাধ্যমে উন্নতের একবারের দুর্লদ শরীক পাঠ ও একবারের সালাম প্রেরণের বিনিময়ে উম্মাতগণ দশ শুণ বেশী দান আল্লাহর তরফ থেকে পাবে এবং হজুর সাম্মুন্দুর আলাইহি ওয়াসাম্মাম উৎকৃষ্ট হয়ে সাহাবাদেরকে এই খবর জানিয়ে দিলেন।

٨٦٨ - وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثُرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ  
فَكُمْ أَجْعَلْ لَكَ مِنْ صَلَوَتِيْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الْرُّبْعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ  
زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ

فَإِنْلَئِينَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ حَلْوَىٰ فِي كُلُّهَا  
قَالَ إِذَا تُكْفِي هَمْكَ وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنْبُكَ - رواه الترمذى

৪৬৮। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আরয় করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর অনেক বেশী দুর্দণ্ড পাঠ করি। আপনি আমাকে বলে দিন আমি (দোয়ার জন্য যতটুকু সময় বরাদ্দ করে রেখেছি তার) কতটুকু সময় আপনার উপর দুর্দণ্ড পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট করবো? জবাবে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়। আমি আরজ করলাম, যদি এক-চতুর্থাংশ করিঃ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়, যদি আরো বেশী করো তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। আমি আরজ করলাম, যদি অর্ধেক সময় নির্ধারণ করিঃ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যতটুকু সময় চায় করো। যদি আরো বেশী নির্ধারণ করো তাহলে তোমার জন্যই তা ভালো। আমি বললাম, যদি দুই-তৃতীয়াংশ করি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মন যা চায়। যদি আরো বেশী নির্ধারণ করো তোমার জন্যই মঙ্গল। আমি আবার আরজ করলাম, তাহলে (আমি আমার দোয়ার) সরটা সময়ই আপনার উপর দুর্দণ্ড পড়ার কাজে নির্দিষ্ট করে দেবো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, তোমার দীন-দুনিয়ার যকুব্দ পূর্ণ হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে স্পষ্ট বুঝা গেল, দুর্দণ্ড শরীফ কতো বরকতপূর্ণ ও মর্যাদাজনক অধিকারী। যে ব্যক্তি আবেগ নিয়ে মহৎভিত্তের সাথে জীবনের একটি জরুরী জিনিস হচ্ছে করে সব সময় দুর্দণ্ড শরীফ পাঠ করবে তার এই জীবনও ওই জীবন দুইটাই সহজ হয়ে যাবে। তার সব আশা পূরণ হবে।

হযরত শেখ আবদুল হক মুহাম্মদ দেহলবী (র) বলেন, আমার উত্তাদ শেখ আবদুল ওহাব (র) আমাকে মদীনার জিয়ারতে পাঠাবার সময় উপদেশ দিলেন, যদরয় ইবাদাত আদায়ের পর দুর্দণ্ড শরীফ বেশী বেশী পাঠ করবে। ফরমের পর আর কোন ইবাদাত দুর্দণ্ড পাঠের সমান নয়। আমি আরয় করলাম, এজন্য কোন সংখ্যা ঠিক করে দিন। তিনি বলেন, সংখ্যা ঠিক করে দেবার প্রয়োজন নেই। দুর্দণ্ড পাঠে মশগুল হয়ে থাকবে।

— وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِِ إِلَيْهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلْتَ إِيْهَا الْمُصَلِّيْ إِذَا صَلَيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ

بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّى عَلَىٰ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ أَخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُصَلَّى أَدْعُ تُجَبْ - رواه الترمذى وروى ابو داؤد  
والنسائى نحوه

৮৬৯। হযরত ফাদালা ইবনে ওবায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তখন একজন লোক এলেন। তিনি নামায পড়লেন এবং এই দোয়া পড়লেন, “আল্লাহহ্মাগফিরলী ওয়ারহামনী” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ঘাফ করো ও আমার উপর রহম করো”。 একথা শুনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নামায আদায়কারী। তুমি তো দোয়ার নিয়ম ভঙ্গ করে বড় তাড়াহড়া করলে। তারপর তিনি বললেন, তুমি নামায শেষ করে দোয়ার জন্য বসবে। আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে। আমার উপর দুর্জন পড়ো। তারপর তুমি যা চাও আল্লাহর কাছে দোয়া করো। হযরত ফাদালা (রা) বলেন, এরপর আর এক ব্যক্তি এলো, নামায পড়লো। সে নামাযশেষে আল্লাহর প্রশংসা করলো। হজুর করীমের উপর দুর্জন পাঠ করলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে নামাযী! আল্লাহর কাছে দোয়াও করো। দোয়া করুন করা হবে (তিরিমিয়ী; আবু দাউদ ও নাসাইও এবং পই বর্ণনা করেছেন)।

৮৭০ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أَصْلِيْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الصَّلُوةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِّ تُعْطِهِ سَلِّ تُعْطِهِ - رواه الترمذى

৮৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামায পড়ছিলাম। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে ছিলেন হযরত আবু বকর ওমর (রা)। নামাযশেষে আমি যখন বসলাম আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুর্জন পাঠ করলাম। তারপর আমি আমার নিজের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাও, তোমাকে দেয়া হবে। চাও, তোমাকে দেয়া হবে (তিরিমিয়ী)।

## ত্রৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَرَّهُ  
أَنْ يُكْتَالَ بِالْمَكْتَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلَيَقُولُ "اللَّهُمَّ صَلِّ  
عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَدَرِيَّتِهِ وَأَهْلِ  
بَيْتِهِ كَمَا  
صَلَّيْتَ عَلَى أَلِ ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" - رواه أبو داود

৮৭১। হয়রত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পূর্ণ মাপে বেশী বেশী সওয়াব লাভে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আমার উপর দুর্কল্প পাঠ করে, আহলে বায়তের উপরও যেন দুর্কল্প পাঠ করে। বলে, “আল্লাহস্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিনিল্লাবীয়িল উম্মিয়ে, ওয়া আযওয়াজিহি, ওয়া উম্মাহাতিল মোমেনীলা, ওয়া যুরুবিয়্যাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি, কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা, ইন্নোকা হামীদুম মাজীদ”। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! উম্মি নবী মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ, মুমিনদের মা, তাঁর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করো। যেভাবে তুমি রহমত অবতীর্ণ করেছো ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর” (আবু দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতগুলো নামে মহবতের সাথে ডাকা হয় তার একটি ‘নাবিউল উম্মি’। বিশেষ নাম। আগের সকল আসমানী কিতাবে এই নাম উল্লেখ আছে।

‘উম্মি’ শব্দের অর্থ হলো যিনি না লেখা জানেন, আর না লেখা জিনিস পড়তে পারেন। আর না কেন প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন ও পড়েছেন। ‘উম্মি’ শব্দটি ‘উম্মুন’ হতে নির্গত। এর থেকে মনে হয় যিনি মার পেট থেকে জন্ম নেয়া বাচ্চার মতো। যাকে না কেউ লেখার তালীম দিয়েছে না পড়ার।

তিনি যেহেতু গোটা বিশ্বের সর্বকালীন সর্বজনীন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তাঁর এই মর্যাদা অঙ্কুণ্ডি রাখার জন্য আল্লাহ জ্ঞানের ব্যাপারে তাঁকে কারো দ্বারা দ্বারন্ত করেননি। তিনি স্বনির্ভরতা ও পূর্ণতা তাঁকে দান করেছেন। এই অর্থে তিনি ‘উম্মি’।

আবার কেউ কেউ বলেন, ‘উম্মি’ মূলত ‘উম্মুল কোরা’ অর্থাৎ মুক্তার প্রতি নির্দেশ করেছে, যা গোটা বিশ্বের মূল বা আসল।

৮৭২ - وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ

أَخْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ  
حَسَنٌ صَحِيقٌ غَرِيبٌ .

৮৭২। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : প্রকৃত কৃপণ হলো ওই ব্যক্তি যার কাছে  
আমার নাম উচ্চারিত হবার পর আমার উপর দুর্লদ পাঠ করেনি (তিরমিয়ী)।  
হাদীসটি ইমাম আহমাদ হযরত হোসাইন ইবনে আলী হতে নকল করেছেন আর  
ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গবীব।

৮৭৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
صَلَّى عَلَىٰ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىٰ نَائِبِيْ أَبْلَغْتُهُ - رواه البیهقی  
فی شعب الایمان

৮৭৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে  
থেকে আমার উপর দুর্লদ পড়ে আমি তা সরাসরি শনতে পাই। আর যে ব্যক্তি দূর  
থেকে আমার প্রতি দুর্লদ পড়ে তা আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয় (বায়হাকীর  
ওআবুল ইমান)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দুর্লদ ও সালাম পড়লে সরাসরি  
আমি শনি। আর যারা দূরে বহু দূরে থাকে, ওখানে দুর্লদ পাঠ করে, তা ভ্রমণকারী  
ফেরেশতাগণ আমার কাছে পৌছে দেন।

৮৭৪ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَوةً - رواه احمد

৮৭৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে  
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দুর্লদ শরীফ পাঠ  
করবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার উপর সওরবার দুর্লদ পাঠ  
করবেন (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা : বাহু দিক থেকে বুর্বুর যাচ্ছে একবার দুর্লদ পড়ার এই সওয়াব  
জুমাবারের দিনের সাথে সম্পর্কিত। কারণ একথা প্রমাণিত যে, জুমাবারের নেক  
আমলের সওয়াব সন্তুষ্ট পর্যন্ত দেয়া হয়।

٨٧٥ - وَعَنْ رُوَيْفِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقْرَبَ عِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي " - رواه احمد

৮৭৫। হযরত কুওয়াইফে ইবনে সাবেত আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুর্জন পড়বে এবং বলবে, “আল্লাহহু আনজিলহু মাকআদাল মোকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কিয়ামাতে”! (“হে আল্লাহ তাঁকে তুমি কিয়ামাতের দিন তোমার কাছে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিও”), আমার সুপারিশ তার জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে (আহমাদ)।

٨٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودُ حَتَّى حَشِبَتْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيْ أَلَا أَبِشِرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ . رواه احمد

৮৭৬। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। এখানে তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদারাত হলেন। সিজদা এতো দীর্ঘ করলেন যে, আমি ভীত হয়ে পড়লাম। আল্লাহ না করুন, তাঁকে তো আবার আল্লাহ মৃত্যুখে পতিত করেন নি? আবদুর রহমান বলেন, তাই আমি তাঁর কাছে এলাম, পরথ করে দেখার জন্য। তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কি হয়েছে? আমি তাঁকে আমার আশংকার কথা বললাম। আবদুর রহমান বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে বললেন : জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে এই শুভ সংবাদ দিবো না যা আল্লাহ তাজালা আপনার ব্যাপারে বলেন? যে ব্যক্তি আপনার উপর দুর্জন পাঠ করবে আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবো। যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠাবে আমি তার উপর শান্তি নাফিল করবো।

٨٧٧ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقفه بين السمااء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك - رواه

الترمذى

୮୭୭ । ହ୍ୟରତ ଓ ମର ଇବନୁଲ ଖାତାବ (ରା) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଶେନ, ଦୋଯା ଆସମାନ ଓ ଜୟନେର ମଧ୍ୟେ ଲଟକିଯେ ଥାକେ । ଏର ଥେକେ କିଛୁଇ ଉପରେ ଉଠେ ନା ଯତକଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର୍କା ତୋମାଦେର ନବୀର ଉପର ଦୂର୍ଦନ ନା ପାଠାଓ ।

١٢ - **باب الحجّة في التشريع**

## ১৭-তাশাহতদের মধ্যে দোয়া

٨٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ حَنِيفَةَ الْمَصْلَةَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَيْرَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتِمِ وَالْمَغْرِمِ" . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعْبِدُ مِنَ السَّقْرِمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرَمَ حَدَثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

৮৭৮। হ্যুরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধান্নাহ  
আলাইহি ওয়াসান্নাম নামাযের মধ্যে (সালাম ফিরাবার আগে) দোয়া করতেন।  
বলতেছেন, “মাঝেইয়া ইন্নি আউজু বিকা মিন আয়াবিল কাবরে, ওয়া আউজু বিকা মিন  
ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল। ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহেইয়া ওয়া  
ফিতনাতিল ঘামাতি।” আজ্জাহক্কা ইন্নি আউজু বিকা দ্বিমাল আছায়ে ওয়া মিনাল  
মাপরায়ে।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি কবরের আযাব  
থেকে। আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি দাজ্জালের পরাক্ষা হতে। আমি তোমার  
নিকট পানাহ চাচ্ছি জীবন ও শৃঙ্খল পরাক্ষা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে  
পানাহ চাচ্ছি শুনাহ ও দেনাহ বোঝা হতে।” এক ব্যক্তি বললো, হচ্ছুর। আপনি  
দেবার বোঝা হতে রড় বেশী পানাহ চেরে থাকেন। হচ্ছুর সান্ধান্নাহ আলাইহি  
ওয়াসান্নাম বললেনঃ “কেউ যখন দেবাদার হয় তখন কথা বলে, যিথ্যাবলে এবং  
অঙ্গীকার করে তা শক্ত করে (বৃক্ষাঙ্গী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে পৌষ্ট চেয়েছেন : (১) আয়াবে কবর (২) ফেতনায় মাসিহিদ দাঙ্গুল (৩) ফেতনায় জেন্দেগী (৪) ফেতনায় মণ্ডত (৫) গুনাহ ও (৬) শুণ। এই ছয়টি জিনিস ভয়ংকর ধৰ্ষকর দীন-দুনিয়ার ক্ষতির বড় কারণ। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ‘ফিতনা’ হলো মসিহুদ দাঙ্গালের ফিতনা। দাঙ্গালের ফিতনা অধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

٨٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشْهِيدِ الْأُخْرَ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ - رواه مسلم

৮৭৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ অস্মাধের ফেতনায় তাশহুদ পড়ে অবসর হয়ে যেনো আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস হতে পান্তু চায়। (১) জাহানাস্ত্রের আয়াব। (২) কবরের আয়াব। (৩) জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাস। (৪) মসিহুদ দাঙ্গালের অনিষ্ট। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের সারমর্ম হলো তাশহুদ পড়ে শেষ করে সালাম করাবার পর এই দোয়া পড়া চাহিদার : “আল্লাহশ্মা ইন্নি আউজ্জু বিকা মিম আজাহাবি আহানাম ওয়া মিন আযাবিল ক্যবরে, ওয়া ফিতনাতিল মাহাইয়া ওয়াল মায়াত ওয়া শারাবিল মাসিহিদ দাঙ্গাল।”

٨٨٠ - وَعَنْ أَبْنِ عَيَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلَمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُونَ قُوْلُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهُمْ بِمَا هُمْ بَلَّغُوا مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ - رواه مسلم

৮৮০। হকুমত ইবনে আবুবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কৈম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেন যেসব তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, “আল্লাহশ্মা ইন্নি আউজ্জু বিকা মিম আজাহাবি আহানাম, ওয়া আউজ্জু বিকা মিম আজাহাবি ক্যাবর, ওয়া আউজ্জু বিকা মিন ফিতনাতিল মসিহিদ দাঙ্গাল ওয়া আউজ্জু বিকা মিম কিলাতিল

মাহফিয়া ওয়াল মামাত।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আল্লাহমের শান্তি হতে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শান্তি হতে। তোমার নিকট আশ্রয় চাই দাঙ্গালের পরীক্ষা হতে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা হতে (মুসলিম)।

٨٨١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْتَنِي دُعَاءً أَدْعُ  
بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ إِلَهُمْ أَنِّي ظلمْتُ نَفْسِيْ ظَلَمْتُ كَثِيرًا وَلَا يَعْفُرُ  
الظُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ نَفْعِرُكَ مَغْفِرَةً مِنْ عَذَابِكَ وَأَرْحَصْنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَفُورُ

الرحيم ”- متفق عليه

মুসলিম বর্ণনা অনুসরে আল্লাহ মানুষ সিদ্ধিক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহহ-সামাজিক আল্লাহই আল্লামের নিকট সিদ্ধেদের আল্লামাত, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি দোয়া বলে দিন যা আমি নামাযে (তাশাহদের পর) পড়বো। জবাবে হঞ্জুর সামাজিক আল্লাই হি ওয়াসামায় বললেন : এই দোয়া পড়বে, “আমার হাত ইন্দ্রি জলামতু নাফসি জলমান কাসিবা। ওয়ালা ইয়াগফিরজ জুনুবা ইয়া আনতা। ফাগফিরবলি মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি। ইন্নাম্মা আনতাল গাফুরুর রহীম।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নফসের উপর অনেক আচ্ছান্ন করেছি। তবিং আমি তুনার মাঝে ক্ষেত্র নেই। অতএব আমাকে তোমার পক্ষ থেকে মাফ করে দাও। আমার উপর রহম করো। তুমই ক্ষমাকারী ও সহমতকারী” (বুখারী ও মুসলিম)।

٨٨٢ - وَعَنْ عَاصِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ كَلَّ كُنْتُ أَرْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلِمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ حَتَّى أَرِي مِنْ أَضْعَافِ جَنَاحِهِ كَمْ يَوْمٌ

মسلم

৮৮২। হযরত আমের ইবনে সাদ তাবেরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা আল-ইবনে আব্দু ওয়াকাব (রহ) হচ্ছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি আল্লাহহ-সামাজিক আল্লাহই আল্লামাত তাঁর জাম কিকে ও বাজ দিকে এভাবে সামাজিকভাবে যে, আমি তাঁর পাশের ত্বকে দেখতে পেয়েছি (মুসলিম)।

٨٨٣ - وَعَنْ سَمِرَةِ بْنِ جَنْدُبٍ قَالَ كَانَ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

৮৮৩। ইয়েরত সামুৱা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন (বুখারী)।

٨٨٤ - وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ  
يَمِينِهِ - رواه مسلم

৮৮৪। ইয়েরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শেষ করে ড্যান দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন (মুসলিম)।

ৰ্য্যাখ্যা ৪ ইজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায আদায়ের পর কেবলামুকী হঞ্জে বসে থাকতেন না। কখনেও কখনো ডাম দিকে, আবার কখনো বাম দিকে মোড় দিয়ে বসতেন; আবার কোন কোন সময় শোভাদীসেজ দিকে মুখ করে বসতেন।

ইমাম আবু হানিফার মতে যে সকল ফরয নামাযে সুন্নাত নাই সেসব নামাযে ইজুর একপ করতেন। ফরযের পর সুন্নাত থাকলে সুন্নাতের জন্য দাঙ্গালে আগের অবস্থাপরিবর্তন হয়ে যায়।

٨٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا  
مِّنْ حَلَاقَةِ يَرِيَ أَنْ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسِيرَهِ - متفق عليه

৮৮৫। ইয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্য নিজেদের নামাযের কোন অংশ নির্দিষ্ট না করে এই কথা ভেবে যে, শুধু ডান দিকে ঘুরে বসাই তার জন্য অনির্দিষ্ট। আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেকবার বাম দিকেও ঘুরে বসতে দেখেছি (বুখারী ও মুসলিম)।

ৰ্য্যাখ্যা ৫ এই হাদীসের মৰ্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে সালাম ফিরাবার পর কোন সময় ডাম দিকে থেকে ফিরে বাম দিকে বসতেন। আবার কোন সময় কেউ যেন শয়তানের জন্য নামাযের কোন অংশ নির্ধারণ না করে” কথাটির অর্থ হলো, ইজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক দিয়ে ফিরতেন। আবার বাম দিক দিয়েও ফিরতেন। তবে ডান দিক দিয়ে

ফিল্মে ফেরে। কিন্তু এটাকে যেমনো অবশ্যিকভাবী করে নেয়া না হয় যে, এর বিপরীত করা যাবে না। এসবে মনে করা যেন শয়তানের অনুসরণ করা। এইজন্মে ইবনে মাজউজ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাম দিকেও ফিরতেন।

**٨٨٦ - وَعَنِ الْبُرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْتَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْبَبْنَا أَنْ تَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَتَسْمَعْتَهُ يَقُولُ رَبِّ قَنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمِعُ عِبَادَكَ - رواه مسلم**

১৪৮৬। হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অম্বরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়ার সময় তাঁর ডাম্পাশে থাকতে পদ্ধতি করতাম। তিনি যেন সালাম ফিরাবার পর সর্বপ্রথম আমাদের দিকে যুখ ফিরিয়ে বসেন। বারাআ (রা) বলেন, একদিন আমি শুনলাম হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রবি কিনী আযাবাকা ইয়াওয়া তাবআসু আও তাজমাউ ইবাদাকা”। অর্থাৎ “হে আমার রব! তুমি আমাকে তোমার আখবি হতে বাঁচাও। যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের হাশেরের ময়দানে উঠাবে অথবা একজন করবে” (মুসলিম)।

**٨٨٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّسَاءَ قَنِيْ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا إِذَا سَلَمْنَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَا وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ - رواه البخاري وَسَنْدُكُ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ فِي بَابِ الصَّحْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -**

৮৮৭। হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে বহিলালা জামায়াতে নামায আদায় করলে সালাম ফিরাবার সাথে সাথে উঠে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যেতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে যারা নামাযে শরীক হতেন, যতটুকু সময় আলাই আলেজো আদায়ে জন্ম মঞ্জুর করতেন বসে থাকতেন। তারপর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাঁড়াতেন সব পুরুষগণও দাঁড়িয়ে চলে যেতেন (বুখারী)।

• ব্যাখ্যা : হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মেঝের হজুরের সাথে জামায়াতে নামায পড়তেন। সালাম ফিরাবার সাথে সাথে তারা উঠে নিজ নিজ বাড়ী

চলে যেতেন। যতক্ষণ হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামায়ের পর মুসাল্লায় বলে আক্ষেত্রে পুরুষরা তাঁর সাথে বসে থাকতেন। হজুর বসা থেকে উঠে যাবার পর তারাও উঠতেন ও নিজ নিজ বাড়ী চলে যেতেন। অর্থাৎ স্বাহিলাদেরকে আগে মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

### ধিতীয় পরিচ্ছেদ

৮৮৮ - عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَحَدٌ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا حُبِّكَ بِاَمْوَالِكَ فَقُلْتُ وَإِنَّمَا أُحِبُّكَ بِاِرْسَالِ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَدْعُ اَنْ تَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ حَلْوَةٍ "رَبٌّ أَعْنَى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِيَادَتِكَ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ أَنَّ لَهُ دَأْدَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ مَعَاذٌ وَإِنِّي أُحِبُّكَ .

৮৮৮। হ্যুত মোঃয়ায় ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, হে মোঃয়ায়! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমিও সবিনয়ে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক নামায়ের পর এই দোষা পড়তে তুল করো না। “রবির আব্দিলি আলা যিকরিকা ও শুকরিকা ওয়া হোসনে ইবাদাতিকা।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিকির, শোকর ও উকুমরূপে ইবাদাত করতে সাহজে করো।” (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাই)। কিন্তু আবু দাউদ, “কালা মুআজ্ঞন ওয়া আনা ওহেবুকা” বাক্য বর্ণনা করেননি।

৮৮৯ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْلِمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرِي بَيْاضَ حَلْمِ الْأَكْيَمِنَ وَعَنْ يَسَاوِرِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرِي بَيْاضَ حَلْمِهِ الْأَبْسَرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّرْمِذِيُّ حَتَّى يَرِي بَيْاضَ حَلْمِهِ وَرَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ .

৮৮৯। হ্যুত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায়ের সালাম করাবার সময় “আসসলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলে ডান দিকে মুখ ফিরাতেন, প্রথমকি

তাঁর চেহারার ডাম পাশের উজ্জলতা মন্ত্রে পড়তো। আবার তিনি বাম দিকেও অস্তিসাম্য আলাইকুম ওয়া রহমাতুর্রাহ বলে মুখ কিরাতেন, এমনকি তাঁর চেহারার বাম হাতের উজ্জলতা দৃষ্টিতে পড়তো (আবু দাউদ, তিরিমিয়ী ও নাসাই)। ইবনে তিরিমিয়ী তাঁর বর্ণনায়, “এমন কি তাঁর চেহারার উজ্জলতা দেখা যেতো” এই বাক্য নকল করেননি। ইবনে মাজাহ এ হাদীস আশ্চর্য ইবনে ইয়াসিন (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

**٨٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ اِنْصَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَوَتِهِ إِلَى شَقَّةِ الْأَبْشِرِ إِلَى حُجْرَتِهِ - رَوَاهُ فِي شَرِحِ السَّنَةِ**  
৮৯০। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়ের পর অধিকাংশ সময় তাঁর বুম দিকে নিজের হজরাত দিকে মোড় ফুরতেন।

৪৪৪ : এই হাদীসের মূল কথা হলো, হজুর করীমের হজরাত শরীফের দরয় ছিলো মসজিদের বামে মেহরাবের দিকে। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শৈষ কর্তৃর পর অধিকাংশ সময় বাম দিকে ফিরতেন ও নিজের হজরায় চলে যেতেন।

**٨٩١ - وَعَنْ عَطَاءِ الْخَرَاسَانِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصْلِي الْأَمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلُ**  
৮৯১। হ্যরত আতা খুরাসানী (র) হ্যরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হয়তু মুগীরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমায যে জায়গায় ফরয নামায পড়েছে সে জায়গায় যেন অন্য নামায না পড়ে, যে পর্যন্ত না ঝান পরিবর্তন করে (আবু দাউদ)। কিন্তু আবু দাউদ বলেছেন, হ্যরত মুগীরার সাথে আতার সাক্ষাত ইয়ানি।

৪৪৫ : অন্য কোল আমাকই যেন ফরয নামাযের মতো শুরু না পায় সেজন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন। তিনি নিজেও কর্তৃ নামায পড়া দেখে অরেই একদিকে একটু সরে যেতেন। তেমন কোন অঙ্গবিধি না থাকলে এভাবে একটু সরে অন্যান্য নামায পড়া ইসাম-মুক্কাদি সকলের জন্য মেষ্ট্যহাব।

**٨٩٢ - وَعَنْ أَسْنَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ اِنْصَارِهِ مِنَ الصَّلَاةِ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدُ**

৮৯২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের প্রতি তাদের উদ্দীপনা যোগাতেন। আর নামায শেষে হজুরের বাইরে গমনের আগে তাদেরকে বের হতে নিষেধ করেছেন (আরু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নামায শেষ হবার সাথে সাথে মসজিদ হতে তাড়াতাড়ি বের না হয়ে উখানে থসে কিছু দোয়া-কালাম পড়ার জন্য হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলেছেন। তাছাড়া তাদের উদ্দেশ্যে হজুর কোন কথা বলতে পারেন। এইজন্যও তাড়াতাড়ি বের হতে নিষেধ করেছেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٨٩٣ - عَنْ شَدَادِ بْنِ أُوسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَوَتِهِ "اَللَّهُمَّ ائِنِّي اسْأَلُكَ الْبَشَارَاتِ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةِ عَلَى الرُّشْدِ وَاسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحِسْنَ عِبَادَتِكَ وَاسْأَلُكَ قُلْبًا سُلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

رواہ النسائی وروی احمد نحوہ

৮৯৩। হযরত শান্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযে এই দোয়া পড়তেন, “আল্লাহর ইন্নি আসআলুকাস সারাতা ফিল আমরে ওয়াল আফিয়াতা আলার রুশদে, ওয়া আসআলুকা শকরা নিমাতিকা ওয়া হুসনা ইবাদাতিকা, ওয়া আসআলুকা কালবান সাল্লামান ওয়া লিসানান সাদেকান ওয়া আসআলুকা মিন খায়রি মা তালামু, ওয়া আউয়ু বিকা মিন শার্বি মা তালামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা তালামু”。 অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজের স্থায়িত্ব ও সংপথে দৃঢ় থাকার আবেদন জানাচ্ছি। তোমার নেয়ামাতের শোকর ও তোমার ইবাদাত উত্তমভাবে করার শক্তির জন্য ও আমি তোমার কাছে দোয়া করছি। সরল মন ও সত্য কথা বলার জন্য ও আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি যা ভালো বলে জানো। আমি তোমার ক্ষমে ওই সব হতে পুনাহ চাই যা তুমি আমার জন্য অঙ্গ বলে জানো। সর্বশেষ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই আমার সে সর্কল অপরাধের জন্য যা তুমি জানো” (নোসাই, আহমাদ ও অনুকূপ বর্ণনা করেছেন)।

ব্যাখ্যা : এসব দোয়া প্রকৃতপক্ষে উচ্চাতের শিক্ষার জন্যই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে গেছেন। তারা যেনো সব সময় এসব দোয়া বিপদে আপনে সমস্যা-সংকুলে পড়ে আল্লাহর সাহায্য চায়।

— ৪৯৪ — وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُنَّ  
صَلُوْنَهُ بَعْدَ التَّشْهِيدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِيَّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — رواه النسائي

৪৯৪। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযের মধ্যে আলাইহিয়াত পঢ়ার পর বলতেন,  
“আহসানুল কালামে কালামুল্লাহ ওয়া আহসানুল হাদীস্তে হাদীসু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম”। “আল্লাহর ‘কালাম’ই” সর্বোত্তম কালাম। আর রাসূলুল্লাহর  
হিদায়াতই সর্বেভূত হিদায়াত” (নাসাই)।

— ৪৯৫ — وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي  
الصَّلَاةِ تَسْلِيْمَةً تَلْفَّاً وَجْهَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا — رواه  
الترمذি

৪৯৫। হযরত আবেশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ভিতর এক সালাম ফিরাতেন সামনের দিকে। এরপর  
জুক্কাদিকে দুটু দোড় মিঠেন (তিব্বমিয়ী)।

ক্ষয়াগ্রহ করে হাতীসের অর্থ হলো, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
নামাযের সালাম ফিরাবার সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সালাম ফিরাবার কলেজ  
‘আসলাম আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলতেন। এরপর ডান দিকে সামান্য একটু  
চেহারা ফিরাতেন। দ্বিতীয়বার বামদিকে মুখ ফিরিয়ে সালামের বাকাগুলো বলতেন  
না অর্থাৎ একবারই সালাম ফিরাতেন।

এই হাতীস অনুসারেই হযরত ইমাম মালিক নামাযে সামনের দিক মুখ রেখে  
সালাম ফিরাবার পক্ষে মত দিয়েছেন। হযরত ইমাম আবু হালিফা, ইমাম শাফেয়ী ও  
আহমাদ (র) সকলেই নামাযে দুই দিকে দুই সালামের পক্ষে। কারণ দুইবার দুই  
দিকে সালাম ফিরাবার অনেক হাতীস করেছে। এই হাতীস সম্পর্কে এই তিন ইমামের  
কাহিন হলো; যাক সালাম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চতরে বলতেন।  
আর দ্বিতীয় সালাম বলতেন নিম্নতরে। তাই হযরত আবেশা (রা) উচ্চতরে সালামটি  
গণ্য করে এক সালামের উচ্চতর করেছেন।

— ৪৯৬ — وَعَنْ سَمْرَقَ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْرَةِ  
عَلَى الْأَمَامِ وَتَحْبَابٍ وَآنِيْلَمْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ — رواه أبو ذاود

১৮৯৬। হয়রত সামুদ্রা ইবনে জনদুর (রা) হতে বর্ণিত। প্রিনি বলেন, গ্রাসুলুক্ষেহ  
সাদ্বাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাদ্বায় আমাদেরকে ইমামের স্বালামের উপর দিতে, একে  
অমর্ত্যকে ভঙ্গাবাসনতে ও পরম্পরা সভায় বিনিশ্চয় করতে ছবুল দিয়েছেন (আবু  
দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** ইমামের সালামের জরাব হলো, তিনি সালাম ফিরাবার সময় তাঁর সাপেক্ষে দাখে ঘনে মনে সালামের বাকাতলো উচ্চারণ করা। পরম্পর সালাম বিনিয়ন্ত্রের অর্থ হলো, সালাম ফিরাবার সময় ইয়াম মুভাদীকে সালাম দিলে আর মুকদিগণ ইয়াম সালাম দিলে এই নিয়াত করা। আর এইভাবে আঘল করলে পরম্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

أ-نَّ الذَّكَرِ بَعْدَ الْمُلْكَةِ

১৮-নায়াবের পর তিকির-আভকাস

“এ অঞ্চলে নামাযের পর যেসব দোয়া ও ওজিফা পড়ার শুরুত্ব ও ঘর্যাদা প্রমাণিত  
অ স্বর্গনামকাজাইয়েছে। তিকির আজকার বলতে সাধারণত ‘গ্রন্থ দোয়া’ ও ওজিফা কে  
বলাবল কর্তৃ কর্তৃত দোয়া কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ কর্তৃ

ফরয় নামাযের পর সুন্নাত নামায থাকলে যথিবর্তী সময়ে বেশী দেরী করা ঠিক  
নয়। তাই ফেরতেও সুন্নাতের অধো হেষ্ট ছোট খাসবিহু ও মোহা-জিবিঙ করা যায়।  
আর কখনো শুভ সুন্নাত না থাকলে জীর্ণ মোহা ও জিবিঙ করা হেষ্ট নয়। চূড়ান্ত  
ক্ষেত্র মুদ্রণ করে নি। এই ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া হচ্ছে কেবল মুসলিমদের  
ক্ষেত্রে প্রযোগ করা যাবে। কারণ এই ক্ষেত্রে মুসলিম মুসলিমের  
নামাযশেষে আল্লাহ আকবার বলা

ব্যাখ্যা : নামঅশেষে 'আল্লাহ আকবার' বলার ব্যাপারে ইসলামের ব্যাখ্যাদীতাদের বিভিন্ন কথা আছে। কেউ কেউ বলেন, 'আল্লাহ আকবার' বলার অর্থ হলো 'জিকির'। বুর্দারী-ইসলামে ইহরত ইবনে আবুস রা) হতে বলিত ছিলেন যে, ইহুর পাকের্স সময়ে ফেরত নামায শেষ করে লোকজন সশব্দে জুকির করতেন। এরপর ইহরত

ইবনে আবু আর আরো বলেন; নামায শেষ হয়েছে; আমরা এই ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি থেকেই বুঝতাম। ইবনে আবু আসের এই কথা নকশ করার পর ইমাম বুধারী আবার ইবনে আবু আস (রা) এর এই বর্ণনাটিকে নকশ করেছেন, যা এখানে উল্লেখ হয়েছে। তাই তাকবীর অর্থ হলো ‘জিজিল’।

ইমাম শাফেতী (রঃ) বলেন, ইজুর (স) উপরকে শিখবার জন্য শব্দ করে তাকবীর বলেছেন। মঙ্গুবা অস্পষ্ট জিকির করতেই ইজুর (স) বলেছেন। তিনি বলেছেন, “তোমরা, এমন সভাকে ডাকছো না যিনি বধির ও অনুপস্থিত। তিনি তোমাদের খুবই নিকটে”।

কেউ কেউ বলেন, এই জিকির হলো নামাযের পরের ‘তাসবিহ’। মূলত নামায শেষ হওয়ার সংকেতই হিলো উচ্চরে সালাম করানো। ইবনে আবু আস (রা) বোধ হয় সে সময় ছোট হিলেন। সব সময় নামাযে আসতেন না। অথবা নামাযে প্রেছন্তে সারিতে থাকতেন। তিনি সালায়ের শব্দ শুনতে পেতেন না। তাই তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহ আকবার’ শব্দ থেকে বুঝতেন যে, নামায শেষ হয়েছে।

٨٩٨- وَعَنْ عَلِيِّشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لِمَ يَقْعُدُ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَلِكَ الْجَلَلُ وَالْأَكْرَامُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

• ৮৯৮। উল্লেখ মুহুর্মুল হয়েরত আয়েশা (রা) হচ্ছে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম করাবার পর শুধু এই দেয়া শেষ করার পরিমাণ সময় বলে আকতেন, “আল্লাহয় আনভাস সালাম, ওয়া যিমকস সালাম, তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম”। (“কে আল্লাহ! তুমই নিরাপত্তার আঁধার। তোমার পক্ষ থেকেই নিরাপত্তা। তুমি বরকতজ্ঞ হে মহামহিম ও মহা সম্মানিত”)। (মুসলিম)।

৪. ব্যাখ্যা ৪: অর্থাৎ ঘেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায আছে, সেসব ফরযের পর তিনি এই দেয়ায় পড়ার পরিমাণ সময় বলতেন। আর ঘেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায নাই সেসব নামাযের পর তিনি পর্যাপ্ত সময় বলতেন। উল্লেখিত দেয়ার সাথে আরো কিছু শব্দও পড়া ঘেতে পারে। শব্দগুলো সুন্দরও বটে। কিন্তু এসব শব্দ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শব্দগুলো হলো, “ওয়া ইলাইকা ইয়ারজেউস সালাম, ফাহাইয়েনা রববানা বিস-সালাম। ওয়া আদবির্লমালি জান্নাতা-দারাসি সালাম”।

٨٩٩- وَعَنْ ثُوبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ بِإِذْكُرَالْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮৯৯। হযরত সাওৰান (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম কিৱাবার পৰি তিনবাৰ কষা প্ৰৰ্বণা কৰতেন, তাৰপৰ এই দোয়া পড়তেন : “আল্লাহহ্যা আলজাস সালাম” ওয়া মিনকাম সালাম ; তাৰাবাকতা ইয়া জাল-জালালি ওয়াল ইকৰাম” (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এৰ অৰ্থ হলো হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায় কৰতে সালাম কিৱাবার পৰি তিনবাৰ ‘আসতাগিল্লাহ’ পড়তেন। এৰপৰ উল্লেখিত রেকাম পড়তেন।

৯০০ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي  
تَهْرِئَةِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْبُوْتَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْعَلْمُ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا تَفْعِلْ لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا تُعْطِنَّ لَمَا أَنْتَعْلَمُ وَلَا تُسْعِنَّ  
ذَا الْجَدِيدِ مِنْكَ الْجَدُّ - مِنْفَقَ عَلَيْهِ .

৯০০। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) হতে বৰ্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক কৰণ-নামাযের শেষে এই দোয়া পড়তেনঃ “লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীক লাহু। লাল্লাল মুলকু ওয়াল্লাহুল হামদু। ওয়াল ছয়া আলা কুলি শাহীদীন কাদিৰ। আল্লাহহ্যা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা। ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা। ওয়ালা ইয়াল্লাহাউ জাল-জামিন মিনকাল জাদু” (“আল্লাহহ্যা! ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একমে। তাঁৰ কোন শৰীক নেই। রাজত তাঁৰই এবং সব প্ৰশংসন তাঁৰ জন্য। তিনি সৰ্ব-বিদ্যয়ে সৰ্ব-পৰিষিদ্ধ হৈ আল্লাহহ্যা! তুমি যাকে সাম কৰো, তা কেট কৰতে পাবো না। আম যাকে ফুমি দাল-কৰো বল কৰো, তা কেট কেটিতে পাবো না। সম্পদধারীর সম্পদ, তাকে জোমার আছাৰ হৈকে বাঁচাতে পাবোবে না”) (বুধাবী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত এই দোয়াসহ অন্যান্য সব দোয়া ও জিকিৰ হজুৰ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায়লোৱে পড়তেন। আলেমপথ লিখেম, নথি বৰিম (স) কখনো কখনো নামাযের সালাম কিলিয়ে মেলন কিছু না পড়েই উঠে চলে যেতেন। আবাৰ কেলন সময় এসব দোয়া পড়তেন।

যেহেতু হাদীসে নামাযের সময় পড়াৰ বিভিন্ন দোয়া অসমিতি, তাই কেলন কোৱে আল্লেহ এভাৱে দোয়াগুলো পড়াৰ কৰ্ত্তব্য বিল্লাস কৰেহেন। প্ৰথমজেও আল্লাহপৰিষিদ্ধুল্লাহ পড়বে। এৰপৰ পড়বে: ‘আল্লাহহ্যা আলজাস সালাম শেষ পৰ্যন্ত। এৰপৰ পড়কে লা-ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু... শেষ পৰ্যন্ত। এছাড়াও আৱে অনেক দোয়া রাসূল (স) পড়তেন।

‘নামাযেৰ পৰে’ বলে কথ্য জামায শেষ হবাৰ সাথে সাথেই পড়তে হবে এমন অৰ্থ কৰা ঠিক নয়। সুন্নাত বা নফল নামাযেৰ পৰও যদি এসব দোয়া পড়া হয় বা হলো তা ‘মাজাহেৰ পৰেই’ পড়া হলো বৰ্তমান গণ্য হবে।

১৯.١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الصَّلَاةُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا إِيمَانُهُ لِهِ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّيْءُ الْجَسِنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِمَا خَلَقَ مِنْ لِهِ الدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ الْكُفَّارُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯.১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রামান্দ্রাহ সালাহাত আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর নামাযের সালাম ফিরাবার পর উচ্চতরে বলতেন, লা-ইলাহা ইলালাহ ওয়াহদাহ লা শারীক লাহ, লাল্লাহ মুল্কু, ওয়ালালাহু কামু, ওয়া হয়া আলা কুলি শাইয়ীন কাদির। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। লা ইলাহা ইলালাহ ওয়ালা নাখুদ ইল্লা ইয়াহ। শাহন নেঘাতু, শোলাহু ফাদলু, ওয়ালালাহু সানাউল হোসনা। লা ইলাহা ইলালাহ মুখলেমিনা লাতাদীন। ওয়ালালাহ কারিহাল কাফেরুন (মুসলিম)।

১৯.২ - উপর্যুক্ত শিক্ষার জন্য রামান্দ্রাহ (স) এই দোয়াগুলো উচ্চতরে পড়তেন বলে বিষ্ণ আলেব্রেগ বলে থাকেন। এসব দোয়া আবাদের মতো সাধারণ লোকজের, জন্য মনে মনে বা অনুক্ত শব্দে পড়াই উচ্চ বলে ইমাম নববী (র) মত প্রকাশ করেছেন। তবে কাউকে কোন দোয়াশিখনো উদ্দেশ্য হলে তা ডিন্ন কথা।

**নামাযের পর যেসব জিনিস হতে নাজাত চাওয়া উচিত**

১৯.২ - وَعَنْ سَعْدِ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ بَنِيهِ هُؤُلَاَ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوِّذُ بِهِنَّ دِبَرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجِنِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعَمَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ - رَوَاهُ البَخْرَى.

১৯.৩। হযরত সো'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে দোয়ার এসব শব্দগুলো দিতেন ও বলতেন, রামান্দ্রাহ সালাহাত আলাইহি ওয়াসালাম নামাযের পর এই শব্দগুলো দ্বারা আলাহুর কাছে পানাহ চাইতেন । আলালাহ ইল্লি আউজু বিকা মিনাল জুবনে, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলে, ওয়া আউজু বিকা মিন আরজালিল উসুরে, ওয়া আউজু বিকা মিন ফিতলাতিদ মুনিয়া ওয়া আয়বিল কাবরি” (হে আলাহ। আমি ভিত্তি থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। কৃপণভা হতে তোমার কাছে পানাহ

চাই। নিকৃষ্টতম বয়স হতে তোমার কাছে নাজাত চাই। দুনিয়ার ফিতুনা ও কবরের আয়াব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

ব্যাখ্যা ৩ এখানে 'জুবন' শব্দ দ্বারা কাপুরূষতা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে যেনো দুর্বলতা বা কাপুরূষতা প্রকাশ না পায়। কৃপণতা বলতে ধন-সম্পদ খরচ না করা, জ্ঞান দান না করা, কারো শুভ কামনা না করা ইত্যাদি ভাস্তো কাজ না করাকে বুঝানো হয়েছে। 'আরজালিস-উমুর' বা 'নিকৃষ্টতম জীবন' বলতে বুঝানো হয়েছে জীবনের এমন এক স্তরে পৌছা, যখন বুদ্ধি-জ্ঞান আর কাজ করে না। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। ক্ষমতা হ্রাস পায়। চলৎক্ষণি রহিত হয়ে অক্ষম হয়ে যায়। ইবাদত-বন্দেশী করতে পারে না, দুনিয়ায় কোন কাঞ্জের আর যোগ্য থাকে না। এমন জীবন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া দরকার। এমন অসহায় জীবন থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

٣٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ آتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَذَهَبُنَا ذَهَبَ أَهْلَ الدُّبُورِ بِالدَّرْجَاتِ الْعُلَىٰ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يَصْلُونَ كَمَا نُصْلَىٰ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا يَتَصَدَّقُ وَيَعْتَقُونَ وَلَا يُعْتَقُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْلَا أَعْلَمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مِنْ سَبَقُكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مِنْ بَعْدِكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنْكُمْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ إِلَّا مَنْ وَتَحْمِدُونَ دِبْرُ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعْ أَخْرَانَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَعَلَوْنَا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى أَخْرَهِ إِلَّا مُسْلِمٌ وَفِي الْبُخَارِيِّ تُسَبِّحُونَ فِي دِبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرَأَ وَتَحْمِدُونَ عَشْرَأَ وَتُكَبِّرُونَ عَشْرَأَ بَدْلَ ثَلَاثَةَ وَثَلَاثِينَ .

১০৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজের হয়ে আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদশালী লোকজন মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামতের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী। তিনি বললেন, এটা কিভাবে? তারা আরয় করলেন, তারা

আমাদের অভিজ্ঞান পড়ে; রোয়াজাখে : কিন্তু তারা দাম-সদকা করে ; আমরা তা করতে পারি না । তারা গোলাম-আলাহ করে, আমরা গোলাম আলাম করতে পারি না । রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদেরকে কি আমি এখন কিছু শিখিয়ে দেবো না যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অশ্বকৃত্তিদের পর্যায়ে পৌছতে পারবে ? এবং তোমাদের পাচাত্বকৃত্তিদের চেয়ে অগ্রগত্তি হয়ে যেতে পারবে, কেউ তোমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবাদ হওতে পারবে না, তারা ছাড়ি মরা তোমাদের অনুরূপ আমল করবেন গরীব লোকরা আর করলেন, বলুন হে আল্লাহর রাসূল ! ইহুর সালতানাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ‘সোবহানাল্লাহ’, আল্লাহ আকবার’ আলহামদু লিল্লাহ’, তেজিশবার করে পড়বেন ।

যাকি আবু সালেহ কলেম, পরে সেই গরীব যুহাজিরগণ ইহুরের খিদমতে কিরে এসে আর করলেন, আমাদের ধনী তাইয়েরা আমাদের আমলের কথা শনে তারাও অনুরূপ আমল করছেন । রাসূলুল্লাহ সালতানাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, যাকে তিনি ছান তা দান করেন (বুখারী-মুসলিম) । আবু সালেহের কথা শুধু মুসলিম শরীফেই বর্ণিত হয়েছে । বুখারীর অপর বর্ণনায় তেজিশ বারের জায়গায় প্রত্যেক নামাযের পর দশবার করে ‘সোবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ’ ‘আল্লাহ আকবার’ পঁজার কথা উচ্চেষ্ঠ আছে ।

٩٠٤ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْقِلَاتٍ لَا يَخِبِّئُ تَعَالَاهُمْ أَوْ قَاعِلَهُمْ دُبْرٌ كُلُّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٌ ثَلَاثٌ وَتِلَاثُونَ تَسْبِيْحَةٌ وَثَلَاثَ وَتِلَاثُونَ تَحْمِيدَةٌ وَأَرْبَعَ وَتِلَاثُونَ تَكْبِيرَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯০৪। হযরত কাআব ইবনে উজরা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালতানাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক ফরায় নামায়ের পর পঁজার মণ্ডে কিছু কলেম আছে যেগুলো পাঠকারী বা আমলকারী নিরাশ হয় না । সেই কলেমাগুলো হলো : সোবহানাল্লাহ তেজিশবার, ‘আলহামদু লিল্লাহ’ তেজিশবার ও ‘আল্লাহ আকবার’ তেজিশবার করে পঁজা (মুসলিম) ।

٩٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَيْحِ اللَّهِ فِي دُبْرٍ كُلُّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَتِلَاثَيْنَ وَحْمَدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَتِلَاثَيْنَ وَكَبَرَ اللَّهُ ثَلَاثَيْنَ وَتِلَاثَيْنَ فَتَلَكَ تَسْبِيْحَةٌ تَسْبِيْحَةٌ وَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غَفِرَتْ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَمَدَ الْبَعْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯০৫। হয়রত আবু হুয়াইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সোবাহানাল্লাহ তেবিশবার, আলহাম্দু লিল্লাহ তেবিশবার এবং আল্লাহ আকবার তেবিশবার পড়বে, যার ঘোট সংখ্যা হবে নিরাবরই বার, এক শত করার জন্য একবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” উয়াহসাত শা শারীরীক লাভ লাভল মূলক ওয়ালাহল হামদু ওয়াহসাত আলা কুম্ভ শাহীয় খালীর” পড়বে, তাছে তার সব উন্নত মাফ করে দেয়া হবে, যদি তা সম্মতের ফেজারাবির স্থায় অসংক্ষণ হয় (পুস্তিম)

ব্যাখ্যা : কোন কোন বর্ণনায় “ওয়ালাহল হামদু”-এর পর “ইযুহয়ী শুরু ইউম্রু” এবং কোন কোন বর্ণনায় “বিহিয়াদিহিল খাইরু” শব্দ বর্ণিত হয়েছে। উপরে বর্ণিত তাসবিহসবৃহ নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সংখ্যায় পড়তেন। তাই এই হালীসে উল্লেখিত তাসবিহের কলেজাঞ্জলো যে কোন সংখ্যায় পড়া যেতে পারে।

### বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোয়া কুরুক্ষের সময়

٧ - عَنْ أَبِي أُمَّةَةَ قَالَ قَيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَئِ الدُّعَاءُ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ الْلَّيلِ  
الْأَخْرُوُ وَبِرِّ الصَّلَواتِ الْمَكْتُوبَاتِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

৯০৬। হয়রত আবু উমায়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া (আল্লাহর কাছে) বেশী গ্রহণযোগ্য। তিনি বললেন, মধ্য রাতের শেষাংশের (দোয়া) এবং ফরয নামাযের পরের (দোয়া) (তিরমিয়ী)।

প্রত্যেক নামাযের পরে সুযারিজ্জাত পড়ার হুকুম

٩٠٧ - وَعَنْ عَقِيْبَةِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  
أَقْرَأَ بِالْمَعْوذَاتِ فِي دُبْرِ كُلِّ حَصَّةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُودَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي  
الْمَعْوِظَاتِ الْكَبِيرِ.

৯০৭। হয়রত ওকবা ইবনে আয়মের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর কুল আউজু বিরাবিন্নাস ও কুল আউজু বিরাবিল ফালাক পড়ার হুকুম দিয়েছেন” (আহমাদ, আবু দাউদ, মাসাই, মুয়হারীর দাওয়াতুল কবীর)।

৯০৮ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنْقَعْدَ مَعَ

قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ النَّدَاءِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ  
أَعْتَقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ اسْتَاعِيلَ وَلَانْ أَفْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ  
الْعَصْرِ إِلَيْهِ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

৯০৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা ফজরের নামাযের পর সূর্যেদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে আমার বসা, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের চারজন বৎসরকে দাসত্ত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যারা আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে তাদের সাথে আমার বসা, চারজনকে দাসত্ত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় (আবু দাউদ)।

৯০৯ - وَعَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى  
الْعَصْرَ فِي جَمَائِعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى  
رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاجْرَحَجَةٌ وَعُمْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ تَامَةٌ تَامَةٌ تَامَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

৯০৯। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতে পড়লো, অতঃপর বসে বসে সূর্যেদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকির করলো, তারপর দুই রাকআত নামায পড়লো, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরার সমতুল্য সওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন, পূর্ণ হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার সওয়াব (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা : হাদিসের মর্ম হলো মসজিদে দুই রাকআত ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করার পর যে ব্যক্তি শুই মুসাল্লাতে বসে বসে আল্লাহর ধ্যান করবে, এরপর সূর্য উঠার পর দুই রাকআত নফল নামায পড়বে সে পূর্ণ 'হজ্জ ও পূর্ণ ওমরার' সওয়াব পাবে।

যদি কোন ব্যক্তি জিকির অবস্থায় তাওয়াফ করার জন্য অথবা জ্ঞানের সকালে অথবা মসজিদেই ওয়াজের ঘজলিসে শাশ্বত্যাক জন্য মুসাল্লা হতে উঠে অথবা কোন ব্যক্তি ওখান থেকে উঠে বাড়ীতে চলে আসে, কিন্তু আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে তাহলে সেও এই সওয়াব পাবে।

### ত্রৈয়া পরিষেব

দুই নামাযের মধ্যে বিৱৰণ দেওয়া উচিৎ

٩١. وَعَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنًا أَمَامًا لَنَا يُكْنَى أَبَارِمَثَةً قَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلُ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَانِ فِي الصُّفَّ الْمُقْدَمِ عَنِ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهَدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنِ يَمِينِهِ وَعَنِ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بِيَاضِ حَدِيبَةِ ثُمَّ اُنْتَلَ كَانَفَتَالَ إِلَى رَمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوْبَسُ عَمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّ ثُمَّ قَلَّ أَحْلِسُ فَانَّهُ لَنْ يَهْلِكَ أهْلُ الْكِتَابَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِمْ فَعْلٌ فَرَقَعَ السَّبِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ بِرَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ.

৯১০। হ্যুরাত আয়ৰাক ইবনে ক'য়েস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমদের ইমাম, যার ডাকনাম ছিলো আবু রেমসা (রা), আমদের নামায পড়ালেন। নামাযের প্রথম তিনি বলেন, আমি এই নামায অথবা এই নামাযের অনুরূপ নামায হজুর (স)-এর সাথে পড়েছি। হ্যুরাত আবু রেমসা বলেন, হ্যুরাত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) প্রথম সারিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভানদিকে দাঁড়ান। এক ব্যক্তি পেছন থেকে এসে নামাযে প্রথম ডাকবীরে শরীক হলো। হজুর (স) নামায পড়ালেন। অক্টোবুর স্তুলি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন, এমনকি আমরা তাঁর গওলেন্দের অঙ্গ দেখতে পেলাম। এরপর তিনি ঘুরে বসলেন যেভাবে রেমসা ঘুরে বসেছেন। যে ব্যক্তি প্রথম ডাকবীরে শরীক ছিলো, সে দাঁড়িয়ে সামাজ পড়তে লাগলো। হ্যুরাত ওমর তার দিকে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং তার দুই কাঁধে ধাকা দিয়ে বললেন, ক্ষম যাও। কারণ আহলে কিত্তাবৰা এইজন্য ধৰণ হয়েছে যে, তারা দুই নামাযের মধ্যে কোন বিৱৰণ দিতো না। হ্যুরাত ওমরের এই কথা জনে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমাহ তোমাকে সত্য পথে পৌছিয়ে দিয়েছেন (আবু দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** আবু রিমসা (রা) ‘এই নামায’ বলে জুহর অথবা আসরের নামায বুঝিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি পেছন থেকে প্রথম তাকবীরে এসে শরীক হয়েছে, যে পুরা নামায পেয়েছে। সে বাকী নামায পড়ার জন্য উঠে দাঢ়ায়নি, রং সুন্নাত পড়ার জন্য দাঢ়িয়েছিল।

দুই নামাযের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ হলো এক নিয়াতে নামায শেষ করার পর আবার নতুন করে নামাযের নিয়াত করার মধ্যে কিছু সময় বিরতি হয়। জায়গা থেকে একটু সরে গিয়ে, আগে বেড়ে অথবা পিছে হটেও এই বিরতির কথা আবু হোরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

### নামাযের পরের তাসবিহ

٩١١ - وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَمْرُنَا إِنَّ نُسَبِّحَ فِي دُبْرٍ كُلِّ صَلَاتَةٍ ثَلَاثَةٌ  
وَثَلَاثَيْنَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَيْنَ وَنَكِيرٌ أَرْبَعًا وَثَلَاثَيْنَ فَأَتَى رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ  
مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ أَمْرُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي  
دُبْرٍ كُلِّ صَلَاتَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْأَنْصَارُ فِي مَنَامِهِ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهُمَا حَمْسًا  
وَعَشْرِينَ وَاجْعَلُوهُمَا التَّهْلِيلَ حَمْسًا وَعَشْرِينَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا عَلَى  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَاقْعَلُوهُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ

৯১১। ইহরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে ভুক্ত করা হয়েছে, আমরা যেনো প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ তেব্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ তেব্রিশবার ও আল্লাহ আকবার চৌব্রিশবার পড়ি। একজন আনসারী এক ফেরেশতাকে স্বপ্নে দেখেছেন। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ (স) কি তোমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পরে এতো এতো বার তাসবিহ পড়ার ভুক্ত দিয়েছেন? আনসারী ঘুমের মধ্যে বললো, হ্যাঁ। ফেরেশতা বললেন, এই তিনটি কলেমাকে পঁচিশবার করে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করবে। আর এর সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিও। তোরে ওই আনসারী হজুরের বিদ্যাতে হাজির হয়ে তার স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের বললেন, তাই করো (আহমদ, নাসাই, দারেমী)।

**ব্যাখ্যা :** হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কথা, ‘এভাবে আমল করবে’ অর্থ তোমাদেরকে যেভাবে তাসবিহ পড়ার ভুক্ত দেয়া হয়েছে ওইভাবে পড়বে। আর

যেভাবে ফেরেশতা স্বপ্নে বলেছেন সেভাবেও পড়তে পারো। স্বপ্নের বিবরণ হচ্ছুর (স) অনুমোদন করেছেন। কারণ স্বপ্ন কোনো দলীল নয়।

### আয়াতুল কুর্সির মর্যাদা

১১২- وَعَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَغْوَادَ هَذَا الْمَنْبِرِ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ أَيْةَ الْكَرْسِيِّ فِي دِبْرٍ كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجُعَهُ امْتَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُورِكَاتِ حَوْلَهُ - رواه البهقى فى شعب الainman و قال استناده ضعيف.

১১২। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঠের এই মিহারের উপর বলতে ঘনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামায়ের পর আয়াতুল কুর্সি পড়বে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিস জানাতে প্রবেশ করা হতে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি শুইতে যাবার সময় আয়াতুল কুর্সি পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ঘর, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘর এবং তার চারিপাশের ঘর-বাড়ীর নিরাপত্তা বিধান করবেন। এই হাদীসটি বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান কিতাবে নকল করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ দুর্বল।

ব্যাখ্যা : 'মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিস জানাতে প্রবেশ করা হতে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না' অর্থ হলো বাদ্দাহ ও জান্নাতের মধ্যে মৃত্যুই একটি অন্তরায়। একদিকে জীবন, আর একদিকে জান্নাত। যখন এই অন্তরায় মৃত্যু উঠে যাবে অর্থাৎ বাদ্দাহর মৃত্যু ঘটবে তখনই সে জান্নাতে চলে যাবে।

১১৩- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَنْمَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَشْتَرِي رَجُلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِنِيهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمْيِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَأَتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيتٌ عَنَّهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحْلِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشِّرْكُ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلاً إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى

الترمذى نحوه عن أبي ذر إلى قوله إلا الشرك ولم يذكر صلاة المغرب ولا  
بسيدة الخير وقال هذا حديث حسن صحيح غريب .

৯১৩। হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর জায়গা হতে উঠার শির মুড়িয়ে বসার আগে এই দোয়া পড়ে : “لَا إِلَهَ إِلَّا لَلَّهُ أَكْبَرُ وَلَا هُوَ بِكُوْنِيْنِ كَانِدِرٌ” তাহলে প্রতিবারের বদলায় তার জন্য দশ নেকী শিখা হবে। তার দশটি গুণ মাফ করে দেয়া হবে। তার মর্যাদা দশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর এই দোয়া তাকে খারাপ কাজ ও অভিশঙ্গ শর্যাতান থেকে নিরাপদ রাখার কারণ হবে। শিরক ছাড়া কোন গুমাহ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। আমলের দিক দিয়ে এই ব্যক্তি হবে অন্য মানুষের চেয়ে উত্তম, সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়েও উত্তম আমল করবে (আহমাদ)। এই বর্ণনাটি ইমাম তিরমিজীও আবু যার (রা)-র সূত্রে ইলাশ শিরকা পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় ‘সালাতুল মাগরীব’ ও ‘বিয়াদিহীল খাইর’ শব্দ বর্ণিত হয়নি। তিনি বলেন, এই হাদিসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

৯১৪-وعنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا قَبْلَ  
نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَاسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا  
أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِلَّا أَدْلُكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً وَأَفْضَلَ رَجْعَةً قَوْمًا شَهَدُوا صَلَاةَ الصُّبُحِ ثُمَّ  
جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَوْلَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً  
رَوَاهُ التَّرمذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَحَمَادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الرَّاوِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ  
فِي الْحَدِيثِ.

৯১৪। হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক বাহিনী নাঞ্জদে পাঠালেন। তারা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রচুর গণিমাত্রের মাল নিয়ে অদীমায় ফেরত এলেন। আমদের মধ্যে এক লোক যে ওই বাহিনীর সাথে যায়নি, সে বললো, আমরা এই বাহিনীর মতো এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন বাহিনীকে এতো গণিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসতে দেখিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের খবর দেবো না যারা গণিমাত্রের মাল ও দ্রুত ফিরে আসার ব্যাপারে এদের চেয়েও উত্তম? তারা

হলো, যারা ফজরের নামাযে হাজির হয়েছে, এরপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে আশ্চর্য জিকির করেছে। এরাই হলো সেই লোক যারা দ্রুত ফিরে আসা ও গনিমাত্রের মাল আনার লোকদের চেয়েও বেশী অগ্রসর (তিনিমিয়ী)। তিনিমিয়ী বলেন, হাদিসটি গরীব। আর এর একজন বর্ণনাকারী হাশাদ ইবনে আবু হুমাইদ হাদীস শাস্ত্রে যথীক।

## ١٩-بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاخُ مِنْهُ

১৯-নামাবের মধ্যে বেসব কাজ করা জায়েব নয় ও বেসব কাজ জায়েব।

٩١٥-عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَأَثْكُلُ أَمْيَاهُ مَا شَاءْتُكُمْ تَنْظَرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا بَضْرِبَتِهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ بِصَمْتِتُنِي لِكَيْنَى سَكَّتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَأْيِي هُوَ وَأَمِي مَارَأَيْتُ مُعْلِمًا ثَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَخْسَنُ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالْتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي حَدَّيْتُ عَهْدَ بِجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مَنْ رَجَالَ بِيَاتِنَ الْكُهَانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قُلْتُ وَمَنْ أَرْجَالَ يَتَطَهِّرُونَ قَالَ ذَلِكَ شَيْئٌ يَعْدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدِّنُهُمْ قَالَ قُلْتُ وَمَنْ أَرْجَالَ يَخْطُرُونَ قَالَ كَانَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُرُ فَمَنْ وَفَقَ حَطَّةً فَذَاكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ لِكَيْنَى سَكَّتُ هَكَذَا وَجَدْتُ فِي صَحِيفَتِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَصَحَحَ فِي جَامِعِ الْأَصْوْلِ بِلِفْظِهِ كَذَا فَوْقَ لِكَيْنَى.

৯১৫। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। নামাযদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলো। আমি ইয়ারহামুকাল্লাহ বললাম। ফলে লোকেরা আমার দিকে দৃষ্টি নিষ্কেপ করলো। আমি বললাম, তোমাদের মা তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলুক। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আমার প্রতি তাকাছো? লোকেরা আমাকে থামানোর জন্য তাদের নিজ রানের উপর চপেটাঘাত করতে লাগলো। আমি যখন

দেখলাম তারা আমাকে চুপ করতে বলছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (স) নামায শেষ করলেন। আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁর মতো উত্তম শিক্ষক আমি তাঁর আগেও দেখিনি, তাঁর পরেও দেখিনি। তিনি আমাকে না শাসালেন, না মারলেন, না বক্লেন। তিনি শুধু বললেন, এই নামাযে মানবীয় কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। নামায হলো ‘তাসবিহ’, ‘তাকবীর’ ও কুরআন পড়ার সমষ্টি। অথবা হজুর (স) অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কেবল জাহিলী যুগ ত্যাগ করেছি। আল্লাহ আমাকে ইসলামের নেয়ামাত প্রহণ করার মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের মধ্যে বহু লোক গণকের কাছে যায়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের কাছে যাবে না। আমি নিবেদন করলাম, আমাদের অনেক লোক প্রভাবিত লক্ষণ মানে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এমন একটা জিনিস যা তারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করে। তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি আবার আরয করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রেখা টেনে (ভবিষ্যতবাণী করে)। হজুর (স) বললেন, নবীদের মধ্যে একজন নবী রেখা টানতেন। অতএব কারো রেখা টানা এই নবীর রেখা টানার সাথে সংগতিপূর্ণ হলে ঠিক আছে (মুসলিম)।

মিশকাত সংকলক বলেছেন, তিনি হাদীসের শব্দ “ওয়ালাকিন্নী সাকাতুত”-কে সহিত মুসলিম ও কিতাবে হ্রাইদীতে এভাবে দেখেছেন। তবে সাহেবে জামেউল উস্ল শব্দ লাকিন্নী-এর উপর কায়া শব্দ লিখে এর বিশদতার দিকে ইশারা করেছেন।

**ব্যাখ্যা :** হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কেউ নামাযে হাঁচি দেওয়াতে হযরত মুয়াবিয়া (রা) উত্তরে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলেছিলেন। নামাযে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা হারাম। এতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মুয়াবিয়া নওমুসলিম ছিলেন, মাসআলা জানতেন না।

٩١٦-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسِّلَمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرِدُ عَلَيْنَا فَلِمَ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمَنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسِّلَمْ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَدَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَنْ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا مُتَفَقُّ عَلَيْهِ .

৯১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা নাজ্জাশী বাদশাহর কাছ থেকে ফিরে আসার পর হজুরকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না।

আমরা আৱজ কৱলাম, হে আল্লাহুর রাসূল! আমরা আপনাকে নামাযে সালাম কৱতাম, আপনি সালামের জবাব দিতেন। ছজুর (স) বললেন, নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যক্ততা আছে (বুখারী-মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** হাদীসে বৰ্ণিত 'নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যক্ততা আছে' একথা বলে ছজুর সালামাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন, নামাযে কুৱাআন তিলাওয়াত, অন্যান্য তাসবিহাত, দোয়া মুনাজাত পড়াই ও রূপূর্ণ ও মহৎ কাজ। এই অবস্থায় অন্য কোন লোকের সাথে সালাম-কালাম কৱার সুযোগ নেই। তাই বুকা গেলো নামায়ৰত অবস্থায় কাউকে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া নিষিদ্ধ। এৰ দ্বাৰা নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

٩١٧- وَعَنْ مُعِيْقِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّيُ  
الثُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ أَنْ كُنْتَ فَاعْلَا فَوَاحِدَةً مُتَّفِقَ عَلَيْهِ.

৯১৭। হ্যৱত মুআইকিৰ (রা) থেকে বৰ্ণিত। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কৱা হলো যে নামাযে সিজদার জায়গার মাটি সমান কৱে। তিনি বলেন, যদি মাটি সমান কৱার প্ৰয়োজন হয় তবে মাত্ৰ একবাৰ তা কৱবে (বুখারী-মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** অৰ্থাৎ সিজদা কৱতে অসুবিধা হলে সিজদা কৱার জন্য শুধু একবাৰ মাটি ঠিক কৱে নিতে অথবা কংকৰ সৱিয়ে নিতে পাৱবে।

٩١٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَصْرِ فِي الصَّلَاةِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

৯১৮। হ্যৱত আবু হুরাইরা (রা) হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালামাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কোমৰ বা কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ কৱেছে (বুখারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** কোমৰে বা কাঁধে হাত রাখাকে সামাজিকভাৱেও খাৱাপ চোখে দেখা হয়ে থাকে। এভাৱে দাঁড়ানো দুনিয়াতেও ইত্তার্গ্য লোকদেৱ অভ্যাস। আৱ পৱকালে জাহান্নামবাসীদেৱ হিসাৰ-নিকাশেৱ অপেক্ষায় পৱিত্ৰাত্ম হয়ে কোমৰে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকাৰ কথা অন্য হাদীসেও বৰ্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও এক বৰ্ণনায় আছে, যে সময় শয়তান মাৰদুকে জাহান থেকে নামিয়ে দেয়া হয় ও তাকে অভিশঙ্গ ঘোষণা কৱা হয় সে সময়ও সে এভাৱে কোমৰে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই ছজুর (স) এভাৱে নামাযে দাঁড়াতে নিষেধ কৱেছেন।

٩١٩- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَلَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَلْفَاتِ

فِي الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ اخْتَلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَوةِ الْعَبْدِ مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ .

৯১৯। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, এটা ছিনিয়ে নেয়া। শয়তান বান্দার নামায থেকে ছোঁ মেরে নেয় (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : নামাযে এদিক ওদিক তাকানো তো নামাযের প্রতি মনোযোগ ও মনোনিবেশ না থাকার লক্ষণ। শয়তান নামাযীর মনকে অন্যদিকে ছিনিয়ে নেয়। এতে নামাযের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। এদিক ওদিক তাকানো অর্থ ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখা। যদি ঘাড় ঘুরাতে গিয়ে সিনাও ঘুরিয়ে দেবে এবং মুখ কেবলার দিক হতে ফিরে যায় তাহলে তো তার নামাযই ফাসেদ হয়ে যাবে।

٩٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارُهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لِتُخْطَفُنَّ أَبْصَارُهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯২০। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষেরা যেনো নামাযে দোয়া করার সময় দৃষ্টিকে আসমানের দিকে না উঠায়। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়া হবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : নামাযে দোয়া করার সময় আসমানের দিকে ঢোক উঠিয়ে দেখতে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ আসমানের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলে বুঝা যায় আল্লাহ আসমানেই এক জায়গায় নির্দিষ্ট হয়ে আছেন। অথচ তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

নামায ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দোয়ার সময় আসমানের দিকে তাকানোর ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ রলেন, তখনে আকাশের দিকে তাকানো মাকরহ। কেউ বলেন জায়েয, তবে না উঠানো ভালো।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নামাযে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে তাকাতেন। যখন “অল্লায়িনাহু ফী সালাতিহিম খাশিউন” আয়াত নাজিল হলো তখন থেকে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে দোয়া করতে থাকেন।

٩٢١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسِ وَمُنَمَّا مَهْ بَنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِكَهُ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ .

৯২১। হ্যরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকজনকে নামায পড়াতে দেখেছি। তাঁর নাতনি উমামা বিনতে আবুল আস তখন তাঁর কাঁধে ছিলেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রক্তে যেতেন উমামাকে নিচে নামিয়ে দিতেন। আবার যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তাকে আবার কাঁধে বসিয়ে নিতেন (বুখারী- মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** আবুল আস ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতা, হজুরের কন্যা হ্যরত যায়নাবের স্বামী। তাদের কন্যা সজ্ঞানের নাম ছিলো উমামা। উমামাকে কাঁধে উঠানো-নামানো হজুরের আমলে কাসির ছিলো না। উমামা ছিলেন হজুরের বড় আদরের নাতনী। হজুর নামায পড়তে শুরু করলে ছোট উমামা হজুরের কাঁধে চড়ে বসতো। হজুর রক্ত-সিজদা হতে উঠার সময় তিনি নেমে যেতেন। যেনে পড়ে না যায় এইজন্য হজুর হাতে একটু ধরে রাখতেন। এটা হজুরের স্বেচ্ছবণ মনের পরিচয়।

٩٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْتَ شَاءَ بِمَا حَدَّكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَيُكْفِمُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ رَوَاهُ مُسْلِمًا وَفِي رِوَايَةِ الْبَخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا شَاءَ بِمَا حَدَّكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَيُكْفِمُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ هَا فَإِنَّا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْعِكُ مِنْهُ .

৯২২। হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: নামাযে তোমাদের কারো হাঁচি আসলে যথাস্তি তা রক্ষে রাখবে। কারণ (হাঁচি দেবার সময়) শয়তান (মুখে) তুকে যায় (মুসলিম)। বুখারীতে হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে একটি বর্ণনা আছে, তোমাদের কারো নামাযে 'হাঁচি' আসলে যথাস্তি তা রক্ষে রাখবে এবং 'হা' শব্দ করবে না (যা হাঁচির সময় মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে)। কারণ এটা শয়তানের কাজ। আর শয়তান হাঁচি দেখে হাসে।

**ব্যাখ্যা :** হাঁচি প্রকৃতপক্ষে অলসতা ও অমনোযোগিতার লক্ষণ। এটিকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। হাঁচি দেবার সময় হা করে মুখ খুলে শয়তান মুখ দিয়ে তুকে পড়ে। অর্থাৎ নামায়ীকে নামায থেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, যাতে ইবালতে অবসাদ সৃষ্টি হয়। এটিই শয়তানের লক্ষ্য। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাস্তি নামাযে হাঁচি আসলে তা বক্ষ করে রাখার চেষ্টা করতে বলেছেন।

٩٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِرْقِيْتَنَا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتِ الْبَارِحةَ لِيَقْطَعَ عَلَىْ صَلَاتِيْ فَأَمْكَنْتِنِيْ اللَّهُ مِنْهُ

فَأَخَذْتُ فَارِدَتْ أَنْ أَرْبِطُهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ  
كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دُعَوةَ أَخِي سُلَيْمَانَ وَبِهِبَ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ  
بَعْدِي فَرَدَّتْهُ خَاسِنًا مُتَفَقًّا عَلَيْهِ .

৯২৩। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গত রাতে জিনদের একটি ‘দেও’ আমার কাছে ছুটে গিয়েছে, আমার নামাযে ক্রটি ঘটাবার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার উপর আমাকে বিজয়ী করেছেন। আমি তাকে ধরে ফেলেছি। আমি চাইলাম মসজিদে নববীর কোন একটি থাষ্বার সাথে একে বেঁধে ফেলতে, যেনে তোমরা সকলে একে দেখতে পাও। এ সময় আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস সালামের এই দোয়াটি আমার মনে পড়লো, “রবি হাবলী মুলকান লা ইয়াবাগী লিআহাদীম মিন বাদী” (হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি বাদশাহী দান করো, যা আমার পর আর কারো পক্ষে সমীচীন হবে না)। তারপর আমি একে লাঁক্ষিত করে ছেড়ে দিয়েছি (বুখারী- মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে সমস্ত জিনকে দীপমালার বন্দী করে রেখেছিলেন। এখান থেকে একটি শয়তান জিন ছুটে এসে হজুরের নামাযে বিচুতি সৃষ্টি করতে চাইলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে ধরে ফেললেন। তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ হজুরকে রক্ষা করেছেন। হজুর এই শয়তান জিনটাকে মসজিদে নববীর থাষ্বার সাথে বেঁধে লোকদেরকে দেখাতে মনস্ত করেছিলেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আৎ) জিনকে বন্দী করার কাজটি শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য হিসাবে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। হযরত সুলায়মানের এই দোয়ার কথা মনে পড়তে হজুর এই শয়তান জিনটিকে তাঁর সম্মানার্থে আর বাঁধলেন না। শয়তানটাকে লাঁক্ষিত করে ছেড়ে দিলেন।

৯২৪ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ نَابَهُ شَبِيعٌ فِي صَلْوَتِهِ فَلَيُسْبِحَ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ  
الْتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالْتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২৪। হযরত সাহল ইবনে আবু সাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির নামাযে কোন শুধু কানে আসে সে যেনে ‘সুবহানাল্লাহ’ পড়ে নেয়। আর ‘তালি’ দেয়া মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। আর এক বর্ণনায় আছে, হজুর (স) বলেছেন, ‘তাসবিহ হলো পুরুষদের জন্য, আর তালি বাজানো হলো নারীদের জন্য (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কেউ ঘরে একাকী নামায পড়লে আর এই ঘরে আর কেউ না থাকলে এই সময় যদি বাইরে থেকে কেউ এসে দরজায় করাধাত করে বা অন্য কেন্দ্রভাবে শব্দ করে তাহলে নামাযী 'সুবহান্মল্লাহ' শব্দ করে বুঝিয়ে দেবে যে, সে নামাযে রত। আর নামাযী নারী হলে মুখে কোন আওয়াজ দিবে না, বরং হাত দিয়ে 'তালি' বাজিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে, সে নামাযে রত। ঘরে আর কেউ নেই।

### বিজীয় পরিচ্ছেদ

۹۲۵ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِ أَرْضَ الْعِبَشَةِ فَيَرِدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَحَّعْنَا مِنْ أَرْضِ الْعِبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوْجَدَتْهُ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ عَلَى حَتْنِيْ إِذَا قَضَى صَلَوَتَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ إِلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ فَرَدَ عَلَى السَّلَامِ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلِيَكُنْ ذَالِكَ شَانِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدَ .

৯২৫। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাবশা শাওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম। হজুর (স)-ও আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা যখন হাবশা হতে ফিরে (মনীদায়) আসি তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। আমরা তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। নামায শেষ করে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর যে হৃকুম চান জারী করেন। আল্লাহ এখন নামাযে কথবার্তা না বলার হৃকুম জারী করেছেন। এরপর হজুর (স) তাদের সালামের জবাব দেন এবং বলেন, নামায শুধু কুরআন পড়া ও আল্লাহর জিকির করার জন্য। অতএব তোমরা যখন নামায পড়বে তখন এই অবস্থায়ই থাকবে (আবু দাউদ)।

۹۲۶ - وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبَلَالَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كُنَّا بُشِّيرِ بِيَدِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَفِي رَوَايَةِ النِّسَائِيِّ نَحْوَهُ وَعَوْضَ بِلَالَ صَهِيبِ:

৯২৬। হ্যরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত থাকলে কেউ তাঁকে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর কিভাবে দিতেন। হ্যরত বেলাল উত্তরে বললেন,

তিনি হাত দিয়ে (সালামের জবাবে) ইশারা করতেন (তিরমিয়ী)। নাসাইর বর্ণনাও অনুকরণ। তবে তাতে ইবনে উমরের হলে সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ হয়েছে।

٩٢٧ - وَعَنْ رَفِاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتَ فَقُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيبًا مُبَارِكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَبِرِضْيٍ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةُ فَقَالَ رَفِاعَةَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ أَبْتَدَرَهَا بِضُعْفٍ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعُدُ بِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدُ وَالسَّائِيُّ .

৯২৭। হযরত রিফাআ ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়লাম। নামাযের মধ্যে ‘আমার হাঁচি আসলো।’ আমি কলেমায়ে হামদ অর্থাৎ “আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসিরান তাইয়েবান মুবারাকান ফিহে মুবারাকান আলাইহি কামা ইয়ুহেবু রববুন্য ওয়া ইয়ারদা” পড়লাম। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে বললেন, নামাযের মধ্যে কথা বললো কে? কেউ কোন কথা বললো না, ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন। কেউ কোন কথা বললো না। তৃতীয়বার ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন। এবার রিফাআ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি। নবী (স) বললেন, ওই জাতে পাকের শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! ত্রিশের অধিক ফেরেশতা এই কলেমায়ে হামদগুলো কার আগে কে নিয়ে যাবে এ নিয়ে তাড়াহড়া করছে (তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

**ব্যাখ্যা :** ইবনে মালিক বলেন, এই হাদীস থেকে বুর্কা গেলো নামাযে হাঁচি দিলে আলহামদু বলা জায়েয। তবে মনে মনে বলাই উচ্চম অংশবা চূপ থাকতে হবে।

### হাই তোলা হলো শর্তান্বের প্রভাব

٩٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَاءُ بِفِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيْكُظُمْ مَا اسْتَطَاعَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ أَخْرَى لَهُ وِلَابِنِ مَاجَةَ فَلَيَضْعَفْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ .

৯২৮। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে 'হাই' আসা হলো শয়তানের কাজ। অতএব নামাযে তোমাদের কানো হাই আসলে তা যথাশক্তি কৃত্বে রাখার চেষ্টা করবে (তিরমিয়ী)। ইমাম তিরমিয়ীর আর এক বর্ণনা ও ইবনে মাজার বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে 'হাই' আসলে নিজের হাত মুখের উপর রাখবে।

ব্যাখ্যা : আগেও একবার বলা হয়েছে যে, 'হাই' আসে শয়তানের প্রভাবে। 'হাই' ইবাদাত-বন্দেগীতে অবহেলা-অলসতা, বিস্তাদ ও ঘূম আমদানী করে। আর এতে শয়তান বড় খুশী হয়। এইজন্য হাইকে শয়তানী কাজ বলে আধ্যায়িত করা হয়েছে। নামাযে হাই থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

৯২৯- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَأَ أَحَدُكُمْ فَأَخْسِنْ وُضُوئَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجَدِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصُّلُوةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ .

৯৩০। হযরত কাব ইবনে উজরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন ওজু করবে ভালোভাবে ওজু করবে। তারপর নামাযের নিয়াত করে মসজিদে যাবে। যখন এক হাতের অঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মটকাবে না। কারণ সে নামাযে আছে (আহমদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই, দারেমী)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ একজন নামায়ী ওজু করার পর থেকেই যেনো নামাযের কাজে রত হয়ে গেলো। কাজেই ওজু করার পর নামাযের দিকে মনোযোগী হয়ে একজন বিনীত মানুষের মতো আদবের সাথে মসজিদের দিকে যাবে।

নামায়ে এদিক ওদিক তাকালে সওয়াব হ্রাস পায়

৯৩। وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَالُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا التَّفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُدَ .

৯৩০। হযরত আবু ষার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন বান্দাহ নামাযে থাকে, আল্লাহ তাল্লালী তার সাথে থাকেন, বতক্ষণ না সে এদিক-সেদিক তাকায়। সে এদিক-সেদিক তাকালে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাই, দারেমী)।

নামাযে সিজদার জায়গায় তাকান্দো

٩٣١ - وَعَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنْسَ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنْنَ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنْسٍ يَرْفَعُهُ الْجَزَرِيُّ .

৯৩১। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (স) আমাকে বললেন, হে আনাস! নামাযে তুমি তোমার দৃষ্টি ওখানে রাখবে যেখানে তুমি সিজদা করবে। এই হাদীসটিকে ইমাম বায়হাকী 'সুনানে কাবীরে হযরত আনাস (রা) হতে হাসান (র)-র সূত্রে নকল করেছেন, যাকে জায়ারী হাদীসে মারফু বলেছেন।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হতে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, নামাযে দৃষ্টি রাখতে হবে সিজদার জায়গায়। ইমাম শাফেতী এই হাদীসের উপর আমল করেন। আল্লাহ তাল্লালী বলেন, নামাযে কিয়াম অবস্থায় সিজদার জায়গায়, কুকুত দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে, সিজদার মধ্যে নাকের দিকে, আর বসা অবস্থায় হাঁটুর দিকে দৃষ্টি রাখা মুস্কুরাহ। হানাফী মাযহাবেরও এই মত। শুধু তারা একটু বাড়িয়ে বলেন যে, সালাম কিমাবের সময় দৃষ্টি রাখবে কাঁধের দিকে। কোন কোন আলেম বলেন, হারাম শরীকে নামায পড়ার সময় নজর রাখবে আনায়ে কাবার দিকে।

٩٣٢ - وَعَنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنْيَ إِيَّاكَ وَالْأَنْفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْأَنْفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلْكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَابْدُ فَفِي التَّطْوِعِ لَا فِي الْفِرِيْضَةِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

৯৩২। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আমার বেটা! নামাযে এদিক ওদিক দেখা হতে বেঁচে থাকবে। কারণ নামাযে (ঘাস ফিরিয়ে) এদিক ওদিক তাকানো ধর্স হয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি দেখা জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে নকল নামাযে দেখতে পাও, কিন্তু ফরয নামাযে কখনো নয় (তিস্রিমিয়া)।

٩٣٣ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَلْخَطُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا شِمَالًا وَيَلْوِيْ عَنْهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَأَهْدَى التِّرْمِذِيُّ  
وَالنَّسَائِيُّ .

৯৩৩। হযরত ইবনে আব্রাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নামায়ের মধ্যে বাঁকা চোখে ডান দিকে বাম দিকে দেখতেন, কিন্তু পেছনের দিকে কখনো ঘাড় ফিরাতেন না (তিরমিয়ী ও নাসাঈ)।

٩٣٤ - وَعَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفِعَهُ قَالَ الْعُطَاسُ وَالنَّعَاسُ  
وَالتَّشَاءُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُرُ وَالْقَفْيُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ  
الْتِرْمِذِيُّ .

৯৩৪। হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে ও তার দাদা হতে, যিনি এই হাদীসটিকে হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছায়েছেন, নকল করছেন ষে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায়ের মধ্যে হাঁচি আসা, ঘৃষ্ণ আসা, হাই আসা, মাসিক হওয়া, বঞ্চি হওয়া, নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে (তিরমিয়ী)।

**ব্যাখ্যা :** হাদীসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি জিনিস দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যাবে না। পরের তিনটি জিনিসে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

٩٣٥ - وَعَنْ مُطْرَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّحْبِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ أَرِيزْ كَازِيرْ الْمَرْجَلِ يَعْنِي بَيْكِيْ  
وَفِي رِوَايَةِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي صَدْرِهِ أَرِيزْ كَازِيرْ  
الرُّحْىِ مِنَ الْبُكَاءِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَأَبُو دَاوُدُ  
الثَّانِيَةُ .

৯৩৫। হযরত মুতারিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখবীর নিজের পিতা হতে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিমি সে সময় নামায পড়ছিলেন। তাঁর ভিতর থেকে ডেগের পানির জোশের মতো শব্দ বের হয়ে আসছিলো। অর্থাৎ তিনি কান্দছিলেন। আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলছেন, আমি হজ্জুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখছি। সে সময় তাঁর সিনা হতে চাক্কার শব্দের মতো কান্নার আওয়াজ জেসে আসছে (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীস হতে বুঝা গেলো নামাযে কাঁদলে নামায ভঙ্গ হয় না। ‘হিদায়া’ নামক প্রসিদ্ধ ফিকাহর প্রচ্ছে আছে, কোন ব্যক্তি যদি নামাযে বেশীও কাঁদে ও জাহান্নামের বা আয়াতের কথা মনে করে প্রভাবিত হয়ে আহ উহু শব্দ করে তাহলে তার নামায বাতিল হবে না। তবে কেউ যদি শারীরিক কোন অসুখ-বিসুখ বা ব্যাথায় আহ উহু করে সশঙ্খে কেঁদে উঠে তাহলে নামায ভঙ্গে যাবে।

٩٣٦ - وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسِحُ الْحَصَّا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالشِّرْمَذِنِيُّ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنُّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ .

৯৩৬। হয়রত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়াবে সে যেনো হাত দিয়ে কংকর না সরায়। কেননা রহমত তার সামনে থাকে (আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ৪ ‘রহমত তার সামনে থাকে’ অর্থ হলো একজন নামাযী যখন দুনিয়া বিমুখ হয়ে নিজের পরওয়ারদিগারের প্রতি একমুখী হয়ে নামাযে দাঁড়ায় তখন তার সামনে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। তাই পবিত্র রহমত বর্ষণের সময় কংকর বা এই ধরনের কোন জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা নামাযীর শোভা পায় না। এতে আল্লাহর রহমত হতে বাধ্যত হয়ে যাবার আশংকা থাকে।

সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য ফুঁ মা দেয়া

٩٣٧ - وَعَنْ أَمِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِبْ وَجْهَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِنِيُّ .

৯৩৭। হয়রত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাদের ‘আফলাহ’ নামক গোলাঘরকে দেখলেন যে, সে যখন সিজদায় যায় (তখন সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার জন্য) ফুঁ দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আফলাহ! নিজের মুখে মাটি লাগতে দ্বাও (তিরমিয়ী)।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীসের মর্ম হলো ফুঁ দিয়ে সিজদার জায়গা পরিষ্কার না করাই উত্তম। মুখে মাটি নিয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ালে অসহায় বিনয় ভাব প্রকাশ পায়, এতে আল্লাহ বাস্তাহর উপর খুশী হন। সওয়াব বেশী হয় এতে।

٩٣٨ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةً أَهْلِ النَّارِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ .

৯৩৮। হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযে কোমরে হাত রেখে (দাঁড়ানো) জাহানামীদের বিশ্বাম নেবার ধরন (আবু দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** এই অধ্যায়ের ৯১৮ নং হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হাশরের ময়দানে জাহানামীরা ঝাপ্ট শ্রান্ত হয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটু আরামের জন্য তারা এভাবে থাকবে। তাই হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

٩٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُفْتُلُوا أَلْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَةِ وَالْعَقْرَبَ رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبْوُ دَاؤْدَ وَالْتِرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ .

৯৩৯। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযরত অবস্থায়ও দুই 'কালোকে' অর্থাৎ সাপ ও বিচুকে মেরে ফেলবে (আহমাদ, তিরমিয়ী, নাসাই আর্থের দিক দিয়ে)।

**ব্যাখ্যা :** ইবনে মালেক (র) বলেন, নামায পড়ার সময় সাপ বা বিচু সামনে দিয়ে যেতে লাগলে এক বা দুই আঘাতে তাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে। এর চেয়ে বেশী আঘাত করাতে নামাযে 'আমলে কাসীর' হয়ে যাবে। এতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

আবার কেউ বলেন, নামায পড়ার সময় সাপ বা বিচু মারার জন্য এক কদম কি দুই কদম চলতে পারবে। এর বেশী অগ্রসর হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এটা 'আমলে কাসীর' গণ্য হবে।

মূল কথা হলো বিষধর সাপ-বিচু নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে লাগলে এক কদম বা দুই কদম অথবা এক আঘাত বা দুই আঘাতে একে মেরে ফেলতে পারলে ভালো কথা। এর দ্বারা তার নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু এতে না পারলে আরো বেশী এগিয়ে বা আরো বেশী আঘাত দিয়ে হলেও সাপ বা বিচু মেরে ফেলতে হবে, যদিও এতে নামায ভঙ্গ হয়ে যাব।

٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمٌ يُصْلِيْ تَطْوِعاً وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجَعَتْ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِيْ  
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصْلَاهٍ وَذَكَرَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبْوُ دَاوُدَ  
وَالشِّرْمَدِيُّ وَالنَّسَائِيُّ تَحْوِهُ .

৯৪০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নকল নামায পড়ার সময় দরজা বন্ধ থাকতো। আমি ঘরে আসলে দরজা খোলতে বলতাম। তিনি হেঁটে এসে দরজা খুলে দিয়ে আবার মুসাল্লায় চলে যেতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, দরজা ছিলো কেবলার দিকে (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাই)।

ব্যাখ্যা ৪ দরজা কিবলার দিকে থাকার কারণে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেন। তাঁর চেহারা মুবারক সামনের দিকেই থাকতো। কেবলা রংখের পরিবর্তন হতো না। পেছন পায়ে আবার নামাযের মুসাল্লায় চলে আসতেন।

নামাযরত অবস্থায় উজ্জু ছুটে পেলে

৯৪১- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلَيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُنْصَرِفْ وَلَا يَتَوَضَّأْ وَلَا يُبَعِّدُ الصَّلَاةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى  
الشِّرْمَدِيُّ مَعَ زِيَادَةَ وَنَفْصَانِ .

৯৪১। হযরত তালক বিন আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো যখন বিনা শব্দে বাতাস বের হয় সে যেনো ফিরে গিয়ে ওজু করে আসে ও নামায আবার পড়ে নেয়। (আবু দাউদ)। এই বর্ণনাটিকে ইমাম তিরমিয়ীও ক্রিচু কথবেশী সহকারে নকল করেছেন।

৯৪২- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَ  
أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةِ فَلَا يَأْخُذْ بِأَنْفُهِ ثُمَّ لَيُنْضَرِفْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

৯৪২। হযরত আয়েশা সিক্কীকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো নামাযে ওজু ভঙ্গ হয়ে গেলে সে যেনো তার নাক ঢেপে ধরে নামায ছেড়ে চলে আসে (আবু দাউদ)।

٩٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَدَثَ أَحَدَكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي أَخْرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَوَتُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لِيُنْسَى بِالْقَوْيِ وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ .

৯৪৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো যদি শেষ বৈঠকের শেষের দিকে সালাম ফিরাবার পূর্বে উজ্জ্বল ভঙ্গে যায়, তাহলে তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে (তিরিমিয়া)। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি যয়ীফ, যার সনদে দুর্বলতা আছে।

#### বিত্তীয় পরিচ্ছেদ

٩٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَرَ انْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ كُنْتُمْ تُمْ حَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطَرُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ أَنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَنَسِيْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ رَوَاهُ أَخْمَدُ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا .

৯৪৪। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য মসজিদে এলেন। তাকবীর বলার পর হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনের দিকে ফিরে (সাহাবাদেরকে) ইশারা করে বলেন, তোমরা বেভাবে আছো সেভাবে থাকো। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি গোসল করলেন। এরপর ফিরে আসলেন। তখন তার চুল থেকে পানির ফোটা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি সাহাবাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি অপবিত্র ছিলাম। গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম (আহমাদ)।

٩٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ أَصْلَى الظَّهَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْدُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصْنِ لِتَبَرُّدِ فِي كَفِيْ أَضْعَهَا لِجَهَنَّمِ أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشَدَّةِ الْحَرَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى النُّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

৯৪৫। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুহরের নামায পড়তাম। আমি এক মুষ্টি কংকর হাতে নিতাম আমার হাতের তালুতে ঠাণ্ডা করার জন্য। প্রথর গরম থেকে বাঁচার জন্য এই কংকরগুলোকে সিজদার জায়গায় রাখতাম (আবু দাউদ, নাসাই)।

٩٤٦ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ الْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا بَسَطَ يَدَهُ كَانَهُ يَتَنَاهُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمِعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطَتْ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَ الْمُلْكِ لِيَسِ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقَلَّتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ قُلْتُ الْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ الثَّامِنَةِ فَلَمْ يَسْتَاخِرْ ثُمَّ أَرْدَتْ إِنَّ أَخْذَهُ وَاللَّهُ لَوْلَا دَعْوَةَ أَخِينَا سُلَيْমَانَ لَا صِبَحَ مُؤْتَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلِدَانُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৪৬। হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে নামাযে “আউজ্জু বিল্লাহে মিনকা” পড়তে জালায়। এরপর তিনি তিনবার বললেন, “আমি তোমার উপর অভিসম্পাত করছি, আল্লাহর অভিসম্পাত দ্বারা”。 এরপর তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি কোন জিনিস ধরছেন। নামায শেষ হবার পর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনাকে নামাযে এমন কথা বলতে শুনলাম যা এর আগে আর কখনো বলতে শুনিনি। আর আজ আমরা আপনাকে হাত বাড়াতেও দেখেছি। উভয়ে হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর দুশ্মন ইবলিস আমার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করার জন্য আশনের কুঙ্গলী হাতে করে এসেছিলো। তখন আমি তিনবার বলেছিলাম, আউজ্জু বিল্লাহে মিনকা (আমি আল্লাহর কাছে তোমার শক্তা হতে আশ্রয় চাই)। এরপর আমি বলেছি, আমি তোমার উপর আল্লাহর লানত বর্ণ করছি, আল্লাহর পরিপূর্ণ লানত। এতে সে হটে যায়নি। তারপর আমি আমার হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ! যদি আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস সালামের দোয়া না থাকতো তাহলে সে মসজিদের ধাওয়ায় সকাল পর্যন্ত বাঁধা থাকতো। আর অদীমায় শিশুরা একে সিরে খেলতো (মুসলিম)।

٩٤٧ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ مَرْ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَمَ

عَلَيْهِ فَرَدَ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ لَهُ إِذَا سِلَمَ عَلَىٰ  
أَحَدَكُمْ وَهُوَ يُصْلِيْ فَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَيُشَرِّبَ رَوَاهُ مَالِكُ.

৯৪৭। হযরত নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এক লোকের কাছে গেলেন, তখন সে নামায পড়ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে সালাম দিলেন। সে ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সালামের জবাব দিলো শব্দ করে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তার কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের কাউকে নামাযরত অবস্থায় সালাম দিলে তার জবাব শব্দ করে নয়, বরং নিজের হাত দিয়ে ইশারা করবে (মালিক)

## ۔۔۔ بَابُ السَّهْوِ ۔۔۔

### ২০-সাহ সিজদা

#### প্রথম পরিচেদ

৯৪৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصْلِيْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِسَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى  
فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلَيْسِ جُدْدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ مُتَفَقِّعٌ عَلَيْهِ .

৯৪৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়তে দাঁড়ালে তার কাছে শয়তান এসে অবস্থান করে। সে তাকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে দেয়, এতে সে মনে রাখতে পারে না কতো রাকায়াত নামায সে পড়েছে। তাই তোমাদের কেউ এই অবস্থায় পড়লে সে যেনো (শেষ বৈঠকে) বসে দু'টি সিজদা করে (বুধারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসে যে অবস্থায় সিজদার কথা বলা হয়েছে তা 'সাহ' বা ভূজের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয়ের সাথে। সাহ হলো নামাযের নির্দিষ্ট কোন আমল ভূলে যাওয়া। সন্দেহ সংশয় হলো এটা করেছি কি করিনি বা দুই রাকায়াত পড়া হলো না তিন রাকায়াত পড়া হলো। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্দেহ হতো না। সন্দেহে পতিত করে শয়তান। শয়তান হজুরের কাছে আসতেই পারতো না। কাজেই তাঁর সন্দেহে পড়ার সম্ভাবনাই ছিল না। তবে ভূবে যাবার কারণে কখনো হজুরের ভূল হতো। তিনি সিজদায় সাহ করতেন। তবে ভূল ও সন্দেহ-সংশয় উভয় অবস্থায়ই সিজদায় সাহ করাই শরীরতের হস্তুম।

٩٤٩ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرُحْ الشَّكَّ وَلْيَبْرُأْ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنْ لَهُ صَلَاةً وَإِنْ كَانَ صَلَّى اثْنَامًا لَأَرْبَعَ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ مُرْسَلًا وَفِي رِوَايَتِهِ شَفَعَهَا بِهَا تَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ .

৯৪৯। হযরত আতা বিন ইয়াসার (র) আবু সাউদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে সন্দেহে পতিত হয়, তার মনে থাকে না যে, তিনি রাকায়াত পড়েছে অথবা চার রাকায়াত, তাহলে তার উচিং সন্দেহ দূর করা। যে সংখ্যার উপর তার আস্তা হয় তার উপর ভিত্তি করবে। তারপর নামাযের সালাম ফিরাবার আগে দুটো সিজদা করে নেবে। যদি সে পাঁচ রাকায়াত নামায পড়ে থাকে তাহলে এই পাঁচ রাকায়াত এই দুই সাজদার দ্বারা এই নামাযকে জোড় সংখ্যায় (ছয় রাকাআতে) পরিণত করবে। যদি সে পুরো চার রাকায়াতই পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা শয়তানের লাঞ্ছনির কারণ হবে (মুসলিম)। ইমাম মালিক এই বর্ণনাটিকে আতা হতে মুরসালরূপে নকল করেছেন। ইমাম মালিকের আব এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো আছে যে, নামাযী এই দুই সিজদার দ্বারা পাঁচ রাকাআতকে জোড় সংখ্যক বানাবে।

٩٥- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهَرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْكُمْ أَنْسِي كَمَا تَسْأَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكَرْتُهُنِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةِهِ فَلِيَسْتَحِرْ الصَّوَابَ فَلِيُسْتَمِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسْلِمَ ثُمَّ يَسْعَدُ سَجْدَتَيْنِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৫০। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোহরের নামায পাঁচ রাকায়াত পড়ে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি বাড়ানো হয়েছে? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? সাহাবারা আরয করলেন, আপনি

নামায পাঁচ রাকাঅত পড়েছেন। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালায ফিরাবার পর দুই সিজদা করে নিলেন। আৱ এক বৰ্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমিও একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভূল হয়, আমারও তেমন ভূল হয়। আমি ভূল কৰলে তোমো আমাকে শ্বরণ কৰিয়ে দেবে। তোমাদের কাৱে নামাযে সন্দেহ হলে সে যেনো চিঞ্চা-ভাৰণা কৰে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে। এৱপৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামায পুৱো কৰে নেয়। তাৱপৰ সালাম ফিরিয়ে দুটো সিজদা কৰে নেবে (বুখারী-মুসলিম)।

٩٥١- وَعَنْ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ صَلَاتِي الْعَشِيِّ قَالَ أَبْنُ سِيرِينَ قَدْ سَمِّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنَّ نَسِيْتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشْبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَكَأَ عَلَيْهَا كَانَهُ غَضِيْبًا وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَهُ الْيَمِنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَ سَرْعًا مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قُصْرَتِ الصَّلَاةِ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِيهِ طَوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِتَ أَمْ قُصْرَتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَمْ أَنْسِ وَلَمْ تُقْصِرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ فِيمَا سَأَلَهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نَبَّتْ أَنْ عُمَرَانَ أَبْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَفَقًّا عَلَيْهِ وَلِفَظِهِ لِبَخَارِيٍّ وَفِي أُخْرَى لَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلْ لَمْ أَنْسِ وَلَمْ تُقْصِرْ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

৯৫১। হযরত ইবনে সীরীন (র) হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বৰ্ণনা কৰেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপৰাহ্নের দুই নামাযের (যোহুর অথবা আসরের) কোন এক নামায আমাদেরকে পড়ালেন, যার নাম আবু হুরাইরা

আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সাথে দুই রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে আড়াআড়িভাবে রাখা একটি কাঠের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হচ্ছিলো তিনি খুব রাগতঃ অবস্থায় আছেন। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। আঙুলের মধ্যে আঙুল চুকিয়ে দিলেন। বাম কপালে বাম হাতের পিঠ রাখলেন। তাড়াতাড়ি চলে যাবার লোকেরা মসজিদের দরজার দিকে বের হচ্ছিলো। তারা বলতে শাগলে, নামায তো কম হয়ে গেছে। যারা তখনো মসজিদে ছিলো তাদের মধ্যে হবরত আবু বকর ও হযরত ওমরও ছিলেন। কিন্তু তার কেউ হজুরের সাথে কৃত্তি বলতে সাহস পাচ্ছিল না। সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যার হাত ছিলো জ্বা। আর এইজন্য তাকে যুলইয়াদাইন অর্ধাং হাতওয়ালা বলা হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয় করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন অথবা নামাযই কম করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলিও নাই, নামাযও কম করা হয়নি। তারপর তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরাও কি তাই বলছো যা যুলইয়াদাইন বলছে: সাহাবারা আরজ করলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। একথা ঠিক। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গিয়ে যে দুই রাকায়াত নামায ছেটে গিয়েছিলো তা পড়ে নিলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে তাকবীর বললেন। অভ্যাস অনুযায়ী সিজদা যতটুকু লম্বা করতেন তার চেয়েও বেশী লম্বা করলেন। তারপর তাকবীর দিয়ে মাথা উঠালেন। মাঝুরেরা ইবনে সিরীকে জিজ্ঞেস করতে শাগলো যে, এরপর আবার হজুর সালাম ফিরিয়ে থাকবেন। তিনি বললেন, আমি ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, তারপর হজুর সালাম ফিরিয়েছেন (বুখারী, মুসলিম, মুল, পাঠ বুখারীর)।

বুখারী-মুসলীমের আর এক বর্ণনায় আছে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-ইয়াদাইনের জবাবে অর্ধাং না ভুলেছি আর না নামায কম করা হয়েছে, এর জায়গায় বলেছেন, “যা তোমরা বলছো তার কোনটাই না। তিনি আরয় করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! এর মধ্যে কিছু একটা তো অবশ্যই হয়েছে”।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হলো যখন নামাযে কথাবার্তা বলা জায়েষ ছিলো তখনকার। তখন কথা ও কাজকে আমলে কাসীর বলে ধরা হতো না। এটা ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থা। পরে এসব কাজকে আমলে কাসীর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এসব কাজে নামায ফাসেদ হয়ে যায় বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভুল ইচ্ছায় হোক আর অনিষ্টায় হোক।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ ٩٥٢

الظَّهَرُ قَيْمَانٌ فِي الرُّكُعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يَحْلِسْ قَيْمَانُ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا  
قَضَى الصَّلَاةَ وَانتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَرٌ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ  
أَنْ يُسِّلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

৯৫২। হযরত আবদুস্তাই ইবনে বুহাইলা (রা) হতে বর্ণিত মৰ্বী করীম সালামাত্তাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে যোহরের নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম দুই রাকায়াত পড়ে (প্রথম বৈঠকে বসা ছাড়া তৃতীয় রাকায়াতের জন্য) দাঁড়িয়ে পেশেন। অন্যারাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে পেশেন। এমনকি নামায বখন শেষ করলেন প্রায় শ্রেণি এবং লোকেরা সালাম ফিরাবার অপেক্ষায় আছেন, তিনি বসা অবস্থার তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরাবার আগে দুইটি সিজদা করিলেন, তারপর সালাম করিলেন (বুঝুকি ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ীর মত হলো, ‘সিজদায় সাহ’ সালাম ফিরাবার আগেই করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় আছে যে, হজ্জুর সালামাত্তাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাবার পরই ‘সিজদায় সাহ’ করেছেন। তাছাড়াও হর্বিংরত ওমর (রা)-ও সালাম ফিরাবার পরই সিজদায় সাহ করতেন। তাই হযরত ওমরের আমল দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, এই হাদীসের হকুম মানসুখ বা রহিত।

### বিজীর পরিচয়

৯৫৩- عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم  
فسبها فسجد سجدةتين ثم شهد ثم سلم رواه الترمذى وقال هذا حديث  
حسن عريب

৯৫৩। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত। মৰ্বী করীম সালামাত্তাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায পড়ালেন। নামাযের মধ্যে তাঁর ভূল হয়ে গেলো। তাই তিনি দুটি সিজদা দিলেন। এরপর তিনি আত্তাহিয়াতু পড়ালেন এবং সালাম ফিরালেন (ইমাম তিরামিয়ী। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও গুরুত্ব)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা ও প্রমাণিত হলো যে, ‘সিজদা সাহ’ সালাম ফিরাবার পর দুই সিজদা দিতে হয়। এ ব্যাপারে সামনে আরো বিস্তারিত বর্ণিত হবে।

৯৫৪- وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا  
قام الإمام في الركعتين فان ذكر قبل أن يستوي قائما فليجعله وإن

اَسْتَوْى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَلَيَسْجُدْ سَجْدَتِ السَّهْوِ رَوَاهُ اَبُو دَاؤُدُ وَابْنُ مَاجَةَ .

১৫৪। হযরত মুগীরা বিম শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম দুই রাকাআত নামায পড়ার পর (প্রথম বৈঠকে না বসে তৃতীয় রাকাআতের জন্য) উঠে গেলে যদি সোজা দাঁড়িয়ে যাবার আগে অথবা হয়ে তাছলে সে বসে যাবে। আর যদি সোজা দাঁড়িয়ে যায় তাছলে সে বসবে না (এবং শেষ বৈঠকে) দুটি সাহ সিজদা করবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

### তৃতীয় পরিষেব

٩٥٥ - عَنْ عُمَرَ كَبَّرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  
الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزَلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ  
الْغَرِيبَاقُ وَكَانَ فِي يَدِيهِ طَوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكِّرْ لَهُ صَبِيعَهُ فَخَرَجَ  
غَصِبَانَ يَجْرُ وَدَاءً حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدِقْ هَذَا قَالُوا نَعَمْ نَصِّلُ  
رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمْ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৫৫। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর্সেরের নামায পড়ালেন। তিনি তিন রাকাআত পড়ে সালাম ফিরালেন ও ঘরে চলে গেলেন। খেরবাক নামক এক লোক তাকে জানালেন। হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগতভাবে নিজ চাদর টানতে টানতে লোকদের কাছে বের হয়ে এসে জিজেস করলেন, সে যা বলছে তা কি ঠিক? সাহাবাগণ বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (স) আর এক রাকাআত নামায পড়লেম তারপর সালাম ফিরিয়ে দুটি সাহ সিজদা দিয়ে সালাম ফিরালেন (সুসমিলিম)।

বামধ্যা : হজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিজের হজুরায় চলে গেলেন। প্রথম তনে আবার হসজিস ফিরে এলেন। সেকদের সাথে কথাবার্তা বললেন। কেবলা রোখ থাকলো না। বেশ পথ হেঁটে গেলেন ও অবৰু ফিরে আবারলেন। এরপরও তিনি নতুন করে নামায না পড়ে, না পড়া এই রাকাআত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে দুটি সাহ সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন। এটা কুল হলেও একক্ষেত্রে কাজ করার পর নামায ফাসেদ হয়ে যায়। হানাফী মত এটাই। তবে প্রথম প্রথম হজুর একপ করেছেন, পরে আবার করেননি।

নামাযে প্রথম প্রথম কথাবার্তা বলতেন, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। ঠিক এভাবে এই হাদীসের হকুমও রহিত বা মানসূব হয়ে গেছে।

**٩٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشْكُرُ فِي النُّقْصَانِ فَلَيُصَلِّ خَتْمَ يَشْكُرَ فِي الزِّيَادَةِ رَوَاهُ أَخْمَدُ .**

৯৫৬। ইয়রত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নামায পড়তে যে ব্যক্তির কম-বেশী পড়ার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় এসে যায়, সে যেনো আরো পড়ে নেয়, যেনো বেশী পড়ার সন্দেহ হয় (আহমাদ)

ব্যাখ্যা ৪ অর্থাৎ সন্দেহ হয়ে যাবার ক্ষেত্রে যদি, কতো রাকায়াত পড়েছে নির্দিষ্ট করতে না পারে। যেমন চার রাকায়াতওয়ালা নামাযে ঠিক করতে পারছে না তিনি রাকায়াত পড়েছে না চার রাকায়াত। সে ক্ষেত্রে তিনি রাকায়াত অর্থাৎ ক্রমটা হিসাব করে আর এক রাকায়াত পড়ে নেবে। তাহলে এখন কম হয়েছে এ সন্দেহের জারণায় বেশী পড়ার স্থাবনা দেখা দিবে।

## ١- بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

### ২১-তিলাওয়াতের সিজদা

#### প্রথম পরিষেবা

**٩٥٧ - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجُنُونُ وَالنِّسْرُ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ .**

৯৫৭। ইয়রত আবদুর্রাহ ইবনে আকবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজিরে সিজদা করেছেন। তার সাথে মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানুষ সিজদা করেছে (বুধারী)।

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজিরের ৬২ নং আয়াতে অর্থাৎ “আল্লাহর জন্য সিজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো” পৌছলে তিনি এই হকুমের আনুগত্য করে সিজদা করেছেন। তাঁর সাথে সাথে সকল মুসলমান সিজদা করেছে। মুশরিকরা এই আয়াতে তাদের মৃত্তি মানাত ও উজ্জার দ্বারা শাম শুনে সিজদা করেছে।

٩٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذِ السَّمَاءِ انشَقَّتْ وَأَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৫৮। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজদা করেছি।

٩٥٩ - وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرِي السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عَنْهُ فِي سَجْدَةٍ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزَدَ حِمْ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدٌ بَلْ لِجَهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ مُتَفْقِيْ عَلَيْهِ .

৯৫৯। হযরত ইবনে ওয়াল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন, আর আমরা তাঁর কাছে থাকতাম, তখন তিনি সিজদায় গেলে আমরাও তাঁর সাথে সাথে সিজদা করতাম। এ সময় এত ভীড় হতো যে, আমাদের কেউ কেউ কগাল মাটিতে রেখে সিজদা দেবার জারুলা পেতো না (বুখারী-মুসলিম)।

٩٦٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ فَرَأَتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمُ قَلْمَنْ يَسْجُدُ فِيهَا مُتَفْقِيْ عَلَيْهِ .

৯৬০। হযরত ঘায়দ বিল সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সূরা নাজম তিলাওয়াত করেছি। তিনি এতে সিজদা করেননি (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ এই বিষয়ে ইমাম শাফেকীর তরফ থেকে বলা হয় যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করা বাধ্যতামূলক নয় তা জানানোর জন্য সূরা নাজমের তিলাওয়াতের সময় সিজদা করেননি। ইমাম শাফিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এই সূরায় কোন সিজদার আয়াত নেই। তাই তিনি সিজদা করেননি।

ইমাম আবু হানীফার তরফ থেকে এই হানীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হতে পারে এই সময় হজুরের উজ্জু ছিলো না অথবা এ সময় নিষিদ্ধ সময় ছিলো অথবা সিজদায়ে তেলাওয়াত ফরয ময় তা শুধাবার জন্য সিজদা করেননি অথবা প্রকথা ও বলা যায় যে, সিজদায় তিলাওয়াত তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নয়, পরেও আদায় করা যায়। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো পরে সিজদা করেছেন। তাই কারো এই সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত নয় যে, সূরা নাজমের তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব নয়।

কারণ আগের হাদীসে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে আরো অনেকে সূরা নাজমের সিজদার আয়াতে সিজদা করেছেন।

٩٦١- وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ سَجَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا وَفِي رَوَايَةِ قَالَ مُجَاهِدٌ قَلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ السَّجْدَةَ فِي صَلَّى فَقَرَأَ وَمَنْ ذُرِّيْتَهُ دَاؤُدْ وَسُلَيْمَانَ حَتَّىٰ أَتَىٰ فِيهَا هُمْ افْتَدَهُ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ .

৯৬১। হযরত ইবনে আবুআস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'সাদ'-এর সিজদা বাস্তুভাস্তুক নয়। অবশ্য আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সূরায় সিজদা করতে দেখেছি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুআস (রা)-কে জিজেস করেছি যে, সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করবো কিনা? হযরত ইবনে আবুআস তখন এই ২৪ নং আয়াত পড়েছেন এবং বলেছেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই শোকদের মধ্যে গণ্য যাদের প্রতি আপের নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ ছিলো (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : ওলামায়ে কিরাম বলেন, সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করা ছিলো হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের অনুকরণ ও তাঁর জাওবা শহৃপের শৃতজ্ঞতাবর্কণ।

হযরত মুজাহিদের প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবনে আবুআসের কথার মর্ম হলো, বর্ষন মহানবী (স)-কে তাদের পাস্তুরবী করতে হয়েছে তখন তোমাদের তো পাস্তুরবী করতেই হবে। অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ) যখন সিজদা করেছেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দাউদকে অনুসরণ করেছেন। তখন আমাদের তো সিজদা করাই উচিৎ।

#### কিটীর পরিচেদ

٩٦٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَفْرَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشَرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُ فِي الْمُفَضَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحِجَّ سَجَدَتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

৯৬২। ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাকে কুরআন পাকের পন্থটি সিজদা শিখিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি সিজদা 'তাওলে মুফাসসাল সূরায় এবং দুই সিজদা সূরা হজে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

**ব্যাখ্যা :** এই পন্থটি সিজদা হলো (১) আ'রাফের শেষের দিকের একটি আয়াত, (২) সূরা কাসের বিভীষ রূকুর ১টি আয়াত, (৩) সূরা নাহলের পাঁচ রূকুর শেষ আয়াত, (৪) সূরা বনি ইসরাইলের বায় রূকুর একটি আয়াত, (৫) সূরা মারিয়ামের চার রূকুর একটি আয়াত, (৬) সূরা হজের বিভীষ রূকুর একটি আয়াত, (৭) সূরা হজের শেষ রূকুর ১টি আয়াত, (৮) সূরা ফোরকালের পাঁচ রূকুর একটি আয়াত, (৯) সূরা নামল, (১০) সূরায়ে তানজিল, (১১) সূরা সাদ, (১২) সূরা হা মিম আস- সাজদা, (১৩) সূরা নাজদ, (১৪) সূরা ইনশাকাত ও (১৫) সূরা ইকবা।

দুই সিজদার কারণে সূরা হজের মর্যাদা

٩٦٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجَّ بَأْنَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ هُمَا فَلَا يَقْرَأُهُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ وَالْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَّيْسَ اسْنَادُهُ بِالْقُرْآنِ وَفِي الْمَصَابِيحِ فَلَا يَقْرَأُهَا كَمَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ .

৯৬৩। ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সূরা হজে কি দু'টি সিজদা থাকার কারণে এর এতো মর্যাদা? হজুর উপরে বললেন, হ্যাঁ। যে ব্যক্তি এ দু'টি সিজদা করবে না সে যেন এই দুইটি আয়াত তিলাওয়াত না করে (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এই হাদীসের সনদ মজবুত নয়। আর মাসাবিহতে শারহে সুন্নাহর মতো “সে দু'টো সিজদার আয়াত যেনো না পড়ে”-এর স্থলে “তাহলে সে যেনো এই সূরাকে না পড়ে” এসেছে।

**ব্যাখ্যা :** হজুরের জবাবের অর্থ হলো যে ব্যক্তি সূরা হজের সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করবে না সে যেনো এই দুইটি আয়াতই না পড়ে। সিজদা দেয়া ওয়াজিব। কাজেই তেলাওয়াত করে সিজদা না দিলে ওয়াজিব তরক হবে। ওয়াজিব তরক হলে গুনাহ হবে।

٩٦٤ - وَعَنْ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظَّهِيرَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَوْا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ .

১৬৪। হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজুরের নামাযে সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন। তারপর কর্কু করলেন। লোকেরা মনে করলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আলিফ লাম যিম তানজিলুস সাজদা সূরা পড়েছেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : কর্কুর আগেই সিজদা করার কারণে সাহাবারা বুঝেছেন হজুর তেলাওয়াতের সিজদা করেছেন। আর "আলিফ লাম যিম তানজিলুস সাজদা পড়েছেন বলে মনে করেছেন। মামায জেহরী নামায ছিলো না। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে অনিচ্ছাকৃতভাবে এসব নামাযেও দু' একটি আয়াত শব্দ করে পড়ে ফেলতেন। তাতেই তারা এই সূরা পড়েছেন বলে বুঝেছেন।

১৬৫- وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا<sup>١</sup>  
الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَرَ وَسَجَدَ وَسَجَدَنَا مَعَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ .

১৬৫। হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। যখন সিজদার আয়াতে পৌছতেন তাকবীর বলে সিজদা দিতেন। আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে এখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সিজদার আয়াত যিনি পড়বেন আর যারা তা শুবেন সকলের জন্যই সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

১৬৬- وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ  
سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّىَ أَنَّ  
الرَّاكِبَ لَيَسْجُدَ عَلَى يَدِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ .

১৬৬। হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন সিজদার আয়াত পড়লেন। তাই সকল সাহাবায়ে কিরাম (উপস্থিত) হজুরের সাথে সাথে সিজদা করলেন। সিজদাকারীদের কেউ কেউ তো সাওয়ারীর উপর ছিলেন, আর কেউ মাটিতে ছিলেন। আরোহীরা তাদের হাতের উপরই সিজদা করলেন (আবু দাউদ)।

১৬৭- وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ  
مِنَ الْمُفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ .

১৬৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রে সামাজ্ঞাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম মদীনায় আগমনের পর মুফাসসাল সূরার কোম সূরায় সিজদা করেননি (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হযরত আব্বাস হতে বর্ণিত এই বর্ণনার অর্থ হলো, হজুর সামাজ্ঞাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম তেওয়ালে মোফাসসাল সূরায় সিজদার আয়তে মকায় থাকতে সিজদা করতেন। কিন্তু মদীনায় আসার পর এসব সূরার সিজদার আয়তে সিজদা করেননি।

এই হাদীস ও এর অগের আবু হৱাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসের সাথে বিরোধ হয়। এতে হযরত আবু হৱাইরা বলেছেন, “ইজাস সামাউন শাককাত”, “ইকরা” বিসমি রবিকাঙ্গাল্যামী খালাকা”-সিজদা করেছেন। এই দুই হাদীসের মধ্যে হযরত আবু হৱাইরার হাদীসকে অধ্যাধিকার দিতে হয়। কারণ আবু হৱাইরা ৭ম হিজরাতে মকা বিজয়ের পর মদীনায় এসে মুসলিমান হয়েছেন। কাজেই তিনি মদীনায় সিজদা করেছেন সম্পর্কিত বর্ণনাই ঠিক হবার সম্ভবনা বেশী।

٩٦٨- وَعِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُورِهِ الْقُرْآنَ بِاللَّيْلِ سَاجِدًا وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَقَهُ بِحَوْلِهِ وَفِي تَهْوِيَةِ رِوَايَةِ أَبِي دَاؤِدَ وَالْتِرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسِينٌ صَحِيحٌ

১৬৮। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রে সামাজ্ঞাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম রাতে তিলাওয়াতের সিজদায় এই দোয়া পড়তেন : “সাজ্জাদা ওয়াজাইয়া লিল্লায়ি খালাকা ওয়া শাক্কা সামাজ্ঞাহ ওয়া বাসারাহ বিহু ওলিহি ওয়া কুওয়াতিহি।” অর্থাৎ “আমার চেহারা ওই জাতে পাককে সিজদা করলে মিনি একে সৃষ্টি করেছেন। নিজের শক্তি ও কুন্দরতে ভাতে কান ও চোখ দিলেছেন” (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, মাসাই। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

ব্যাখ্যা : রাতের শক্তি ঘটনাক্রমের ব্যাপার। আসলে এই দোয়া রাত-দিন সব সময়ই পড়ার মতো। হযরত আয়েশা (রা) হয়তো দোয়াটি হজুরকে পড়তে শনেছেন রাতের বেলার। তাই তিনি রাতের উদ্দেশ্য করেছেন।

٩٦٩- وَعِنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتِنِي اللَّيْلَةَ وَآتَا نَائِمًا كَائِنَيْ أَصْلِيْ خَلْفَ سَجَرَةٍ

فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ السِّجَرَةُ لِسِجْرُورِيْ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْفُنْ لِي بِهَا  
عَنْتَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وَزَرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ زَحْرًا وَتَقْبِلْهَا مِنِّيْ كَمَا  
تَقْبِلَتْهَا مِنْ عِبْدِكَ دَاؤُدَ قَالَ إِنْ عَيَّاسِ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَمْ سَجَدْ فَتَحَقَّقْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَ الرَّجُلُ عَنْ قِيلَ الْسِّجَرَةِ  
بِرَوَاهُ التَّبَرِيْ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَقْبِلَهَا كَمَا تَقْبِلَتْهَا مِنْ عِبْدِكَ  
دَاؤُدَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذِهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৬৯। ইহরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) হৃত বর্ণিত। তিনি বলেন, এক  
কাস্তি রাস্তাপুরাই (স)-এর কাছে এমে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাতে  
আমি আমার নিজেকে ইপ্পে দেশেছি যে, আমি একটি গাছের নিচে নামায পড়ছি। আমি  
যখন সিজদায়ে তিলাওয়াত করলাম তখন এই গাছটি আমার সাথে সাজদায়ে  
তিলাওয়াত করলো। আমি তনলাম গাছটি এই দোয়া পড়ছে : “আল্লাহমাজুবলি বিহা  
ইন্দাকা আজরান গুলান-আম্বি বিহা বেজরান। আজুজ্জালহা লি ইন্দাকা জুখরান ওয়া  
তাকাবুলহা মিন্নি কামা তাকাবুলতাহা মিন আবদিকা দাউদা”। “হে আল্লাহ! এই  
সিজদার জন্য তোমার কাছে আমার জন্য সঙ্গীর পিণ্ডিত করো + এক মুক্তি আমার ওয়াহ  
মাফ করে দাও। এই সিজদাকে আমার জন্য পুঁজি বানিয়ে তোমার কাছে জমা রাখো।  
আর আমার তরফ থেকে এই সিজদাকে এমনভাবে কবুল করো যেভাবে তুমি তোমার  
বাস্তু-দাউদ (আ) থেকে কবুল করেছো।” ইবনে আবুস বলেন, এই দোয়া  
পঞ্চাম জন্য হচ্ছে সংলগ্ন আল্লাহই ওয়াস্তাম। সিজদার আয়াত তিলাওয়াত  
করলেন নি জিজন্ম দিলেন। আমি তাকে এই বাকাওয়ো বলতে শনেছি এবং যা ওই  
সোকাটি গাছটি তুলেছে বলে বর্ণনা করেছেন (তিরিয়ী)। ইবনে মাজাও এই হাদীসটি  
কর্তৃ করেছেন মিল্লতের বর্ষবার “ওয়া তাকাবুলহা কামা তাকাবুলতা মিন আবদিকা  
-দাউদ” উচ্চে মুরাবিন। আর তিরিয়ী বলেন, এই হাদীসটি গুরীৰ।

১৭. عَنْ إِنْ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَلَمْ يَعْمَلْ  
فِيهَا وَسَجَدْ مِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَهُ أَنْ شَيْخًا مِنْ هُرْشِ أَخْذَ كَفًا مِنْ حَصَّسٍ أَوْ  
تُرَابٍ فَرَقَعَهُ إِلَيْ جَبَهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقِدْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ  
قُتْلَ كَافِرًا مُتَقْعِنَ عَلَيْهِ وَرَأَدَ الْبَعْرَى فِي رَوَايَةِ وَهُوَ أَمَّهُ بَنْ خَلْفٍ

৯৭০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আসউন (রা) হতে: বর্ণিত-তিনি রংগেন, মাসুমুল্লাহ সালতানাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সুরা আন-সুজাই' সিজদা উপর করারের এবং এতে সিজদা করলেন। তাঁর কাছে যেসব দোষ ছিলেন তাৰাঁও সিজদা করলেন। কিন্তু কুরআন বৎশের এক বৃক্ষ কংকর অথবা এক মুষ্টি মাটি নিয়ে সিজেত করালের সাথে লাগালো এবং বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি এই ঘটনার পর দেখেছি ওই বৃক্ষ ব্যক্তিটি কৃষ্ণী অবস্থায় মাঝে গেছে (বুখারী-মুসলিম)। বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, সেই বৃক্ষটি ছিলো ড্রাইভে বিন খালাফ।

**ব্যাখ্যা :** এই ঘটনা মুক্তি বিজয়ের আগের। এই ব্যক্তিটি ইসলাম, মুসলমান ও রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত সুকল ঘৃত্যন্তে শুরীক ছিলো। সে স্থিত কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সর্দার, বিশেষ অহংকারী। হজুরের এই সিজদার সময় উপরিত কাকেরোও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। উয়াইসাকেও কপালে আটি মুষ্টিতে হয়েছে কিন্তু অহংকার করে বললো, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।

৯৭১- وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَوَافِيدَ مَدِينَةِ الْمَدِينَةِ تَوْجِهًةً وَنَسْجِدُهُ شُكْرًا رَوَاهُ النُّسَائِيُّ  
وَقَالَ سَجَدَهَا هَذَا أَوْدُ تَوْجِهًةً وَنَسْجِدُهُ شُكْرًا رَوَاهُ النُّسَائِيُّ

৯৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবিস (রা) হতে: তিনি বলেন, নবী কারীম সালতানাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সুরা সৌদ'-এ সিজদা করেছেন এবং বলেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সুরায়ে 'ছাদ'-এর শ্রেষ্ঠ সৌজন্য দৌর্যো করুলের জন্য করেছেন। আর আমরা তার তাওয়া করুলের শুকরিয়া হিসাবে সিজদা করছি (নাসাফ)।

## ۳۳-بَابُ أوقَاتِ النَّهْرِ

### ২২-নামায নিরিক্ষণ সময়ের বর্ণনা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

৯৭২- عَنْ أَبْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْحَرِي أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعَوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبَرُّغَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعَوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْبَبَ وَلَا تَحْيَنُوا بِصَلَوةِكُمْ طَلَعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبُهَا فَانِهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

৯৭২। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যেন সূর্য উদয়ের ও অন্ত রাবার সময় নামায পড়ার সংকল্প না করে। একটি বর্ণনার ভাষা হলো, তিনি বলেছেন, “যখন সূর্য কেউ গোলক উদিত হয় নামায ছেড়ে দেবে, যে পর্যন্ত সূর্য বেশ স্পষ্ট হয়ে না উঠবে। ঠিক এভাবে আবার যখন সূর্য গোলক ডুবে যাবে তখন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে, যে পর্যন্ত সূর্য পরিপূর্ণভাবে ডুবে না যায়। আর সূর্য উঠার ও অন্ত রাবার সময় নামাযের নিয়ত করবে না। কারণ সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয় (বুখারী, মুসলিম)।

৯৭৩- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَنَّأُ أَنْ نُصِّلَى فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَاهِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارَازِغَةَ حَتَّى تَرْفَعَ وَجِنْ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمْبَلِّ الشَّمْسُ وَجِنْ تُضَيِّفُ الشَّمْسَ لِلْفَرْوَبِ حَتَّى تَغْرِبَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ।

৯৭৪। ইয়রত ওবেদা ইবনে আবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি সময় রাসূলুল্লাহ (স) নামায পড়তে ও মুর্দা দাক্ষল করতে আবাদেরকে নিষেধ করেছেন। অপ্রম হলো সূর্য উদয়ের সময়, যে পর্যন্ত তা উপরে উঠে না আসে। ছুক্তীয় হলো দুপুরে একবারে বরাবর হবার সময়, যে পর্যন্ত সূর্য ঢলে না পড়ে। আর ছুক্তীয় হলো সূর্য ডুবে যাবার সময় যে পর্যন্ত না তা ডুবে যায় (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ মুর্দা দাক্ষল কীরা আর নামাযে জালায়া না পড়া নামায পড়া হয়ে গেলে এ সময় মুর্দা দাক্ষল করা যায়।

৯৭৪- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبُحِ حَتَّى تَرْفَعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْبِيِّ الشَّمْسُ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ ।

৯৭৪। ইয়রত আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠে উপরে চলে না আসা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। আর আসরের নামাযের পর সূর্য না ডুবা পর্যন্ত কোন নামায নেই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ এসব সময় নামায পড়া হারাম নয়, মাকরহ।

۹۷۵ - وَعَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَدَمَتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْبَصْبَحِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْفَعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلَّ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً حَتَّى يَسْتَقِلَ الظِّلُّ بِالرَّمْعِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْئُ فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً حَتَّى تُصْلِيَ الْعَصْرَ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرِبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِلَوْضُوءٌ جَدِينِيْ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقْرُبُ وَضُوءَ فِيمَضِضُ وَيَسْتَشْقُ فَيَسْتَثْرُ إِلَّا حَرَّتْ حَطَايَا وَجْهَهُ وَفِيهِ وَحِيَاشِيمَهُ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ إِلَّا حَرَّتْ حَطَايَا وَجْهَهُ مِنْ أَطْرَافِ لِحَيْتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدِيهِ إِلَى الْمَرْقَفَيْنِ إِلَّا حَرَّتْ حَطَايَا يَدِيهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسِحُ رَأْسَهُ إِلَّا حَرَّتْ حَطَايَا رَأْسَهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا حَرَّتْ حَطَايَا رَجْلِيهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمَدَ اللَّهَ وَاثْنَيْ عَلَيْهِ وَمَجَدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انْتَرَفَ مِنْ حَطِيَّتِهِ كَهِيَّتِهِ يَوْمَ وِلْدَتْهُ أُمُّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۹۷۶ । হযরত আরব ইবনে আবাসা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলে আমিও মদীনায় চলে এলাম । তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আমি বললাম, আমাকে নামাযের সময় সম্পর্কে বলুন । তিনি বললেন, ফজরের নামায পঞ্ডো । এরপর নামায হলে বিরত থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উঠে উপরে না আসে । কারণ সূর্য উদয় হয় শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে । আর এই সময় কাফেররা (সূর্য পূজারীরা) একে সিজদা করে । তারপর নফল নামায পড়বে । কারণ এই সময়ের নামাযে ফেরেশতারা হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে বান্দার

নামায়ের সাক্ষ্য দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া নেয়ার উপর উঠে না আসে ও জমিনের উপর না পড়ে (অর্থাৎ ঠিক দুপুরের সময়), এ সময়ও নামায হতে বিরত থাকবে। কারণ এ সময় জাহানারাকে উভ্যে করা হয়। তারপর ছায়া যখন সামান্য ঢলে যাবে তখন আবার নামায পড়বে। এটা ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ও হাজিরা দেৰার সময়, যতক্ষণ পর্যন্ত আসরের নামায না পড়বে। তারপর আবার নামায হতে বিরত থাকবে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। কারণ সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়। এ সময় সূর্য পূজারী কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে। হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, আমি আবার আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উজ্জ সম্পর্কেও কিছু বলুন। তিনি বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি উজ্জ পানি নিবে, কুলি করবে, নাকে পানি দিয়ে তা খেড়ে নেবে, তার চেহারার, মুখের ও নাকের ছিদ্রের গুনাহ বারে যায়। সে যখন তার চেহারাকে আল্লাহর হৃকুম অনুযায়ী ধোয় তখন তার চেহারার গুনাহ তার দাঢ়ির পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। আর সে যখন তার দুইটি হাত কল্পন পর্যন্ত ধোয় তখন দুই হাতের গুনাহ তার আঙুলের মাথা বেয়ে পানির ফেটার সাথে পড়ে যায়। তারপর সে যখন তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথার গুনাহ চুলের পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। আর যখন সে তার দুই পা গোছাদ্বয়সহ ধৌ করে তখন তার দুই পায়ের গুনাহ তার আঙুলের পাশ দিয়ে পানির সাথে পড়ে যায়। তারপর সে উজ্জ শেষ করে যখন দাঁড়ায় ও নামায পড়ে এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করে, আল্লাহর জন্য নিজের মনকে নিবেদিত করে, তাহলে নামাযের পর সে এমন পাক-পবিত্র হয়ে ফিরে আসে যেমন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে (মুসলিম)।

যে তিনি সময় নামায পড়া যাকরহ

٩٧٦-وَعَنْ كُرِيبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمَسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ  
الْأَزْهَرِ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا أَفْرَاً عَلَيْهَا السَّلَامُ وَسَلَّمَاهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ  
بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَدَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِيْ فَقَالَتْ سَلَّمَ  
سَلَّمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَرَدُونِي إِلَى أَمِّ سَلَّمَةَ فَقَالَتْ أَمِّ سَلَّمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَا عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتَهُ يُصَلِّيهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ  
الْجَارِيَّةَ قَلْتُ قُولِي لَهُ تَقُولُ أَمِّ سَلَّمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَا عَنْ  
هَاتِئِنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا قَالَ يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ

بَعْدَ الْعَصْرِ وَأَنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِيْ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتِيْنِ  
بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ مُتَقَوْلِيْنَ عَلَيْهِ.

১৭৬। হযরত কুরাইব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আবুস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আজহার রাদিআল্লাহু তায়ালা আন্তর্ম তাকে হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠালেন। তারা তাকে বলে দিলেন, হযরত আয়েশাকে তাদের সালাম পৌছিয়ে আসরের নামাযের পর দুই রাকায়াত নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে। কুরাইব বলেন, আমি হযরত আয়েশার নিকট হাজির হলাম। ওই তিনজন যে পয়গাম নিয়ে আমাকে পাঠালেন আমি সে পয়গাম তার কাছে পৌছালাম। হযরত আয়েশা বললেন, হযরত উষ্মে সালমার নিকট যাও, তাকে জিজ্ঞেস করো। এই জবাব শুনে আমি ওই তিন সাহাবার নিকট ফিরে আসলাম। তারা আবার আমাকে উষ্মে সালমার নিকট পাঠালেন। হযরত উষ্মে সালমা (রা) বললেন, আমি নবী কর্তৃম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি এই দুই রাকায়াত নামায পড়তে নিষেধ করতেন। তারপর আমি দেখলাম, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই রাকায়াত নামায পড়ছেন। তিনি এই দুই রাকায়াত নামায পড়ে জুরের ভিতরে এলেন, আমি খাদেমকে হজুরের খেদমতে পাঠালাম। তাকে বলে দিলাম, তুমি হজুরকে গিয়ে বলবে, উষ্মে সালমা বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে শুনেছি যে, আপনি এই দুই রাকায়াত নামায পড়তে নিষেধ করতেন। আর আজ আপনাকে সেই দুই রাকায়াত নামায পড়তে দেখা গেছে। এর কারণ কি? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি আসরের পরে দুই রাকায়াত নামায পড়ার কথা জিজ্ঞেস করেছো। আবদুল কায়েস গোত্রের কৃতক (লোক ইসলামী শিক্ষা ও দীনের হকুম আহকাম জানার জন্য) আমার কাছে এসেছিলো। (তাদের দীনের ব্যাপারে আহকাম বলতে বলতে) ব্যস্ত থাকায় আমি জুহরের পরের যে দুই রাকায়াত নামায ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই দুই রাকায়াত নামায এখন আসরের পরে পড়লাম (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো দীনের প্রচার প্রসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার কাজ নফল নামায পড়ার চেয়েও বেশী উত্তম।

٩٧٧ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْمِسِ بْنِ عَمْرُو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بَعْدَ صَلَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنِّي لَمْ

اَكُنْ جَلِيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِيْنِ قَبْلُهُمَا فَصَلَيْتُهُمَا اَلآنَ فَسَكَتَ رَمْعُولُ اللَّهِ  
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ ابْوُ دَاؤُدَ وَرَوَى التَّرْمذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ اسْنَادُ هَذَا  
الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمُتَّصِّلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ ابْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو  
وَفِي شَرْحِ السُّنْنَةِ وَنُسْخَ الصَّابِيْعِ عَنْ قَيْسِ بْنِ فَهْدٍ نَحْوَهُ

১৭৭। কায়েস ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে দেখলেন যে, সে ফজরের নামাযের পর দুই রাকাআত নামায পড়ছে। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, সকালের নামায দুই রাকাআত, দুই রাকাআত? সে বাজি আরয করলো, ফজরের ফরয নামাযের আগের দুই রাকাআত নামায আমি পড়িনি। সেই নামাযই এখন পড়েছি। হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন (আবু দাউদ)। ইমাম তিরমিয়ীও এক্ষেপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই বর্ণনার সনদ মুজাসিল নয়। ক্ষেত্রে কায়েস বিন আমর থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিমের হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয়। অছাড়াও শরহে সুন্নাহ ও মসবীহৰ কোন কোন সংক্রণে কায়েস ইবনে ফাহদ (রা) থেকে অনুুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৭৮- وَعَنْ حُبَّيرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدَ  
مَتَافِ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ  
نَهَارٍ رَوَاهُ التَّرْمذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدَ وَالشَّنَائِيُّ .

১৭৯। হযরত জুবাইর ইবনে মুতাইম (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেন, হে আবদে মানাফের সত্তানেরা! কাউকে এই ঘরের (খানায়ে কাবার) তা ওয়াফ করতে এবং রাত দিনের যে সময় ইচ্ছা এতে নামায পড়তে বাধা দিও না তাকে নামায পড়তে দাও (তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও নাসাই)।

১৮০- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ  
نَصْفَ النَّهَارِ حَتَّىٰ تَرُوْلَ الشَّمْسِ الْأَبْوَمِ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ الْمَسْلَفُعِيُّ .

১৮১। হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত সূর্য ঢলে না পড়বে। অবশ্য জুমাবার ব্যক্তিত (শাফেয়ী)।

১৮৭। ইসলাম পাতেজি (র) এই বাদীর অনুমতি আবশ করেন। তিনি ইসলাম পাতেজি হামীদা জুমআর দিনও ঠিক দুপুরে নামায পড়া ঠিক মনে করেন না। কর্মসূল বিবিজ্ঞানিত হামীদ এই হামীদ অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। এই হামীদটি দুর্বল। তাহাড়া বেসব ব্যাপারে হামায ও চুবাহ উভয়ের সমর্থনে কলীল আছে, সেসব ক্ষেত্রে হামাদের দলীলকে অবাধিকার দিতে হবে।

১৮৮। وَعَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نَصْفَ النَّيَارِ حَتَّى تُرْوَلِ الشَّمْسُ إِلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ فَقَالَ إِلَيْهِنَّ جَهَنَّمُ تُسْبِحُ إِلَيْهِمُ الْيَوْمُ الْجُمُعَةُ رَوَاهُ أَبُو حَازِفٍ وَقَالَ لِبْرُو الْغَنِيفِ لَكُمْ يَلْقَى إِلَيْهِمْ قَاتِدَةُ .

১৮৯। ইসরাত আবুল খলিফা (র) ইসরাত আবু কাতাদা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাত্তুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাহু ঠিক দুপুরে নামায পড়াকে মানবের জন্মে কর্তৃতন, যে শর্কর বা সূর্য তক্ষে থায়, তিনি জুমআর দিন ব্যক্তিত। তিনি আরো বলেন, জুমআর দিন ছাড়া প্রতিদিন দুপুরে জাহানামকে উভয়ে করা হয়। এই বক্তব্যটি ইসলাম পাতেজি করেন এবং বলেন, আবু কাতাদা (র)-র সাথে আবুল খলিফা, সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাহু (তাই এই হামীদের সবচেয়ে সুভাষিত ব্যক্তি)।

১৯০। عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّابَاحِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السَّمْسَسَ تَطْلُعُ وَمَعْهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْعَرْوَبِ فَارْقَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا وَلَئِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

১৯১। ইসরাত আবদুল্লাহ আল-সুলাবী (র) হতে শর্তি। তিনি বলেন, রাত্তুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাহু বলেন, যখন সূর্য উঠে তখন এর সাথে শয়তানের শির থাকে। তাঁরপর সূর্য উপরে উঠে গোলে শয়তানের শির তাঁর থেকে পৃথক হয়ে থায়। আবার যখন দুপুর হয়, শয়তান সূর্যের কাছে আসে। আবার সূর্য ঢলে গোলে শয়তান এর থেকে পৃথক হয়ে থায়। আবার সূর্য চুবার সময় শয়তান তাঁর কাছে আসে। সূর্য অল্প হয়ে গোলে শয়তান তাঁর থেকে পৃথক হয়ে থায়। এসব সময় জুরু

وَسَلَمَ بِالْمُعْصَمِ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ أَنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ سَبِيلَكُمْ تَقْضِيَعُهَا حَتَّىٰ يَحْفَظَ سُلْطَانَهَا كُلَّنَا لَمْ يَجْرُهْ مُرْتَبَيْنَ وَلَا تَحْلَةً بَعْدَهَا حَتَّىٰ يَطْعَمَ الْمَسَاكِينَ وَالْكَسَّاجِينَ التَّبَّاجِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُوسَى مُسْلِمٌ

২২ অসমত আবু-বাসর গ্রেগরী (ৰা) হলো বৰ্ণিত তিনি অসম, গ্রাসুন্দুহাস  
সাল্লাহুহ আলাইহি ওয়াসল্লাম আমাদেরকে মুখ্যামাস নামক স্থানে আসৱেৰ নামায  
পড়ালৈন। তাৰপৰ বললেন, এই নামায তোমাদেৱ আগেৰ লোকদেৱ উপৰও অবশ্য  
পালনীয় হিলো, কিন্তু তাৰা তা নষ্ট কৰে দিয়েছে। কাজেই যে ব্যাপ্তি এই নামাযেৰ  
হৈফাজত কৰবে মে দিশে সংযোগ পাৰে। তিনি একজাত বলেছেন, আসৱেৰ নামাযেৰ  
পৰি আৱ কোন নামায নেই, যাকে পৰ্যন্ত শাহেদ উচ্চিত আ হবে। আৰু শাহেদ কৰলৈলো  
সেতাৰা (মুসলিম) ১। সামৰণ্যত কোন কৰ্ত্তব্য কৰিবলৈ কৃত কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ  
ব্যাখ্যা । তাৰা নষ্ট কৰে দিয়েছে অৰ্থ হলো এৰ উপৰ একধাৰে আবশ্যিক কৰিবলৈ  
এৰ হক আদায় কৰিবিলৈ। এই নামাযেৰ হৈফাজত অৰ্থ হলো সব সময় এই নামায  
পড়বে ও এৰ হক আদায় কৰবে। এইভাবে সহজে হবাৰ অৰ্থ হলোঃ এক শুণ নামায  
পড়াৰ জন্য আৱ হিতীয়টা হলো হৈফাজত কৰাৰ জন্য। সেতাৰাকে শাহেদ বলা  
হৈয়েছে। কৰণে এই ভাৰাচি কালে উদিত হয়। যতক্ষণ পৰ্যন্ত এই তাৰাচি কুৰৰ ম্বা আৱ,  
অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

٩٨٣ - وَعَنْ مُعاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُعْصِلُونَ صَلَاتَهُ لَقَدْ صَحَّبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا رَأَيْنَاهُ بِصَلَاتِهِمَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي مَا الرَّجُلُ  
الْعَصْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৮৩। হয়তো মুসাবিয়া (ব্য) হতে বর্ণিত। তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে রহমেন্ত ভোগী তো একটি নামায় পড়ছে। আর আমরা বাস্তুত্বাত অজ্ঞাতাত আলাইহি খ্যাস্ত্বাতের সাহচর্যে ছিন্নায়। কিন্তু আমরা তাকে এই দুই রূপাভাবে নামায় পড়তে দেখিনি। বরং তিনি তো আসরের পরে এই দুই রূপাভাবে নামায় পড়তে নিষেধ করেছেন।

ওয়াসাখায় আনুসরের পর দুই রাকার্আত নামায পড়েছেন। কিন্তু এই হাদীসে ইমরত মুআবিয়া (রা) তা বলছেন না। এই দুই হাদীসের মধ্যকার বৈপরীত্য দূরীকরণার্থে, ইমরত-মুআবিয়ার কথার অর্থ হচ্ছে : এই দুই রাকার্আত নামায তিনি বাইবে গোকদের সামনে পড়েননি। ঘরে গিয়ে শোকচক্ষুর অন্তরালে পড়েছেন। সাধারণ মানুষ যেনো এই কার্পারে তাকে অনুসরণ না করে। এই দুই রাকার্আত নামায উন্মুক্তজুরের জন্য শুরু।

**٩٨٤- وَعَنْ أَبِي ذِرَّةَ قَالَ وَقَدْ صَدَعَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ مِنْ عَرَفَتِي فَقَدْ**

عَرَفَنِي وَمِنْ كُلِّ عِرْفَتِي فَإِذَا جَلَدْتُ شَعْنَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِعِرْفَتِي لَا يَصْلُو قَبْلَهُ بِالصَّلَوةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَا يَصْلُو قَبْلَهُ بِالصَّلَوةِ حَتَّى تَغْرُبُ  
الشَّمْسُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَبِيعِي

১৯৪৪- ইমরত আবু আবে (রা) হতে বর্ণিত, তিনি কাব্য ঘরের দরবার উপর উঠে  
ব্যবেছেন, তিনি আবু আবে জিন-ন-জিলি তো বচিলেন হ। আবু আবে আমাকে জিনের কাব্য  
কেনেক্ষেত্রে কাব্য করিঃ মুসলুম মাসমিয়ালুম্বুজহ (স)-তে ব্যবেছে আবু আবে  
আমাকে গোকদের আগ পর্যন্ত আমাকে নামাযের পর সূর্যমজ্জত শূরু হয়েছিল  
তিকোন ক্ষেত্রে আবু আবে কিন্তু মুসলুম মাসমিয়ালুম্বুজহ (স)-তে ব্যবেছে আবু আবে

## ٢٣- بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلُهَا

### ২৩-জামারাত ও শার' কজিলাত

**٧٨٣- وَمَنْ حَفِظَ مِنْ أَبْنَى عَنْ حِفْظِهِ فَلَمْ يَأْتِهِ بِمُؤْمِنٍ**  
**فَمَنْ حَفِظَ أَبْنَى عَنْ حِفْظِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً**  
**الْبَعْدَ عَنْ حِفْظِهِ حِلَالَ الْمَذْبُحِ وَعَطْرَتْهُ كَوْرَبَةٌ مُتَفَقَّعَةٌ عَلَيْهِ**

১৯৫৫- ইমরত আবু আবে (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  
জামারাত আবাসাই হি ওয়াসাখায় ইরশাদ করেছেন, একা একা নামায পড়ার চেয়ে  
আমায়াতে নামায পড়লে সাতাইশ ক্ষণ সওয়াব বেশী হয় (বুখারী, মুসলিম)।

**জামারাত ত্যাগের শাস্তি** মুসলিম কাব্যের ১০ পৃষ্ঠা ১১৪১৮ স. উক্ত কাব্যের  
মুসলিম কাব্যের ১০ পৃষ্ঠা ১১৪১৮ স. উক্ত কাব্যের  
**১৯৫৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنْ**

نَسْنَى بَيْدَهُ الَّذِي هَمَتْ أَنْ امْرَأَ يَحْطُبْ ثُمَّ امْرَأَ يَالْصُّلُوَةِ فَيُؤْذَنُ لَهَا  
ثُمَّ امْرَأَ وَجْهُهُ مَجْمُونُ التَّالِمُونَ ثُمَّ أَخْلَفَهُ الْجَلَلُ وَقَعَنَ رَوَاهَةُ لَا يَشْهَدُونَ  
الصَّلَوةَ فَإِنْعَرَقَ عَلَيْهِمْ بَيْوَاهُمْ وَالَّذِي نَسْنَى بَيْدَهُ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَعْدِلُ  
عَلَيْكُنَا سَمِيَّنَا أَوْ مِرْمَاتِينِ حَسَنَتِينِ لَشَهَدَ العِشَاءَ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ  
نَسْنَى

১৮৬। হয়রত আবু হুয়াইস (رض) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূয়ে যাওয়া সাথে যাওয়া আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন। ওই পবিত্র সভার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন বিনষ্ট। আবি ইবন করেহি কুফা (খাদেরকে) সাকাফী সহজ করার পরিষ্কার করেছে। সাকাফী সহজ করে গোলে আমি এশোর নামাবের আবাল লিঙ্গে লিঙ্গেশ দেবো। আবাম হয়ে যাবার পর নামায পড়াবার জন্য কাউকে আদেশ করবো। এরপর আমি ওই সব গোকের পৌঁছে বেয়ে ইতো খুবই কোম কারণ ইতো অবস্থাতে আমার পায়ের জন্য আসেনি।। অন্য কথার আছে : ইন্দুর (স) বলেছেন, আমি নাইল বন্দোবস্তের কাছে যাবো যাবাপ্রাপ্তির হাজির হয়। আবি কাদেরহ জানের বরাবর কান্দিলের কাছে। সেই সপ্তাহ অন্তর যাঁর হাতে আবার জীবন লিঙ্গ যাবার সাথাবের অবস্থাতে পরিষ্কার হয় না তাঁকের কেউ দলি জানে নে, অবশিষ্ঠে আবার যাঁক অবব জাও। উক্ত অবস্থার ক্ষুণ্টি উত্ত্ব খুর পাওয়া যাবে, তাহলে সে এশোর নামাযে হাজির হয়ে যাবে (বুখারী, মুসলিম)।

ଅବେଳା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଜିଟଲ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଠ୍ୟକର୍ତ୍ତା

٩٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْنَى قَالَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَانِنٌ يَقْرَأُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْذِرَ خَمْسَةً لَهُ فَيُحَلِّ فِي بَيْتِهِ فَرَحِصَ اللَّهُ فَلَمَّا دَعَاهُ  
فَقَالَ جَلَّ تَسْمِيهِ الْمَنَّا بِالْمَسْلَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَبْعِذْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৭। হ্যুমেন আর্থ হ্যাইব্রা (ৱা) হতে বিলি। তিনি বলেন, সামাজিক সামাজিক আলাইহি উদ্যোগসম্মত এক অক্ষ লোক এসে বলেন, হে আমার স্বামী! আমার নিকট এমন রাহবার নেই যে আমাকে মসজিদে সিঁজে ছাড়বে। তিনি কানুনের কাছে আরও করলেন তাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দান করতে। হ্যুমেন সামাজিক আলাইহি আর্যসম্মত তাকে অনুমতি দিলেন। সে-বিষয়ে আর কেউই জুন্ম সামাজিক

आपका ऐसी आवाज आवार जहाँके शोकजात एवं बलचेन, जूमि कि नामायर आवाज  
देखते हुए भिन्न भिन्न बलचेन, ही। बलचेन, जोगाव एवं जिद अपना जलनी  
(मूललिय)।

**ব্যাখ্যা :** বৃথাকী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়েছত ইত্থান ইবনে মালিককে অক্ষেত্রে কারণে মসজিদে নাম্ববের জামারাতে না আসে করে একা একা নামায আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। এইসৌিসেও তিনি হয়েছত আবসুল্লাহ ইবনে উষে মাকত্যামকে একই কারণে প্রথমত অনুমতি দিয়ে তা নাম্ববের প্রতিক্রিয়া করেছেন। উইক ঘাণ্টাবেই তিনি অনুমতি প্রত্যাহ্যে করেছেন। কেবল হয়েছত ইবনে উষে মাকত্যাম নাম্ববের মুসলিমে আহবী হিসেবে, তার অর্থাৎ মসজুদী আবাসের অব জালে প্রশংসিতে দিয়ে জামারাতে বামায আদায় করার অনুমতি প্রত্যাহ্যে করেছেন।

٩٨٨- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول لا صلوا في الرجال مسقى علىه .

১৮৮। হয়রত ইবনে ওমর (য়) প্রেরে বর্ণিত। তিনি এক অঞ্চলপূর্ণ সীমান্তের  
রাজে নামাযের আযান দিলেন। আযানশেষে তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা নিজ  
নিজ বাহনে নামায পড়ো। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
ঠাকুরস্তি মুসল্লি রাজে মুসাজিদকে খৈরেশ দ্বিতীয়ে লে আজ্ঞানের প্রেরণে রাজে ক্ষেত্র,  
সাবধান! তোমরা নিজ অবস্থানে নামায পড়ো (বুধারী মসলিম)।

٩٨٩ - وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءً أَحَدُكُمْ وَأَقْبَلَتِ الصَّلَاةُ فَابْدُأْهَا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَهْجُلْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ أَبْنَى عُمَرَ يَوْضِعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قِرَاءَةً الْإِمَامِ مُتَقَبِّلَةً عَلَيْهِ .

১৯৪৫ হিস্তত আশন্তুরাহ ইকবল জায়ের (ৰা) হজে অধিষ্ঠিত। তিনি কলম, আশন্তুরাহ সাম্মান আলাইহি ওয়াসাম্মাম বলেছেনঃ তোমাদের কাঙ্গা রাতের খাবার সামনে এসে গেলে, আর সে সময় নামাযের তাকবীর বলা হলে, তখন খাবার খেয়ে নেবে। খাবার খেজে তাড়াহুড়া করায় না। অংশঃ বীকে স্বচ্ছ খাবার থাকে। হিস্তত ইবনে অবের

সামনে আবার এলে এবং নামায তুক হলে তিনি ধাবার প্রেরণ শেষ করার আগে নামাযের জন্য যেতেন না, এমনকি তিনি ইস্লামের কিমানট উন্নতে পেলেও (বৃদ্ধি, মুসলিম)।

**٩٩** وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَاتَتْ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْلُوْهُ بِحَضْرَةِ الْقَطَاعِ وَلَا هُوَ يَدْعُونَ إِلَيْهِ حَبْتَانَ زَوَاهَ مُسْلِمٍ :

ব্যাখ্যা : খাবার-দাবার, সামনে আসলে অথবা পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে, নামায পড়া উচিত নয়। উসব কোজ থেকে অবসর হয়ে নামায পড়তে হবে।

٩٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ  
الصَّلَاةِ فَلَا صَلْوَةَ لِمَكْتُوبِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ :

୯୯୧ । ହେରତ ଆବୁ ହୁରାଇନ୍ଦ୍ରା (ରା) ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍ତୁଶ୍ଵାହ ସାମ୍ଭାଦ୍ରାହୁ  
ଆଲାଇହି ପରୀକ୍ଷାମାମ ବଲେଛେନ : ନାମାଯେର ଇକାଗତ ଦେଇଁ ହଲେ ତଥିନ ଫର୍ଯ୍ୟ ନାମାଯ ହାଡ଼ୀ  
ଅନା କୋଠିନ ନାମାଯ ପଜା ବାବେ ନା (ମୁଲିମ) ।

٢٩٨- سَعْيَنْ أَبْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا  
الْأَسْتَادِيَّتُ أَمْ أَهْدِكَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْعَمُ . مَنْفِعَةُ عَلَيْهِ .

୧୯୨୨ । ହ୍ୟରାତ୍ ଇବନେ ଓମର (ରା) ହତେ ବାଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାମୁଲୁଦ୍ଧାର (ସ) ଇରଶାଳ କରୁଛେ ଏ ତୋଷାକ୍ରମ କାରୋ ଶ୍ରୀ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମିନ୍ ଅନୁମତି ପାଇଁ କାହିଁକେବେଳେ ଥିଲା ତାକେ ବାଧା ନା ଦେଇ (ବ୍ୟାଖ୍ୟାତି, ମୁଗ୍ଧଲିମି) ।

٩٩٣- وَعَنْ زَيْنَبَ اُمِّ رَبِيعَةَ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهَدْتَ أَحَدًا كُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَعْصِمْ طَبْلَةَ رَوَافِدَ

১৪৩। ইবনে মাসউদ (আ)-র জী ইবনে আয়নাব (আ) বলে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহেরকে বলেছেন : তোমাকের মধ্যকার  
রোকনামি মসজিদে গেলে কেবলমো সুন্নাহ না আগায় (মুসলিম)।

٩٩٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيمَانًا  
أَمْرًا أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنِ الْعَشَاءِ الْآخِرَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٩٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو حُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّهُ هَذِهِ بُرْجِنْتٍ . تِبْيَانٌ  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব মহিলা সুগন্ধি মাথে তারা যেনো এশার নামাযে  
আব্দের সাথে শরীর না হয় (মুসলিম)।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহিলাদের ঘরেই নামায পড়া উভয়

٩٩٥- عَنْ أَبِي عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُونَ نِسَاءَ كُمُّ الْمَسَاجِدِ وَبِيُوتِهِنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ .

٩٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو دُعْلَمٌ أَنَّهُ حَدَّثَنَا عَوْنَادَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّهُ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে  
আসতে বাধাপ্রদিও না । (তবে নামায পড়ার জন্য) তাদের ঘরেই তাদের জন্য উভয়  
(আবু দাউদ)

٩٩٦- عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْمُسْكَنِ  
فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ تَمَّا ، فِي حُجْرَتِهِ وَصَلَاةِ تَمَّا . فِي مُخْدِعِهِ أَخْضَلُ مِنْ  
صَلَاةِ تَمَّا فِي بَيْتِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ .

٩٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو دُعْلَمٌ أَنَّهُ حَدَّثَنَا مَاسْعِدَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّهُ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলাদের তাদের ঘরের মধ্যে নামায পড়া  
তাদের যাইরের ঘরে নামায পড়ার চেয়ে উভয় । আবার কোন কোঠীর তাদের নামায  
পড়া তাদের ঘরে নামায পড়ার চেয়ে উভয় (আবু দাউদ)

٩٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ سَيِّدَنَا وَآبَائِنَا<sup>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ</sup>  
وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبِلُ ضَلَالًا أَمْرًا تَطْبِقُ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْتَسِلَ عَسْلَهَا مِنَ  
الْمُجْنَابَةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ . وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْكَسْتَانِيُّ بَعْدَهُ عَوْنَادٌ

১৯৭ | হযরত আবু হুয়াইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার কাছে আবুল কাসেম মুহাম্মদের রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে জনেছি: ওই মহিলার মাঝে কেবল হবে না, যে মসজিদে সুগান্ধি লাগিয়ে থায়, যে পর্যন্ত তা ভালো করে ধোত করে না নেয়, যেমন তাঁর নশাকী ইতে পাক ইবার অন্য গোসল করা হয় (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাই)।

১৯৮ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ حَمَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ هَبَنْ  
بِرَأْيِهِ وَكُلُّ الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ  
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَلَابِي دَاؤُدُّ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوُهُ.

১৯৮ | হযরত আবু মৃসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি চোখই যেনাকার। আর যে মহিলা সুগান্ধি লাগিয়ে শুরুবদের মঙ্গলিসে যায় সে এমন এমন অর্থাৎ বেনাকারী (তিরঙ্গী, আবু দাউদ, নাসাই)।

১৯৯ - وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَوْمًا الصُّبْحَ ثُمَّا سَلَّمَ قَالَ أَشَاهِدُ فَلَانَ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاهِدُ فَلَانَ قَالُوا لَا  
قَالَ أَنَّ شَاهِيْنَ الصَّلَاتِيْنَ اثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمَنَافِقِيْنَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا  
فِيهَا لَتَخْسُوْهُمَا وَلَوْ جَبَوْا عَلَى الرُّكْبَ وَلَنَ الصَّفْ مَلَوْلَ عَلَى مَثْلِ صَفْ  
الصَّلَاكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا هَذِيْلَتُمْ لَا بُتَدَرِّمُوْهُ وَإِنَّ حَسَلَةَ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْجَلِ  
أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِينَ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الْمَرْجَلِ  
وَمَا كَفَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُّ وَالنَّسَائِيُّ .

২০১ | হযরত উবাই ইবনে কায়ার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফুজুরের নামায পড়লেন। তিনি সালাম করাবার পর জিজেস করলেন, অনুক ব্যক্তি কি হাজির আছে? সাহাবাগণ বললেন, না। তিনি আবার বললেন, অনুক ব্যক্তি কি উপস্থিতি আছে? সাহাবাগণ বললেন, না। এরপর তিনি বললেন, সব নামাযের মধ্যে এই দুইটি নামায (ফুজুর ও এশা) মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। তোমরা যদি জানতে এই দুইটি নামাযের মধ্যে কতো সঙ্গের, তাহলে তোমরা হাঁটুর উপর ভর করে হলেও নামাযে আসতে।

নামাযের প্রথম সারি ফেরেশতাদের সারির মতো (মর্যাদাপূর্ণ)। তোমরা যদি প্রথম সারির মর্যাদা জানতে তাহলে এতে শামিল হবার জন্য তাড়াতাড়ি পৌছার চেষ্টা করতে। আর একা একা নামায পড়ার চেয়ে অন্য একজন লোকের সাথে মিলে নামায পড়ার অনেক সওয়াব। আর দুইজনের সাথে মিলে নামায পড়লে একজনের সাথে নামায পড়ার চেয়ে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। আর যতো বেশী মানুষের সাথে মিলে নামায পড়া হয়, তা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় (আবু দাউদ, নাসাই)।

١٠٠٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَّلَاتَةٍ فِي قَرْبَةٍ إِلَّا بَدُوٰ لَا تَقْعُمُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ الْأَقْدَسُ حَسْنَةٌ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَاكُلُ الذَّئْبُ الْفَاسِيَةُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤِدُ وَالنَّسَائِيُّ .

১০০০। হযরত আবু দারদা (রা)-হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে গ্রামে বা জঙ্গলে তিনজন লোক বসবাস করবে, সেখানে জামায়াতে নামায পড়া না হলে তাদের উপর শরতান বিজয়ী হবে। অতএব তেমরা জামায়াতকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কারণ দলচ্যুত ছাগলকে নেকড়ে বাষ ধরে খেয়ে ফেলে (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাই)।

ব্যাখ্যা ৪ দলবন্ধভাবে থাকলে মানুষ কামিয়াব হয়। বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম মুসলমানদেরকে একত্বাবন্ধ হয়ে থাকার জন্য তাকিদ করেছে। জামায়াতে নামায পড়াটা দলবন্ধতা ও ঐক্যের প্রতীক। তাই জামায়াতে নামায পড়ার প্রতি এতো শুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

١٠٠١ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَمْعِ الْمُنَادِيِّ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ حَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى . رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدُ وَالدَّارُ قُطْنَى .

১০০১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিমের আযান ঘনলো এবং আযানের পরে নামাযের জামায়াতে হাজির হতে তার কোন ওজর নাই। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ওজর কি? হজুর বললেন, ভয় বা রোগ। জামায়াত ছাড়া তার নামায করুল হবে না (আবু দাউদ, দারুক কুতুবী)।

١٠٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلِيَبْدأْ بِالْخَلَاءِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَرَوَى مَالِكٌ وَأَبُو دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ .

১০০২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তখন তোমাদের কারো পায়খানায় যাবার প্রয়োজন হলে আগে পায়খানায় যাবে (তিরিমিয়ী, মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ)।

١٠٠٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَحْلُّ لِأَحَدٍ إِنْ يَفْعَلُهُنَّ لَا يَؤْمِنُ رَجُلٌ قَوْمًا فِي خُصُوصِهِ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونُهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْدَتِ قَبْلَ إِنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يُصْلِلُ وَهُوَ حَقْنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَلِلتَّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ .

১০০৩। হযরত সাওতান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিনিটি জিনিস আছে যা করা কারো জন্য হালাল নয়। এক, কোন ব্যক্তি যদি কোন জামায়াতের ইমাম হয়, দোয়ায় জামায়াতকে শরীক না করে শুধু নিজের জন্য দোয়া করা অনুচিত। যদি সে তা করে তাহলে সে জামায়াতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। দুই, কেউ যেনে কারো ভেতর বাড়িতে অনুমতি লাভ করা ছাড়া দৃষ্টি না দেয়। যদি কেউ এমন করে তাহলে সে ব্যক্তি ওই ঘরওলাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তিনি, কারো পায়খানায় যাবার প্রয়োজন থাকলে সে তা থেকে হালকা না হয়ে নামায পড়বে না (আবু দাউদ, তিরিমিয়ী)।

١٠٠٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤْخِرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ .

১০০৪। হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আহার বা অন্য কোন কারণে নামাযে বিলম্ব করবে না (শারহে সুন্নাহ)।

١٠٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ

الْأَمْنَاقُ قَدْ عِلِّمَ بِقَائِهِ أَوْ مَرِيضٌ أَنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَمْ يَشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنَ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَنَا سُنَّ الْهُدَى وَأَنَّ مِنْ سُنَّ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤْدَنُ فِيهِ وَقَوْيَاةً قَالَ مِنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدَّاً مُسْلِمًا فَلِيَحْفَظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ الْخَمْسُ حَيْثُ يُنَادِي وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيُ هَذَا الْمُسْلِكُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَّتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَظَّهُ فَيَخْسِنُ الطَّهُورُ ثُمَّ يَغْمُدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَعْطُوهَا حَسَنَةٌ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةٍ وَحَطَّ عَنْهُ بَهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَاقِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا بِهَاذِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০০৫। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের দেখেছি জামায়াতে নামায পড়া থেকে শধু মুনাফিকরাই বিরত থাকতো, যাদের মুনাফেকী জ্ঞাত ও প্রকাশ ছিলো অথবা ঝগু ব্যক্তি। তবে যে ঝগু ব্যক্তি দুই ব্যক্তির উপর ভর করে চলতে পারতো সেও জামায়াতে আসতো। এরপর হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিদায়াতের পথ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিখানো হিদায়াতের এসব পথের মধ্যে যে মসজিদ নামাযে আযান দেয়া হয় তাতে জামায়াতের নামাযও একটি হিদায়াত। অপর বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল আল্লাহর সাথে পূর্ণ মুসলমান হিসাবে সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে চায়, তার উচি�ৎ পাঁচ বেলা নামায সঠিক সময়ে আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া যেখানে নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানুল হৃদা' (হিদায়াতের পথ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জামায়াতের সাথে এই পাঁচ বেলা নামায পড়াও এই 'সুনানুল হৃদার' মধ্যে গণ্য। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামায পড়ো, যেভাবে এই পেছনে পড়ে ধাকা লোকগুলো (মুনাফিক) তাদের ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে। যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথবর্তী হবে। তোমাদের যারা ভালো করে পাক-পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর এসব মসজিদের কোন মসজিদে নামায পড়তে

যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী দেবেন, তার মর্যাদা এক ধাপ উন্নত করবেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। আমি দেখেছি যে, প্রকাশ্য মূলাফিকরা ছাড়া অন্য কেউ নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকে না। এমনকি অসুস্থ লোককেও দুইজনের কাঁধে হাত দিয়ে এনে নামাযের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ ‘সুনানুল হৃদা’ অর্থ হিদায়াতের পথ। সুনানুল হৃদা ওই সব পথকে বলা হয় যে পথের উপর আমল করলে হিদায়াত পাওয়া যায়, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সকল কাজ দুই প্রকার। এক প্রকার কাজ হলো তাঁর ইবাদাত। আর দ্বিতীয় প্রকার কাজ হলো তাঁর আদাত অর্থাৎ অভ্যেস সূচনা। যে কাজগুলো তিনি ইবাদাত হিসাবে করতেন একেই ‘সুনানুল হৃদা’ বলা হয়। আর তাঁর আদাত বা অভ্যেস হিসাবে করা কাজগুলোকে সুনানুল জাওয়ায়েদ বলা হয়। এই হাদীসে ‘সুনানুল হৃদা’ বলতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদাতের পদ্ধতিকেই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহর এই ‘সুনানুল হৃদাকে’ অনুসরণ করে চলতেই হবে। সুনানুল জাওয়ায়েদ বা আদাতের ব্যাপারে কথা হলো তিনি একাজগুলো করতেন নিজ দিনের কাজ হিসাবে সব সময়। এই আদাত দেশ, আবহাওয়া, পরিষ্কৃতি, পরিবেশ ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে পার্থক্য হয়ে যেতে পারে। ‘আদাতের’ উপর হ্বত্ত আমল করার উপর জোর দেয়া হয়নি, দেয়া যায়ও না।

١٠٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا مَا فِي الْبَيْوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ أَقْمَتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ . وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي بِعَرْقَوْنَ مَا فِي الْبَيْوَتِ بِالنَّارِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১০০৬। হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি ঘরে নারী ও শিশুরা না থাকতো তাহলে আমি এশার নামাযের জামায়াত কায়েম এবং আমার যুবকদেরকে (জামায়াত ত্যাগকারী) লোকদের ঘর-বাড়ী জুলিয়ে দেবার হকুম দিতেন। তাই কোন শরণী ওজর ছাড়া জামায়াতে নামাব না পড়া যুবক গর্হিত কাজ।

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদীস থেকে নিসন্দেহে জামায়াতে নামাযের কৃত বড় ওরুত্ত তা-বুঝা যায়। নারী ও শিশুরা নির্দোষ। এই নির্দোষ ব্যক্তিরা যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করে জামায়াতে শরীক না হওয়া লোকদের ঘর-বাড়ী জুলিয়ে দেবার হকুম দিতেন। তাই কোন শরণী ওজর ছাড়া জামায়াতে নামাব না পড়া যুবক গর্হিত কাজ।

আধানের পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের না হওয়া

١٠٠٧ - وَعَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فُنُودِي بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيْ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১০০৭। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা যখন মসজিদে থাকবে আর এ সময় আযান দিলে তোমরা নামায না পড়ে মসজিদ ত্যাগ করবে না (আহমাদ)।

١٠٠٨ - وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذْنَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى ابْنَ لَقَاسِمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০০৮। হযরত আবু শাহ (র) হতে বর্ণিত। জিনি বলেন, এক ব্যক্তি আযান হয়ে যাবার পর মসজিদ থেকে চলে গেলে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম (স)-এর নাফরমানী করলো।

١٠٠٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذْنُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ فَهُوَ مُنَافِقٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১০০৯। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তি মসজিদে থাকে অবস্থায় আযান হওয়ার পর বিনা ওজরে বেরিয়ে গেলে ও আবার ফেরত আসার ইচ্ছা না আক্ষেপ সে ব্যক্তি মুনাফেক (ইবনে মাজাহ)।

আধানের জবাব না দিলে নামায পূর্ণ হয় না

١٠١٠ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنَى .

১০১০। হযরত ইবনে আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আধানের আওয়াজ শুনলো অথচ এর জবাব

দিলো না তাহলে তার নামায হলো না। তবে কোন ওজর থাকলে ভিন্ন কথা (সাক্ষৰ কুতনী)।

অছের জন্যও জামায়াত ত্যাগ করা ঠিক নয়

١٠١١- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ  
الْهَوَامِ وَالسَّبَاعِ وَإِنَّا ضَرِبْرَ البَصَرَ فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَىٰ  
عَلَى الصُّلُوةِ حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَىٰ هَلَا وَلَمْ يُرْخِصْ رَوَاهُ أَبُو  
دَاؤْدُ وَالنُّسَانِيُّ .

১০১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উষ্মে মাকতুম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মদীনায় অনিষ্টকারী অনেক জানোয়ার ও হিংস্র জন্তু আছে। আর আমি একজন জন্মাঙ্ক মানুষ। এ অবস্থায় আপনি কি আমাকে জামায়াতে যাওয়া হতে অব্যাহতি দিতে পারেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুম কি “হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ” আওয়াজ তনতে পাও? তিনি বললেন, হাঁ তনতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমাকে জামায়াতে আসতে হবে। তাকে তিনি জামায়াত ত্যাগের অনুমতি দিলেন না।

١٠١٢- وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَى أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا  
أَغْضَبَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرَفُ مِنْ أَمْرٍ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا  
إِلَّا أَنَّهُمْ يُصْلُونَ جَمِيعًا رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ .

১০১২। হযরত উষ্মে দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) আমার কাছে রাগার্বিত অবস্থায় এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস তোমাকে এত রাগার্বিত করলো? জবাবে আবু দারদা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এত দিন একত্রে জামায়াতে নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্মাতের কাজ বলে জানতাম (বুখারী)।

ফজরের জামায়াতি গোটা রাতের ইবাদাতের চেয়েও উভয়

١٠١٣- وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ أَبِي حَيْثَمَةَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ  
الْخَطَابِ فَقَدْ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَيْثَمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَإِنَّ عُمَرَ غَدَّا إِلَى

السُّوق وَمَسْكِنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الشُّفَاءِ أُمُّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ قَالَتْ أَنْهُ بَاتَ يُصَلِّيْ فَغَلَبَتْهُ عِيْتَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةِ أَحَبِّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لِيَلَهُ - رَوَاهُ مَالِكُ .

১০১৩। হযরত আবু বকর ইবনে সোলায়মান ইবনে আবু হাচমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) ফজরের নামাযে (আমার পিতা) সুলায়মানকে উপস্থিত পাননি। সকালে হযরত ওমর বাজারে গেলেন। সুলায়মানের বাড়িটি ছিলো এসজিদ ও বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে। তিনি সুলায়মানের মা শাফাকে জিজেস করলেন, কি ব্যাপার আজ সুলায়মানকে ফজরের জামায়াতে দেখলাম না! সুলায়মানের মা বললেন, আজ গোটা রাতই সুলায়মান নামাযে কাটিয়েছে। তাই ঘূম তাকে পরাভূত করেছে। হযরত ওমর (রা) বললেন, গোটা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে আমার ফজরের নামাযের জামায়াতে শরীক হওয়া আমার নিকট বেশী উত্তম বলে অংশ মনে করি (মালেক)।

১৪- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةَ .

১০১৪। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি ও এর বেশী হলে নামায়ের জামায়াত হতে পারে (ইবনে মাজাহ)।

১৫- وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْبَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنْتُمُوهُنَّا وَاللَّهُ لَنْمَنْعَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَقْوَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنْمَنْعَهُنَّ وَفِي رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًا مَا سَمِعْتُ سَبَهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنْمَنْعَهُنَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১৫। হয়রত বিলাল ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলারা মসজিদে যাবার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে, তোমরা মসজিদে যাওয়া হতে বিরত রেখে তাদের অংশ থেকে বক্ষিত করো না। হয়রত বেলাল (র) বললেন, আল্লাহর ক্ষম! অবশ্যই আমি তাদের নিষেধ করবো। হয়রত আবদুল্লাহ (রা) বিলালকে বললেন, আমি বলছি, “আল্লাহর রাসূল বলেছেন”, আর তুমি বলছো, তুমি অবশ্যই তাদের নিষেধ করবে। আর এক বর্ণনায় আছে, হয়রত সালেম (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারপর আবদুল্লাহ (রা) বিলালকে উদ্দেশ্য করে অনেক গালাগাল করলেন। আমি কখনো তার মুখে এরপ গালাগালি শুনিনি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে বলছি, একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আর তুমি বলছো, তুমি তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করবো (মুসলিম)।

١٠١٦- وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسَاجِدَ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَانِّي نَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْدُثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلَمَةُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّىٰ ماتَ رَوَاهُ أَخْمَدُ .

১০১৬। হয়রত মুজাহিদ (র) হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যেন্মো তার স্ত্রীকে মসজিদে আসতে নিষেধ না করে। (একথা শুনে) হয়রত আবদুল্লাহর এক ছেলে (বেলাল) বললেন, আমরা তো অবশ্য তাদেরে নিষেধ করবো। (এ সময়) হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা শুনাইছি। আর তুমি বলছো একথা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মৃত্যু পর্যন্ত আর তার সাথে কথা বলেননি (আহমাদ)।

## ٤٣-بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

## ۲۸-نَامَايَهُرَ كَاتَارَ سُوْجَا كَرَا

## پرہم پریچند

۱۰۱۷-عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيُ صُفُوفَنَا حَتَّىٰ كَانُوا يُسَوِّيُ بَهَا الْقَدَاحَ حَتَّىٰ رَأَى أَنَا فَدْ عَقْلَنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًّا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوِّنَ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۰۱۷ | ইবনত নেমাম ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনুকে তীর সোজা করার ন্যায় আমাদের (নামাযের) কাতার সোজা করতেন। এমনকি আমরা তাঁর থেকে (কাতার সোজা করার শুরুত্ব) উপরক্রি করতে পেরেছি। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে বের হয়ে) এসে নামাযের জন্য দাঢ়ালেন। তাকবীর তাহরীমা বাঁধতে যাবেন ঠিক এ সময় এক বেনুইমের বুক নামাযের কাতার হতে একটু বেরিয়ে আছে তিনি দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর বাক্সা! তোমাদের কাতার সোজা করো। নতুনা আল্লাহর তোমাদের চেহারায় বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আরবে 'তীর' সোজা করা ছিলো একটি বিখ্যাত কাজ। আর তীর ছিলো আরবজাতির বীরত্বের প্রতীক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতার যেভাবে সোজা রাখতেন তা এই তীরের চেয়েও বেশী সোজা হতো। তাই নামাযের কাতারের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইমাম সাহেব নামাযের জন্য দাঁড়িয়েই কাতার সোজা হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য করবেন। কাতার সোজা করার জন্য হজুরের হাদীসটি উদ্ধৃত করবেন।

۱۰۱۸-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمْتِ الصَّلَاةَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِمْمَا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوْ فَإِنِّي أَرَأَكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي الْمُتْفَقِ عَلَيْهِ قَالَ أَتِمْمَا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَأَكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ .

১০১৮। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামায়ের ইকামত দেওয়া হলো। রাসূলগ্রাহ সাক্ষাত্কার আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে চেহারা ফিরালেন এবং বললেন, নিজ নিজ কাতার সোজা করো এবং পরম্পর গায়ে গায়ে লেগে দাঢ়াও। নিশ্চয় আমি আমার পেছনের দিক হতেও তোমাদেরকে দেখতে পাই (বুখারী)। বুখারী ও মুসলিমের মিলিত বর্ণনা হলো : রাসূলগ্রাহ সাক্ষাত্কার আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযের কার্তৰিগুলোকে পূর্ণ করো। আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই।

ব্যাখ্যা : “আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই” একথার অর্থ হলো, রাসূলগ্রাহ কাশক্ষের স্থারা স্থ দেখতে পেতেন। এর অর্থ গাত্রের জানা নয়।

১০১৯۔ **وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْمٌ صُفُوقُكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَ الصُّفُوقَ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ .**

১০২০। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ সাক্ষাত্কার আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের নামাযের কাতার সোজা করে নাও। কারণ নামাযের কাতার সোজা করা নামায় কারেম করার নামায় (বুখারী, মুসলিম)। কাতার সোজা বা ধাক্কে ঘন ঠিক ধাকে মা-

১০২১। **وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَا كَبَنا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوْرُوا وَلَا تُخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ فَلُوْكُمْ لِجَنْنَى مِنْكُمْ أُولَئِكَ الْأَحْلَامُ وَكَثِيرُهُمْ شُمُّ الْذِينَ يَلْوَنُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَإِنَّمَا يَلْوَنُهُمْ أَشْدَى اخْتِلَافًا رَوَاهُ مَفْسِلٌ .**

১০২০। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ সাক্ষাত্কার আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় আমাদের কাছে হাত রেখে কলতেন : সোজা হয়ে দাঢ়াও, আগে পিছে হয়ে দাঁড়িও গা। অন্যথায় তোমাদের হস্তে বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের যারা বৃক্ষিমান ও জার্মি, তারা আমার কাছে দাঢ়াবে। অরপর ওইসব লোক যারা তাদের কাছাকাছি (মাঝের), তারপর ওইসব লোকে যারা তাদের কাছাকাছি হবে। হযরত আবু মাসউদ (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, আজ-কাল তোমাদের মধ্যে বড় মতভেদ (মুসলিম)।

মসজিদ হৈ তৈ না করা

١٠٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُلْئِنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২১। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার বৃক্ষিমান ও জ্ঞানীরা (নার্মাণে) আমার কাছ দিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দাঁড়াবে তাদের কাছাক্ষণি মানের শোক। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আর তোমরা (মসিজেদ) বাজারের মতো হৈ-হস্তা করবে না (মুসলিম)।

١٠٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ تَاهِرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقْدِمُوا وَاتَّسِمُوا بِيْ وَلِيَأْتِمْ بِكُمْ مَنْ بَعْدُكُمْ لَا يَرَأُلُ قَوْمٌ يَتَاهُونَ حَتَّى يُؤْخِرُهُمُ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২২। ইয়রত আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মধ্যে প্রথম কাতারে এগিয়ে আসতে গতিমালি অক্ষয় করে তাদের বলশেন, সামনে এগিয়ে আসো। আমর অনুসরণ করো। তাহলে যারা তোমাদের পেছনে আছে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে। এরপর তিনি বললেন, একদল শোক সব সময়ই প্রথম সারিতে দাঁড়াতে দেরী করতে থাকে। শেষে আল্লাহ তাআল্লাও তাদের পেছনে ফেলে রাখবেন (মুসলিম)।

١٠٢٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَانَا حَلَقًا فَقَالَ مَا لِيْ أَرَأْكُمْ عَزِيزِينَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِلَّا تَصْفُونَ كَمَا تَصْفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رِبِّهَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصْفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رِبِّهَا فَقَالَ يَتَمَّونَ الصِّفُوفَ الْأَوَّلَيْ وَيَتَرَأَصُونَ فِي الصَّفَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২৩। ইয়রত জাবির ইবনে সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে এসে আমাদেরকে গোলাকার হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বসা দেখে বললেন, কি কারণে তোমারাদেরকে ভাগ ভাগ হয়ে বসে থাকতে দেখছি। তারপর আর একদিন রাসূলুল্লাহ (স). আমাদের মধ্যে আসলেন

এবং বললেন, তোমরা কেনো এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও না যেতাবে ফেরেশতারা আল্লাহর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, তারা প্রথমে সামনের সারি পুরা করে এবং সাড়িতে মিলেমিশে দাঁড়ায় (মুসলিম)।

### নারী-পুরুষের উভয় কাতার

١٠٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولُّهَا وَشَرُّهَا أُخْرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أُخْرُهَا وَشَرُّهَا أُولُّهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৪। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাযে পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো পেছনের কাতার। আর নারীদের জন্য সর্বোত্তম হলো পেছনের কাতার এবং নিকৃষ্টতম হলো প্রথম কাতার (মুসলিম)।

### ছিতীর পরিষেবা

١٠٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُصُومًا صُفُوفُكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي تَنْفَسَ بِيَدِهِ أَنِّي لَأَرِي الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلْلِ الصُّفْ كَانَهَا الْحَدْفُ رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدُ

১০২৫। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নামাযে) তোমাদের কাতারগুলো মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং কাতারগুলোও কাছাকাছি (প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে) বাঁথবে। নিজেদের ঘাড় সোজা রাখবে। শপথ ওই জাতে পাকের যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি শয়তানকে বকরীর বাচার মতো তোমাদের (নামাযের) কাতারের ফাঁকে চুক্তে দেবি (আবু দাউদ)।

١٠٦- وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّمُوا الصَّفَ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ قَمَا كَانَ مِنْ تَفْصِيلِكُنْ فِي الصَّفَ الْمُؤَخِّرِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدُ

১০২৬। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আগে প্রথম কাতার পুরা করো, এরপর পরবর্তী কাতার পুরা করবে। কেন কাতার অপূর্ণ থাকলে সেটা হবে একেবারে শেষের কাতার (আবু দাউদ)।

### প্রথম কাতারের ক্ষীণত

১. ২৭ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى الدِّينِ يَلْوَنَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصْلُبُ الْعَبْدُ بِهَا صَفَّا رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ.

১০২৭। ইয়রত বারাম্বা ইবনে আয়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : যেসব লোক প্রথম কাতারের কাছাকাছি গিয়ে পৌছে ভাদ্রে উপর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত পাঠাতে থাকেন। আর আল্লাহ তাআলার নিকট তার কদমের চেয়ে উত্তম কেন্দ্র কদম নেই যে ব্যক্তি হেঁটে কাতারের খালি জায়গা পুরা করে।

১. ২৮ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَيْهِ مِنَ الصُّفُوفِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ.

১০২৮। ইয়রত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামাযের সারিন ডান দিকের লোকদের উপর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত বর্ণাতে থাকেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নামাযের কাতারে ইমাম থেকে দূরে হলেও ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম বাস দিকে ইমামের কাছে দাঁড়ানোর চেয়ে। তবে বাস দিকের সারিতে কোন জায়গা খালি থাকলে দুই দিক বরাবর করার জন্য তখন বাস দিকে দাঁড়ানোই উত্তম।

১. ২৯ - وَعَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسْوَى صُفُوفُنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا أَسْتَوَيْنَا كَبَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ.

১০২৯। ইয়রত নোমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম) মুখে অথবা হাতে ইশারা করে কাতারগুলোকে সোজা করার জন্য বলতেন। আমরা সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তাকবীর জাহরীয়া বলতেন (আবু দাউদ)।

١٣٠ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ اعْتَدُلُوا سَوْرًا صُفُوقَكُمْ وَعَنْ يَسَارِهِ اعْتَدُلُوا سَوْرًا صُفُوقَكُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩০। ইয়রত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামায উল্ল কুরার আগে), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁর ডান দিকে ফিরে বলতেন, ‘সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো’। অরপর তাঁর বাম দিকে ফিরেও বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সমান করো (আবু দাউদ)।

١٣١ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارَكُمْ الْيَنْكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩১। ইয়রত ইবনে আবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যারা নামাযের মধ্যে নিজেদের বাহুগুলো নমনীয় রাখে, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : নামাযে কাঁধ নমনীয় রাখার ব্যাখ্যা ওলামায়ে কিরাম তিনি রকম করেছেন। প্রথম হলো কোন ব্যক্তি যদি নামাযের কাতারে বরাবর হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে কেউ যদি তাকে সোজা করতে চায় সে যেনো সোজা হয়ে যায়। সোজা না হবার জন্য যেনো জেদ না ধরে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে, কোন কাতারে জ্ঞায়গা খালি আছে। কেউ যদি এই খালি জ্ঞায়গায় দাঁড়াতে চায় তাকে যেনো বাধা দেয়া না হয়, বরং দাঁড়াতে সুযোগ দেবে। কাঁধকে নরম রাখার তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো, নামাযে খুজু খুশি ও প্রশান্তির জন্য এটা একটা প্রতিকী শব্দ। যে ব্যক্তি উত্তম নামাযী সে দিল জমিয়ে একাগ্র চিত্তে এক ধ্যানে এক মনে নামায আদায় করে। এটাই কাঁধ নরম রাখা, কোন অহমিকা না থাকা।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٢ - عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَوْرُوا اسْتَوْرُوا اسْتَوْرُوا فَوَالْدِينِ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِيْ كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৩২। ইয়রত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমরা নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তোমরা নামাযে

সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। আমার জীবন যার হাতে নিহিত তাঁর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে সামনে দিয়ে যেরূপ দেখতে পাই পেছনের দিকেও সেরূপ দেখতে পাই (আবু দাউদ)।

### প্রথম সারিয়ের মর্যাদা বেশী

১০৩৩- وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْلِّونَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الشَّانِيِّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْلِّونَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الشَّانِيِّ قَالَ وَعَلَى الشَّانِيِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْرَةً صُفُوفَكُمْ وَحَادُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلَيْتُمْ فِي أَيْدِيِّ أَخْرَانِكُمْ وَسَدُوا الْخَلْلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا يَنْتَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَدْفِ يَعْنِي أَوْلَادَ الضَّانِ الصَّفَارِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১০৩৩। হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নামাযে প্রথম সাড়তে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপর রহমত পাঠান। একথা ভলে সাহাবাগণ নিবেদন করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের উপরঃ রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নামায়ের প্রথম সারিয়ে উপর রহমত বর্ষণ করেন। সাহাবারা জিজ্ঞাস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর দ্বিতীয় সারিয়ে উপর। তিনি উভয়ের বললেন, দ্বিতীয় সারিয়ে উপরও। এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা তোমাদের নামাযের কাতারগুলোকে সোজা রাখো, কাঁধকে বরাবর করো, তাইদের হাতের সাথে নরম থাকবে। কাতারের মধ্যে খালী জায়গা ছাড়বে না। তাহলে শয়তান তোমাদের মধ্যে ছাগলের কালো বাচ্চার মতো চুকে পড়বে (আহমাদ)

১০৩৪- وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَابِ وَسَدُوا الْخَلْلَ وَلَيْتُمْ فِي أَيْدِيِّ أَخْرَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجُاتَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ اللَّهُ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

১০৩৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামবের কাতার সোজা রাখবে। কাথকে বরাবর করবে। কাতারের খালি জায়গা পুরা করে নিবে। নিজেদের ভাইদের হাতে নরম থাকবে। কাতারের মাঝে শয়তান দাঁড়াবার কোন খালি জায়গা ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ তাআলা (ঢাঁৰ রহমতের সম্মত) তাকে মিলিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ভাঙবে আল্লাহ তাআলা তাকে তার রহমত হতে কেটে দেন (আবু দাউদ)। নাসাই এই হাদিসকে, ‘মান ওয়াসালা সাফুন’ হতে শেষ পর্যন্ত নকল করেছেন।

নামাযে ইমাম দাঁড়াবে মাঝ বরাবর

١٠٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَسَّطُوا الْأَمَامَ وَسَدُّوا الْخَلْلَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ .

১০৩৫। হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামকে মাঝখানে রাখো, সারির মধ্যে খালি জায়গা বঙ্গ করে দিও (আবু দাউদ)।

١٠٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَّكِ الْقَوْمَ بِتَأْخِرِهِنَّ عَنِ الصَّفَّ إِلَّا حَتَّىٰ يُؤَخِّرُهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ .

১০৩৬। হ্যরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু সোক সব সময়ই নামাযে অর্ধম কাতার থেকে পেছনে থাকে, এমন কি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দোজখের দিকে পিছিয়ে দেন (আবু দাউদ)।

١٠٣٧ - وَعَنْ وَابْصَةَ ابْنِ مَعْبُدٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفَّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْيِّذَ الصَّلَاةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالترْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدُ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১০৩৭। হ্যরত ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি ওই ব্যক্তিকে আবার নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন (আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : সভ্বত আগের কাতারে খালি জায়গা ছিলো। এরপরও সে ব্যক্তি পেছনের কাতারে একা দাঁড়িয়েছে। এইজন্য রাসূলুল্লাহ (স) মুস্তাহাব হিসাবে আবার নামায পড়তে হকুম দিয়েছেন। ইমাম আহমাদের মত হলো একা এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে সেই নামায হবে না। ইমাম বুখারী ও শাফেরী (রহ) বলেন, নামায হবে, তবে নামায মকরহ হবে।

## ٢٥ - بَابُ الْمَوْقَفِ

### ২৫ - ইমাম ও মোকাদ্দীর দাঁড়াবার স্থান

#### প্রথম পরিষেব

١٠٣٨ - عن عبد الله بن عباس قال بَتُّ فِي بَيْتِ خَالِتِي مَيْمُونَةَ قَعَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَ لِنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ مُتَقْفِقُ عَلَيْهِ .

১০৩৮। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাও (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালি উশুল মুয়েনীন হ্যরত মাঝিমুনা (রা)-র ঘরে রাতে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাঙ্গুদের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। আমি তাঁর ব্যাম পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছন দিয়ে তাঁর হাত দিয়ে আমার হাত ধরে পেছন দিক দিয়ে নিয়ে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন (বুখারী-মুসলিম)।

#### তিনজনের জামায়াত

١٠٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَجَبَثَتْ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَادَأْرَانِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَارِيْنُ صَحْرِ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعْنَا حَتَّى أَقَمَنَا خَلْفَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৩৯। হ্যরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামায পড়াবার জন্য দাঁড়ালেন। আমি এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেছন দিয়ে আমার ডান হাত ধরলেন। (পেছন দিয়ে টেনে এনেই) আমাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে

দিলেন। এরপর জাব্বার ইবনে দাখ্র এলেন। রাসূলুল্লাহ বাম পাশে দাড়িয়ে গেলেন। (এরপর) তিনি আমাদের দুই জনের হাত একত্র করে ধরলেন। আমাদেরকে (নিজ নিজ জায়গা হতে) সরিয়ে এনে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন (মুসলীম)

ব্যাখ্যা ৪ এই হাদিস ও আগের হাদিস থেকে বুর্বা গেলো মুজাদী একজন হলে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। এর বেশী হলে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে।

### নারী পুরুষের নামায

٤٠ - وَعَنْ أَنَّسِ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَتَبَّعْتُمْ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ سَلَّيْمٍ خَلْفَنَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ইয়াতিম আমাদের ঘরে রাসূলুল্লাহ সাথে নামায পড়ছিলাম। আর উষ্মে সুলাইম ছিলেন আমাদের পেছনে (মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ৫ উষ্মে সুলাইম ছিলেন হযরত আনাসের মা। আর ইয়াতিম ছিলো তাঁর ভাই। এই হাদিস থেকে বুর্বা গেলো ইমামের পেছনে নারী পুরুষ মুজাদী হিসাবে থাকলে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে পুরুষগণ। আর পেছনের কাতারে দাঁড়াবে মহিলাগণ।

٤١ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِإِمَامِهِ أَوْخَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১০৪১। হযরত আনাস রাঃ হতেই বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে, তার মা ও খালা সহ নামায পড়লেন। তিনি বলেন আমাকে তিনি তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। আর মহিলাদেরকে দাঁড় করালেন আমাদের পেছনে (মুসলীম)।

٤٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصْلَى الصَّفَّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعْدُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

১০৪২। হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার নামায পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ কাছে এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝুকুতে ছিলেন। ঝুকু ছুটে যাবার আশংকায় কাতারে পৌছার আগেই তিনি তাকবীর তাহরীমা দিয়ে ঝুকুতে চলে গেছেন। এরপর ধীরে ধীরে হেঁটে কাতারে এসে শামীল হলেন।

রাসূলুল্লাহ্র কাছে এই ঘটনা উল্লেখ হলে তিনি বললেন, ‘এতায়াত ও নেক কাজের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের লোড-লালসা আরো বাড়িয়ে দিন। কিন্তু ভবিষ্যতে একপ করবেনা (বৃথারী)

**ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ ইবাদাত ইতায়াতের তথা নেক কাজের আগ্রহকে এখানে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু জামায়াতে নামায ধরার জন্য এত হড়াতাড়া করতে নিষেধ করেছেন। ধীর স্থির ভাবে হেঁটে চলে যেখানে ইমামকে পাওয়া যায় সেখানেই ইমামের পেছনে নামাযের ইকত্তেদা করবে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٤٣ - عن سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْكُرْنَا ثَلَاثَةَ أَذْكُرْنَا حَدَّنَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

১০৪৩। হযরত সামুরাহ ইবনে 'জুনদুব' রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যখন আমাদের তিন ব্যক্তি নামায পড়বে তখন আমাদের একজন (উভয় ব্যক্তি) সামনে চলে যাবে অর্থাৎ ইমামতি করবে (তিরিমিজী)।

٤٤ - وَعَنْ عَمَّارِ إِنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ وَقَامَ عَلَى دُكَانٍ يُصْلِي وَالنَّاسُ اسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذِيفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدِهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذِيفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذِيفَةُ أَلْمَ تَسْمَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَمَّ الرِّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُولُ فِي مَقَامِ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ تَحْوِيْ ذَلِكَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِذِلِكَ تَبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدِيِّ رَوَاهُ أَبُودَاوِدُ .

১০৪৪। হযরত আম্বার ইবনে ইয়াসের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (একদিন) মাদায়েনে (নামাযে) মানুষের ইমামতি করছিলেন। নামায পড়ার জন্য তিনি একটি চতুরের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। মুজাদীগণ ছিলেন তার নীচে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থা দেখে হযরত হোজাইফা কাতার থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে গেলেন এবং আম্বারের হাত ধরলেন। আম্বার তাঁকে অনুসরণ করলেন। হযরত হোজাইফা তাঁকে নীচে নামিয়ে দিলেন। আম্বারের নামায শেষ হবার পর হযরত হোজাইফা তাঁকে বললেন। আপনি কি শনেননি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি

জায়গাতে নামাযের ইমাম হলে তার দাঁড়াবার জায়গা যেনো মুক্তাদীদের দাঁড়াবার জায়গা হতে উচ্চ না হয়। অথবা এই ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন। হযরত আশ্বার জবাব দিলেন; এই জন্যই তো আপনি যখন আমার হাত ধরেছেন আমি আপনার অনুসরণ করেছি (আবু দাউদ)।

• **ব্যাখ্যা :** ইমাম একা কোন উচ্চ স্থানে আর মুক্তাদীরা নীচে থাকলে নামায মকরহ হবে। এই কারণেই হযরত হ্যাইফা হযরত আশ্বারকে হাতে ধরে নীচে নামিয়ে এনেছেন। কারণ ইমাম উপরে ও মুক্তাদীরা নীচে ছিলো।

١٠٤٥ - وَعِنْ سَهْلِ سَعْدٍ نَّسَاعِدِيَ أَنَّهُ سَئَلَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ نِبْرَ فَقَالَ  
هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمَلَهُ فَلَأَنَّ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ  
الْقِبْلَةَ وَكَبَرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَا وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ  
ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْفَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَا ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ  
رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْفَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ - هَذَا الْفَظُ الْبَخَارِيُّ وَفِي  
الْمُتْقَى عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَقَالَ فِي أُخْرِهِ قَلِّمًا فَرَعَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَبْهَا  
النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتِمُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاؤَتِي .

১০৪৫। হযরত সাহল ইবনে সায়দ সায়েদী রাঃ হতে বর্ণিত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্ত্র কিসের তৈরী ছিলো? তিনি বললেন জঙ্গলের ঝাউ কাঠের তৈরী ছিলো। এটাকে অমুক রমণীর আষাদ করা গোলাম অমুকে রাসূলুল্লাহর জন্য তৈরী করেছিলেন। এটা তৈরী হয়ে গেলে, মসজিদে রাখা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দাঁড়ালেন। কেবলামুর্বী হয়ে নামাযের জন্য তাকবীর তাহরীয়া বাঁধলেন। সকলে তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ মেরুরের উপর থেকেই কারায়াত পড়লেন। রুক্ক করলেন। অন্যান্য লোকও তাঁর পেছনে রুক্ক করলেন। অতঃপর তিনি রুক্ক হতে মাথা উঠালেন। এরপরে মেরুর থেকে পা নামিয়ে জমিনে সিজদা করলেন। এরপর আবার তিনি মিরুরে উঠালেন। কারাত পড়লেন। রুক্ক করলেন রুক্ক হতে মাথা উঠালেন তারপর পেছনে সরে আসলেন ও জমিনে সিজদা করলেন (এই তাষা বুখারীর। আবার বুখারী মুসলীমের মিলিত বর্ণনাও একই)। এই হাদিসের বর্ণনাকারী হাদীসের শেষে একথাও বলেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায হতে অবসর

হলেন, তখন বললেন, “আমি এই জন্য এই কাজ করেছি, তোমরা যেনো আমার অনুসরণ করো। আমার নামায়ের অবস্থা, এর হকুম আহকাম জানতে পারো।”

**ব্যাখ্যা :** মদিনা হতে দুই ক্রোশ দূরে একটি জঙ্গল ছিলো। ওখানে ছিলো অনেক গাছ গাছড়া। এখানেই অনেক ‘বাউ গাছ’ও ছিলো। এই বাউ গাছের কাঠ দিয়েই রাসূলুল্লাহ জন্য মিশ্র বানানো হয়েছিলো।

٤٦ - وَعِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتِمُونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرَةِ - رَوَاهُ أَبُودَاوْدُ .

১০৪৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হজরা খানায় নামায পড়লেন। আর লোকেরা হজরার বাইর থেকে তাঁর সাথে নামাযের ইকতেদা করলেন (আবু দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** এই হাদিসের সম্পর্ক রামাদান মাসের সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদান মাসে মসজিদের এক অংশে ইতেকাফের জন্য হজরা বালিয়ে নিষ্ঠেন। এই হজরা থেকেই কিছুদিন তারাবিহর নামায পড়েছেন। এই সময় সাহাবায়ে কিমাম হজরার বাইর থেকেই রাসূলুল্লাহ সাথে তারাবিহর নামায পড়তেন।

### ঘৃতীয় পরিচেদ

٤٧ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَا أَحْدَدُكُمْ بِصَلَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَ الرِّجَالَ وَصَفَ خَلْفَهُمُ الْغُلَمَانُ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَوةُ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَحْسِبَ إِلَّا قَالَ أَمْتَنِي - رَوَاهُ أَبُودَاوْدُ -

১০৪৭। হযরত আবু মালেক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে বলবো? (তাহলে) অনো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে নামাযের জন্য দাঁড় করিয়ে (প্রথমতঃ) পুরুষদের কাতার ঠিক করতেন। এরপর তাদের পেছনে ছেলেদের কাতার দাঁড় করাতেন। তারপর তাদের নামায পড়িয়েছেন। হযরত আবু মালেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের এই অবস্থা বর্ণনা করার পর বললেন। রাসূলুল্লাহ পরে বললেন, এভাবে নামায পড়তে হবে। আবদুল আলা যিনি আবু মালেক হতে নকল করেছেন, বলেন, আমার ধারণা, আবু মালিক ‘আমার উচ্চাতের’ একথাটিও বলেছেন (আবু দাউদ)।

٤٨ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفَّ الْمُقْدَمِ فَجَبَدَ نِي رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي جَبَدَهُ فَنَحَانِي وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ أَذْ أَهُوَ أَبْنَى بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَا فَتِي لَا يَسُوءُكَ اللَّهُ أَنْ هَذَا أَعْهَدْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقُبْلَةَ فَقَالَ هَلْكَ أَهْلُ الْعَقْدِ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلِيَّهُمْ أُسْأَى وَلَكِنْ أُسْأَى عَلَى مَنْ أَضَلُوا قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا تَعْنِيْ بِأَهْلِ الْعَقْدِ قَالَ الْأَمْرَاءُ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

১০৪৮। হ্যরত কয়েস ইবনে ওবাদ (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মসজিদে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি আমাকে পেছন থেকে টেনে একদিকে নিজে আমার জায়গায় দাঁড়ালেন। আল্লাহর কসম! এই স্থানে নামাযে আমার হাঁশ ছিলোনা। নামায শেষ করার পর আমি তাকান্দাম। দেখলাম তিনি হ্যরত উবাই ইবনে কায়াব। আমাকে রাগত দেখে তিনি বললেন, হে যুবক! (আমার কাজটির জন্য) আল্লাহ তোমাকে যেনো কষ্ট না দেয়! আমার জন্য রাসূলুল্লাহর অসিয়ত ছিলো, আমি যেনো তাঁর কাছে দাঁড়াই। তারপর কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার এই কথা বললেন, রাবের কা'বার শপথ! ধৰ্ম হয়ে গেছে আহলুল আকদ। আরো বললেন, আল্লাহর শপথ! তাদের উপর অর্ধাং জনগণের ব্যাপারে আমার কোন চিন্তা নেই। চিন্তা তো হলো ওদের জন্য যাদেরে নেতৃত্ব পথভ্রষ্ট করছে। কয়েস ইবনে ওবাদ বলেন, আমি হ্যরত উবাই ইবনে কায়াবকে বললাম। হে আবু ইয়াকুব! ‘আহলুল আকদ’ বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, ‘উমারা’ অর্ধাং নেতা ও শাসকবর্গ (নাসাই)।

৪৪৪: ৪ রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “তোমাদের বালেগ জানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। এটাকেই রাসূলুল্লাহর অসিয়ত হিসাবে-উবাই ইবনে কায়াব বুঝায়েছেন। এবং এই বাণী অনুযায়ী ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াবার জন্য ছেলেটিকে সরিয়ে নিজে প্রথম কাতারে ইমামের কাছে দাঁড়িয়েছেন। আর ছেলেটি প্রথম কাতারের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবার কারণে মনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলো। এটা বুঝতে পেরেই উবাই ইবনে কায়াব তাকে সামুনা দিয়েছেন।

## بَابُ الْإِمَامَةِ

### ইমামের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠٤٩ - عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أفرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنًا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمه إلا باذنه - رواه مسلم وفي رواية له ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله.

১০৪৯। হযরত আবু মাসউদ রাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাতির ইমামতী ওই ব্যক্তি করবেন, যিনি আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে ভালো পড়তে পারেন। উপস্থিতদের মধ্যে যদি সকলেই ভালো কারী হন তাহলে ইমামতী করবেন এই ব্যক্তি যিনি সুন্নাত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ওয়াকেফহাল। যদি সুন্নাত সম্পর্কেও সকলে এক সমানই জ্ঞানী হন তাহলে যে মদিনায় সকলের আগে হিয়রাত করে এসেছেন। হিয়রাতের ব্যাপারেও যদি সকলে এক সমান হন। তাহলে ইমামত করবেন যিনি বয়সে সকলের বড়ো। আর কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির এলাকায় গিয়ে ইমামতি করবেন। কেউ কারো বাড়ী গিয়ে তার আসন ছাড়া যেনে বিনা অনুমতিতে বাড়ী ওয়ালার আসনে না বসে (মুসলীম)।

١٠٥٠ - وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامرة أفرأهم - رواه مسلم .

১০৫০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা যখন তিনজন হবে; নামায পড়ার জন্য একজনকে ইমাম বানাবে। ইমামতীর জন্য সবচেয়ে যোগ্য যে কুরআন সবচেয়ে ভালো পড়ে ন (মুসলীম)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٥١ - عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم -

১০৫১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম তাঁরই আধান দেয়া উচিত। আর তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে ভাল করী তাকেই তোমাদের ইমামতী করা উচিত (আবু দাউদ)

১০৫২- عن أبي عطية العقيلي قالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحَوَيْرَثَ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّاً نَّا يَتَحَدَّثُ فَخَضَرَ الصَّلَاةُ يَوْمًا قَالَ أَبُو عَطِيهَ فَقُلْنَا لَهُ تَقْدُمْ فَصَلَهُ قَالَ لَنَا قَدْ مُؤْمِنْكُمْ بِكُمْ وَسَاجَدْ ثُمَّ كُمْ لَمْ لَا صَلَنِ بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْمِنُهُمْ وَلَيَوْمَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُ افْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১০৫২। হযরত আবু আতিয়াতুল ওকাইলী (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মালেক ইবনে হয়াইরাস (সাহাবী) আমাদের মসজিদে আসতেন। আমাদেরকে হাদিস আলোচনা করে শুনাতেন। একদিন তিনি এভাবে আমাদের মধ্যে আছেন নামাযের সময় হয়ে গেলো। আবু আতিয়াহ বলেন, আমরা হযরত মালেকের কাছে আবেদন করলাম সামনে বেড়ে আমাদের নামাযের ইমামতী করার জন্য। হযরত মালেক বললেন, তোমরা তোমাদের কাউকে আগে বাঢ়িয়ে দাও। সে-ই তোমাদের নামায পড়াবে। আর আমি কেনো নামায পড়াবোনা। কারণ তোমাদেরকে বলছি। আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে সে যেনো তাদের ইমামতী না করে। বরং তাদের মাঝে কেউ ইমামতী করবে (আবু দাউদ, তিরমিজী)। নাসাইও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহর শব্দগুলো পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : হযরত মালেক (রা) একজন মর্যাদাবান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ সাহাবী। এরপরও তিনি তথমকার লোকজনের অনুরোধ সত্ত্বেও নামাযের ইমামতী করতে সামনে বাড়েননি। কারণ এসব অবস্থায় স্থানীয় লোকদেরকে ইমামতি করার হক বেশী। রাসূলুল্লাহর হাদিসের উপর তিনি আমল করেছেন।

#### অক্ষের ইমামতী জায়েয

১০৫৩- عن أنسِ قَالَ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أَمْ مَكْتُومٍ يُؤْمِنُ النَّاسُ وَهُوَ أَعْمَى - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ -

১০৫৩। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুমকে নামায পড়াবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত করলেন। অপ্রচ জিনি ছিলেন জন্মাক (আবু দাউদ)।

অপছন্দনীয় ইমামের নামায করুল হয়না

১০৫৪- وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ  
لَا تَجَاوِزُ صَلَاتِهِمْ إِذَا نَهَمُوا الْأَبْقَى حَتَّى يَرْجِعَ وَأَمْرَاهُ بَاتِتْ زَوْجَهَا عَلَيْهَا  
سَاحِطٌ وَأَمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ -رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ  
غَرِيبٌ .

১০৫৪। হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তিনি ব্যক্তির নামায কান হতে উপরের দিকে উঠেন (অর্থাৎ কবুল হয়না)। অথবা হলো কোন মালিকের কাছ থেকে ভেগে যাওয়া গোলাম যতক্ষণ তার মালিকের কাছে ফিরে না আসবে। হিতীয় ওই নারী, যে তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে রাত কাঁটালো। তৃতীয় হলো ওই ইমাম যাকে তার জাতি পছন্দ করেন (তিমিলজী)। তিনি বলেছেন, এই হাদিসটি গুরীব)।

ব্যাখ্যাঃ নামাযের ইমামতী এবং জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃতও ইমামাতের মধ্যে গন্য।  
তিনি ব্যক্তির নামায করুল হয়না

১০৫৫- وَعَنْ أَبِنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ  
لَا تَقْبِلُ مِنْهُمْ صَلَاتِهِمْ مَنْ تَقْدَمُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ  
دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَرْتِسِيْهَا بَعْدَ أَنْ تَفْوِيْتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَدَ مُحَرَّرًا -رَوَاهُ أَبُودَاوْدُ  
وَأَبْنِ مَاجَةَ

১০৫৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি ব্যক্তির নামায করুল হয়না। ওই ব্যক্তি যে কোন জাতির ইমাম অথবা সেই জাতি তার উপর সন্তুষ্ট নয়। হিতীয় ওই ব্যক্তি যে নামাযে পরে আসে। পরে আসা অর্থ হলো নামাযের মোকাহাব সময় চলে যাবার পরে আসে। তৃতীয় ওই ব্যক্তি যে আবাদ ব্যক্তিকে গোলাম মনে করে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

٥٦ - وَعَنْ سَلَامَةَ بِنْ الْمُرْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُ وَنَّ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১০৫৬। হযরত সালামা বিন্ত তুল হোৱ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিয়ামতের আলামতের একটি আলামত হলো মসজিদে উপস্থিত শামায়ীরা একে অপরকে বলবে। তাদের নামায পড়িয়ে দিতে পারবে এমন উপযুক্ত ইমাম পাবেনা (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো কিয়ামতের আগে জিহাদাত ও মৰ্বতা বেড়ে যাবে। আনুষ এতো মূর্খ ও জ্ঞানহীন হয়ে যাবে যে তারা ইমামতী করার যোগ্য থাকবেনা। অস্তু মূর্বতার জন্য কেউ ইমাম হতে চাইবেনা। একে অপরকে বলবে তুমি নামায পড়াও। এই ঘোষণাটিলি কিয়ামতের শক্তি।

٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهَادُ وَأَحْبَبُ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بِرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَأَنْ عَمَلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلُوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بِرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَأَنْ عَمَلَ الْكَبَائِرَ وَلَصِلُوةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَأَنْ عَمَلَ الْكَبَائِرَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

১০৫৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের উপর প্রত্যেক নেতার সাথে চাই সে নেক্কার হোক কি বদকার, ঝুঁইদ করা ফরয। যদি সে কবিরা শুনাইও করে। প্রত্যেক মুসলমানের পেছনে শামায পড়া তোমাদের জন্য উচ্চাজ্ঞে। (সেই নামায আদায়করণী) নেক্কার হোক কি বদকার। যদি সে কবিরা শুনাইও করে থাকে। নামাযে জানাযাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সে নেক্কার হোক কি বদকার। সে শুনাই কবিরা করে থাকলেও (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : ‘জেহাদ ফরয’ একথার অর্থ হলো কোন কোন সময় জেহাদ ‘ফরজে আইন’ আবার কোন কোন সময় জেহাদ ‘ফরজে কেফায়া’।

এই ইমদিসের মর্য অনুযায়ী বুঝা যায়, প্রত্যেক মুসলমানের পেছনেই নামায পড়া যায়। যদি সে ফাসেকও হয়। কিন্তু ফেস্কী যেনো কুফরীর পর্যায়ে গিয়ে না আড়ে। তবে আলেমরা মনে করেন, ফাসেকের পেছনে নামায এককই হয়। মেক শান্তিরের উপস্থিতিতে ফাসেকের ইমামাত করা উচিত নয়। নামাযে জানায় ফরয অর্থ করয়ে ‘কেফায়া’। প্রত্যেক মুসলমানেই উপরই জানায়ার নামায ফরয।

## তৃতীয় পরিষেব

নমামের ইবাহতী

١٠٥٨ - عن عَمْرُونِ سَلَمَةَ قَالَ كَيْنَأْ بِمَا مَسَرَ النَّاسَ يَمْرُ بِنَالرْكَبَيْنَ  
 نَسَالْهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا هُنَّا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ  
 أَوْخَى إِلَيْهِ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَانَمَا يُغْرَى فِي هَذِ  
 رِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوْمُ بِاسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ اتَرْكُوهُ وَقَوْمُهُ فَإِنَّهُ أَن  
 ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاسْلَامِهِمْ  
 وَبَدَرَ أَبِي أَقْوَمٍ بِاسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ جِئْنُكُمْ وَاللَّهُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَتَّى  
 فَقَالَ صَلُوةً صَلَوةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَوةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا جَاءَ حَضْرَتِ  
 الصَّلَاةَ قَلِيلُوْدَنْ أَحَدُكُمْ قَلِيلُوْمُكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ  
 قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَنْتَقِي مِنَ الرُّكْبَيْنَ فَقَدْ مُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَابِنْ سَتَّ  
 أَوْ سَبْعَ سَنَنِ وَكَانَتْ عَلَى بُرْدَةٍ كَتُبْتُ أَذَا سَجَدْتُ تَقْلِصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ  
 مِنَ الْجَنَّةِ الْأَتَعْطَوْنَ عَنَّا اسْتَ قَارِئُكُمْ فَاشْتَرَوْهُ فَأَقْطَعُوْهُ مِنْ قَبِيْصًا فَمَا فَرِحْتُ  
 بِشَيْءٍ فَرِحْتُ بِذَلِكَ الْقَبِيْصِ - رَوَاهُ الْبَغَارِيُّ .

১০৫৮। হুবরত আমর ইবনে সালেমাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি কুয়ার পাড়ে রসূলাস করতাম। এটা মানুষের চলাচলের জায়গা। যে কাফেলা আমাদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করে আমরা তাদেরে জিজেস করতাম মানুষের কি হলে মানুষের! এই লোকটি (রাসূলুল্লাহ) কি হলো? আর এই লোকটির বৈশিষ্ট্য কি? এই সব লোক আমাদেরকে বলতো। তিনি নিজেকে রাসূল হিসাবে দাবী করেন। আল্লাহ তাঁকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। (কাফেলার লোক তাদেরে কুরআনের আয়াত পড়ে শনাতো) বলতো এসব তাঁর কাছে ওহী হিসাবে আসে। বস্তুতঃ কাফেলার কাছে আমি রাসূলুল্লাহর যে সব শুণাগুণের কথা ও কুরআনের যে সব আয়াত পড়ে শনাতো এগুলোকে এমন ভাবে শ্রবণ রাখতাম যা আমার সিনায় গেঁথে থাকতো। আরববাসী ইসলাম গ্রন্থের ব্যাপারে মক্কা বিজয় হবার অপেক্ষা কুরছিলো। অর্থাৎ আরা বলতো, মক্কা বিজয় হয়ে গেলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। আর একথাও বলতো এই রাসূলকে তাদের জাতির উপর ছেড়ে দাও। যদি সে জাতির উপর বিজয় লাভ করে (মক্কা বিজয় করে নেয়) তাহলে মনে করবে সে

সত্য নবী। মক্কা বিজয় হয়ে গেলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আমার পিতা জাতির প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি (ইসলাম গ্রহণ করে) কিন্তু আসার পর জাতির কাছে বলতে লাগলেন। আদ্দাহ্র কসম! আমি সত্য নবীর কাছ থেকে এসেছি। তিনি বলেছেন, অমুক সময়ে এভাবে নামায পড়বে। অমুক সময়ে এভাবে নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আবান দেবে। আর তোমাদের যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে জানে সে ইয়ামতী করবে। বস্তুতঃ যখন নামাযের সময় হলো ও জামায়াত অন্তর্ভুক্ত হলো মানুষেরা কাকে ইয়াম বানাবে পরম্পরের প্রতি দেখতে লাগলো। কিন্তু আমার চেয়ে ভালো কুরআন পড়ার লোক পেশোন। কেনোন আমি কফেলা ওয়ালদের কাছে কুরআন শিখছিলাম। লোকেরা আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলো। এসময় আমার বয়স ছিলো ছয় কি সাত বছর। আমার পরনে ছিলো উধূ একটি চাদর। আমি যখন সেজদায় যেতাম; চাদরটি আমার শরীর হতে সরে যেতো। আমাদের জাতির একজন নারী (এ অবস্থা দেখে) বললো আমাদের সামনে থেকে তোমরা তোমাদের ইয়ামের লজ্জাহান ঢেকে দিছেন। কেনো? জাতির লোকেরা যখন কাপড় ঝরিদ করলো এবং আমার জন্য জারী বানিয়ে দিলো। এই জামার জন্য আমার মন এমন খুশী হলো যা আর কখনো হ্যানি (বুখারী)।

٥٩ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْمَدِينَةَ كَانَ يَؤْمِنُهُمْ سَالِمٌ مِنْ لِي أَبِي حُذَيْفَةَ وَفِيهِمْ عُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْأَسَدِ - رَوَاهُ البَحْرَارِيُّ

১০৫৯। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনায় প্রথম আগমনকারী মুহাজিরগণ যখন আসলেন, আবু হোজাইফার আবাদ গোলাম হ্যরত সালেম তাদের নামায পড়াতেন। মুক্তদীদের মধ্যে হ্যরত উমার রাঃ হ্যরত আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদও শামিল থাকতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : হ্যরত আবু সালেম হ্যরত হোজাইফার আবাদ করা গোলাম ছিলেন। তিনি মর্যাদাসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত ও উচ্চমানের কারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজন থেকে কুরআন শিখার হৃকুম দিয়েছিলেন। এদের একজন ছিলেন হ্যরত সালেম। বড় বড় সাহাবাগণ তাঁর পেছনে নামায পড়তেন। এতেই তিনি কতো বড় কারী ছিলেন তা বুঝা যায়?

١٠٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلَّةٌ لَا تُرْفَعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شَبْرًا رَجُلٌ أَمْ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَائِسَةٌ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاحِطٌ وَآخْوَانٌ مَتَصَارِمٌ أَنَّ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمَ مَاجَةَ

୧୦୬୦ । ହ୍ୟରତ ଇବନେ ଆବାସ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସୁଲୁହ୍‌ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହେ ଓ୍ୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେନ । ତିବ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମମ ଆହେନ ସାଦେର ନାମାୟ ମାଥାର ଉପରେ ଏକ ବିଘତ ପରିମାଣିତ ଯାଯନା । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହଲୋ ଯେ ଜ୍ଞାତିର ଇମାମ । ଅର୍ଥଚ ଜ୍ଞାତି ତାର ଉପର ଅସ୍ତ୍ରୁତି । ଦ୍ଵିତୀୟ ଶୁଇ ମାରୀ ଯେ ଏହି ଅବହ୍ଲାସ ବାତ ଅତିବାହିତ କରେ ଯେ ତାର ସ୍ଵାମୀ ତାର ଉପର ରାଗ । ତୃତୀୟ ଦୁଇ ଭାଇ । ସାଦେର ପରମ୍ପରେର ଉପର ପରମ୍ପରାର ନାଖୁଶ (ଇବନେ ମାଜାହ)

ବ୍ୟାଖ୍ୟା ୫: ଇମାମ ହତେ ହବେ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ଓ୍ୟାସମ୍ପନ୍ନ । ଯାର ଉପରେ ସକଳେର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆହେ । ତ୍ରୀ ହତେ ହେଁ-ବ୍ୟାମୀର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟଶୀଳ । ବ୍ୟାମୀର ସବ ହକ ଆଦ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଲଙ୍କ୍ୟ ରାଖିତେ ହବେ । ବ୍ୟାମୀର ଆବାର ତ୍ରୀର ସବ ଦିକ ଲଙ୍କ୍ୟ ରାଖିବେ । ଦୁଇଭାଇ କଲାହ ବିବାଦ କରେ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କ ଧାରାପ କରେ ଧାକବେଳା । କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଲା ବନ୍ଧ ରାଖିତେ ପାଇବେଳା, ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶର୍କୀ କାରଣ ଛାଡ଼ା ପାରମ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧ ରାଖା ହାରାମ । ଏମନ୍ତା କରବେଳା । କରଲେ ଏଦେର ନାମାୟ କବୁଲ ହବେଳା ।

### ଇମାମେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

#### ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ

୧. ୧- عن أنس قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَأَيْتُمْ فَطُّ أَخْفَ صَلَاةً وَلَا أَتَمْ صَلَاةً مِنْ  
الَّبَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبَّى فَيُخَفِّفُ مُخَافَةَ أَنْ  
تُفْنَى أُمَّهُ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

୧୦୬୧ । ହ୍ୟରତ ଆବାସ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ରାସୁଲୁହ୍‌ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହେ ଓ୍ୟାସାଲ୍ଲାମ ଅପେକ୍ଷା ଆମ କୋନ ଇମାମେର ପେହମେ ଏତୋ ହାଲକା ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମାୟ ପଡ଼ିଲି । ତିନି ଘନି (ନାମାୟର ସମ୍ବନ୍ଧ) କୋନ ବାଜାର କାନ୍ଦାର ଶବ୍ଦ ଉପରେନ, ମା ଚିତ୍ତିତ ହେଁ ପଡ଼ିବେ ଭେବେ ନାମାୟ ସଂକ୍ଷେପ କରେ ଫେଲାନେ (ବୁଦ୍ଧାରୀ- ମୁସଲିମ) ।

୧. ୨- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لَدُ  
خَلٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أَرِيدُ اطْلَاتَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبَّى فَإِنْ تَجُوزُ فِي صَلَاتِي  
مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شَدَّةِ وَجْدِ أُمَّهِ مِنْ بُكَاهُهُ - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

୧୦୬୨ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ କାତାଦାତା ଆବାସ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ ରାସୁଲୁହ୍‌ ସାଲ୍ଲାହ୍ ଆଲାଇହେ ଓ୍ୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେନ । ଆମି ନାମାୟ ଶୁରୁ କରଲେ ତା ଲଞ୍ଚା କରାର ଇଚ୍ଛା କରି । କିନ୍ତୁ ଯଥନଇ (ପେହମ ଥେକେ) ବାଜାରେ କାନ୍ଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, ତଥନ ଆମାର ନାମାୟକେ ଆମି ସଂକ୍ଷେପ କରି । କାରଣ ତାର କାନ୍ଦାର ତାର ମାଯେର ମନେର ଉଦ୍ଧିଗ୍ରତା ଯେ ବେଡ଼େ ଯାବେ ତା ଆମି ଜାନି (ବୁଦ୍ଧାରୀ) ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା ୫: ଏତେ ବୁଦ୍ଧାଗେଲୋ ନାମାୟଦେର ପ୍ରତି ଲଙ୍କ୍ୟ ରାଖା ଇମାମେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَلَ لَكُمْ لِلنَّاسِ فَلَيْخَفِفُ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمُ وَالضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَإِذَا حَصَلَ لَكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطْرُوْلْ مَا شَاءَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১০৬৩। হ্যরত আবু হুয়ায়াহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জ্ঞানাদের যারা মানুষের নামায পড়ান্ন সে যেনেো নামায সংক্ষেপ কৰে। কারণ (তার পেছনে) মুক্তাদীদের মধ্যে রোগী, দুর্বল, বুড়োও থাকে (তাদের প্রতি সংক্ষ রাখাও দরকার)। আর তোমাদের কেউ যখন এক এক নামায পড়বে সে যতো ইচ্ছ নামায দীর্ঘ করতে পারে (বুখারী-মুসলিম)।

٦٤ - وَعَنْ قَبِيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرْنِي أَبُو مُسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي لَا تَأْخُرَ عَنْ صَلَاةِ النَّعْمَاءِ مِنْ أَجْلِ فَلَأَنِّي مَمَّا يُطِيلُ بِنَسَأَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ فَإِنَّكُمْ مَا صَلَّيْتُ بِالنَّاسِ فَلَيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذَالْحَاجَةَ مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১০৬৪। হ্যরত কয়েস ইবনে আবু হায়েম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ আমাকে বলেছেন। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবৃষ্ট করলো, হে আবদুল্লাহ রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তি খুব দীর্ঘ নামায পড়ান্ন কারণে আমি ফজরের নামাযে দেরীতে আসি। হ্যরত আবু মাসউদ বলেন, সেদিন নসিহত করার সময় আর কোম দিন রাসূলুল্লাহকে আজ্ঞাকের মতো এতো রাখ করতে দেবিনি। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কেউ (দীর্ঘ করে নামায পড়ে) যানুষকে বিত্তু করে তোলে। (সাবধান!) তোমাদের যে ব্যক্তি মানুষকে (আমায়াতে) নামায পড়াবে। সে যেনেো সংক্ষেপে নামায পড়ায়। কারণ মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, বুড়ো, প্রয়োজনের তাড়ার লোকজন থাকে (বুখারী-মুসলীম)।

[এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই]

٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلُونَ لَكُمْ فَإِنَّ أَصَابُوكُمْ وَكَانَ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ - رَوَاهُ البَخَارِيُّ

১০৬৫। হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমাদেরকে ইমাম নামায পড়াবেন। বক্তুতঃ যদি নামায উভয় ভাবে পড়ায় তাহলে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে (তার জন্যও আছে)। আর সে যদি কোন ভুল করে, তাহলে তোমরা সওয়াব পাবে। তার জন্য সে গুণাহগার হবে (বুখারী)।

এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٠٦٦- عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ أَخْرُ مَا عَاهَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْتَ قَوْمًا فَأَخْفِ بهم الصُّلُوةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُمُّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَجَدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ أَدْنِهِ ثُمَّ بَيْنَ يَدِيهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلُ فَوَضَعَ فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتْفَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُمُّ قَوْمَكَ فَمَنْ أُمُّ قَوْمًا فَلِيُخْفَفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرُ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمُصْعِفَ وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلِيُصْلِّ كَيْفَ شَاءَ .

১০৬৬। ইব্রাত ওসমান ইবনে আবুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে যে শেষ অসিয়ত করেছেন তা ছিলো, যখন তোমরা মানুবের (নামাযের) ইমামতী করবে, সংক্ষেপ করে নামায পড়াবে (যুসলীম)।

যুসলীম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়রত ওসমানকে বলেছেন। নিজ জাতির ইমামতী করো। হযরত ওসমান বললেন, আমি আরয করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে খটকা লাগে। একথা শনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন। আমার কাছে এসো। আমি তার কাছে এলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। আমার সিনার উপর দুই ছাতির মধ্যে তাঁর নিজের হাত রেখে বললেন। এদিকে পিঠ ফিরাও। আমি তাঁর দিকে আমার পিট ফিরালাম। তিনি আমার পিঠে দুই কাঁধের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন। যাও, নিজের জাতির নামাযে ইমামতী করো। (মনে রাখবে) যখন কেউ কোন জাতির ইমামতী করবে। তার উচিত ছোট করে নামায পড়ানো। কারণ নামাযে বুঝে থাকে। অসুস্থ মনুষ থাকে। দুর্বল ও প্রয়োজনের তাড়া আছে এমন লোক থাকে। যখন কেউ একা একা নামায পড়বে সে যে ভাবে যতো দীর্ঘ চায় নামায পড়বে।

١٠٦٧ - وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا  
بِالْتَّحْفِيفِ وَيَنْهَا بِالصَّافَاتِ - رَوَاهُ النَّسَاءُ ۖ

১০৬৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংক্ষেপ করে নামায পড়াবার হৃক্ষম দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে যখন নামায পড়াতেন 'সফরাত' সূরা দিয়ে নামায পড়াতেন (নাসাই)।

### بَابُ مَاعِنِ الْمَأْمُومِ مِنَ الْمَتَابِعَةِ وَحُكْمِ الْمُسْبَقِ

#### মুক্তাদীর কাজ ও মস্বুকের করনীয়

##### প্রথম পরিচ্ছেদ

١٠٦٨ - عَنْ بَرَّ أَبْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نُصْلَى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ لَمْ يَعْنِ أَحَدٌ مِنَ اظْهَرِهِ حَتَّى يَضْعَفَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَهَتُهُ عَلَى الْأَرْضِ - مُتَقْفِقُ عَلَيْهِ

১০৬৮। হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম। বজ্রজঃ তিনি যখন 'সামিজাল্লাহ' লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন যে পর্যন্ত তিনি সাজদার জন্য তাঁর কপাল মাটিতে না লাগাতেন, আমাদের কেউ পিঠ ঝুকাতেন না (বুখারী মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : নামাযের কোন অঙ্গ ইমামের আগে না করার জন্য এই সতর্কতা।

١٠٦٩ - وَعَنْ أَنَسِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ  
يَوْمٍ فَلَمَّا قُضِيَ صَلَاتِهِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَمَامَكُمْ فَلَا  
تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْنِصْرَافِ فَإِنَّمَا كُمْ مِنْ  
أَمَامِي وَمَنْ خَلْفِي - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৬৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন এবং বললেন। হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। তাই তোমরা করু, সিজদা করার সময় দাঁড়াবার সময় সালাম ফিরাবার সময় আমার আগে যাবেন। আমি নিচয়ই তোমাদেরকে আমার সম্মত দিয়ে পেছনে দিক দিয়ে দেখে থাকি (মুসলীম)।

٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْأَدُ رُوَافِيَّا مَمَّا إِذَا كَبَرُوا وَإِذَا قَالَ لِلْأَصْلَانِ قَوْلُوا أَمِينٌ وَإِذَا رَكِعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ - مُتَفَقُّعٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ وَإِذَا قَالَ لِلْأَصْلَانِ .

১০৭০। হযরত আবু হুয়াইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াস্তুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম বলেছেন। তোমরা ইমামের আগে কোন কাজ করোন। ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে। ইমাম যখন বলবে ‘ওয়াল্লাহ্ দালিলান’, তোমরা বলবে ‘আশীন’। ইমাম ঝুকু করলে তোমরা ঝুকু করবে। ইমাম যখন বলবে ‘সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ’, তোমরা বলবে ‘আল্লাহইয়া রাখানা লাকাল হামদু (বুখারী- মুসলীম)। কিন্তু ইমাম বুখারী ‘ওয়াল্লাহ্ দালিলান’ উপরে করেননি”

٦٨ - وَعَنْ أَنْسِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصَرَعَ عَنْهُ فَجَحَشَ شَقَّةَ الْأَيْمَنِ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصُّلُوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ قَعُودًا فَلَمَّا انْتَرَفَ قَالَ أَنَّمَا جَعَلَ الْأَمَامُ لِيُوتِمَ بِهِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّوْا قِبَامًا وَإِذَا رَكِعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفِعَ فَارْقَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلَّوْا حَلْوَسًا أَجْمَعُونَ قَالَ الْحَمِيدِيُّ قَوْلَهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلَّوْهُلْوَسًا هُوَ فِي مَرْضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ لَمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْقَعْدَ وَأَنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْأَخْرُ فَالْأُخْرُ مِنْ فَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَأَتَفَقَ مُسْلِمٌ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ وَزَادَ فِي رَوَايَةِ فَلَا تُخْلِفُ عَلَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ فَسَجَدُوا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১০৭১। হযরত আবস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। এবসার ওয়াস্তুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম, কোন এক সক্রের সময় ঘোড়ার উপর লওয়ার হিলেন ঘটনাজন্মে তিনি পীঢ়ে পাঁড়ে গেলেন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরের চামড়া উষ্টা-গিরে ব্যথা পেলেন (দাঙ্গিরে নামাই পড়তে পারছিলেন না)। তাই তিনি বসে বসে আজ্ঞানেরকে

(পাঁচ বেলা নামায়ের) কোন এক বেলা নামায পড়ালেন। আমরাও তার পেছনে বসে বসেই নামায পড়ালাম। নামায শেষ করে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন। ইমাম এই জন্মই লিখিত করা হয়েছে যেনো তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। তাই ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ালে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম যখন রক্তু করবে, তোমরাও রক্তু করবে। ইমাম রক্তু হতে উঠলে তোমরাও রক্তু হতে উঠবে। ইমাম ‘সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ’ বললে, তোমরা ‘রাবানা লাকাল হামদু’ বলবে। আর যখন ইমাম বসে নামায পড়াবে, তোমরা সব মুজান্নীও বসে নামায পড়বে। ইমাম হামাইদী রহঃ বলেন, ‘ইমাম বসে নামায পড়লে’ তোমরাও বসে নামায পড়বে রাসূলুল্লাহর এই হকুম, তার প্রথম অসুবৈর সমরের হকুম ছিলো। পরে মৃত্যু-শম্ভায় (ইতেকালের একদিন আগে) রাসূলুল্লাহ বসে বসে নামায পড়ালেছেন। লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন। তিনি তাদেরকে বসে নামায পড়ার হকুম দেননি। রাসূলুল্লাহর এই শেষ কাজের উপরই আমল করা হয়। এঙ্গে হলো বুখারীর ভাষ্য। এর উপর ইমাম মুসলীম একমত হয়েছেন। মুসলীমে আরো একটু বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন। ইমামের বিপরীত কোন কাজ করোনা। ইমাম সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে (বুখারী)।

١٧٢- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمَا ثَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ  
بِالْأَكْلِ يَوْمَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرْوَأْبَابِكْرٍ أَنْ يُصْلِيَ الْأَبْوَيْكَرْ تِلْكَ  
الْأَيَّامِ ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خَفْفَةً فَقَامَ يَهَادِي  
بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجْلَاهُ تَخْطَطَانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ  
أَبْوَيْكَرْ حَسَنَهُ ذَهَبَ يَتَأْخِرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  
لَا يَتَأْخِرَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يُسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبْوَيْكَرْ يُصْلِيَ قَائِمًا  
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي قَاعِدًا يَقْتَدِي أَبْوَيْكَرْ بِصَلَاةِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ -مُتَفَقَّ  
عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ لِهُمَا أَبْوَيْكَرِ النَّاسِ التُّكْبِيرُ

১০৭২। হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহু খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এসময় একদিন বেলাশ রাঃ নামায পড়াবার জন্য রাসূলুল্লাহকে ডাকতে এলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহু বললেন, আবু বকরকে শোকদের নামায পড়াতে বলো। তাই হ্যরত আবু বকর রাঃ সে করণিমের (সতর্ক বেলা) নামায পড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসান্নাম একদিন একটু সুস্থতা বোধ করলেন। তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে দুপা মাটির সাথে চেঁচিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে গিলেন। মসজিদে অবশেষে করলে হয়রত আবু বকর রাঃ রাসূলের আগমন টের পেলেন ও পিছু হটতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ তা দেখে উৎসাম ঘেকে সরে না আসার জন্য আবু বকরকে ইশারা করলেন। এরপর তিনি এলেন এবং আবু বকরের বাম পাশে বসে গেলেন। আর আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায পড়াচিলেন। রাসূলুল্লাহ সান্নাহাত আলাইহে ওয়াসান্নাম বসে বসে নামায পড়তে লাগলেন। হয়রত আবু বকর রাসূলুল্লাহ নামাযের ইকত্তেদা করলেন। আর লোকেরা হয়রত আবু বকরের নামাযের ইকত্তেদা করে চলছেন (মুখায়ী-মুসলীম)

উভয়ের আর এক বর্ণনায় আছে, আবু বকর লোকদেরকে রাসূলের তাকবীর করাতে লাগলেন।

١٠٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَحْشِيُ الَّذِي يَرْقِعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ إِنَّ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ - مُتَفَقِّعٌ عَلَيْهِ

১০৭৩। হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সান্নাহাত আলাইহে ওয়াসান্নাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমামের আগে (কুকু সাজাদা হতে) মাথা উঠার সে কি এ কথার জয় করেন। যে আলাহ তায়ালা তার মাথাকে পরিবর্তন করে গাধার মাথায় পরিবর্তন করবেন (মুখায়ী-মুসলীম)।

### মিল্লীয় পঞ্জিকেন

١٠٧٤ - عَنْ عَلَيِّ وَمَعَاذِبِنْ جَبَلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَنِي أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَىٰ حَالٍ فَلِيَضْنُعْ كَمَا يَصْنُعُ الْإِمَامُ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১০৭৪। হয়রত আলী ও হয়রত মোয়াজ্জ ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন। রাসূলুল্লাহ সান্নাহাত আলাইহি ওয়াসান্নাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জামায়াতের নামাযে শরীক হবার জন্য আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকবে তাকে সে কাজই করতে হবে যে কাজ ইমাম করবে (তিরিখিজী। তিনি বলেন, এই ছাদিসটি পরীক্ষা)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ নামায শুরু হয়ে যাবার পর কেমন লোক জামায়াতে শরীক হলে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে থাবে। ইমাম যদি কিয়াম অবস্থায় থাকে, কিয়ামে দাঁড়াবে। কুকুতে, সাজাদায় বা বৈঠকে থাকলে সেখানেই তাঁর সাথে শরীক হবে।

১. ৭৫ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
جَئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سَاجِدُوا فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهُ شَيْئًا وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْنَعَهُ  
فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ .

১০৭৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা জামায়াতে শরীক হবার জন্য নামাযে একে  
আমাদেরকে সিজদায় পেশে ত্বোমরাও সিজদায় চলে যাবে। আর সিজদাকে (কোন  
রাকায়াত) হিসাবে গণ্য করবেন। তবে যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) এক রাকায়াত  
পেয়ে যাবে সে পুরু রাকায়াত পেয়ে গেলো (আবু দাউদ)।

১. ৭৬ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَّى اللَّهُ  
أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَائِعَةِ بُدْرَكَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بِرَأْتَانِ بِرَاءَةُ  
النَّارِ وَبِرَاءَةُ مِنَ النُّفَاقِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

১০৭৬। হযরত আমাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চতুর্থ দিন পর্ষণ্ঠ তাকবীর তাহরীমাসহ  
আল্লাহর জন্য জামায়াতে নামায পড়ে তার জন্য দুই ধরনের নাজাত লিখা হয়ে যায়।  
এক হলো জাহান্নাম থেকে নাজাত। আর দ্বিতীয় হলো মুনাফেকী থেকে নাজাত  
(তিরমিজী)।

জামায়াত ধরার মানসে মসজিদে গিয়ে জামায়াত না পেশেও সওয়াব পাওয়া যাবে

১. ৭৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  
تَوَاضُّعًا فَاحْسَنَ وُضُبُوعًا ثُمَّ رَاجَ فِرَجَ النَّاسِ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مِنْ  
صَلَالَاتِهَا وَحَصَرَهَا لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالشَّافِعِيُّ

১০৭৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি ওজু করেছে এবং উভয় ভাবে সে তার ওজু  
সমাপন করেছে। তারপরে মসজিদে গিয়েছে। সেখানে মানুষসেরকে নামায পড়ে  
ফেলেছে অবস্থার পেয়েছে। আল্লাহ তাকে নামাযীদের সমস্ত সওয়াব দান  
করবেন যারা সেখানে হাজীর হয়ে নামায পুরা করেছে। অথচ তা জাদের সওয়াবে  
একটুও কমতি করবে না (আবু দাউদ ও নাসাই)।

١٠٧٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ثَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدُ

১০৭৮ + হ্যরত আবু সাঈদ খন্দরী রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে এমন সময় এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে ফেলেছেন। তিনি (তাকে দেখে) বললেন। এমন কোন লোক কি নেই যে তাকে আল্লাহর পথে সাদকা দিয়ে তাঁর সাথে নামায পড়ে। এসময় এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং তার সাথে নামায পড়লেন (তিরমিজী আবু দাউদ)।

ক্ষম্য়া ৪ হাদিসের মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামায়াতে নামায শেষ করার পরে শোকটি মসজিদে প্রবেশ করেছে। জামায়াতে নামায পায়নি। জামায়াত হারাবায় দৃঢ়ব্যত তার মনে থাকতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগ করে দিয়ে তাঁকে জামায়াতের সওয়াবের মালিক করার জন্য তার সাথে কেউ শরীক হয়ে যাবার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটাকেই অল্লাহর রাসূল সাদকা হিসাবে অভিহিত করেছেন। জামায়াতে নামায পড়লে একা নামায পড়ার চেয়ে সাতাইশ গুণ সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এই ব্যক্তি তার সাথে নামাযে শরীক হয়ে জামায়াত গঠনের কারণ সে ছাবিশ গুণ সওয়াব বেশী পেয়ে গেলো। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হ্যরত আবু বকর। তিনি নফল নিয়্যাত করেছিলেন।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূলের মৃত্যু শর্যায় আবু বকরের ইমামতী

١٠٧٩ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَغَلَّتْ عَلَيْهِ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تَحْدِثِينِي عَنْ مَرْضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَلَى ثَقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْلَى النَّاسُ قُلْتُ لَا يَارَسُولُ اللَّهِ وَهُمْ يَسْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمَخْضَبِ قَالَتْ خَفَعْلَنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنْوَءَ فَاغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَابَ فَقَالَ أَصْلَى النَّاسُ قُلْتُ لَا هُمْ يَسْتَظِرُونَكَ يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمَخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوَءَ فَاغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصْلَى النَّاسُ قُلْتُ لَا هُمْ يَسْتَظِرُونَكَ يَارَسُولُ

الله قَالَ ضَعُوا لِي مَا فِي الْخُصُبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوَهُ فَأَغْمَى  
عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَى قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عَكْفُونَ  
فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَوةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ  
فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَأْنَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِنَّهُ الرَّسُولَ  
فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقَالَ  
أَبُوبَكْرٌ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَاعْمَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ  
نَصْلِي أَبُوبَكْرٌ تِلْكَ الْأَيَامُ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ  
خَفَةً وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بِصَلَوةِ الظَّهَرِ وَأَبُوبَكْرٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ  
فَلَمَّا رَأَهُ أَبُوبَكْرٌ لَبَتَاحَرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْنَ لَا يَتَأْخِرُ  
قَالَ أَجْلِسَنِي إِلَى جَنْبِهِ فَاجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَقَالَ عَبْيَدُ اللَّهِ فَدَخَلَتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَلَّتْ لَهُ  
الْأَغْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَ شَفَنِي عَانِشَةً عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ  
أَسْمَتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَىٰ - مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ

১০৭৯। তাবেন্নী হযরত ওয়াসুলুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ হাতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি  
বলেন, একদিন আমি হযরত আয়েশা রাঃ-র খিদমাতে হাজীর হয়ে বললাম। আপনি  
কি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝুঁপ অবস্থার (নামাব আদায়  
করার ব্যাপারে) কিছু বলবেন না! উত্তরে তিনি বললেন, হ্যায়! (বলবো তবো)।  
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে নামায়ের সময়ের  
কথা জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে  
আল্লাহুর রাসূল! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। (একথা শনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন। আমার জন্য ভাও ভরে পানি আনো। হযরত আয়েশা  
বলেন, আমরা তাঁর জন্য ভাও ভরে পানি আনলাম। তিনি সেই পানি দিয়ে গোসল  
করলেন। চাইলেন দাঢ়াতে। (কিন্তু দুর্বলতার কারণে) তিনি বেহঁশ হয়ে গোলেন। হ্য়শ  
এলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা

বললাম। এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার অপেক্ষায় আছে হে আশ্চাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আমার জন্য ভাড় ভরে পানি আনো। হ্যরত আয়েশা বললেন, রাসূলুল্লাহ উঠে বসলেন। আবার গোসল করলেন। চেয়েছিলেন দাঁড়াতে। কিন্তু (এসময়) বেহশ হয়ে গেলেন, যখন হঁশ হয়েছে আবার জিজেস করেছেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে?

আমরা আরব করলাম, এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে হে আশ্চাহ্র রাসূল। (আপনি বললেছেন ভাড় করে পানি আনতে। আমরা পানি আনলে আপনি বসলেন, গোসল করলেন। তারপর আবার যখন উঠতে চাইলেন হেহশ হয়ে গেলেন)। যখন হঁশ এলো তখন বললেন, লোকেরা কি নামায পড়ে ফেলেছে? আমরা আরব করলাম, না; তারা আপনার অপেক্ষায় আছে, হে আশ্চাহ্র রাসূল। লোকেরা মসজিদে বসে বসে ইশার নামায পড়ার জন্য আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে দিয়ে (হ্যরত বিলাল) হ্যরত আবু বকরের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন লোকদের নামায পড়িয়ে দেবার জন্য। তাই দৃত (বেলাল রাঃ) তাঁর কাছে এলেন। বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে লোকদের নামায পড়ার জন্য হকুম দিয়েছেন। আবু বকর ছিলেন কোমলমজ্জি ধানুৰ। তিনি একথা শনে শমরকে রাঃ) বললেন। উমার। তুমিই লোকদের নামায পড়িয়ে দাও। কিন্তু হ্যরত উমার বললেন। (আপনিই নামায পড়ান) এর জন্য আপনিই সবচেয়ে বেশী যোগ্য। এরপর হ্যরত আবু বকর রাসূলের অস্থুতার এ সময়ে (সতর বেলা) নামায মানুষদেরকে পড়ালেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএকটু সুহ্তাবোধ করলে দুই ব্যক্তির উপর ভর করে (ঁদের একজন হ্যরত ইবনে আব্বাস ছিলেন) জুহুরের নামাযে (মসজিদে গমন করলেন। তখন হ্যরত আবু বকর নামায পড়াছিলেন। রাসূলুল্লাহর আগমন টের পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশার দিয়ে তাঁকে পেছনে সরে আসতে বারণ করলেন। যাদের উপরে ভর করে তিনি মসজিদে এসেছিলেন তাদের বললেন। আমাকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দাও। তাই তারা তাঁকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে ছিলেন। তিনি বসে বসে (নামায পড়াতে) লাগলেন।

হ্যরত ওবাযদুল্লাহ (এই হাদিসের বর্ণনাকারী) বলেন। হ্যরত আয়েশা হতে এই হাদিস শনে আমি হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম। তাঁকে আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহর অস্থৈর সময়ের যে হাদিসটি হ্যরত আয়েশার কাছে শনলাম তা-কি আপনার কাছে বর্ণনা করবো না? হ্যরত আব্বাস বললেন হাঁ, শনাও। তাই আমি তাঁর সামনে হ্যরত আয়েশার কাছে শন হাদিসটি বর্ণনা করলাম। হ্যরত ইবনে আব্বাস এই হাদিসের কেন কথা অঙ্গীকার করলেন না। অবশ্য তিনি বললেন, হ্যরত আয়েশা তোমাকে এই ব্যক্তির নাম বলেননি যিনি ইবনে আব্বাসের সাথে

ছিলেন! আমি বললাম, না, বলেন নি। ইবনে আবুস বললেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (বুখারী-মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ৪ হযরত আয়েশা রাঃ ছজুরকে ধরে নামাযে নিয়ে যাবার সময় দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আবুসের নাম উল্লেখ করেছেন। অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। কারণ একপাশে হযরত ইবনে আবুস একা রাসূলুল্লাহকে ধরে নিয়ে গিয়েছেন। আর অপর পাশে আহলে বাযতের কয়েকজন ছিলেন। তারা পালাক্রমে একের পর এক একজন করে ধরেছেন। তাদের মধ্যে কথনো হযরত আলী কথনো উসামা অথবা ফজল ইবনে আবুসের।

**সূরা ফাতিহা মা পেলে অর্ধেক সওয়াব**

১০৮ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَتْهُ قِرَاءَةُ أَمِ الْفُرْقَانِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ - رَوَاهُ مَالِكُ.

১০৮০। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (মাঝায়ে) কুকু পৈয়েছে সে গোটা রাকায়াতই পেয়েছে। অর যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পড়া হতে বক্ষিত হয়েছে সে ব্যক্তি অনেক সওয়াব হতে বক্ষিত হয়েছে (মালিক)।

১০৮১ - وَعَنْ أَنَّهُ قَالَ الدِّيْرِقْلُونِيُّ رَفِيقُ رَأْسَهُ وَيَحْفَضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِسْدِ الشَّيْطَانِ - رَوَاهُ مَالِكُ

১০৮১। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (কুকু ও সাজদায়) ইমামের আগে নিজের মাথা উঠিয়ে ফেলে অথবা বুকিয়ে ফেলে তাহলে মনে করতে হবে তার কপাল শয়তানের হাতে (মালিক)।

### بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَوةً صَرْتَبِينْ

### দুইবার নামায পড়া

#### প্রথম পরিচেদ

১০৮২ - عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ مُعَاذَبْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَاتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১০৮২। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোয়াজ ইবনে জাবাল রাঃ আনাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। এরপর নিজের গোত্রে এসে তাদের নামায পড়তেন (বুখারী-মুসলীম)।

٨٣ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذَ بُصَلِّيْ بِمَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْعَشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ الْعَشَاءَ وَهُوَ أَكْثَرُهُمْ  
**الْبِهْقِيُّ وَالْبَحْرَانيُّ**

১০৮৩ | ইয়েরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত | তিনি বলেন, হ্যুরত মোসাফ রাঃ  
রাসূলুল্লাহর সাথে (আমায়াতে) ইশার নামায সজ্জিতে, তারপর নিজ গোত্রে কিরে  
এসে তাদেরে আবার ইশার নামায প্রচারণে। অন্তর্জন্য তা ছিলো নফল (বায়হাকী ও  
বুখারী)।

ব্যাখ্যা উ হ্যুরত মোসাফ রাঃ রাসূলুল্লাহর সাথে ইশার নামায প্রচারণে নফল  
নিয়মাতে, এরপর নিজ গোত্রে এসে তাদের ইশার নামাযের ইমামতী করতেন।  
আগেও এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

### বিত্তীয় পরিচেদ

#### আমায়াতে বিত্তীয় বার নামায পড়া

١٠٨٤ - عَنْ يَزِيدِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ شَهَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حِجْجَتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصَّبْعِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قُضِيَ صَلَاةُ  
وَأَنْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أَخْرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَلَمَّا عَلَىْ بِهِمَا فَجَنَّ  
بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَأَنَصَهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
هَذَا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رَحْمَانَ نَقَالَ نَهَا تَفْعِلَا إِذَا صَلَّيْنَا فِي رَحْمَنِ  
أَتَتْكُمْ مَسْجِدٌ بِجَمَاعَةٍ فَصَلَّيْا مَعَهُمْ فَلَمَّا لَكِنَّا تَافَلْمَهُ وَوَلَمْ يَقْرَمْنِي أَبُو  
دَاؤُودُ وَالسَّائِيُّ

১০৮৪ | হ্যুরত ইয়েরিদ-ইবনে আলওয়াব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি  
রাসূলুল্লাহর সাতক হজ্জ (বিদায় হজ্জ) শিয়েহিজ্যাম (সেই সময় আমি একদিন স্নেহের  
সাথে মসজিদে থায়েকে ফজরের নামায পড়েছি। তিনি নামায শেষ করে প্রেরণের  
দিকে ফিরে দেখলেন আমায়াতের শেষ সীমায় দুই ব্যক্তি বসে আছে। যারা তার সাথে  
(আমায়াতে), নামায পড়েন। তাদের দেখে তিনি বললেন তাদেরকে আমায় কাছে  
মিটে আসো। তাদের এই অবস্থায়ই বাস্তুলের কাছে হাজীর করা হলো। অন্তে আম

আদের কাঁধের গোসত থরথৰ করছিলো। রাসূলপ্রাহ সাল্লাহুার্হ আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাদেরকে কে নির্বেষ করেছে তারা আরু করলো! হে আল্লাহর রাসূল! ঝাঁঝরা আমাদের বাস্তুয় নামায পড়ে এসেছিলাম। রাসূলপ্রাহ সাল্লাহুার্হ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথা শনে বললেন ভবিষ্যতে একজন আর করবলো। তোমরা ঘরে নামায পড়ে আসার পরও মসজিদে এসে জামায়ত চলতে আছে দেখলে ঝাঁঝায়াতে নামায পড়ে বেবে। এই নামায হোমাদের জন্য সম্পূর্ণ হবে যাবে (তিনিমিত্তি আরু দাউদ, মাসাই)।

### তৃতীয় পরিবেদ

١٥٤- مَنْ سَتَرَنِي مَحْجُونٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذْنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ فَصَلَّى وَرَجَعَ وَمَحْجُونٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَانَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ أَسْتَ بِرَجْلِ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلِّي يَارَسُولُ اللَّهِ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْاجْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَاقْبِضْتَ الصَّلَاةَ قَصْلًا مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ - رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُّ

১০৮৫। হ্যরত ফুসরা বিন মেহজান হতে বণ্টিত। তিনি তার পিতা হতে বণ্টিম করেছেন। তিনি (তার পিতা: মেহজান) এক বজলিসে রাসূলপ্রাহ সাল্লাহুার্হ আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। এসময় আযান হয়ে গেলো। তাই রাসূলপ্রাহ নামাযের জন্য প্রার্থনা প্রার্থনা ও নামায আদায় করলেন। নামায শেষে হিতে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা মেহজান তার জায়গায় বসে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়তে তোমাকে কোন জিজিস বিরুদ্ধ রেখেছিলো? তুমি কি মুসলিমান নঃ। মেহজান বললো, হঁ, হে আল্লাহর রাসূল! অমি মুসলিমান। কিন্তু আমি আযান পরিবারের সাথে নামায পড়ে এসেছি। রাসূলপ্রাহ সাল্লাহুার্হ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তুমি তোমার ঘরে নামায পড়ে আসার পরে অসর্জিতে এসে নামায হচ্ছে দেখলে লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়বে তুমি (এবং আলো) নামায পড়ে আসবেও (নেসাই)। তারপর প্রার্থনা করলেন। দুইবার নামায পড়া সত্ত্বাব হচ্ছে।

১০৮৬. كَسْوَعَنْ رَجُلٍ حَنْ لَهُجَنِي مَحْزُونَةً أَنَّهُ سَأَلَ لَهَا أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ

يَصْلِيَ أَجْهَدَنَا فِي مَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْتِيَ الْمَسْجِدُ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَأَصْلِي  
مَعْهُمْ فَاجْدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو أَبْوَبْ سَائِنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَلِكَ لَهُ سَهْمٌ جَمْعٌ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُودَاوْدٌ

১০৮৬। আসাদ ইবনে খুজাইমা গ্রোগ্রে এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি আবু  
আইয়ুব আনসারী রাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের কেউ ঘরে নামায পঢ়ে  
অসজিদে এসে (আমায়াতে) নামায হচ্ছে দেখে তাদের সাথে নামায পড়ি। কিন্তু আমি  
এ ব্যাপারে আবি আমার যনে খটকা অনুভব করি। হ্যরত আবু আইয়ুব আনসারী  
জ্বারে বললেন, আবি ও এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহু ওয়াসাল্লাম কে  
জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, এটা (বিজ্ঞাপনের নামায পড়া) তার উন্ন জামায়াতের  
অন্তর্ভুক্ত। (অতএ খটকার কিন্তু নেই) (মালিক, আবু সাউদ)

১০৮৭। **وَعَنْ هَرِيْثَةِ بْنِ عَبَّاسِ قَلِيلٍ جَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**  
**وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسَتْ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلِمَ الْحُرْفَ رَسُولُ**  
**اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جَالِسًا فَقَالَ إِنَّمَا تُسْلِمُ يَا يَزِيدَ قَلَتْ بِلَى**  
**يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتَ قَالَ وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ**  
**فَقَالَ إِنِّي كَنْتُهُ قَدْ صَلَيْتُ فِي مَنْزِلِي أَحْبَبْتُ أَنْ قَدْ صَلَيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جَنَتِ**  
**الصَّلَاةُ فَرِجَدْتُ النَّاسَ يُصْلِونَ فَصَلَّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَيْتُ تَكُنْ لَكَ**  
**نَفْلَةً وَهَذِهِ مَكْتُشَرَةٌ - رَوَاهُ أَبُودَاوْدٌ**

১০৮৭। হ্যরত ইরাজিদ ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বললেন (একদিন)  
আবি রাসূলুল্লাহ কাহে আসলাম। সে সময় তিনি শোকজন সহ নামায পড়লিলেন।  
আবি (এক পাশে) বসে রইলাম। তাঁদের সাথে জামায়াতে শরীক হলাম না।  
রাসূলুল্লাহ নামায শেখে এদিকে ফিরে আমাকে কসা দেখে বললেন। তুমি কি মুসলমান  
নও, হে ইয়াজিদ! নামায যে পড়েনি। আবি নিবেদন করলাম। হাঁ! আবি মুসলমান হে  
আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তাহলে শোকজনের সাথে নামাযে শরীক হতে তোমাকে  
বাধা দিয়েছে কে? আবি আরয করলাম। আবি আমার বাড়ীতে নামায পড়ে এসেছি।  
আমার ধারণা ছিলো আপনিও নামায পড়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ বললেন। তুমি যখন  
ইসজিদে আসবে আর শোকজনকে জামায়াতে নামায পড়া অবস্থায় পাবে। তখন  
তুম্হিত মাঝাবে শার্মিল হয়ে থাবে। যদি তুমি এর আগে (একবার) নামায পড়েও

থাকো। আর এই (বিতীয়বারের) নামাযে তোমার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে। আর অপেক্ষা পঞ্চাং নামায় ফরয হিসাবে আদায় হবে (আবু দার্জিদ)।

১০৮৮. ۱۔ وَعِنْ أَبْنَ عَمْرَ أَنَ رَجُلًا سَالَهُ قَالَ أَنِّي أَصَلَّى فِي بَيْتِيْ تِمَّ اَذْرَقَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْأَمَامِ أَفَاصَلَى مَعَهُ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ اِبْتَهَمَ لِبَعْضِ صَلَاتِهِ قَالَ أَبْنَ عَمْرٍ وَذَلِكَ إِلَيْكَ أَئْمَانًا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِجَعْلِ اِبْتَهَمَ شَاءَ - رَوَاهُ مَالِكٌ

১০৮৯. ১. ইয়রত আবস্থায় ইবনে উমায়ে রাখ হতে বর্ণিত। তিনি ব্যক্তিগত কাছে তাঁকে ক্লিনিস করলো। আমি স্থায়ীভাবে নামায পড়তে চেষ্টা। এলপর কাছে আবস্থায় (মাসুদেরকে) ইমামের স্থায়ী নামায পড়া আবশ্যিক নাহি (আচ্চিতি) (এই অবস্থায়) এই ইমামের পেছনে নামায পড়তে পারিঃ ইয়রত ইবনে ওমর বললেন হাঁ, পারো। তাঁক্ষণ্যের ওই স্থানে আবার তিতেস করলো। তাহলো আবার (করয) নামায কোনটি ঠিক করবো? ইয়রত ইবনে ওমর বললেন। এটা কি আব্যাস কার্ড এটা আব্যাস তায়লার কার্ড। তিনি যে নামাযকে চাইবেন ফরয হিসাবে গহণ করে নেবেন (আলিক)।

ব্যাখ্যা : ইবনে উমায়ের জাওয়াবে লোকটির কোন নামাযটি ফরয হিসাবে গণ্য হবে তার সমাধান নেই। এইটি আব্যাসৰ কার্ড। কোনটিকে তিনি ফরয গণ্য করবেন, আর কেবলটি পণ্য করবেন অবশ্য হিসাবে। ইমাম শাকেরী ও ইমাম পাকালীয়ে উভয় এটাই। কিন্তু এর আগে অনেক হাদিসেই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, প্রথম নামায ফরয ও বিতীয় নামায নফল হিসাবে আব্যাসৰ নিকট পরিগণিত হবে। এটা যুক্তিসংগত বটে। আকল-বিবেক বিবেচনাও তা-ই বলে ইবনে উমায়ের ও এটাই মত। প্রশ্নকারীকে নামায পড়ার প্রক্রিয়ার উপর জোর দিতে তিনি একালে কথা বলেছেন।

১০৯০. ۲۔ وَقَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَسْمُونَةَ قَالَ أَتَبِنَا أَبْنَ عَمْرٍ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصْلِّيُنَ غَنِيَّاً لَا يُصْلِّيُنَ هُمْ قَالَ قَدْ طَلَبْتُ وَأَنِّي سَلَّمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصْلِّوْ صَلَاةَ فِي يَوْمِ مَرْيَمْ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْوِ دَلْفَدْ وَالسَّنَاني

১০৯১. উমায় মুমেনীন ইয়রত মাইমুনা রাখ আব্যাস করা গোলায় সুন্দর সুলাইয়ান রাখ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ইয়রত আবস্থায় ইবনে

উমারের কাছে বালাত (নামক স্থানে) আসলাম। সে সময় মানুষেরা মসজিদে (জামায়াতে) নামায পড়ছিলো। আমরা ইবনে উমারের নিকট আরয় করলাম, আপনি কি লোকদের সাথে (জামায়াতে) নামায পড়তেন না? উভরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বললেন, আমি নামায পড়তে ফেলেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা একদিন (অর্থাৎ এক সময়ে) এক নামায দুইবার পড়বেন্না (অস্তু দাউদ, নাসুই)।

ব্যাখ্যা ৪ আগে-অতিরাহিত হওয়া কয়েকটি হাদিসের স্থিতে এই হাদিসটির প্রিল নেই। আগের হাদিস গুলোতে দ্বিতীয়বার জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফজিলত বলা হয়েছে। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইবার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। দুই প্রকার হাদিসের মিল হিসাবে ইমারগণ বলেছেন। আগে একা একা নামায পড়ে আসার পর জামায়াতে নামায হচ্ছে দেখলে দেখে জামায়াতে শরীক হয়ে নামায আলায় করার কথা জ্ঞা হয়েছে। আর এই হাদিসে বরা হয়েছে, আগে একা একা না পড়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়ে আসার পর অন্য জায়গায় এই নামাযের জামায়াত হচ্ছে দেখলে এতে শরীক হবার দরকার নেই। যেহেতু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর জামায়াতে নামায পড়ে এসেছেন তাই তিনি শরীক হননি। এবং এতে শরীক না হবার জন্য রাসূলুল্লাহর হকুম জানিয়ে দিয়েন।

وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مِنْ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ أَوِ الصُّبْحِ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْأَمَامِ فَلَا يَعْدُلُهُمَا - رَوَاهُ مَالِكٌ

১০৯৩। হযরত নাফে বাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বাঃ বলতেন যে ব্যক্তি মাগারিবের নামায কি ফজরের নামায একা একা পড়ে নিয়েছে। এরপর এই নামায গুলোকে (অন্যত্র) গিয়ে ইমামকে জামায়াতে পড়ার অবস্থায় পেয়েছে তাহলে সে এই নামাযকে দ্বিতীয় বার পড়বেনা (মালিক)।

ব্যাখ্যা ৫ এই হাদিস ইমাম মালিকের মতোর সমর্থনের হাদিস। তার কাছে শুধু মাগারিব ও ফজরের নামায দ্বিতীয়বার নিষেধ। ইমাম আবু হানিফার নিকট আসরের নামাযেরও এই একই হকুম। ইমাম শাফেয়ীর নিকট সব নামাযই দ্বিতীয়বার পড়া যায়। এই হাদিসে এই দিকেই ইশারা করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হকুম ওই ব্যক্তির ব্যাপারে যিনি প্রথমবার জামায়াতে নামায পড়েননি। বরং একা একা পড়েছেন। কাজেই প্রথমবার জামায়াতে নামায না পড়ে থাকলে দ্বিতীয়বার আমাক পড়া থবই উত্তম।

### بَابُ السُّنْنِ وَقَضَائِهَا

#### সুন্নাত ও এর ফরাহদ

##### প্রথম পরিচ্ছেদ

أَخْسَنُ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةَ ثَنَتِ عَشْرَةَ رَكْعَةً بْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهَرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هَاوِرَ كَعْتَبِينِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ التَّفْجِيرِ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَفِي رَوَايَةِ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِّلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ بَصَلَّى اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ ثَنَتِ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطْوِعًا غَيْرَ تَرِبَّةَ الْأَبْنَى إِنَّ اللَّهَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ أَلَا بَيْنَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

১০৯১। ইহরত উচ্চে হাবিবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। যে ব্যক্তি দিন রাতে বারো রাকায়াত নামায পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। (সেই বারো রাকায়াত নামায হলো) চার রাকায়াত জুহরের ফরযের আগে আর দুই রাকায়াত জুহরের (ফরজের) পরে। দুই রাকায়াত মাখরিয়ের (ফরজ নামাযের) পরে। দুই রাকায়াত ইশার ফরয নামাযের পরে। আর দুই রাকায়াত ফজরের (ফরয নামাযের) আগে (তিরমিজী)। মুসল্লিমের এক বর্ণনার শব্দ হলো ইহরত উচ্চে হাবিবা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যে মুসল্লিম প্রতিদিন আল্লাহ তাআলার ফরয নামায ছাড়া বারো রাকায়াত সুন্নাত নামায পড়বে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। অথবা বলেছেন জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানানো হবে।

১০৯২। উপরে হাদিসে বর্ণিত এই বারো রাকায়াত নামায সুন্নাতে মুজাহিদাহ। এর মধ্যেও ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাতের উপরে আরো বেলী দুর্ভ আনোপ করা হয়েছে।

১০৯৩।- وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهَرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحْدَ ثَنَتِ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

**بَصَلَ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ**

১০৯২। হ্যরত ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জুহরের ফরযের আগে দুই রাকআত ও মাগফিবের ফরযের পরে দুই রাকআত নামায তাঁর ঘরে এবং ঈশ্বর নামাযের ফরযের পর দুই রাকআত নামায তাঁর ঘরে পড়েছি। ইবনে ওমর আরো বলেছেন। হ্যরত হাফসা রাঃ (ইবনে ওমরের বোন) আমার কাছে বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হালকা দুই রাকআত নামায ফজরের নামাযের সময় তরঙ্গ হ্বার সাথে সাথে পড়তেন (বুখারী-মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ৪ হ্যরত ইবনে উমার জুহরের নামাযের আগে-দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। আহলে ইলেম এই দুই রাকআতকে চার রাকআতই বুঝেছেন যা ফরযের আগে পড়া হয়। রাসূলুল্লাহ কখনো দুই রাকআত কখনো চার রাকআত পড়েছেন।

**۱۰۹۳۔ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلَى  
بَعْدَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَصْلَى رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ - مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ**

১০৯৩। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতেই এই হাদিসিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের পর হজরায় পৌছার আগে কোন নামায পড়তেন না। হজরায় পৌছার পর তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন (বুখারী ও মুসলীম)।

ব্যাখ্যা ৪ হ্যরত ইবনে মালিক রাইঃ বলেন, এই হাদিসে ‘রাকআতাইন’ বলে জুমুআর সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। হ্যরত ইমাম শাফেয়ী এই হাদিস অনুযায়ী বলেন, জুমুআর সুন্নাত জুহরের সুন্নাতের মতো দুই রাকআতই। অন্যান্য অনেক সহীহ হাদিস থেকে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের আগে ও পরে চার চার রাকআত করে সুন্নাত নামায পড়তেন। হ্যরত ইমাম আবু হানিফারও এই মত। এক সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ জুমুআর নামাযের পর ছয় রাকআত সুন্নাত নামায পড়েছেন। তাই জুমুআর নামাযের পর ছয় রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার কথা বলেছেন।

**۱۰۹۴۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطْوِعِهِ فَقَالَتْ كَانَ بَصَلَ فِي بَيْتِي قَبْلَ الظَّهِيرَةِ**

أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصْلَى بِالنَّاسِ ثُمَّ يُدْنِبُلُ فَيُصْلَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصْلَى  
بِالنَّاسِ الْمُقْرِبِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصْلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصْلَى بِالنَّاسِ الْعَشَاءَ  
وَيَدْنِبُلُ فَيُصْلَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصْلَى مِنَ اللَّيْلِ سَنْعَ رَكْعَاتٍ فَهُنَّ  
الْمُبَرِّئُونَ وَكَانَ يُصْلَى لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَا وَهُوَ  
فِي ثَمَّةِ قَرْآنٍ وَسَاجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ إِذَا قَرَا قَاعِدًا رَكَعَ وَسَاجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ  
وَكَانَ لِمَا طَلَعَ الْفَجْرِ صَلَى رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ أَبُو دَاوُدُ ثُمَّ يَخْرُجُ  
**فَيُصْلَى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ**

১০৯৪। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অসমি  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের নফল নামায সপ্রকে হ্যরত আয়েশাকে  
জিঞ্জেস করেছি। হ্যরত আয়েশা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ অপর্যন্তে আমার ঘরে ভুবনের  
চার রাকাআত নামায পড়তেন। তারপর মসজিদে যেতেন। ওখানে সোকদের নিয়ে  
(জামাআতে ভুবনের ফরয) নামায পড়তেন। তারপর তিনি ভজ্জরায ফিরে আসতেন  
এবং দুই রাকাআত নামায পড়তেন। (ঠিক অভাবে) তিনি সোকদেরকে নিয়ে  
শালরিখের নামায অঙ্গজিদে আদায় করতেন। ভোগপরে ভজ্জরায ছিলে এসে দুই  
রাকাআত নামায পড়তেন। রাতে তিনি (তাহাঙ্গুদের) নামায কখনো নয়। রাকাআত  
পড়তেন। এর মধ্যে বেতরের নামাযও শামিল ছিলো। আর রাতে তিনি দীর্ঘ সময়  
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও দীর্ঘ সময় বসে বসে নামায পড়তেন। যে সময় তিনি দাঁড়িয়ে নামায  
পড়তেন দাঁড়ান্তে থেকেই কর্তৃ মাজুদায় চলে যেতেন। আর যখন বসে বসে নামায  
পড়তেন, বসা থেকেই কর্তৃ শ সাজাদায় চলে যেতেন। সোবৱে সাদেকের সময়  
ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত পড়ে নিতেন (মুসলীম)। আর স্বাউল আরে কিছু কোণী  
শব্দ নথল করেছেন, তাহলো (ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত পড়ে তিনি মসজিদে  
চলে যেতেন। সেখানে সোকজন সহ ফজরের ফরয নামায আদায় করতেন)।

১০৯৫। أَسْرَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ  
مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ تَعَاهِدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتِيِّ الْفَجْرِ - مُتَفَقُّ عَلَيْهِ

১০৯৫। হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম নফল নামাযের মধ্যে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামাযের

একটি যেরপ কঠোর ঘন্টবান ছিলেন আর কোম নামাযের উপর একটি কঠোর ছিলেন মা (বুখারী-মুসলীম)।

**১০৯৬-وَعَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِعْتَا الصَّفَرِ  
خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

১০৯৬। হযরত আয়েশা রাঃ ইতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিস থেকে বেশী উত্তম (মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : আলেমগ় বলেন, সুন্নাতে অুমারাদান নামাযের মধ্যে সর্বান্তম নামায হলো ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত। এরপর মাগরিবের দুই রাকাআত সুন্নাত। এরপর জুহরের ফরয নামাযের পর দুই রাকাআত। এরপর ইশার ফরযের পর দুই রাকাআত। অতঃপর জুহরের ফরযের আঙোর চার রাকাআত সুন্নাত।

**১০৯৭-وَعَنْ عِنْدِ اللَّهِ أَنِّي مُغَفِلٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَ  
قَبْلَ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ رَكِعْتَيْنِ صَلَوَ قَبْلَ صَلَوةِ الْمَغْرِبِ رَكِعْتَيْنِ قَالَ فَنِ  
الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهَةً أَنْ يَتَعَذَّذَهَا النَّاسُ سَنَةً - مُتَفَقُ عَلَيْهِ**

১০৯৭। হযরত অবদুল্লাহ ইবনে মুগাফিল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাগরিবের ফরয নামাযের আগে তোমরা দুই রাকাআত নকল নামায পড়ো। মাগরিবের ফরয নামাযের আগে তোমরা দুই রাকাআত নকল নামায পড়ো। তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, যদি পারো পড়ে নিও এটা আমি এ আশংকায় বললাম যাতে মানুষ একে সুন্নাত না করে ফেলে (বুখারী-মুসলীম)।

ব্যাখ্যা : মাগরিবের ফরযের আগে দুই রাকাআত নামায পড়ার কথা রাসূলুল্লাহ দুইবার বলেছেন। তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, যদি পারো পড়ে নিও। এর অর্থ হলো এই দুই রাকাআত সুন্নাত নয়। বেশী তো বেশী মুক্তাহাব। ইচ্ছা হলে পড়তে পারো। না পড়লে ক্ষতি নেই।

**১০৯৮-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ  
مِنْكُمْ مُصْلِيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ قَلِيلًا أَرْبَعًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَوْنَى أَخْرَى لَهُ قَالَ  
إِذَا صَلَيْتَ أَحَدَكُمُ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا بَعْدَهَا أَرْبَعًا**

১০৯৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ ইতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ

সান্ধাতজ্জ আলাইহে ওয়াস্তুলাম বলেছেন। তোমাদের যে ব্যক্তি জুমার (ফরয নামাযের) পর নামায পড়তে চায় সে যেনে চার রাকআত নামায পড়ে নেয় (মুসলীম। আবু মুসলীমেরই অন্য এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমার (ফরয) নামায পড়বে সে যেনে এরপর চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ে নেয়)।

### বিত্তীর পরিষেবা

১০৯৯- عنْ أُمِّ حَسِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَانَتْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتِ قَبْلِ الظَّهَرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَصَهُ اللَّهُ عَلَى النَّافِرِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتَّرمِذِيُّ وَابْدَأْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَةَ

১০৯৯। হ্যরত উমের হাবিবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সান্ধাতজ্জ আলাইহে ওয়াস্তুলাম কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি জুহরের (ফরয নামাযের) আগে চার রাকআত এরপর চার রাকআত নামায পড়ে। আল্লাহ তা'র উপর জাহানামের আঙুল হারায় করে দেন (আহমাদ, তিরমিঝী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা ৪ জুহরের নামাযের পরের চার রাকআত নামায সম্পর্কে আলেমগণ অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু মৌসুম আলী কাহীর রাহে কথা হতে বুরা যায়, এই চার রাকআত নামাযের দুই রাকআত সুন্নাত। আর দুই রাকআত নকল।

১১০০- عَوْنَى أَبِي ابْتِوبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ قَبْلَ الظَّهَرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَا - رَوَاهُ أَبْدَأْدَ وَابْنِ مَاجَةَ

১১০০। হ্যরত আবু আইসুর আলসাহী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধাতজ্জ আলাইহে ওয়াস্তুলাম বলেছেন। জুহরের (ফরয) নামাযের আগের চার রাকআত নামায, যা মাঝামাজে সালাম ফিরানো হয়েন। (যে পড়বে) তা'র জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

১১০১- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَرْوِلَ الشَّمْسَ قَبْلَ الظَّهَرِ وَقَبْلَ إِنْهَا سَاعَةً تُفْتَحُ

**فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأَحَبَّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ**

১৪০১। ইয়রত আক্ষুণ্ণাহ ইবনে সালেম বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহে ওয়াসাল্লাম শুন্দি হৈলে পড়ার পর জুহরের মামায়ের আগে চার রাকাআত নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, এটা এমন এক সময় যখন (মেরে আমল উপরের দিকে যাবার জন্ম) আসমানের দরজাতস্থ খুলে দেয়া হয়। তাই এই সময় আমার মের আমলতদো উপরের দিকে চলে যাক এটা আমি চাই (তিরমিজী)।

**۱۱۰۲ - وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةُ اللَّهِ أَمْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَتْرَمِذِيُّ وَأَبُودَاوْدُ**

১৫০৫। ইয়রত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আক্ষুণ্ণাহ তাআলা ওই ব্যক্তির উপর রহমত নাবিল করেন, যে ব্যক্তি আসরের (ফরয নামাযের) আগে চার রাকাআত নামায পড়ে (আহমাদ, তিরমিজী, আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : আসরের আথের এই চার রাকাআত নামায সুন্নতে মুয়াল্যাদা নয়। নবৃত্ত নমাজ।

**۱۱۰۳ - وَعَنْ عَلَيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رُكُعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالشَّلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقْرَبَينَ وَمِنْ جَمِيعِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ**

১১০৩। ইয়রত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের (ফরযের) আগে চার রাকাআত নামায পড়তেন। এই চার রাকাআতের মাঝখানে সালাম ফিরানোর দ্বারা নিকটবর্তী ফিরিশতা এবং তাদের অনুসারী মুসলমান ও মুমেনীনদের মধ্যে পার্থক্য করতেন (তিরমিজী)।

ব্যাখ্যা : এখনে স্থালাম পাহানো অর্থ আত্তাহিয়াতু পড়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই রাকাআতের পর আত্তাহিয়াতু পড়তেন। অর্থাৎ দুই সালাতে চার রাকাআত পড়তেন।

**۱۱۰۴ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي قَبْلَ الْعَصْرِ كُلَّ شَيْءٍ - رَوَاهُ أَبُودَاوْدُ**

১১০৪। ইয়রত আলী রাঃ হতে এক হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের আগে দুই রাকাআত নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের আগে কেবল সময় দুই রাকাআত কেবল সময় ছাড়ি রাকাআত নামায পড়তেছেন। তবে চার রাকাআত নামায পড়াই মাসনুন তরিক।

**১১০৫- وَعَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سَبْتُ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنِهِنَّ بِسْوَءِ عَدْلِنَ لَهُ بَعْبَادَةً ثُنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا تَعْرِفُهُ الْأَمْنَ حَدِيثُ عُمَرِ بْنِ أَبِي حَيْثَمٍ وَسَمِعَتْ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هُوَ مُنْكَرٌ الْحَدِيثُ وَضَعُفَهُ بَعْدًا**

১১০৫। হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি যাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাআত নামায পড়বে এবং এর মাঝখালে কেবল খারাপ কথাবার্তা বলবেন। তাহলে এই (ইয়) রাকাআতের সওয়াব তার জন্য বার বছরের ইবাদাতের সওয়াবের পরিমাণ হয়ে থাকে (তিরমিজী)। ইমাম তিরমিজী এই হাদিসটিকে নকল করেছেন এবং বলেছেন এই হাদিসটি গরীব। কাবুল এই হাদিস ওমর ইবনে খাছামের এর সমাদ ছাড়া আর কেবল সন্দেশ জানা যায়নি। আর আর্মি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ওমর ইবনুল খাছাম মুনকাম্বল হাদিস। তাছাড়াও তিনি হাদিসটিকে যথেষ্ট যর্যাফ বলেছেন।

ব্যাখ্যা ৫ মাগরিবের মুম্যায়ের পর জিন সালামে ছয় রাকাআত নফল নামায পড়া হয়। এই নামাযকে সালাতুল আওয়াবীল বলা হয়। এই হাদিসটিকে ইমাম তিরমিজী ইত্যাদি ইমামগণ গরীব ও যর্যাফ বললেও নেক আয়লের কারণে যর্যাফ হাদিসের উপরও আমল করা জায়েয়।

**১১০৬- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَشْرِينَ رَكْعَةً بْنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .**

১১০৬। হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি যাগরিবের নামাযের পর বিশ রাকাআত নামায পড়বে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন (তিরমিজী)।

٧- وَعَنْهَا قَلْتُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَثَمَاءَ قَطُّ  
فَدَخَلَ عَلَى إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ أَوْ سَتَّ رَكْعَاتٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

۱۱۰۷। ইয়রত আয়েশা রাঃ হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই ঈশার নামায পড়ে আমার কাছে আসতেন, চার অথবা দুই রাকাআত সন্নাত নামায অবশ্যই পড়তেন (আবু দাউদ)।

١١٠٨- وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذْبَارَ النَّجْمُونَ الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ النَّفَرِ وَإِذْبَارَ السُّجُودِ الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ  
- رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

۱۱۰۸। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইদবারাস সুজুদ', দ্বারা ফজুরের আগে দুই রাকাআত নামায ও 'ইদবারাস সুজুদ' দ্বারা মাগরিবের ফরজ নামাযের পরের দুই রাকাআত নামায বুঝলো হয়েছে (তিরমিজী)।

وَسَيِّدُ مُحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ شَقَمَ  
أَرْبَعَ تَوَمَّرًا فَلَمْ يَرْجِعْ  
وَمِنَ الظَّلَلِ فَشَبَّهَهُ وَادِعَةً لِلنَّجْمِ  
سَأَخْبُرُكُمْ تَوَمَّرًا فَلَمْ يَرْجِعْ  
وَمِنَ الظَّلَلِ فَشَبَّهَهُ وَادِعَةً لِلصُّبُودِ  
তুবে যাবার সময়েও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

এই আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আদবারা-নুজুম- তারকারাজির ডুবার সময় অর্থ ফজুরের সুন্নাত নামায পড়া। ঠিক এভাবে সূরা কাফে আছে।

وَسَيِّدُ رَبِّكَ حِينَ طَلَعَ الشَّمْسُ وَقَبْلَ الْمَرْءَتِ وَمِنَ الظَّلَلِ فَشَبَّهَهُ وَادِعَةً لِلنَّجْمِ  
অর্থাৎ সূর্য উঠা ও ডুবে যাবার আগে তোমার রবের প্রশংসন সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো। আর রাতের কোন কোন সময় ও সাজদার পরেও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো।

হাদিসের ছিটীয় অংশে রাসূলুল্লাহ এই আয়ত সম্পর্কে বলেছেন, এখানে-'সুজুদ'  
অর্থ মাগরিবের তিন রাকাআত ফরয নামায। আর আদবারাস সুজুদ অর্থাৎ সাজদার  
পরে পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ মাগরিবের করবের পর দুই রাকাআত সুন্নাত নামায।

### তৃতীয় পরিষেব

١١٠٩- عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرْبَعَ  
قَبْلَ الظَّهَرِ بَعْدَ الزَّوْالِ تُحْسِنُ بِمَثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّعْدِ وَمَامَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ

**بَسْجُوكَ اللَّهُ تِلْكَ السَّاعَةُ ثُمَّ قَرَبَتْنَاهُ طَلَاهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجْدًا  
اللَّهُ وَهُوَ دَاخِرُونَ رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَالبِهْقَيُّ فِي شُعْبِ الْأَيْمَانِ**

১১০৯। হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি খলেছেন। জুহরের আগে সর্থ চলে পড়ার পর চার রাকাআত নামায, তাহাজুদের চার রাকাআত নামায পড়ার সমান। আর এই সময় সকল জিনিষ আল্লাহ তাআলার পাক পবিত্রতার ভাসবিহ করে। তারপর তিনি (কুরআনের আয়াত) পড়লেন। অর্থাৎ সকল জিনিসের ছায়া ডান দিক ও বাম দিক থেকে অমল্লাহ তাআলার জন্য আজ্ঞা করে ঘূর্ণে থাকে। আর এস-সবই তুচ্ছ (তিরমিজী বায়বাকী ফি শেয়াবিল ঈমান)।

**١١٠- وَعَنْ عَبَائِشَةَ قَالَتْ مِا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
رَكْعَتِيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عَنْتِيْ قَطُّ مُسْتَقْنُ عَلَيْهِ وَعَنِ زَوَافَةِ الْبَخَارِيِّ فِي الْأَثْ  
وَالْمَنْجَنِ فَهُوَ بِهِ مَلْتَرْكُهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ**

১১১০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার কাছে (অর্থাৎ হজরতের) কোন দিন আসরের পরে দুই রাকাআত নামায পড়ে ছেড়ে দেলনি (খুরাকী-মুসলিম, খুরাকীর এক ইরগান তার্ক হলো, হযরত আয়েশা বলেছেন। ওই আল্লাহর কসম, যিনি রাসূলের জাহপাক করজ করেছেন। তিনি তাঁর অভ্যন্তর এই দুই রাকাআত নামায হেঁচে দেননি)।

**١١١- وَعَنِ الْمُخْتَارِيْنِ فَلَقْلَ قَالَ سَأَلَتْ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّطْرُوْعِ بَعْدَ  
الْعَصْرِ قَالَ كَانَ عُمُرُ يَضْرِبُ الْأَبْدَى عَلَى صَلَاةِ بَعْدِ الْعَصْرِ وَكَنَا نُصْلِي  
عَلَيْهِ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعْتَبِيْنِ بَعْدَ فَرُوبِ الشَّهْنِ  
فَبَلَ صَلَاةَ الْمَغْبِرِ فَبَلَتْ لَهُ إِكَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِبِيْمَا  
قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصْلِبِيْمَا فَلَمْ يَأْمُنَا وَلَمْ يَنْهَنَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

১১১১। হযরত মুখতার ইবনে ফুলফুল আবেয়ী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ কে জিজেস করেছিলাম, আসরের পর নফল নামায সম্পর্কে। তিনি (উত্তরে) বলেন। হযরত ওমর আসরের পর মুফল নামায আর্দায়কারীদের হাতের উপর মারতেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের কালে সূর্য ডুবে ঘাবার পর মাগরিবের নামাযের (ফরয়ের) আগে দুই রাকাঞ্জাত নামায পড়তার্থ। (এই কথা শনে) আমি হযরত আবাসকে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও কি এই দুই রাকাঞ্জাত নামায পড়তেন? তিনি বললেন। রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে পড়তে দেখতেন। কিন্তু পড়তে বজ্জ্বলে না। আবার নিষেধও করতেন না (মুসলীম)।

١١٢- وَعَنْ أَنَسِ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذْنَ السُّوْدَنُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَأَ رُوْاْلِ السُّوْكَارِيَ فَرَكِعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لِمَدْعُولٍ بِالْمَسْجِدِ فَيُحِسِّبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كُثْرَةِ مَنْ يُصْلِّيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১২। হযরত আবাস (রা) হজে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা মদিনায় ছিলাম। (গ্রসময়ে অবস্থা এমন ছিলো) যে মুআজ্জিন মাগরিবের আয়ন দিলে (কোন কোন সাহাবা ও তাবেয়ী) মসজিদের খাসার দিকে দৌড়াতেন আর দুই রাকাঞ্জাত নামায পড়তে শুরু করতেন। এমন কি কোন মুসাফির ব্যক্তি মসজিদে এসে অনেক স্নেককে একা একা নামায পড়তে দেখে ঘনে করতেন (ফরয) নামায বুঝি শেষ হয়ে পেছে দোকানের একটি উন্নাত পড়ছে (মুসলীম)।

١١٣- وَعَنْ مَرْثَدِينَ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجَهْنَمِ فَقُلْتُ أَلَا أَعْجَبُكَ مِنْ أَبِي ثَمِيرٍ بِرَكْعَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ أَنَا كُنَّافَعْلُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ أَلآنَ قَالَ الشُّغْلُ - رَوَاهُ البَخَارِيُّ

১১৪। তাবেয়ী হযরত মায়াবদ ইয়েমে আবসুল্লাহ হজে রেওয়ায়েত ছিলেছে। জিনি বলেন। আমি একবার ওকবা জুহানীর কাছে হাজীর ক্ষয়ে নিবেদন করলাম। আমি কি আপনাকে আবু তামীম দারীর (তাবেয়ী) একটি আচর্যজনক ঘটনা শুনাবো? আবু তামীম দারী মাগরিবের নামাযের আগে দুই রাকাঞ্জাত নমায় নামায পড়তেন। তখন ওকবা বললেন। এই নামায তো আমরা রাসূলুল্লাহ জীবামায় কখনো কখনো পড়তাম। তখন তিনি বললেন, তাহলে এই নামায এখন পড়তে আপনাদেরকে নিষেধ করছি। কেন? উত্তরে তিনি কল্লাম (কুলিয়াম)-ব্যুরুজা (বুখারী)।

١١٤- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَدِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُمْ رَأَمُ

يَسِّرُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ هَذِهِ صَلَاةُ الْبَيْتِ - رَوَاهُ أَبُودُودُ وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ  
وَالنَّسَائِيِّ قَامَ نَاسٌ يَتَنَقَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَهْدِهِ  
الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ .

১১১৪। হয়রত কাআব ইবনে ওজরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বললেন নবী কুরীয় সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আনসার গোত্র) বনি আবদুল আশাহালের মসজিদে এসেছেন এবং এখানে মাগরীবের নামায পড়েছেন। নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুলোককে নফল নামায পড়তে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন এসব (নফল) নামায ঘরে পড়ার জন্য (আবু দাউদ)। তিনিজী ও নাসাইর এক বর্ণনায় আছে। লোকেরা ফরয নামায আদায় করার পর নফল নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন। এসব নামায তোমাদের ঘরে পড়া উচিত)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসের সার কথা হলো। সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে পড়াই উচ্চম। কারণ এসব নফল ইবাদাত বন্দেগী ঘোপনে ভাস্তুরে অগোচরে পড়া ভাস্তু। যাতে মনে রিয়ার উদ্দেশ না হয়।

১১১৫- وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ  
الْقِرَاءَةَ بَعْدِ الرُّكُعَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - رَوَاهُ أَبُودُودُ .

১১১৫। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরীবের নামাযের পর (সুন্নাতের) দুই রাক'আত অবধিয়ে একেও ক্ষমা করাও আত পড়তেন যে শোকেরা তাদের নামায শেষ করে (বাড়ি) চলে যেতেন (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ সুন্নাত নামায মসজিদে পড়েছেন বলে প্রমাণিত হলো। হতে পারে (১). তিনি কোন কারণবশতঃ হয়তো হজরায় যাননি। মসজিদেই সুন্নাত পড়েছেন।

(২) মসজিদেও সুন্নাত পড়ার যায়। একেবারে নিষিঙ্ক অঞ্চল সুন্নাবাস জন্যও জিমি সুন্নাত এই দিন মসজিদে পড়ে থাকতে পারেন।

(৩) হয়তো এই সময় রাসূলুল্লাহ ইতেকাফে ছিলেন। তাই হজরায় যাননি। মসজিদেই সুন্নাত পড়েছেন।

(৮) رَأْسُ بَلْعَابَةِ (س) نَامَّاً يَهُجُّ رَأْسَهُ إِلَيْهِ بَلْعَابَةٌ مَسْجِدِهِ أَكْبَرَهُ سَنْغَمٌ | هُجُّرَّا رَأْسَهُ دَرَاجَةُ مَسْجِدِهِ دِيكَهُ حِلْلَوْ | هَبَرَتْ إِبْنَهُ أَكْبَارَسْ مَسْمَنَهُ دِيكَهُ تَكَاهَنَ |

۱۱۱۶ - وَعَنْ مَكْحُولٍ يَبْلُغُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِي رَوَايَةِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَاةُ اللَّهِ فِي عَلَيْيْنِ مَرْسَلًا .

۱۱۱۶ | হয়রত মাকত্বল রহঃ (তাবেয়ী) এই হাদীসটির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায পড়ার পর কথাবার্তা বলার আগে দুই রাকাআত; আর এক বর্ণনায আছে, চার রাকাআত নামায পড়বে, তার নামায ইলিনে পৌছে দেয়া হয়।

ব্যাখ্যা ৪ সাত আকাশের একটি জায়গার নাম ইলিন। এখানে মুমিনদের কুহ পৌছে দেয়া হয়। সেখানে তাদের আমল লিখা হয়।

۱۱۱۷ - وَعَنْ حُذِيفَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَكَانَ يَقُولُ عَجَلُوا الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَإِنْهُمْ تُرْفَعُونَ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ - رَوَاهُمَا رَزِينُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الرَّيَادَةَ عَنْهُ تَحْوِهَا فِي شَعْبِ الْيَمَانِ .

۱۱۱۷ | হয়রত হোজায়ফা রাঘ হতেও এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বর্ণনায এই শব্দগুলোও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : তোমরা মাগরিবের পরে দুই রাকাআত (সুন্নাত) তাড়াতাড়ি পড়ে নেবে। কারণ এই দুই রাকাআত নামাযও ফরয নামাযের সাথে উপরে (অর্থাৎ ইলিনে) পৌছে দেয়া হয়। এই দুইটি বর্ণনাই রাজীন নকল করেছেন। বায়হাকীর শুআবুল ইমান-এও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

۱۱۱۸ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْنَلُهُ عَنْ شَئِ رَأَهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ قَلْمًا سَلَمَ الْأَمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَيْتُ قَلْمًا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تُعْدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكُلُّ

أَوْ تَخْرُجَ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوْصِلَ  
بِصَلَوةِ حَتْنِي شَكْلَمْ أَوْ تَخْرُجَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১১৮। হ্যরত আমর ইবনে আতা (রহঃ তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হ্যরত নাফে ইবনে জোবায়ের (রহঃ তাবেয়ী) তাঁকে হ্যরত সায়েবের (সাহাবী)-কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যেনেও ওই সব জিনিস তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যেসব জিনিস তাঁকে নামাযে করতে দেখে হ্যরত মুআবিয়া করতে তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। তাই আমর রহঃ সায়েবের কাছে গেলেন এবং তাঁর থেকে এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানলেন। তিনি বললেন, হাঁ, একবার আমি আমীরে-মুআবিয়ার সাথে মাক্সুরায় জুমআর নামায পড়েছি। ইমাম সালাম ফিরাবার পর আমি (ফরয পড়ার জায়গায়ই) দাঁড়িয়ে গেলাম ও সুন্নাত নামায পড়তে লাগলাম। আমীরে মুআবিয়া নামায শেষ করে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি এক ব্যক্তিকে, আমাকে বলার জন্য বলে পাঠালেন যে, ওই সময় (জুমআর পড়ার সময়) তুমি যা করেছো ভবিষ্যতে যেনে এমন আর না করো। যখন তোমরা জুমআর নামায পড়বে তখন ফরয নামাযকে অন্য কোন নামাযের সাথে মিলিয়ে ফেলবে না, যে পর্যন্ত না তুমি কোন কথাবার্তা বলো অথবা (মসজিদ থেকে) বের হয়ে যাও। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হকুম দিয়েছেন, আমরা যেনে এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে না কেলি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কথাবার্তা বলি অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাই (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মূল মর্ম হলো ফরয নামায আদায় করার পর সুন্নাত বা নফল নামায পড়ার সময়, ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে একটা ব্যবধান বা পার্থক্য সূচিত করতে হবে। যাতে ফরয নামায কোনটা, সুন্নাত বা নফল নামায কোনটা তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এখানে জুমআর নামাযকে ফরযের প্রতীকী শব্দ হিসাবে বুঝানো হয়েছে। আসল অর্থ হলো ফরয নামায। এইজন্য ফরয নামায আদায় করার সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে ওঁখানেই আবার সুন্নাত বা নফল নামায শুরু করতে রাসূলুল্লাহ (স) নিষেধ করেছেন। এই পার্থক্য সূচনা করার জন্য হয় ফরয নামায পড়ার স্থান থেকে নড়েচড়ে একদিকে সরে যাবে অথবা কিছু কথাবার্তা বলে নিবে অথবা মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে সুন্নাত বা নফল নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহর এই নির্দেশটাই সত্যায়িত করার জন্য হ্যরত নাফে ইবনে জুবাইর, হ্যরত আমরকে হ্যরত সায়েবের সাহাবীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। হ্যরত সায়েব এই ভুলটি হ্যরত মুআবিয়ার সাথে মাক্সুরায় জুমআর নামায পড়তে করেছিলেন। তখন হ্যরত মুআবিয়া রাসূলুল্লাহর এই হকুমটি সায়েবকে বলে দেবার জন্য একজন লোককে বলে পাঠিয়েছিলেন। কারণ মুআবিয়া এর আগে মসজিদ থেকে চলে গিয়েছিলেন।

١١٩- وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِسَكَّةَ تَقْدُمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقْدُمْ فَيُصَلِّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعُلُهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا.

১১১৯। হযরত আতা হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ যখন মক্কায় জুমআর নামায পড়তেন (তখন জুমআর ফরয নামায শেষ হবার পর) একটু সামনে বেড়ে যেতেন এবং দুই রাকাআত নামায পড়তেন। এরপর আবার সামনে এগিয়ে যেতেন ও চার রাকাআত নামায পড়তেন। আর তিনি যখন মদীনাতে থাকতেন, জুমআর নামাযের ফরয পড়ে নিজের বাড়ীতে চলে যেতেন। ঘরে দুই রাকাআত নামায পড়তেন, মসজিদে (ফরয নামায ছাড়া কোন) নামায পড়তেন না। এর কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজেস করা হলে তিনি বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স) এরকমই করতেন (আবু দাউদ)। আর তিরমিয়ীর বর্ণনার ভাষা হলো, হযরত আতা বললেন, আমি ইবনে ওমরকে দেখেছি যে, তিনি জুমআর পরে দুই রাকাআত নামায পড়ে আবার চার রাকাআত পড়তেন।

**ব্যাখ্যা :** হযরত ইবনে ওমর ফরয নামায পড়ে একটু অগ্রসর হয়ে যাওয়াটা ছিলো ফরয ও সুন্নাত-নফলের মধ্যে পার্থক্য করা। আগে হযরত মুআবিয়ার হাদীস থেকে কথাটা স্পষ্ট হয়েছে।

হযরত ইবনে ওমরের মক্কা আর মদীনার আমলের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সম্বত এইজন্য যে, মদীনায় তাঁর ঘর ছিলো মসজিদের কাছে। তাই ফরয পড়ে চলে যেতেন। ঘরে সুন্নাত, নফল পড়তেন। আর মক্কায় তিনি মুসাফির হতেন। যেখানে থাকতেন মসজিদ থেকে দূর ছিলো। তাই মসজিদেই সুন্নাত, নফল পড়ে নিতেন।

### بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ রাতের নামায প্রথম পরিচ্ছেদ

١١٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ أَحَدَى عَشَرَةِ رَكْعَةٍ يُسْلِمُ مِنْ كُلِّ

رَكْعَتَيْنِ وَبُوَتْرٍ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرًا مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ  
خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤْدِنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ  
لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَبَعَ عَلَى شِقَّةِ الْأَيْمَنِ حَتَّى  
أَتَيْهُ الْمُؤْدِنُ لِلْأِقَامَةِ فَيَخْرُجُ - مُتَقْنٌ عَلَيْهِ .

১১২০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায়ের পর ফজর পর্ষদ প্রায়ই এগারো রাকাআত নামায পড়তেন। প্রত্যেক দুই রাকাআত নামাযের পর সালাম করাতেন। শেষের দিকে দুই রাকাআতের সাথে এক রাকাআত মিলিয়ে বেতর পড়ে নিতেন। আর এই রাকাআতে এজো লম্ব সাজদা করতেন যে, একজন লোক সাজদা হতে মাথা উঠাবার আগে পঞ্চাশ আয়াত পড়ে ফেলতে পারতো। এরপর মুআজ্জিনের ফজরের আয়ানের আওয়াজ শেষে ফজরের সময় ছলে তিনি দাঁড়াতেন। দুই রাকাআত ছালকা নামায পড়তেন। এরপর দুব অল্প সময়ের জন্য ডান পাশে ফিরে শয়ে যেতেন। এরপর মুআজ্জিন একামাতের অনুমতির জন্য তাঁর নিকট এলে তিনি নামাযের জন্য (মসজিদে) তাশরীফ আনতেন (বুখারী-মুসলিম)।

১১২১-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي  
الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَقْبَطَةً حَدَّثَنِي وَلَا اضْطَبَعَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১২১। হযরত আয়েশা হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত নামায (ঘরে) পড়ে নেবার পর যদি আমি জেগে উঠতাম তাহলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। আর আমি ঘুমে থাকলে তিনিও শয়ে যেতেন (মুসলিম)।

১১২২-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي  
الْفَجْرِ اضْطَبَعَ عَلَى شِقَّةِ الْأَيْمَنِ - مُتَقْنٌ عَلَيْهِ

১১২২। হযরত আয়েশা রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামায পড়ে নিজের ডান পাঞ্জরের উপর শয়ে যেতেন (বুখারী-মুসলিম)।

১১২৩-وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ الْلَّيْلِ

**تَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَرُكْعَةً الْفَجْرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

۱۱۲۳ । হয়রত আয়েশা হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেন, নবী কর্মীম সান্ধান্নাহ আলাইহে ওয়াসান্ধাম রাতে তেরো রাকাআত নামায পড়তেন । এর মধ্যে বেতেরের তিনি রাকাআত ও ফজরের সুন্নাত দুই রাকাআতও শামিল ছিলো (মুসলিম) ।

**۱۱۲۴ - وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاحِدٌ عَشْرَةَ رُكْعَةً سِوَى رُكْعَتِيِّ الْفَجْرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .**

۱۱۲۴ । হয়রত মাসরুক হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি হয়রত আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ সান্ধান্নাহ আলাইহি ওয়াসান্ধামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি । জবাবে তিনি বলেছেন, ফজরের সুন্নাত ছাড়া কখনো তিনি সাত রাকাআত, কখনো নয় রাকাআত, কখনো এগারো রাকাআত পড়তেন (বুখারী) ।

**۱۱۲۵ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنِ الْلَّيْلِ لِيُصَلِّيْ افْتَحَ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتِيْنِ حَقِيقَتِيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

۱۱۲۵ । হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত আছে । তিনি বলেন, নবী কর্মীম সান্ধান্নাহ আলাইহে ওয়াসান্ধাম যখন রাতে (তাহাঙ্গুদের) নামায পড়ার জন্য দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর নামাযের শুরু করতেন দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামায দিয়ে (মুসলিম) ।

**۱۱۲۶ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنِ الْلَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ الصَّلَاةَ بِرُكْعَتِيْنِ حَقِيقَتِيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

۱۱۲۶ । হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ আনহ হতে বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধান্নাহ আলাইহে ওয়াসান্ধাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠে, সে যেনে দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামায ধারা (তাঁর নামায) শুরু করে (মুসলিম) ।

**۱۱۲۷ - وَعَنْ أَبْنِ عَيَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالِتِيْ مَيْمُونَةَ لِيْلَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ**

سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلِمَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَلِمُ إِلَوْكِي الْأَلْبَابِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقَرْبَةِ فَأَطْلَقَ شَنَاقَهَا ثُمَّ صَبَ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءٌ حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوَّيْنِ لَمْ يَكُنْ رَبِيعًا وَقَدْ أَبْلَغَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقَمْتُ وَتَوَضَّأْتُ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأَذْنِي فَادْكَرْنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَحَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَحَ فَأَذْنَهُ بِلَائِنِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَفِي لِسَانِي نُورًا وَذَكْرِ وَعَصْبَى وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَسَرَرِي - مُتَفَقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ لِهِمَا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظَمْ لِي نُورًا وَفِي أُخْرَى لِمُسْلِمٍ اللَّهُمَّ اغْنِنِي نُورًا .

১১২৭। হ্যরত ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি আমার খালা উচ্চুল মুহেনীন হ্যরত মাইমুনার ঘরে রাত কাটিয়েছি। রাস্তাহু সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই রাতে তাঁর ঘরে ছিলেন। ইশার পর কিছু সময় তিনি তাঁর স্ত্রী হ্যরত মাইমুনার সাথে কথাবার্তা বলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে অথবা রাতের কিছু অংশ বাকী থাকতে তিনি উঠে বসলেন। আসমানের দিকে তাকিয়ে এই আয়াত পড়লেন : “ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আৱদে ওয়াখতিলাকিল লাঈলে ওয়ান্নাহারে লাওয়াতিল লিউলিল আলবাব” অর্থাৎ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা, রাত ও দিনের ভিন্নতা (কখনো অঙ্ককার কখনো আলো, কখনো গরম কখনো শীত, কখনো বড়ো কখনো ছোট ) মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য আল্লাহর নির্দশন। তিনি গোটা সূরা তিসাওয়াত করেন। তার পর উঠে তিনি মশকের কাছে গেলেন। এর বক্ষন খুললেন। পিয়ালায় পানি ঢাললেন। তারপর দুই ওজুর মধ্যে মধ্যম ধরনের ভালো ওজু করলেন। হাদীস বর্ণনাকৰী বলেন, (মধ্যম ধরনের ওজুর অর্থ) খুব বেশী পানি খরচ করেননি। বরং শরীরে (প্রয়োজনীয়) পানি পৌছিয়েছেন, তারপর তিনি দাঁড়িরে নামায পড়তে লাগলেন। (এসব দেখে)

আমি নিজেও উঠলাম। আমিও সেইভাবে হজুরের বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ আমার কান ধরে তাঁর বাম পাশ থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে আমাকে দাঁড় করলেন। তার তেরো রাকাআত নামায পড়া শেষ হলে তিনি ত্বরে পড়লেন। ত্বরে পড়লে তিনি নাক ডাকতেন। তাই তাঁর নাক ডাকা শুরু হলো। এরি মধ্যে হ্যরত বেলাল এসে নামায তৈরীর খবর দিলেন। তিনি নামায পড়লেন। কোন ওজু করলেন না। তার দোয়ার মধ্যে ছিলো, “হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার সামনে, আমার পেছনে নূর দিয়ে ত্বরে দাও। আমার জন্য কেবল নূরই নূর সৃষ্টি করে দাও। কোন কোন বর্ণনাকারী এই শব্দগুলোও নকল করেছেন, আমার জবানে নূর পয়দা করে দাও। আবার কোন কোন বর্ণনাকারী এই শব্দগুলোও উল্লেখ করেছেন, “আমার শিরা উপশিরায়, আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে, আমার চামড়ায় নূর সৃষ্টি করে দাও (বুখারী-মুসলিম)। বুখারী ও মুসলিমেরই আর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে, “হে আল্লাহ! আমার জীবনে নূর সৃষ্টি করে দাও এবং আমার মধ্যে নূর বৃদ্ধি করে দাও। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নূর দান করো।

١١٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَيْقَظَ وَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ أَنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطْالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُونَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ سَتَ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَأْكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هُؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أُتْرَبِثَلَاثَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১১২৮। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সালালাইহে ওয়াসালামের কাছে শুইলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রাতে জাগলেন। মিসওয়াক করলেন ও ওজু করলেন। তারপর এই আয়াত পড়লেন, ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে.... সূরার শেষ পর্যন্ত। এরপর তিনি দাঁড়ালেন। দুই রাকাআত নামায পড়লেন। নামাযে তিনি বেশ দীর্ঘ কিয়াম রুকু, সাঞ্জদা করলেন। নামায শেষে তিনি ত্বরে গেলেন ও নাক ডাকতে শুরু করলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন। তিনবারে তিনি ছয় রাকাআত নামায পড়লেন। প্রত্যেকবার তিনি মিসওয়াক করলেন। ওজু করলেন। ওই আয়াতগুলোও পড়লেন। সর্বশেষ বেত্তেরের তিনি রাকাআত নামায পড়লেন (মুসলিম)।

١١٢- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهْنَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِأَرْمَقَنَ صَلَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَّيْلَةَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ حَفِيقَتَيْنِ ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ  
طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ الْلَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَى  
رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ الْلَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ الْلَّتَيْنِ  
قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذْلِكَ ثَلَاثَ عَشَرَةً رَكْعَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَى  
رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ الْلَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا أَرْبَعَ مَرَاتٍ هَكَذَا فِي صَحِيفَتِ مُسْلِمٍ  
وَأَفْرَادِهِ مِنْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَمُؤْطَأً مَالِكٍ وَسُنْنَةَ أَبِي دَاوُدَ وَجَامِعِ  
الْأَصْوَلِ.

১১২৯। হ্যৱেন ইবনে খালিদ যুহানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি একবার ইচ্ছা করলাম যে) আজ রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সান্ধান্তাহ আলাইহে ওয়াসান্নামের নামায দেখবো। প্রথমে তিনি হালকা দুই রাকাআত (নামায) পড়লেন। তারপর দীর্ঘ দুই রাকাআত (নামায) পড়লেন দীর্ঘ দীর্ঘ করে। তারপর তিনি আরো দুই রাকাআত পড়লেন যা আগের দুই রাকাআত থেকে কম দীর্ঘ ছিলো। তারপর আরো দুই রাকাআত পড়লেন যা আগের পড়া দুই রাকাআত হতে কম (দীর্ঘ) ছিলো। তারপর তিনি আরো দুই রাকাআত যা আগে পড়া দুই রাকাআত হতে কম (দীর্ঘ) ছিলো। এরপর তিনি বেতের পড়লেন। এই মোট তের রাকাআত (নামায) তিনি পড়লেন (মুসলিম)। আর যায়েদের কথা, অতঃপর তিনি দুই রাকাআত পড়লেন যা প্রথমে পড়া দুই রাকাআত হতে কম দীর্ঘ ছিলো। সহীহ মুসলিমে ইমাম হুমাইদীর কিতাবে, মুয়াত্তা ইয়াম মালিক, সুনানে আবু দাউদ এফনকি জামেউল উসুলসহ সব জামিগায় চারবার উক্তের করা হয়েছে।

١١٣- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمَا يَدَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقَلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا - مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

୧୧୩୦ । ହୟରତ ଆୟେଶା ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଯେଛେ । ତିନି ବଲେନ, ରାସ୍ତୁମ୍ଭାତ୍ ସାମ୍ଭାମ୍ଭାତ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାମ୍ଭାମ୍ ଜୀବନେର ଶେଷ ସୀମାଯ ପୌଛଲେ ବାର୍ଧକ୍ୟେର କାରାଗେ ତିନି ଭାରୀ ହୁୟେ ଗେଲେନ । ତଥବ ତିନି ଅଧିକାଂଶ ସମୟେ ନଫଳ ନାୟାଙ୍ଗଲୋ ବସେ ବସେ ପଡ଼ିତେନ (ବୃଦ୍ଧାରୀ-ମୁସଲିମ) ।

١١٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ لَوْلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَالِيفِ أَبْنِ مَبْعَدٍ سُورَتَيْنِ فِي رُكْعَةٍ أَخْرُهُنَّ حِمَ الدُّخَانُ وَعَمَ يَسْسَاءُ لَوْنَ - مَتَّقِقُ عَلَيْهِ .

১১৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব সূরা পরম্পর একই ধরনের ও যেসব সূরাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একত্র কর্তৃতেম আরি এগুলোকে জানি। তাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তঁর ক্রমিক অনুষ্ঠানী বিশটি সূরা যা (তিউয়ালে) মুফাসসালের অথমদিকে গুনে শুনে বলে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সূরাগুলোকে এভাবে জর্না করতেন যে, এক এক রাকআতে দুই দুইটি সূরা পড়তেন। আর বিশটি সূরার শেষের দুটি হলো, হা মীম আদ-দোখান ও আয়া ইয়াতাসাআলুন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৪ মোফাসসালের ব্যাপারে কেরাআতের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক এক রাকআতে দুই দুই সূরা এভাবে পড়তেন : সূরা 'আর-রহমান' ও সূরা 'নাজম' পড়তেন এক রাকআতে। ইকতরাবাতিস-সাআহ ও আল হাফ্তাহ পড়তেন এক রাকআতে। 'তুর' ও 'যারিয়াত' এক রাকআতে। ইজা ও রাফাকায়াতিল গুরাকেয়া ও সূরা নূম পড়তেন এক রাকআতে।

'সাআলা সাহিলুন' ও 'ওয়ান্নাযিআত' পড়তেন এক রাকআতে। 'ওয়াইলুল্লিল মোতাফিফীন' ও 'আবাসা পড়তেন এক রাকআতে। মুদ্দাসসির ও মুজাফিল পড়তেন এক রাকআতে। 'হাল' আতা ও 'লা-উকসিয় বিহ্যাশিল কিয়ামাহ এক রাকআতে। 'আরা ইয়াতাসাআলুন' ও 'যুরসালাত' এক রাকআতে। দুখান ও 'ইজাশ-শামছ কুম্ভরাত' এক রাকআতে। আবু দাউদ এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এই ক্রমিক অনুষ্ঠানী একত্র করেছেন।

### বিড়ীয় পরিষেদ

١١٣٢ - عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي مِنَ اللَّيلِ فَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَةُ دُوَالِ الْمُكْرُونَ وَالْجَبَرُوتُ وَالْكَبِيرُ بَا، وَالْغَظَمَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقِرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ وَكُوَعَهُ نَحْمَرًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رَكْعَتِهِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ فَكَانَ قِيَامَهُ نَحْمَرًا مِنْ

رَكْوَعَه يَقُولُ لِرَبِّي الْعَنْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودًا نَحْوَمَنْ قِيَامَه فَكَانَ  
يَقُولُ فِي سُجُودِه سُبْعَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقْعُدُ  
فِي حَمَامَ بَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ نَحْوَهُ فَتَسْجُودَه وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفُرْلِيْ رَبِّ اغْفُرْلِيْ  
فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَهَا وَ  
الْأَنْعَامَ شَكَ شَعْيَه - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

۱۱۳۲۔ হয়রত হজাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আব্দুল্লাহ ওয়াসাল্লামকে রাতে (ভাবাজ্ঞদের) নামাম পড়তে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আব্দুল্লাহ ওয়াসাল্লাম তিনবার আল্লাহর বরে এই কথা বলেছেন । ‘মুসলিম যাত্রাকৃতে ওয়াল, জাবাকৃতি ওয়াল ক্রিবরিয়াময়ে ওয়াল অজমাতি’। তারপর তিনি সুবহানাকা অব্রাহ্ম্যা ওয়া বিহামদিকা পড়ে সূরা বাকারা পড়তেন। এরপর কুরুকু কুরতেন। তাঁর কুরুকু প্রায় কিয়ামের সমান ছিলো। কুরুকুতে তিনি সুবহানা বলিবাল আজীম বলেছেন। তারপর কুরুকু হতে যাথা উঠিয়ে প্রায় কুরুকু পরিমাধ সময় দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলতেন, ‘সুবিবিজাল হায়দু’ অর্থাৎ সব প্রশংসন অব্যাক্ত রয়েব অসম। তারপর তিনি সাজদা করেছেন। তাঁর সাজদার সময়ও তাঁর ‘কার্যবার’ সমান ছিলো। সাজদায় তিনি বলতেন, সুবহানা বলিবাল আলা। তারপর তিনি সাজদার যাথা উঠিয়েছেন। তিনি উভয় সাজদার মধ্যে সাজদার সমান পরিমাণ সময় ব্যবহার। তিনি বলতেন, ‘বলিবগফিল লী, ‘বলিবগফিল লী’ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো আব্দুল্লাহ আলাহ আমাকে ক্ষমা করো। এইজাবে তিনি চার কুরকাআত (নামাম) পড়তেন। (এই চার কুরকাআত নামাযে) সূরা বাকারা, আলে ইব্রাহিম, নিসা, মায়দা ও আলজাম পড়তেন। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী শেঁকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, হয়েছে শেষ সূরা ‘মায়দা’ উল্লেখ করা হয়েছে না। সূরা আলজাম (আবু কাউদ)।

۱۱۳۳۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
وَسَلَّمَ مِنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِعِيَّةٍ أَيَّةٍ  
كَتَبَهُ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ أَيَّةٍ كَتَبَ مِنَ الْمُقْنَطِرِينَ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

۱۱۳۴। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আব্দুল্লাহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কে ব্যক্তি দশটি আয়াত তিনবার কুরার সময় পর্যন্ত (নামাযে) কিয়াম করবে তাকে ‘পার্সিলিনের’ মধ্যে গণ্য করা হবে না। আর যে ব্যক্তি এক শত আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পর্যন্ত কিয়াম করে তার

নাম 'আমুগজ্জনীলের' অধ্যে লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পর্বত কিয়াম করবে তার নাম 'অনেক সওয়াব পাবার সোকলের' অধ্যে লিখা হবে (আবু দাউদ)।

**১১৩৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قَرِاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيلِ يَرْفَعُ طَرْوَا وَيَخْفَضُ طَرْوَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ**

১১৩৪। ইফরাত আবু হুরাইষ রাঃ হজতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধুরাহ আলাইহি আল্লামান্দের জাতের নামাযের কেন্দ্রাত বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে। কেবল সময় তিনি আলাইহি আল্লামান্দের কেন্দ্রাত থাকতেন, অবশেষে কোন সময় কীম হবে (আবু দাউদ)।

**১১৩৫- وَعَنْ أَبْنَى غَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قَرِاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَدْرٍ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَى الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ**

১১৩৫। ইফরাত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হজতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এম্বল শব্দে (নামাযে), কেরাওয়াত পড়তেন যে, অপরাগর হজরার লোকেরা তা অন্তে পেতো (আবু দাউদ)।

**১১৩৬- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِيَهُ فَإِذَا هُوَ بِأَبْيَ بَكْرٍ يُصْلِيْ وَيَخْفَضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمِنْ هُمْرِهِ وَهُوَ يُصْلِيْ رَافِعًا جَسْوَتَهِ قَبْلًا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ مَعَهُمْ أَنْتَنِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرَتْ بِكَ وَأَنْتَ تُصْلِيْ تَخْفَضُ صَوْتُكَ قَبَلَ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرَتْ بِكَ وَأَنْتَ تُصْلِيْ رَافِعًا صَوْتُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوقِظُ الْبَرِيْسَيْنَ وَأَطْهُرُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ ارْتْعَنِيْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ احْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَرَوَى الغَرمَذِيُّ نَعْوَةً .**

১১৩৬। ইফরাত আবু কাতাদা রাঃ হজতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধুরাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ঘরের বাইরে এসে আবু বকরকে নামাযরত অবস্থায় পেলেন। তিনি শীর্ষ আলাইহি তিলাওয়াত করছিলেন। এরপর তিনি ওয়ারের কাছে দিয়ে

অতিক্রম করলেন। তিনি শব্দ করে কুরআন কারীম পড়ছিলেন। আকৃষ্ণাদা বলেন, (সকালে) যখন আবু বকর ও ওমর উভয়ে রাসূলের সমবায়ে একত্র হলেন; তিনি বললেন, আবু বকর! আজ রাতে আমি তোমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তুমি নীচু স্থানে কুরআন কারীম পড়ছিলে। আবু বকর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাঁর কাছে ধূনাজাত করছিলাম, তাঁকেই শুনছিলাম। তারপর তিনি ওমরকে বললেন, হে ওমর! (আজ রাতে) আমি তোমার কাছ দিয়েও অতিক্রম করলাম। তুমি নামাযে উচ্চ শব্দে কুরআন কারীম পড়ছিলে। হ্যরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড় শব্দে নামায পড়ে তখে থাকা শোকগুলোকে জাগাচ্ছিলাম। আর শয়তানকে জাগাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (উর্ভৱের কথা শনে আবু বকরকে) বললেন, আবু বকর! তুমি তোমার আওয়াজকে আর একই উচ্চ করবে। (ওমরকে বললেন) ওমর! তুমি তোমার শব্দকে আর একটু নীচু করবে (আবু দাউদ, তিরিমিয়ী)।

١١٣٧ - وَعَنْ أَبِي ذِرٍ قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ  
بَايَةً وَأَلَيْهَا إِنْ تُعْذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
- رَوَاهُ الدَّسْنَاتِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ

১১৩৭। হ্যরত আবু যার রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে রাসূলুল্লাহ তাহাজ্জুদের নামাযে) তোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবু এই আয়াত পড়তে থাকলেন, ‘ওয়া ইন তুআজেব হুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক।’ ওয়া ইন তাগফির লাহম ফাইন্নাকা অমানতাম আজিজুল হক্মীম।’ অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যদি তুমি তাদেরকে আজাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাহ। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাহলে তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিকমাতওয়ারা” (মাসাই, ইবনে মাঝি)।

١١٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى  
أَحَدُكُمْ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَلَيَضْطَبِعْ عَلَىٰ يَمِينِهِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبْوُ دَاؤُدَّ

১১৩৮। হ্যরত আবু হুরাইরা রাট্টহতে স্বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দাজ্জাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দুর্গ রাকআত (সন্নাত) নামায পড়বে। সে যেনে জামায়াত ওরু হবার আগ পর্যন্ত ডান পাশে শয়ে থাকে (তিরিমিয়ী, আবু দাউদ)।

### তৃতীয় পরিষেব

١١٣٩ - عَنْ مَسْرُوفِيِّ قَالَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَعْبَدُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَ الدَّائِمُ قُلْتُ فَأَيْ حِينَ كَانَ يَقُومُ مِنَ الْلَّيْلِ قَالَ لِي  
كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّرْخَ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

۱۱۳۹۔ هیرات ماسروک ہتھے برجیت । تینی بلنے، آرمی ہیرات آئیشکے راسلٹھاہ سالٹھاہ آلاہیہ ویساٹھاہ میر سبھے پریس آمال کونٹی اس سپرکے جیسے کرلھیاں । تینی بلنے، یہ آمبلٹی ہوک تا سب سماں کردا । تارپر آرمی جیسے کرلماں، راتے کون سمجھے تینی (تاہاجدہ) نامایہر جنے ٹھتلے । تینی بلنے، مورگے کا کوناں سمجھے (بُرخاری-مُسالیم) ।

۱۴۰۔ وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءً إِنْ نَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي الْلَّيْلِ مُصْلِيًّا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ إِنْ نَرَاهُ فَأَنَّا الْأَرْبَاعُ - رواہ  
النَّسَائِی

۱۱۴۰۔ هیرات آنام را ہتھے برجیت । تینی بلنے، یہ دی آمڑا راسلٹھاہ سالٹھاہ آلاہیہ ویساٹھاہ میرکے راتے نامایہر دے دھتے چاہیتاں، تاہلے آمڑا تاکے نامایہ پڈتے دے دھتے پوتوام । آوار آمڑا یہ دی راسلٹھاہ کے ہم ابھاڑا دے دھتے چاہیتاں، تاہلے آمڑا تاکے ہم سنت ابھاڑا دے دھتے پوتوام (نامہنی) ।

بخاری ۴۶۸۲۔ ہادیستیں مرد ہلو، راسلٹھاہ سالٹھاہ آلاہیہ ویساٹھاہ میر کا جسے ہی شیخ کرنے ہے ایجاد-ہندوگیتے 'ایجاد' ارثاً مധیم پڑا اکابر کر دئے । راتے تینی تاہاجدہ نامایہ پڈتے دے دھتے آوار دھمے دھتے । ارثاً تاکے تاہاجدہ پڈتے دے دھتے گاؤڑا ہتھے । آوار ہم ہتھے دے دھتے । جسے تینی یہ آمبلٹی کردا ہوک، سختکری کردا ہوک، تا سب سمجھے جاری راہکے ڈھلے راسنڈے । اک دن کردا آوار اک دن نا کردا تار پھر دھلے ہیں ।

۱۱۴۱۔ وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْمِنِ اصْحَابِ  
النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ وَآنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَهٌ لَأَرْقَبُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى أُدْعَى  
فِعْلُهُ فَلِمَّا صَلَوَةَ العَشَاءِ وَهِيَ الْعِتَمَةُ أَضْطَبَعَ هُوَنَا مِنَ الْلَّيْلِ ثُمَّ  
اسْتَيْقِظَ فَنَظَرَ فِي الْأَقْفَاقِ فَقَالَ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا حَتَّى يَلْغَى إِلَيْكَ لَا

تُخَلِّفُ الْمَيَعَادَ ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فَرَاشِهِ فَاسْتَبَلَ  
مِنْهُ سَوَاكًا ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدْحٍ مِنْ أَدَوَةٍ عَنْهُ مَا أَعْنَى فَسْتَنَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى  
قُلْتُ قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَبَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ  
اَسْتَبِقْتُ فَعَمِلَ كَمَا فَعَلَ أَوْلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مُثْلُ مَا قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ :

১১৪১। হযরত হমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী বৈশ্বনা করেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাথে সফরে গিয়েছিলাম। (তখন আমি মনে মনে ভাবলাম) আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাজুদের নামায় পড়তে উঠলে তাঁকে আমি নামাযের সময় দেখতে থাকবো। যাতে তিনি এইভাবে নামায পড়েন তা আমি দেখতে পাই (পরে আমি দেখতে অমল করবো)। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশায় নামায, কাকে ‘জাতোয়া মলা’ হল, পড়ার পর শয়ে গেলেন (কিছু সময় আরাম করলেন)। তারপর তিনি জাগলেন। তারপর আসমানের দিকে তাকালেন ও এই আরাত, “রক্ষণ মা খালাকতা ইজা বাতিলান ..... ইন্নাকা লা তু খলিফুল মিয়াদ” পর্যন্ত পড়লেন। তারপর তিনি বিছানার দিকে পেলেন। মিসওয়াক বেঁচে করলেন। এরপর তাঁর কাছে রাখা পানির জাত হতে পানি বেঁচে করলেন। মিসওয়াক করলেন। ওজু করলেন। নামাযে দাঁড়িয়ে পেলেন। নামায শেষ হওয়ার পর আমি মনে মনে (বললাম), বড়ো সময় তিনি চুমিয়েছেন ততো সময় তিনি নামায পড়েছেন। তারপর তিনি শয়ে গেলেন। শ্বেত জামি মনে মনে কললাম, বড়ো সময় তিনি নামায পড়েছেন ততো সময় তিনি উঠেছিলেন। এবং তাই বললেন যা আগে বলেছিলেন (অর্ধাং মিসওয়াক, উল্লিখিত আয়াত ইত্যাদি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কজরের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে তিনবার করলেন (নামায)।

১১৪২. سَوْنَى بْنُ مَعْلِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَمَّ سَلَّمَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَوَتُهُ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ  
وَصَلَاتُهُ كَانَ يُصْلِنِي ثُمَّ يَنَمُّ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصْلِنِي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَمُّ

ئَدْرِمَا صَلَى حَتَّىٰ يُصْبِحَ ثُمَّ تَعْتَقُ قِرَاءَتُهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفْسِرَةً  
حَرْفًا حَرْفًا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالترْمِذِيُّ وَالشَّيَاطِينِ

১১৪২। তাবেরী হযরত ইয়ালা ইবনে মামলাক হতে বর্ণিত। তিনি হযরত উষ্মে সালমাকে একস্থিন রাস্তুম্ভাহর রাতের নামায ও কেরাআত সম্পর্কে জিজেস করেছেন। অবাবে উষ্মে সালমা বললেন, তাঁর নামাযের বর্ণনা দিলে তোমার কি লাভ হবে? তাঁর সমান কোরআম পড়া, তাঁর সমান নামায পড়ার মতো তোমার এতো শক্তি কোথায়? তবে শুনো, তিনি নামায পড়তেন। যতো সময় তিনি নামায পড়তেন ততো সময় তিনি ঘুমিয়েছেন। এরপর নামায পড়েছেন, যতো সময় ঘুমিয়েছেন। এজাবেই সামায ও ছুয়ের প্রমাণহিতা বজায় থাকতো। এতাবে তোর হয়ে যেতো। বর্ষমাকালী ইয়ালা বলেন, অজগরে উষ্মে সালমা (রাঃ) তাঁর কেরাআতের বর্ণনা দিলেন, দেখলেম তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে পড়ার বর্ণনা দিলেন (আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাই)।

### ٣٢- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

#### ৩২-রাতের নামাযে যা পড়তেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

١١٤٣- عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعَدْكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقُوْلُكَ حَقٌّ وَالجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ امْتَنَّ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَبْتُ وَبِكَ خَاصَّمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَجْرَيْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقْدَمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ -  
مُتَفَقُ عَلَيْكَ

১১৪৩। হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠে এই দোয়া পঞ্চতেন, “আল্লাহস্মা লাকাল হামদু। আন্তা কাইয়েমুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে। ওয়ামান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আন্তা নূরুস সামাওয়াতে ওয়াল-আরদে। ওয়ামান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আন্তা মালিকুস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়ামান ফিহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আন্তাল হাকুন। ওয়া ওয়াদুকাল হাকুন। ওয়া লিকাটকা হাকুন। ওয়া কাওলুকা হাকুন। ওয়াল জান্নাতু হাকুন। ওয়াল-বেরুহ হাকুন। ওয়াম নারিয়ুনা হাকুন। ওয়া মুহাম্মাদুন হাকুন। ওয়াস সামাতু হাকুন। আল্লাহস্মা লাকা আলজ্জামতু। ওয়া বিকা আমামতু। ওয়া আলাইকা তাওয়াকালতু। আহা ইলাইক আনাবতু। ওয়া বিকা খাসামতু। ওয়া ইলাইকা হাকামতু। ফাগফিরলি আল-কামিনহতু। ওয়ামা আখ্বারতু, ওয়ামা আসরারতু। ওয়ামা আলানতু। ওয়ামা আমতা-আলামু বিহি মিলি। আন্তাল মুকাদ্দেমু। ওয়া আন্তাল মুআখ্বেরু। লা ইলাহ ইল্লা আমতা। ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমার। তুমিই আসমান জমিন এবং যা এই উভয়ের মধ্যে আছে কায়েম রেখেছো। সকল প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান জমিন এবং এই উভয়ের মধ্যে যা আছে তা রৌশন করে রেখেছো। সব প্রশংসা তোমার। তুমিই এই আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মধ্যে যা আছে সকলের বাদশাহ। সকল প্রশংসা তোমারই। তুমিই সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। তোমার কালাম সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। সকল নবী সত্য। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে প্রিয়ওয়ারদিগার! আমি তোমার অনুসারী। আমি তোমার সকল হৃকুম গ্রহণ করেছি। আমি তোমার উপর ঈমান গ্রহণ করেছি। তোমার উপরই ভরসা করেছি। তোমার দিকেই আমি ফিরেছি। তোমার মদদেই আমি শক্তির মুকবিলা করছি। তোমার কাছেই আমির ফরিয়াদ। তুমি আমার আগের ও পরের সকল শুনাহ মাফ করে দাও। আমার গোপন ও প্রকাশ্য শুনাহ তুমি মাফ করে দাও। আমার ওই সব শুনাহও তুমি র্মাফ করে দাও, যা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তুমি যাকে চাইবে আগে আনবে, যাকে চাইবে পেছনে হটিয়ে দেবে। তুমিই মাবুদ। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই (বুল্লুরী-ফুলিম)।”

44- سَعَىْنَ حَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْنَ قَامَ مِنِ الْلَّيْلِ لِفَتَحِ صَلَاتَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ جَبَرِيلَ وَمِنْ كَائِلَ وَاسْتَأْفِيلَ قَاطِرَ السَّحْوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ

شَهَادَةُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৪৪। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাঙ্গদের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমতঃ এই দোয়া পড়তেন, “আল্লাহরা রাববা জিত্রিলা ওয়ামিকাইলা, ওয়া ইসরাফিলা। ফাতিরাস সামাওয়াজি ওয়াল আরদা। আলিমাল গাইবি ওয়াশুলাহদাতি। অন্ততা তাহকুম রাইনা ইবাদিকা ফিমা কনু কিহে ইয়াখতালেকুন। ইহনদী লিমাখতুলিফা কিহে মিনাল হাক্কে বিইজ্ঞিনিকা। ইন্নাকা তাহনী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম মুসতাকীম।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! হে জিত্রিল, মিকাইল ও ইস্রাফিলের রব, হে আসমান ও জামিনের সৃষ্টিকর্তা, হে জাহের ও বাতেন জনের মশিক! তুমই তোমাদের বান্দাদের মতভেদ ক্ষয়সাজা করে দিবে। হে আল্লাহ! সত্যের ব্যাপারে যে মতভেদ করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে আমাকে পথ দেখাও। কারণ তুমি থাকে চাও, সোজা পথ দেখাও” (মুসলিম)।

১১৪৫- وَعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَفَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَّا الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَنَّ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْنِيْ أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتَجِيبْ لِهِ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبْلَتِ صَلَاتِهِ - رَوَاهُ الْبَخْرَىُ

১১৪৫। হযরত ওবাদা ইবনুস সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে উঠেবে সে এই দোয়া পড়বে ও “সা ইলাহ ইলাহাহ ওয়াহলাহ স্ম শারীকা নাহ। লাহুল সুলকু ওয়ালাহল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুলি শাহীন কানীর। ওয়া সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহ ইলাহাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”, তারপর বলবে, “রাজিগফির জী” অথবা বলবে, “পুনরায় দোয়া করবে। তার দেয়া করুল করা হবে। তারপর যদি ওজু করে ও নামায পড়ে, তার নামায করুল করা হবে (বুধারী)।

### বিভীর পরিষেবা

১১৪৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتِيقْظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ

لذنبِي وَاسأْلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ فَقِيلِي بَعْدَ اذْ هَدَيْتَنِي  
وَهَلْئِي مِنْ لِذْنِكَ رَحْمَةً اتَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ

۱۱۴۶। ইয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে উয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে বলতেন, “না ইন্দ্রা ইন্দ্রা আনতা সুবহানাকা। আল্লাহশা উয়া বিহায়দিকা আসতাগফিককা লিঙ্গামবি। উয়া আসআলকা রাহমাতাকা। আল্লাহশা জিদনী তুলমান। ওয়ালা তুজেগ কালবী বাংলা ইঞ্জ হাদাইতানি। উয়া হারালি মিল্লাদুন্কা রাহমাতান। ইন্দ্রাকা আনতাল উয়াহহাব” (আবু দাউদ)।

۱۱۴۷- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبْيَسْ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَارَى مِنَ الْلَّيلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا  
أَعْطَاهُ اللَّهُ أَيَّاهُ - رَوَاهُ أَبُو حَمْدٍ وَأَبُو دَاؤُدْ

۱۱۴۷। ইয়রত মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে উয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম বাকি রাতে পাক পৰিত্র অবরুদ্ধ আল্লাহর জিকির কর্তৃ তথ্য যায়, তারপর রাতে জেগে উঠে আল্লাহর কাছে মদল কামনা করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আধিরাতে অবশ্যই কল্যাণ দান করবেন (আল্লামা আবু দাউদ)।

۱۱۴۸- وَعَنْ شَرِيقِ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا بِمَمْ كَلَّنَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَجِعُ إِذَا هَبَّ مِنَ الْلَّيلِ فَقَالَتْ سَأَلْتُنِي  
عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلِكَ كَانَ لِمَا هَبَّ مِنَ الْلَّيلِ كَثِيرًا عِشْرًا وَجِهَةَ  
اللَّهِ عِشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عِشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلَكِ الْقَدُوسِ  
عِشْرًا وَكَسْتَهْفَرَ اللَّهَ عِشْرًا وَهَلَّ اللَّهُ ثُمَّ حَالَ اللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ  
الرَّبِّيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عِشْرًا ثُمَّ يَفْتَجِعُ الصَّلَاةُ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ .

۱۱۴۸। তাবেয়ী ইয়রত শারীকুল হাওজানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়রত আয়েশার কাছে শিয়ে জিজেস করেছি, রাসূলুল্লাহ (স) রাতে ঘুম থেকে জাগার পর কোম জিনিস দিয়ে ইবাদাত করতেন। ইয়রত আয়েশা বললেম, তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছো যা তোমার আগে আমাকে কেউ করেনি। তিনি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর প্রথম দশবার ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন। ‘আলহামদু লিল্লাহ’

বলতেন দশবার। সোবহানপ্রয়োগ ওয়া বিহামদীহি বলতেন দশবার। সোবহানপ্রয়োগ মালিকিদ কুরুলী বলতেন দশবার। ‘আল্লাহকে বি�হামদ’ বলতেন দশবার। ‘ল্লাইল্লাহু ইস্মাইল’ বলতেন দশবার। আর দশবার পড়তেন এই দোয়া, ‘আল্লাহহমা ইন্দি আজ্জুল্লাহিস মিন সিকিদ কুমিল্লা ও দিকি ইস্মাইল কিয়ামাহ’। এরপর রাসূলপ্রয়োগ (তাহাঙ্গুদের) নামায পড়া শুরু করতেন (আজ্জুল্লাউল)।

١٤٩ - وَعَنْ أَبِي سَعْيِدِ الْخُدْرَى كَلَّا لَكُمْ رَسْوُلُ اللَّهِ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الظَّلَلِ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّكَ اللَّهُمَّ وَحْمَدُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزَةٍ وَنَفْخَمْ وَنَفْثَمْ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَلَمْ يُؤْذِدْ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهِ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُلَاثًا وَفِي أَخْرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ يَقْرَأُ

১১৪৯। দ্ব্যরত আবু সাউদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। রাতে রাসূলপ্রয়োগ আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়ালে প্রথমে আল্লাহ আকবার বলে এই দোয়া পড়তেন, ‘সোবহানাকু আল্লাহহমা ওয়া বিহামদিকা। ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা আকুকা। ওয়া ল্লা ইলাহা গাইরুকা। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র। আমরা দেহমার প্রশংসনা করুছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা অনেক উপরে। তুমি ছাড়া কেোন মানুষ নেই।” তারপর তিনি বলতেন, ‘আল্লাহ আকবার কাবির।’ এরপর বলতেন, ‘আউজ্জু বিল্লাহিস সামিইল আলীম।’ মিনাশ শাইতানির রাজীম। মিন হাসজিহি, ওয়া নাকখিহি ওয়া নাকমিহি’ (তিমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাঈ)। ইস্যাম আবু দাউদের বর্ণনায় শাইতানের পর এই কথাটুকু আছে, তারপর তিনি বলতেন, ‘ল্লাইল্লাহু ইস্মাইল’ তিনবার। আর হাদীসের পেছের দিকের শব্দগুলো হলো, তিমি-পুনরায় পড়তেন, ‘আউজ্জু বিল্লাহিস সামিইল আলীম।’ তারপর কেবলাত পড়া ক্ষেত্র বলতেন।

١٥٠ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِ قَالَ كُنْتُ أَبْيَتْ عِنْدَ حُجَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْبِعَهُ إِذَا قَامَ مِنَ الظَّلَلِ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوَى ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوَى - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلِلْتَّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيفٌ

১১৫০। হযরত রবিয়া ইবনে কাব আসলামী রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হজরার কাছাকাছি রাত কাটিয়েছি। আমি তার কাটাৰ উন্নতাম। তিনি রাজে তাহাজুদের নামাবের জন্য উঠলে বেশ দীর্ঘ অস্থু পর্যন্ত 'সোবহান সুবিল আলাহীন' বলতেন। তারপর আবার দীর্ঘ সময় 'সোবহান আলাহ' ওয়াবেহামদিহ' পড়তেন (নামাজ, ডিরায়ী)।

### ١٢-بابُ التَّخْرِيجِ عَلَى قِيَامِ الْأَيْلَلِ

৩৩-রাতের বিজ্ঞানের (নেশ ইবাদাতে) উকার একান

পথের পরিষেবা

১১৫১-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ  
الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامٌ تَلَاقَتْ عَقْدَيْهِ بُضْرُبٍ عَلَى كُلِّ  
عَقْدَةِ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْفَدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظْ فَذَكَرَ اللَّهَ أَنْجَلَتْ عَقْدَةُ فَإِنْ  
تَوَضَّأَ أَنْجَلَتْ عَقْدَةُ فَإِنْ صَلَّى أَنْجَلَتْ عَقْدَةُ فَاصْبَحَ شَيْطَانًا طَيْبَ النَّفْسِ وَالْأَ  
أَصْبَحَ حَبِيبَ النَّفْسِ كَسْلَانًا - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

১১৫২। হযরত আবু হুরাইরা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন (রাতে) শুমায়, শর্যাতান মারাদুদ তার মাথার পেছনের দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরায় শর্যাতান তার মাঝে একধার উদ্বেক করে দেয় যে, এখনো অনেক রাত বাকী। কাজেই তারে ধাকো। যে ব্যক্তি শর্যাতানের ধোকাবাজিতে না পড়ে ইবাদাতের জন্য জেগে উঠে, আর 'আল্লাহ আকবার' বলে, তার গাফলতির একটি গিরা খুলে থায়। তারপর সে ঝর্না ওজু করে, গাফলতির আর একটি গিরা খুলে থায়। আবার যখন সে নামায পড়া আর বকর ভজন তার ত্তীয় গিরা খুলে থায়। বন্ধুত এই ব্যক্তি পাক পরিত্ব হজে তোঁরে মুখ দেখে, নতুনা অপবিত্র হয়ে ভোরের দিকে কল্প অন্তর ও অলস মন নিয়ে উঠে (বুখারী-মুসলিম)।

১১৫৩-وَعَنْ الْمَعْبِرِيَّ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُورِّمَتْ  
قَدَمَاهُ ثُقِيلٌ لَهُ لَمْ يَعْصِمْ هَذَا وَقَدْ غُفرَ لَكَ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَرَ قَالَ  
أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

۱۱۵۲। ইয়রত মুগীরা রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাতে নামায পড়তে পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আপনি কেনো এতো কষ্ট করছেন। অথবা আপনার আগের ও পরের সকল গুন্য যাফ হয়ে গেছে। (একথা শনে) রাসূলুল্লাহ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবো না (বুখারী-মুসলিম)!

۱۱۵۳- وَعَنْ أَبْنَىٰ مَسْعُودٍ قَالَ ذُكِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ  
فَقِيلَ لَهُ مَا زَالَ تَائِمًا حَتَّىٰ أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالِ  
الشَّيْطَانِ فِي أَذْنِهِ أَوْ قَالَ فِي أَذْنِيْهِ - مُتَقَوْلُ عَلَيْهِ .

۱۱۵۴। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীমের সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে কথা উঠলো। তাঁকে বলা হলো, লোকটি স্বকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে থাকে, নামাযের জন্য উঠে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তির কানে অথবা তিনি বলেছেন, তার দুই কানে শয়তান পোশাব করে দেয় (বুখারী-মুসলিম)।

۱۱۵۴- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ لِيَلَهُ  
فَزَعًا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفَتْنَ  
مِنْ يُوقَطُ صَوَاحِبُ الْحُجُّرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصْلِيَنَ رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي  
الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ .

۱۱۵۴। ইয়রত উপরে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবড়িরে ঘিরে একথা বলতে বলতে ঘুম থেকে ঝেগে উঠলেন, ‘সোবহানল্লাহ’ আজ রাতে কতো ধন সম্পদ নাযিল করা হয়েছে। আর কতো ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। হজরাবাসিনীদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিবে কে? তিনি এর দ্বারা তাঁর ছীদেরকেই বুঝিয়েছেন। যেনো তারা উঠে নামায পড়ে। কতো নারী দুনিয়ায় কাপড় পড়ে আছে, কিন্তু আবিরাতে তারা নাঙা থাকবে (বুখারী)।

۱۱۵۵- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ  
رَبُّنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلُّ لِيَلَهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ الْلَّيْلِ الْآخِرِ

وَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبْ لَهُ مَنْ يُسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي  
فَأَغْفِرْ لَهُ مَمْتُقْنَ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةِ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ بَيْسْطُ بَدِيهِ يَقُولُ مَنْ يَقْرِضُ  
غَيْرَ عَدُومَ وَلَا ظُلُومَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ .

୧୧୫୫ । ହୟରତ ଆବୁ ହ୍ରାଇରା ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସୂଲୁହୁ ସାଲାହୁ ଆଲାଇହେ ଓସାଲାହୁ ଏବଂ ବଲେଛେ, ପ୍ରତି ରାତେ ଶେଷ ତୃତୀୟାଂଶେ ଆମାଦେର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ ବରକତଓସାଲା ରବ ଦୂନିଆର ଆସମାନେ ଲେମେ ଆସେନ ଏବଂ ବଲେନ, ‘ଯେ ଆମାକେ ଡାକବେ ଆମି ତାର ଡାକେ ସାଡ଼ା ଦେବୋ । ଯେ ଆମାର କାହେ କିନ୍ତୁ ଚାଇବେ ଆମି ତାକେ ତା ଦାନ କରିବୋ । ଯେ ଆମାର କାହେ କ୍ଷମା ଚାଇବେ ଆମି ତାକେ କ୍ଷମା କରେ ଦେବୋ (ବୁଖାରୀ-ମୁସଲିମ) । ମୁସଲିମ ଶରୀଫେର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଯା ଆହେ, ତାରପର ତିନି ହାତ ବାଡ଼ିଯେ ଦେନ ଏବଂ ବଲେନ, କେ ଆହେ ଯେ ଏମନ ଲୋକକେ ଖଣ ଦେବେ ଯିନି ଫକିର ନନ, ନା ଜୁଲୁମକାରୀ ଏବଂ ସକଳ ପରମ୍ପରା ଏହି କଥା ବଲତେ ଥାକେନ ।

୧୧୫୬ । سَوْعَنْ جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي  
اللَّيْلِ لِسَاعَةً لَا يُوقَفُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مَنْ أَمْرَ الدُّنْيَا  
وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ أَيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

୧୧୫୭ । ହୟରତ ଜାବେର ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ରାସୂଲୁହୁ ସାଲାହୁ ଆଲାଇହେ ଓସାଲାହୁ ଏବଂ ବଲାତେ ଶୁଣେଛି, ରାତେ ଏବଂ ଏକଟା ସମୟ ଅବଶ୍ୟାଇ ଆହେ, କୋନ ମୁସଲମନ ଯଦି ଏହି ସମୟଟା ପାଯ ଏବଂ ଆଶ୍ଵାହତାଆଲୀର କାହେ ଦୂନିଆ ଓ ଆସିରିବାର କୋନ କଞ୍ଚାଗ ଚାଯ ଅବଶ୍ୟାଇ ତାଆଲା ତାକେ ତା ଅବଶ୍ୟାଇ ଦାନ କରେନ । ଏହି ସମୟଟା ଥାରିବାକୁ ରାତେଇ ଆସେ (ମୁସଲିମ) ।

୧୧୫୮ । وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاءِدَ وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَيَامًا دَاءِدَ كَانَ  
يَنَمُّ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَشُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُغْطِرُ يَوْمًا  
مُمْتَقِنْ عَلَيْهِ .

୧୧୫୯ । ହୟରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହୁ ଇବନେ ଆମର ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ରାସୂଲୁହୁ ସାଲାହୁ ଆଲାଇହେ ଓସାଲାହୁ ଆଲାଇହେ ଓସାଲାହୁ : ଆଶ୍ଵାହ ତାଆଲାର କାହେ ସକଳ ନ୍ୟାମାଯେର ମଧ୍ୟେ ହୟରତ ଦାଉଦ ଆଲାଇହିସ ସାଲାମେର ନାମାୟ ଏବଂ ସକଳ ରୋଧୀର ମଧ୍ୟେ ହୟରତ ଦାଉଦ

আলাইহিস সালামের রোমা সবচেয়ে ক্ষেত্রে পছন্দনীয়। তিনি অর্ধেক রাত শুমাতেন। এক-তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন। তারপর রাতের ষষ্ঠাংশে আবার শুমাতেন। আর তিনি একদিন রোয়া রাখতেন এবং একদিন রোয়া ছাড়তেন (বুখারী-মুসলিম)।

**১১৫৮** - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ تَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوْلَى اللَّيْلِ وَيَعْبَدُ أخْرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِنْ كَانَ كَانَ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلْ جُنْبًا وَتَبَّ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَكَانَ لَمْ يَكُنْ جُنْبَاتٍ وَضَعْفًا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِينِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

**১১৫৯** । হযরত আয়েশা রাঃ স্বতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম রাতের প্রথমাংশে শুমাতেন, আর শেষাংশে জেগে থাকতেন। এরপর তিনি যদি তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে যাওয়া প্রয়োজন মনে করতেন যেতেম। এরপর আবার শুয়ে যেতেন। তিনি যদি ফজরের আগে আবানের সময় নাপাক অবস্থায় থাকতেন, উঠে যেতেন। নিজের শরীরে পানি ঢেলে নিতেন। আর নাপাক অবস্থায় না থাকলে ফজরের নামাযের জন্য উঞ্জু করতেন। ফজরের নামাযের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ে নিতেন (বুখারী, মুসলিম)।

### বিটীয় পরিচেদ

**১১৬০** - عَنْ أَبِي أَمَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلُكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لِكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفَّرٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَا عَنِ الْأَنْفُسِ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ .

**১১৬১** । হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, তোমাদের জন্য কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের নামায) পড়া বিশেষ প্রয়োজন কারণ এটা হচ্ছে তোমাদের আগের স্নেকদের অভ্যাস। (তাহাড়াও এই) কিয়ামুল লাইল আল্লাহর নৈকট্য লাভ আর শুনাই মাফের উপায়। তোমাদেরকে শুনাই ধেকেও (এই কিয়ামুল লাইল) ফিরিয়ে রাখে (তির্যকী)।

ব্যাখ্যা : এই হাদিসে ‘তোমাদের আগের স্নেকদের’ বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের আগের নবী-রাসূলদের ও সেই সময়ের নেক ও সালেহ স্নেকদেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহর নিকট পৌছার ও শুনাই মাফ করে নেবার জন্য

এই 'কিয়ামুল লাইল' খুবই মোক্ষয় উপায়। এই সময় আল্লাহ বাক্সাহ ফরিয়াদ জন্য আকাশ হতে সীচের আকাশে নেয়ে আসেন।

**১১৬.** وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ بِهِمُ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيلِ يُصْلِيُّ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفَّوْا فِي الصُّلُوةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفَّوْا فِي قَتَالِ الْعَدُوِّ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ .

১১৬০। ইয়রত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি ধরনের শোকদের প্রতি তাকিয়ে আল্লাহ তা'আলা হাসেন (অর্থাৎ তাদের উপর খুশী হন)। ওই ব্যক্তি যে: রাতে উঠে (তাহজুজ্জের) নামায় পড়েন। দ্বিতীয় ওই লোক যারা মায়ায়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। (তৃতীয়) ওই লোকজন যারা (বীনের) শক্তদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় (শরকে সুলাই)।

**১১৭.** وَعَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْأَخْرَ قَانِ اسْتَطَعَتْ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ أَسْنَادًا .

১১৬১। ইয়রত আমর ইবনে আবাসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শেষ রাতেই বাক্সার সবচেয়ে মিকটবর্ণী হন। তাই সে সময় তোমরা আল্লাহর জিক্রকারীদের মধ্যে শামিল হবার চেষ্টা করতে যদি পারো অবশ্যই করো (তিরমিয়ী)। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি সবদ হিসাবে হাসান, সহীহ ও গৱীব।

**১১৬২.** وَعَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَّ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَةً فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبْتَ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ أَرَحَمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ رَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبْتَ نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

১১৬২। হযরত আবু জুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাজালা ওই ব্যক্তির উপর রহস্য কর্ম যে রাতে উঠে তাহজুদের নামায পড়ে। আবার জিজের দ্বাকেও নামাযের জন্য জাগায়। যদি তুম না জাগে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ওই কীর প্রতিষ্ঠ রহস্য কর্ম যে রাতে উঠে তাহজুদের নামায পড়ে। আবার তার স্বামীকেও তাহজুদের নামায পড়ার জন্য জাগায়। যদি স্বামী ঘুম থেকে না জাগে তাহলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় (আবু সাউদ, নামায)।

১১৬৩- وَعَنْ أَبِي إِمَامٍ قَالَ قَيْلَ بْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَمِي الدُّعَاءِ إِسْمَاعِيلَ قَيْلَ جَوْفِ  
اللَّيْلِ الْأَخْرَى وَدُبْرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ .

১১৬৩। হযরত আবু উমায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজের কর্ম হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া আল্লাহর কাছে বেশী করুণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মৈধ্যরাতের শেষ ভাগের দোয়া। আর কর্মে নামাযের পরের দোয়া (তিরিয়ী)।

১১৬৪- وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرِيَ ظَاهِرَهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنَهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعْدَدَهَا  
اللَّهُ لِسِنَ الْكَلَامِ وَلَطْعَمِ الْطَّعَامِ وَتَابِعَ الصَّبِيلِ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَأَثَابَ  
نِسَامًا - رَوَاهُ البِهْرَقَيْ فِي شَعْبِ الْيَمَانِ وَرَوَى التَّرمِذِيُّ عَنْ عَلَىٰ تَحْوِهِ وَقَنِ  
رَوَائِيهِ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ .

১১৬৪। হযরত আবু মালিক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন বাসাখামা আছে যার বাইরের জিনিস ভেতরে থেকে আর ভেতরের জিনিস বাইর থেকে দেখা যায়। আর এই ক্ষমতাকান। আল্লাহ তাজাজুর্র ওই সব লোকের জন্য তৈরী করে রেখেছেন, যারা অন্য লোকের সাথে কোমল কথা বলে। (গরীব মিসকীনকে) থাবার দেয়। প্রায়ই নফল রেখ্য আথে। রাতে এমন সময় (তাহজুদের) নামায পড়ে যখন অধিকাংশ মাঝে ঘুমে নিমগ্ন থাকে (বায়হাকীর শোআবুল ইমান)। ইমাম তিরিয়ীও এই বরামদের বর্ণনা হযরত আলী রাঃ হতে নকল করেছেন। কিন্তু এদের বর্ণনায় কোমল কথা বলে-এর জামাগায় মধুর কথা বলে উক্ত হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ একই)।

১১৬৫- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان يقُومُ من الليل فتركه قياماً الليل - متفق عليه .

১১৬৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক বাস্তুর মতো হয়ে যেয়ো না। সে রাতে উঠে তাহজুদের নামায পড়তো, পরে তা ছেড়ে দিয়েছে (বুখারী-মুসলিম)।

১১৬৬- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيلِ سَاعَةً يُوقَظُ فِيهَا أَهْلَهُ يَقُولُ يَا أَلَّا تَأْوِذْنِي فَصَلَوْا فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةً يَسْتَجِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءُ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَارٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১১৬৭- হযরত খ্রিস্ট ইবনে আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য রাতের (শৈবার্শৈর ঐকটি) সময় নির্দিষ্ট ছিলো যে সময়ে তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে জাগাতেন। তিনি বললেন, হে দাউদের পরিবারের লোকেরা! (যুম থেকে) উঠো এবং নামায পড়ো। কারণ এটা এমন এক সময়, যে সময় আল্লাতুর জান্নাত দেয়ালী-কবুল করেন। কিন্তু জানুকর ও ছিনতাইকারীর দোয়া কবুল হয় না (আহমাদ)।

১১৬৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنْفَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغَرْوَطَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১১৬৯- হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উন্নত নামায ইলো মধ্য রাতের নামায (আহমাদ)।

১১৭৮- وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا

**يُصْلِي بِاللَّيلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرْقَ فَقِيلَ إِنَّهُ سَيِّنَهَا مَا تَعْوَلُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ**  
**وَالْبِهْتَقِيُّ فِي شَعْبِ الْأَنْعَامِ**

১১৬৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাস্তুদ্বারা সাম্ভাগ্রাহ আলাইহি ওয়াসাম্ভামের নিকট এলো এবং তাকে বললো, অশুক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে। রাস্তুদ্বারা সাম্ভাগ্রাহ আলাইহি ওয়াসাম্ভাম বললেন : খুব শীত্র তার নামায তাকে একাজ হতে বিরত করবে, তার যে কাজের কথা তুমি বলছো (বায়হাকী)।

১১৬৯-**وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلَ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيلِ فَصَلَّى أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتُبًا فِي الدَّاكِرِينَ وَالْدَّاكِرَاتِ - رَوَاهُ أَبُو دَعْدَدُ وَابْنُ مَاجَةَ**

১১৭০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন। রাস্তুদ্বারা সাম্ভাগ্রাহ আলাইহি ওয়াসাম্ভাম বলেছেন : যদি কেবল ব্যক্তি আর ত্রীকৃত ঘূর্ম থেকে জাগায় ও উঁচেয়ে একত্রে নামায পড়ে অথবা তিনি একথা বলেছেন, তাদের প্রত্যেকে দুই রাকআত করে নামায একত্রে পড়ে, তাহলে তাই দুই (বায়ী শ্রী) ব্যক্তির নাম আলাইহকে শরণকারী পুরুষ ও ত্রীলোকের দলের শধ্য গুণ হবে (আবুদ্বাট্টেড ইবনে মাজা)।

১১৭১-**وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَافُ الْمُتَّقِينَ حَمْلُهُ الْقُرْآنُ وَاصْحَاحُ اللَّيْلِ - رَوَاهُ الْبِهْتَقِيُّ فِي شَعْبِ الْأَنْعَامِ**

১১৭০। হযরত আবদুদ্বারা ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্তুদ্বারা সাম্ভাগ্রাহ আলাইহি ওয়াসাম্ভাম বলেছেন : আমার উপরাকের মধ্যে সবচেয়ে আশেপাশে অর্ধাঙ্গট্রুট পর্যাপ্ত ব্যক্তি তারাই, যারা কোরআমের রাহক ও রাতের জাগুরগুরুরী (নামাযী) (বায়হাকী)।

১১৭২-**وَعَنْ أَبْنَى عَمْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ بِهِ جَنَاحَ لِذَا كَانَ مِنْ أَخْرِ الْلَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ يَقُولُ لَهُمُ الصَّلَاةُ شَهِيْدُهُ هَذِهِ الْأَيَّةُ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَكَصِيرٌ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكُ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّغْوِيَ - رَوَاهُ مَالِكُ**

১১৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা হযরত উমর ইবনুল খাতাব রাঃ রাতে আল্লাহর মর্জিয়াতো নামায পড়তেন। রাতের প্রেক্ষণে নিজে পরিহারকে নামায পড়বার জন্য উঠিয়ে দিতেন। তিনি তাদের বলতেন, নামায পড়ো। আরপর এই আয়াত পড়তেন : “ওয়ায়ুর আহসাকা বিস-সালাতে ওয়াসাতাবের আলাইহা লা নাসআলুকা রিয়কান। নাহনু নারজুকুকা। ওয়াল-আকিবাতু লিজ-আকওয়া”। “তোমার পরিবারের লোকজনদেরকে নামাযের হক্ক কর্তৃ থাকো। বিজেও (এই কষ্টের) জন্য সবর কর্তৃ থাকো। আমি তোমার কাছে রেজেক চাই না। রেজেক তো আমিই তোমাকে দান করি। আখিয়াতের কল্যাণ তো পরহেজগার লোকদের জন্য” (মালিক)।

### ٣٤- بَابُ التَّعْذِيدِ فِي الْعَمَلِ

#### ৩৪- আমলৈ অবিসাম্য বজায় রাখা

##### প্রথম পরিহেন

١١٧٢- مَنْ لَنِسَ فَهَلَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْتَرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّىٰ تَظَنَّ أَنَّ لَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا وَيَصُومُ حَتَّىٰ تَظَنَّ أَنَّ لَا يُفْتَرُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَأَ، أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصْلِيًّا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا تَأْتِي إِلَّا رَأَيْتَهُ  
-رواه البخاري۔

১১৭২। হযরত আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুরাসাল্লাম কেবল মাসে ক্রেতাইন কাটাতেন। এখনকি অবসর ফল করতাম, তিনি হচ্ছেন এ মাসে ক্রেতাই করবেন না। আবার তিনি ক্রেতাই করতে থাকতেন। আমরা মনে করতাম, তিনি ক্রেতাই এ মাসে ক্রেতাই করবে ক্রেতাই দেবেব না। ক্রমে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুরাসাল্লামকে রাতে অবসর পাব অবসর দেবেকে দেও, তাহলে দেখতে পাবে তিনি নামায পড়ছেন। আবার তুমি যদি সুন অবসর দেবেকে ছাঁও তাহলে দেখতে পাবে তিনি তিমি ঘুমাচ্ছেন (বুশারী)।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্য হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুরাসাল্লাম একজন ইবাদাতে ইন্দুরাজ ভাবস্থান বজায় রাখতেন। তিনি একাধােরে নাজুক ক্ষেত্রে বস্তাতেন না। আবার একাধােরে নফুল রোধা ছেড়েও দিতেন না। ঠিক এজাবে তিনি রাতে তাহাঙ্গুদের নামাযও পড়তেন, আবার রাতে ঘুমাতেনও। অতিটা জিহিসের হক আবায় করে দিয়ি করতেন।

١١٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْبَدَ الْأَعْمَالَ إِلَى اللَّهِ أَدْوِمُهَا وَإِنْ قَلَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৪। হ্যান্থা ৩ অর্থাৎ যে কোম নকল ইবাদাত কর হলেও কিরামিতভাবে করে ফায়দা হলো আল্লাহর কাছে খির। কোন আমল মাঝেমধ্যে বেশী পরিমাণ করা আবার ক্ষেত্রে মাঝে একেবারে ছেড়ে দেয়া আল্লাহর অপছন্দ।

ব্যাখ্যা ৩ অর্থাৎ যে কোম নকল ইবাদাত কর হলেও কিরামিতভাবে করে ফায়দা হলো আল্লাহর কাছে খির। কোন আমল মাঝেমধ্যে বেশী পরিমাণ করা আবার ক্ষেত্রে মাঝে একেবারে ছেড়ে দেয়া আল্লাহর অপছন্দ।

١١٧٤ - وَعَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يِمْلِ جَهْنَمَ تَمْلُؤُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৪। হ্যান্থা ৩ অর্থাৎ আল্লাহর কাছে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এতো পরিমাণ আমল করো যতো পরিমাণ আমল করতে তোমরা সমর্থ। কারণ আল্লাহ তাজালা (সওয়াব দেবার সময়) অপারগ হবেন না, যতক্ষণ তোমরা অপারগ না হবে (বুখারী-মুসলিম)

ব্যাখ্যা ৩ অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে তুমি যদি ইবাদাত ছেড়ে না দাও, তোমার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কর হলেও তুমি ইবাদাত করে যাও, তাহলে আল্লাহর ভাগ্যের ছোট নয়। তিনি এই কর্ম আমলেও তোমাকে অধিক সওয়াব দান করতে পারেন।

١١٧٥ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَلَذَا فَتَرَ خَلِيقَهُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৭৫। হ্যান্থা অনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো উচিং ততোক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়া করতোক্ষণ সে সত্তেজ থাকে। ক্ষান্ত হয়ে গেলে সে বেনো বসে যায় (অর্থাৎ নামায না পড়ে)। (বুখারী-মুসলিম)।

١١٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا نَعْسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّ فَلَيْرُقْدَ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ أَذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَلْزِمُ بِسْتَغْفِرَ فَيَسْبُبُ نَفْسَهُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

۱۱۷۶ । হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি নামায পড়া অবস্থায় বিমাতে উঠে করে তখে সে যেনেো ওয়ে পড়ে, ঘূমিয়ে থায় । কারণ তোমাদের কোন ব্যক্তি নামায পড়তে পড়তে খিমায আৰু ঘুমের ঘোৱে বলতে পাৰে না, সে কি পড়ছে । হতে পাৰে সে আল্লাহৰ কাছে মাগফিৰাত কামনা কৰতে গিয়ে খিমানীৰ কারণে নিজেকে গালি দিয়ে বসে (বুখারী-মুসলিম) ।

۱۱۷۷ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ بِسِرِّهِ وَلَكِنْ يُشَادُ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَارُبُوا وَأَبْشَرُوا وَأَسْتَعْيَنُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلُجَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ।

۱۱۷۷ । হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিচ্যই দীন সহজ । কিন্তু যে ব্যক্তি দীনকে কঠিন কৰে তুলে, দীন তাকে পুরাতৃত কৰে । অতএব দীনেৰ রূপাবে মধ্যম পঞ্চা অবস্থন ও সাধ্য অনুযায়ী আমল কৰবে, নিজেও অন্যকে শুভসংবাদ দিবে । সকলে, সকলায়, রাতেৰ শেষভাগে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য কামনা কৰবে (বুখারী) ।

۱۱۷۸ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْئِيْهِ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ حَلَةِ الْفَجْرِ وَصَلَادَةِ الظَّهَرِ كُتِبَ لَهُ كَائِنًا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ ।

۱۱۷۸ । হযরত খুমুর রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি রাতেৰ বেলা তার নিয়মিত ইবাদত অথবা তার আংশিক না কৰে ঘূমিয়ে গেলো । তারপৰ সে ফজৰ ও যোহুরেৰ মধ্যবর্তী সময়ে তা কৰে নিলে যেনেো সে রাতেই তা পড়েছে বলে গণ্য হবে (মুসলিম) ।

۱۱۷۹ - وَعَنْ عُمَرْ كَبِيرٍ بْنِ حَصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ।

۱۱۷۹ । হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নামায দাঁড়িয়ে পড়বে । যদি তাতে সক্ষম না

হও তাহলে বসে পড়বে। যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে (গুরু) কাত হয়ে পড়বে (বুখারী)।

۱۱۸۰- وَعَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ إِنَّ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ - رَوَاهُ البُخَارِيُّ

۱۱۸۱। ইয়রত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতেই এই হাদীসটি বর্ণিত। তিনি কেবল ব্যক্তির বসে বসে (নফল) নামায পড়া সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করলেন। রাস্তুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি দাঢ়িয়ে পড়তো উন্নত হতো। যে ব্যক্তি বসে বসে নফল নামায পড়বে সে দাঢ়িয়ে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সময়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শয়ে নামায পড়বে সে বসে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সময়াব পাবে (বুখারী)।

۱۱۸۱- وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَوْيَ إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا وَذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يُذْرِكَهُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَقْلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيمَانًا وَذَكْرَهُ النَّوْمِ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرَوَايَةِ أَبْنِ السَّنْدِيِّ

۱۱۸۱। ইয়রত আবু উমায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে উনেছি : যে ব্যক্তি পাক পবিত্র হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে, রাতে যতোবার সে পাঞ্চ বদলাকে এবং আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আধিকারের কোন কল্যাণ কামনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সে কল্যাণ অবশ্যই দান করবেন (ইবনুস সুন্নীর বরাতে ইমাম নবীর কিতাবুল আয়কার)।

۱۸۲- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَوَسُولُ اللَّمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلٍ يَرْجُلُ ثَارَ عَنْ وَطَانِهِ وَلَحَافَهُ مِنْ بَيْنِ حَبَّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِيِّ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوَطَانِهِ مِنْ بَيْنِ حَبَّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَوَتِهِ رَغْبَةٌ فِيمَا عِنْدِي وَشَفْقَةٌ مِمَّا عِنْدِي وَرَجَلٌ

غَرِّاً فِي سَبِيلِ اللهِ فَانهَزَمُوا مَعَ اصحابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْانهَزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَنْظُرُوا إِلَيَّ عَبْدِيْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْ حِسَابِهِ وَشَفَقَأَ مَمَّا عَنْدِيْ حَتَّى هُرِيقَ دَمَهُ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ

১১৮২। ইফরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তাআলা খুব খুশী হন। এক ব্যক্তি যে নিজের মরম তুলতুলে বিছানা ও প্রিয় জ্ঞান থেকে পৃথক হয়ে তাহাঙ্গুল নামধরের জন্য উঠে যায়। আল্লাহ এ সময় তার ফিরিশতাদেরকে বলেন, আমার বাচ্চার দিকে তাকাও। সে আমার কাছে থাকা জিনিস প্রবাস আছে (সওয়াব, জাল্লাত) এবং আমার কাছে থাকা জিনিসকে তয় করে (জাহান্নাম ও আদাব) নিজের নরম ফুলতুলে বিছানা ও জ্ঞান মধুর সমন্বিধি ছেড়ে দিয়ে নামধর (তাহাঙ্গুল) পঞ্চার জন্য উঠে পড়েছে। আর দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে যুক্ত করেছে। (কোন ওজর ছাড়া) যুক্তের যয়দান থেকে সঙ্গী সাথী নিয়ে ভেগে এসেছে। কিন্তু এভাবে ডেশে আসায় আল্লাহর আপ্তি ও ফেরত আসায় শুনাইর কথা অনেক পঞ্চায়-আবাস যুক্তের ময়দানে ফিরে এসেছে। আল্লাহর দুশ্মনদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছে। আল্লাহ তার ফিরিশতাদের বলেন, আমার বাচ্চার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখো, যারা আমার নিকট থাকা জিনিস (জাল্লাত) পাবার জন্য ও আমার নিকট থাকা জিনিস (জাহান্নাম) থেকে বাঁচার জন্য যুক্তের যয়দানে ফিরে এসেছে, জীবনও দিয়ে দিয়েছে (শর্হে সুন্নহ)।

১১৮৩- عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَصْلَوَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نَصْفِ الصَّلْوَةِ قَالَ فَاقْبِضْهُ فَوَجَدَهُ بَصَلَى جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلَيْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ حَدَثَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ حَصْلَوَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نَصْفِ الصَّلْوَةِ وَلَنْتَ تُصْلِيْ قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّ لَسْتُ كَاحِدِ مِنْكُمْ - وَوَأَمْسِلْمُ .

১১৮৪। ইফরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বসে (নক্ষল) নামায পঞ্চলে, পাঁতিয়ে নামায পঞ্চার অধেক সওয়াব পাওয়া যায়। ইফরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে

ବନ୍ଦେ ନାମ୍ରାୟ ପଢ଼ିଛେବେ । (ନାମ୍ରାୟ ଶେଷ ହସାର ସବ୍ର) ଆସି ରାମୁଳେର ଯାତ୍ରାର ଶାତ ଯାଏଇଥାମ । କିମି କଲାଜେନ, ଆବନ୍ଧାର ଇଲନେ ଅବସର । କି ହେଯେହେ? ଆସି ମିଶ୍ରମିନ୍ କରାଗଲାଏ । ତେ ଆବନ୍ଧାର କାମକୁ । କାମାକେ, ତୋ କଲା ହମାରେ ବେ, ରାମୁଳ୍ଲାହ ସମ୍ମାନାହୁ ଅବସରି ଓ ଯମିନାମ୍ବିନ କରିଛେବୁ । ବନ୍ଦେ ନାମ୍ରାୟ ଆଦିକାରୀଙ୍କ ନାମାବେ ଅର୍ଥକୁ ସଖାବ ବର । ଯାହାଚ ଆପଣି ବସେ ବସେ ନାମ୍ରାୟ ପଡ଼ିଛେ । ଉତ୍ତରେ ମିଶ୍ରମି କଲାଜେନ, ସାଂଭାଇ ବିଜୁ, ଆସି ତୋ ତୋମାଦେର ଯତୋ ନଈ (ମୁସଲିମ) ।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তুমি অন্যদের সাথে আমাকে অথবা আমার সাথে অন্যদের তুলনা করো না। এটা তেওঁ আমার বৈশিষ্ট্য। কাজেই তোমাদের মতো লোকেরা খতো বেশী পারে সঙ্গমারু পারার চেষ্টা করবে।

١٧٣) أَتَوْنَ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ خَرَاعَةَ لِسْعَقَنْ صَلَّيْتُ فَلَا تَسْهِبْ مَكَانَهُمْ حَابِيًّا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهُمُ الظَّلَّوَةُ يَأْبَلُ أَرْسَنَا بِهَا حَرَّاًهُ أَبُودَارَهُ

১৮৪ | হ্যৰত সালিম ইবনুল জাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো যোগের  
এক বাস্তি বললো, হায় আমি যদি নাম্মায পর্যন্তে পড়াকৰি, আমার পেছুয়া। লোকেরা  
তার কথা শনে খুরাপ মনে করলো। তখন লোকটি বললো, আমি রাস্তায়ে সাজাতেই  
আমার এই শ্রদ্ধাসামাজ্যের বলতে অনেকি হে তিনি। নাম্মের কাছে যাবেন বলুণে।  
এর ফলো আমাকে আমার দাও (আবু দাউদ)।

ব্যক্তি : 'আম' পাবার কথা বলে শোকটির উদ্দেশ্য হিলো নামায়ে আরাধ ও অগ্রাহি পাখা ঘূর্ণ নামায় পড়ে এই শাস্তি ও পরিত্বষ্টি লাভ করা। কিন্তু যারা তার কথা উন্মেছেন তারা এর অর্থ কঠোরেন নামায়কে ওই ব্যক্তি বোঝা যান করেছে, তাই সামাজিক ক্ষেত্রে সে বোঝাযুক্ত হতে চায়। এজন্য শোকটি রামসূলাহুর উদ্বৃত্তি দিয়ে ডাকন প্রয়োগ করা দর কঠোরেছে।

৩৫-বেতনের নামায

مَنْ مَنَ لِهِنْ عَوْقَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ عَلَى  
مَشِيْ مَنِيْ فَإِذَا حَسِيْ أَحَدُكُمُ الصَّبَعَ صَلَّى رَجْعَةً وَاحْدَادًا ثُوَرَّ اللَّهُ مَا  
خَفَفَ لَهُ وَجْهَنَّمَ

১১৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রাতের (মফল) নামায দুই রাকআত করে (পঞ্চতেজ হল)। কারো ক্ষেত্রে হয়ে যাবার আশেকা বেধ হলে সে ঘেনো (দুই রাকআতের) সাথে আরো এক রাকআত পড়ে নেয়। তাহলে এই রাকআত আগে পড়া নামাযকে বেতের করে দেবে (বুখারী-মুসলিম)।

১১৮৬-وَعِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ أَخْرِ اللَّيْلِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে এই হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ রাতে বেতরের নামায পড়া উচ্চম। আর বেতের এক রাকআত শেষ রাতে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বেতরের নামায এই এক রাকআতই মনে করেন। ইমামু আবু হানিফাসহ অন্যান্য ইমামের মত হলো, রাতে দুই রাকআত করে নফল নামায পড়তে থাকবে। রাত শেষ হয়ে আসলে শেষ দুই রাকআতের সাথে আর এক রাকআত মিলিয়ে মোট তিনি রাকআত পড়ে নেবে। তিনি রাকআতই হলো বেতেরের নামায। বেতের বা বেজোড়ই হলো বেতরের নামায।

১১৮৭-وَكَفَىْ فَارِسَةً بِالْوَتْرِ تَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوتَرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا فِيْ أَمْرِهِ - كُفُّقٌ عَلَيْهِ

১১৮৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (তাহাজুদের সময়) তেরো রাকআত নামায পড়তেন। তেরো রাকআতের মধ্যে পাঁচ রাকআত বেতের। আর এর মধ্যে (পাঁচ রাকআতের) শেষ রাকআত ছাড়া কোন রাকআতে 'তাশাহদ' শব্দার জন্য বসতেন না (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক নিয়মেই নামায পঞ্চতেজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে এটিও একটা পঞ্চত। এই নিয়মটি ছিলো প্রথমে তিনি চার সালামের সাথে দুই দুই রাকআত করে আট রাকআত নামায পড়তেন। সর্বশেষ পাঁচ রাকআত এক 'তাশাহদ' ও এক সালামে পড়তেন। এই পাঁচ রাকআতে বেতেরের নামাযও শামিল থাকতো।

۱۲۸ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَنْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَبْشِنِيْ عَنْ حُلْقِ سُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ السَّنَّتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَلْتُ يَلِيْ قَالَتِ قَلِيلٌ حُلْقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ قُلْتُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَبْشِنِيْ عَنْ وَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ كُنْتُمْ بَعْدَ لَهُ سَوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَبَيْعَثَهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ الظِّلِّينَ فَيَسْسُوْكُنَّ  
وَتَشْوِصُهُ وَصَلَّى تَسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي التَّاسِمَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ  
وَبِحَمْلِهِ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ لَا يُسْلِمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ  
وَبِحَمْدِهِ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسْلِمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسْلِمُ  
وَهُوَ قَاعِدٌ فَتَلَكَّ أَحَدُ عَشَرَةِ رَكْعَةٍ يَا بْنَى فَلَمَّا أَسْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ الْلَّحْمَ أَوْ تَرَبِيعَ وَصَنْعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ حِسْنِهِ فِي  
الْأُولَى فَتَلَكَ تَسْعَ يَا بْنَى وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى  
صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يَدُاْمِ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ  
صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثَنَقَ عَشَرَةَ رَكْعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَرَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ  
رَمَضَانَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১৮৮। হযরত সা'দ ইবনে হিশাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুহেনীন হযরত আয়েশার নিকট গোলাম - তাঁর কাছে নিবেদন করলাম,- হে উম্মুল মুহেনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহর 'খুলুক' (স্বভাব-চরিত্র) সম্পর্কে কিছু বলুন। হযরত আয়েশা বললেন, তুম কি কুরআন পড়ো না? আমি বললাম, হ্যাঁ পড়ি। এবার তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর চরিত্র হিচো আল-কুরআন। আমি আবেদন করলাম, হে উম্মুল মুহেনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাম্মানিত আলাইছি ওয়াসাম্মামের বেতের সম্পর্কে ব্যক্তি। তিনি বললেন, (বাতের বেতের মাঝামের জন্য) আমি আপ থেকেই রাসূলুল্লাহর মিসওয়াক ও ওজুর পানির ব্যবস্থা করে রাখতাম। আল্লাহ তাওলা যখন তাঁকে ঘূর হতে উঠাতে চাইতেন, উঠাতেন। তিনি প্রথমে মিসওয়াক করতেন, তারপর ওজু

বস্তেন ও নয় রাকআত নামায পড়তেন। অষ্টম রাকআত ছাড়া কোন রাকআতে  
তিনি বস্তেন আ। আট রাকআত পড়া শেষ হলে (তামাহদের) জন্য বস্তেন।  
অষ্টম রাকআত করতেন। ধাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর কাছে দোয়া করতেম অর্থাৎ  
আশেছিয়াছ পড়তেন। তারপর সালাম ফিরানো ছাড়া নবম রাকআত পড়ার জন্য  
দাঁড়িয়ে বেস্তেন। নবম রাকআত পড়া শেষ করে তামাহদের পড়ার জন্য বস্তেন।  
অষ্টম রাকআত করতেন। তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর কাছে দোয়া করতেন (অর্থাৎ  
তামাহদের পড়তেন)। এরপর আমাদেরকে শুনিয়ে সশব্দে সালাম ফিরাতেন। তারপর  
বসে বসে দুই রাকআত পড়তেন হেবলস। এই মোট শোলো রাকআত হলো।  
একগুরু বখন তিনি বার্ধক্যে পৌছে গেলেন এবং তাঁর দেহ ভারী হয়ে গেলে, তখন  
বেতেরসহ সাত রাকআত নামায পড়তেন। আর আগের মতোই দুই রাকআত বসে  
বসে পড়তেন। প্রিয় বক্তব্য এই মোট স্বল্প রাকআত হলো। রামানুজ জ্ঞান নামায  
পড়লে, তা বিস্তৃত পড়তে পদ্ধতি পদ্ধতি করতেন। কেবল দিন বন্দি ঘৃণ বেশী হয়ে যেতো  
অথবা অন্য কোন অসুবিধা দেখা দিতো, যাতে তাঁর পক্ষে রাতে দাঁড়ানো সম্ভব হতো  
বা তামাহদের ক্ষেত্রে যানো রাকআত নামায পড়তে নিতেন। আমের জন্য মনে,  
মুকুলভাব (সা) করনো এক রাতে পুরাকুরআন পড়েনলি। অথবা তোর পর্যন্ত সারা  
রাত ধরে নামায পড়েননি এবং রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে পোতা খাস রোগ  
রাখিয়ে (মুসলিম)।

وَعَنْ لَبِيِّ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْلَانَ الْمَخْرِ  
صَلَاتُكُمْ بِاللَّيْلِ وَرِبَأً—رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(১৫৩)। ইবনত আব্দুল্লাহ ইবনে উবায় (যাঃ) এতে বর্ণিত। নবী সান্দুজ্জাম অবলুজ্জিহ  
ও নামায বলেছেন। তোমরা তোমাদের রাতের নামাযের শেষ নামাযকে বেতের  
করিবে (মুসলিম)।

وَعَنْ هَذِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْرِغُ الْمَسْجِدُ

سَرِيرَةُ مُسْلِمٍ

গুরু প্রতিক প্রকার অবলুজ্জাম বলে আছেন (যা): প্রেক্ষ কোরালিমানি বর্ণিত। নবী  
সান্দুজ্জাম অবলুজ্জিহ ও নামায বলেছেন। তোমরা (জেবেল জুবাল মুকুল প্রাতে)  
নামায করাবে পর্যায় কর্তৃত করিবে (মুসলিম)।

وَعَنْ جَابِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِ الْمَسْجِدِ

لَا يَقُومُ مِنْ أَخْرِ الظَّلَلِ فَلِيُوْتُرْ أَوْلَهُ مِمَّنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومُ لِآخِرِهِ فَلِيُوْتُرْ أَخْرِ الظَّلَلِ هَلْكَنْ صَلَوةً لِآخِرِ الظَّلَلِ مَشْهُورَةً وَذَلِكَ أَفْضَلُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯১। হযরত জ্ঞানির রাত্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির শেষ রাতে না উঠতে পারার আশঙ্কা আছে সে যেনে-প্রাথম রাত্তির বেতেরের নামায পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে আশা করে, সে যেনে শেষ রাত্তির বেতেরের নামায পড়ে। কারণ শেষ রাত্তির নামাযে ফিরিশতাগণ উপস্থিত হন। আর এটাই অধিক উত্তম (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এ সময় একদল ফিরিশতা আসমানে চলে যায়। আর একদল ফিরিশতা জ্ঞানি-সারিত্ব-পক্ষনে আসে। উভয় দলই এ সময়ের নামাযদেরকে নামাযে রাখতে পায়। তবুও আল্লাহর কাছে এই সাক্ষ দেয়।

১১৯২- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ الظَّلَلِ أَوْلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوْلِ الظَّلَلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَأَنْتَهِي وَثِرَةَ الْسَّجْدَةِ - كِتْبَةِ مُحَمَّدٍ ১১২- হযরত আবেশা রাত্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্তির প্রত্যেক অংশেই বেতেরের নামায পড়েছেন- প্রথম রাত্তির (এশোর নামাযের পরপর) মধ্য রাতেও এবং শেষ রাতেও। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বেতেরের নামাযের জন্য রাতের সাহরীর সময় (শেষতাগ) নির্দিষ্ট করে ফিরিশতেন (বুখারী-মুসলিম)।

১১৯৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي حَلَّيْلٌ بِثَلَاثِ صَيَامٍ بِلَائِكَةِ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتِ الصُّبْحِيِّ وَأَنْ أُوتَرَ قَبْلَ آنِ الْأَيَّامِ - مُتَلَقٌ عَلَيْهِ

১১৯৩। হযরত আবু হুরাইরা রাত্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জন্য (রাসূলুল্লাহ) আমাকে তিমটি ব্যাপারে ওসম্যাত করেছেন : প্রতি মাসে তিনটি করে রোব্যা রাত্তি, মোহার দুই রাত্তি আত নামায (ইশরাক অথবা চাপ্ত) পড়াতে এবং পুরুরাব স্নানে বেতেরের নামায পড়াতে (বুখারী-মুসলিম)।

### কিতাবুস সালত

১১৯৪- عَنْ غُضِيفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي أُخْرِهِ قَالَتْ رِبِّيَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبِّيَا اغْتَسَلَ فِي الْخَرِفِ قَلَتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قَلَتْ كَانَ يُوتَرُ أَوْ أَوْلَى اللَّيْلِ أَمْ فِي أُخْرِهِ قَالَتْ رِبِّيَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبِّيَا أَوْتَرَ فِي أُخْرِهِ قَلَتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَاعَةً قَلَتْ كَانَ يَعْهُرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ يَخْفِتُ قَالَتْ رِبِّيَا جَهَرَ بِهِ وَرَبِّيَا حَفَّتُ قَلَتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ مُورُوئِي لِهِنْ مَاجَةُ النَّصْلِ الْآخِرِ .

1194। ইয়রত শুদাইফ ইবনে হারিস ছতে বর্ণিত। তিনি বলশেন, আমি ইয়রত আয়েশা রাধ-কে জিজেস করলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসল রাতের প্রথম অংশে অথবা শেষ অংশে করতেন। ইয়রত আয়েশা বলশেন, কোন সময় তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এবং কোন সময় রাতের শেষ প্রহরে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অনেক বড়। সব প্রশংসাই আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি দীনের কাজের ব্যাপারে সহজ (ক্ষবস্তা) করে দিয়েছেন! আবার তিনি জিজেস করলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বেতেরের নামায রাতের প্রথম ভাগে পড়ে নিতেন না শেষ ভাগে পড়তেন? ইয়রত আয়েশা বলশেন, তিনি কখনো রাতের প্রথম ভাগেই পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাতে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা অনেক বড়। সব প্রশংসা তাঁর যিনি দীনের কাজ সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি আবার জিজেস করলেন, তিনি কি তাহাঙ্গুদের নামাযে অথবা অন্য কোন নামাযে আওয়াজ করে কেরাওআত পড়তেন অথবা আস্তে আস্তে? তিনি বলশেন, কখন তো আওয়াজ করে কেরাওআত পড়তেন, আর্বার কখনো অস্পষ্ট স্বরে। আমি বললাম, আল্লাহ অনেক বড় ও সব প্রশংসা তুঁরই প্রাপ্য, যিনি দীনের কাজ সহজ করে দিয়েছেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। ইবনে মাজাহ এই বর্ণনায় শুধু শেষ অংশ (যাতে কেরাওআস্তের উল্লেখ হয়েছে নকল করেছেন)।

1195- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَبْسٍ قَالَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ بَكْمٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتَرُ قَالَتْ كَانَ يُوتَرُ بِارْبَعٍ وَثَلَاثَ وَسَتَّ وَثَلَاثَ وَسَمَانٍ وَثَلَاثَ وَعَشْرَ وَثَلَاثَ وَلَمْ يَكُنْ يُوتَرُ بِانْفَصَمَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةً - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

১১৯৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাঃ-কে জিজেস করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে রাকআত বেতেরের নামায পড়তেন। হযরত আয়েশা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চার ও তিন (অর্থাৎ সাত), আবার কখনো ছয় ও তিন (অর্থাৎ নয়), কখনো আট ও তিন (অর্থাৎ এগারো) আবার কখনো দশ ও তিন (অর্থাৎ তেরো) রাকআত বেতেরের নামায পড়তেন। তিনি সাতের কম ও তেরোর বেশী বেতেরের নামায পড়তেন না (আবু দাউদ)।

১১৯৬-وَعَنْ أَبِي أُبْيَوْبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتْرُ  
حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ فَلِيَفْعُلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ  
بِشَّالَاتٍ فَلِيَفْعُلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِواحِدَةٍ فَلِيَفْعُلْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ  
وَأَبْنُ مَاجَةَ .

১১৯৬। হযরত আবু আইয়ুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বেতেরের নামায প্রত্যেক মুসলমনের আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তাই যে ব্যক্তি বেতেরের নামায পাঁচ রাকআত পড়তে চায় সে যেনো পাঁচ রাকআত পড়ে। যে ব্যক্তি তিনি রাকআত পড়তে চায় সে যেমনো তিনি রাকআত পড়ে। আর যে ব্যক্তি এক রাকআত পড়তে চায় সে যেনো এক রাকআত পড়ে (আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজা)।

১১৯৭-وَعَنْ عَلَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ وَتَرْ  
يُحِبُّ الْوَتْرَ فَأَوْتِرُوهُ بِآهْ الْقُرْمَانِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ .

১১৯৮। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ তাআলা বেতের (বেজোড়)। তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন।' অতএব হে কুরআনের বাহকেরা! তোমরা বেতের নামায পড়ো (তিরিমিয়া, আবু দাউদ, নাসাই)।

১১৯৯-وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَقَالَ أَنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ حِمْرَ النَّعْمَ الْوَتْرُ جَمِلَهُ  
اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاتَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو  
دَاوُدُ .

• ۱۱۹۸ | ইয়রত খারিজা ইবনে হোজাফা রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দুজ্জাহ আলাইহি শুয়াসান্নাম বলেছেন, আপ্তাহ তাওলা এমন এক নামায দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন (পাঞ্জেগীলা নামায ছাড়া) যা তোমাদের জন্য লাল উচ্চের চেয়েও অনেক উচ্চ। তা হলো বেতেরের নামায। আপ্তাহ তাওলা এই নামায তোমাদের জন্য ইশ্বার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (তিরমিয়ী ও আবু দাউদ)।

• ۱۱۹۹ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرٍ فَلَيَصِلَّ أَذًى أَصْبَحَ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مَرْسَلاً.

۱۱۹۹ | ইয়রত যায়দ ইবনে আসলাম রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্দুজ্জাহ আলাইহি শুয়াসান্নাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বেতেরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে (আর উঠতে পারেনি), সে যেনো (ফজরের নামাযের আগে) ভোর হয়ে গেলেও তা পড়ে নেয় (তিরমিয়ী মুরসাল হাদীস হিসাবে বৰ্ণনা করেছেন)।

• ۱۲۰۰ - حَرَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُهُ حَانِثَةَ بَلَىٰ شَنِيْقَ كَانَ يَوْمَ تَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلِيِّ يَسْبِعُ أَسْمَرَ رِبَكَ الْأَعْلَىٰ وَكَفِيَ الْفَاطِيَّةَ بَقْلُ يَا إِيْهَا الْكَافِرُونَ وَقَنِ الْثَالِثَةَ بَقْلُ هُوَ لِلَّهِ أَحَدٌ وَالْمُعْوَدَتَيْنِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزِي وَرَوَاهُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي بنِ كَعْبٍ وَالْأَدَمِيِّ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ وَلَمْ يَذْكُرَا وَالْمَغْوَذَتَيْنِ .

۱۲۰۰ | ইয়রত আবদুল আজীজ ইবনে জুবাইজ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইয়রত আয়েশা রাঃ-কে জিজেস করেছিম, রাসূলুল্লাহ সান্দুজ্জাহ আলাইহি শুয়াসান্নাম বেতেরের নামাযে কোন কোন সূরা পড়তেন? ইয়রত আয়েশা রাঃ বলেছেন, তিনি প্রথমে রাকআতে 'সাকেবহিস্মা রবিকাল আলা', বিত্তীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আইয়্যহাল কাফিল' এবং তৃতীয় রাকআতে 'কুল হাম্মাজ আহাদ', 'কুল অটুজ বিরবিকল কালাক' ও কুল আউজ বিরবিকলসে পড়তেন (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)। এই বৰ্ণনাটিকে ইমাম মোসাফি ইয়রত আবদুর জাহান ইবনে আবজা হচ্ছে, ইমাম আহমদ ইয়রত উবাই ইবনে কাশ থেকে এবং দায়িত্বী ইয়রত ইবনে আবজা থেকে নকশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ও দায়িত্বী লিঙ্গেদের বৰ্ণনায় 'মোগাবেজাতাইন' উল্লেখ করেছেন।

١٢٠١ - وَعَنْ حَسْنِ بْنِ عَلَىٰ قَالَ عَلِمْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقْرَلَهُنَّ فِي قُوْتِ الْوَتْرِ اللَّهُمَّ أَهْلَتِنِي فِي مِنْ هَذِهِتِ وَعَافَنِي فِي مِنْ حَافَيْتَ وَتَوَلَّتِي فِي مِنْ تَوْلِيَتْ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَهُ وَقُنِيْ شَرًّا مَا قَضَيْتَ فَانِكَ تَقْضِيْ لَا يُقْضِيْ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يُنْدُلُّ مِنْ وَالْيَتْ تَبَارِكْتَ رَبِّنِيْ وَتَعَالَيْتَ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْمَدْرَمِيُّ

১২০১। ইয়রত হাসান ইবনে আলী রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাম্যানুষ্ঠান সালাত্বাহ আলাইছি ওয়াসাল্লাম বেতৈরের দোয়া কুনুম পঢ়ার জন্য আমাকে কিছু কাশেমা শিখিয়েছেন। সেই কাশেমাগুলো হলো, “আল্লাহ়ম্যাহদিনী ফিমান হাদাইতা ওয়া আফেনী ফিমান আফাইতা। ওয়া তাওয়াল্লামী ফিমান তাওয়াল্লাইতা। ওয়া বারেক ফি ফিলা আভাইতা। ওয়াকেনী শোররা যা কাদাইতা। ফাইন্নাকা তাক্দী ওয়ালা ইযুক্দা আলাইকা। ইবাহ লা ইয়াখেলু মান ওয়ালাইতা। তাবারাকতা রক্বামা ওয়া তাআলাইতা।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো ওই সবলোকের সাথে বাদের ভূমি হিদায়াত দান করেছো (নবী রাম্যানুগ্ন)। তুমি আমাকে দুনিয়ার পিলাম আশল দেবে রক্ষা করো। শুভ সব লোকের সাথে যাদেরকে তুমি রক্ষা করেছো। আমাকে মহাবৃত্ত করো। ওই সব লোকের সাথে বাদেরকে তুমি মহাবৃত্ত করেছো। তুমি আমাকে যাচলান করেছো” (জীবন, জ্ঞান সম্পদ, ধন, মৈক আবল), এতে বরকত দান করো। আজ আমাকে তুমি বাঁচাও ওই সব অনিষ্ট হতে যা আমার তাকদীরে লিখা হয়ে গেছে। নিচয় তুমি যা চাও তাই হস্ত করো। তোমাকে কেউ হস্ত করতে পারে না। তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে কেউ লাভিত করতে পারে না। হে আমার রঘ! তুমি বরকতে পরিণূণ। তুমি খুব উচ্চ উচ্চর্যাদা সম্পন্ন” (তিরফিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজা, দারিমী)।

١٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوَتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ ثَلَاثُ مَرَاتٍ بِطِيلٍ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْرَزِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ يَا شَالِثَةَ

১২০২। ইয়রত উবাই ইবনে কাওব রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাম্যানুষ্ঠান সালাত্বাহ আলাইছি ওয়াসাল্লাম হেতেরের নামাবের সালাম ফিরাবার পর বলতেন,

‘সোবহানাল মালিকিল কুদুস’ অর্থাৎ ‘পাক পরিত্ব বাদশাহ খুবই পরিত্ব’ (আবু দাউদ, ‘নাসাই’)। নাসাইর বর্ণনায় আরেও আছে, তিনি কথাগুলো তিন বার বলতেন দীর্ঘ করে। তাছাড়াও তিরমিয়ী একটি বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ত্যার প্রিজ্ঞা হতে একল করেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন, তিনবার বলতেন “সোবহানাল মালিকিল কুদুস”; তৃতীয়বার উচ্চতরে বলতেন।

١٢٣- وَعَنْ عَلَىٰ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْكُمُ فِي الْخَرْجِ  
وَتَرْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرَحْمَاتِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَمِنْ عَذَابِكَ وَأَعُوذُ  
بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِنُ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ  
وَالشَّرْمَذِيُّ وَالسَّائِنِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২০৩। হ্যরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বেতেরের নামায শেষে এই দোয়া পড়তেন : “আল্লাহহু ইল্লি আলুজ্জু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বেমুআফাতিকা মিন ওকুবাতিকা ওয়া আলুজ্জু বিকা মিনকা। লা উহুসি ছানায়ান আলাইকা। আনতা কম্যু আহমাইতা আলা নাফসিকা” অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমার বুশির মাধ্যমে তোমার গভৰ্ণ হেকে, তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার আয়াব ধেকে। আমি পানাহ চাই তোমার কাছে তোমার (অসঙ্গোর) ধেকে। তোমার প্রশংসা বর্ণনা করে আমি শেষ করতে শারীরে নাঃ। কৃতি তেমন, যেমন কৃতি জোমার বর্ণনা দিয়েছে (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজা)

٤- وَعَنْ أَبْنِ هَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ هَلْ لَكَ فِيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعْلَوْيَةٌ هَا  
أَوْ تَرَ الْأَبْوَاهَدَةَ قَالَ أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ وَفِيْ رَوَايَةِ قَالَ أَبْنَ أَبِيْ مُلِيْكَةِ أَوْ تَرَ  
مُعَاوِيَةَ بَعْدَ الْعَشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعَنْدَهُ مَوْلَى لِابْنِ عَبَّاسٍ قَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ  
فَأَخْبَرَهُ قَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزِيزًا  
الْبَغَارِيُّ .

১২০৪। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দাস রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁর কাছে জিভেস কুর্য হলো যে, আমীরুল্লাহ মুসেলিম হ্যরত মুআবিয়া সম্পর্কে আগমার কিন্তু বলার আছেং তিনি বেতেরের নামায এক রাকআত পড়েন। (একথা জলে) হ্যরত ইবনে আব্দাস

বললেন, তিনি একজন 'ফকীহ', যা করেন ঠিক করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, হযরত মুআবিয়া ইশার নামায়ের পর বেতেরের নামায় এক ব্রাকআত পড়েছেন। তার নিকটে ছিলেন হযরত ইবনে আববাসের আযাদ বক্রা গোলাম। তিনি তা দেখে হযরত ইবনে আববাসকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। হযরত ইবনে আববাস বললেন, তার ব্যাপারে কিছু বলো না। তিনি রাম্ভুলভাবে সাহচর্যের মর্যাদা লাভ করেছেন (বুধারী)।

١٢٥- وَعَنْ بُرِيْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَ الْوَتْرِ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَ الْوَتْرِ  
حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ .

১২০৫। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাম্ভুলভাব সাহচর্যে আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : 'বেতেরের নামায খণ্টার' (অর্থাৎ ওয়াজিব)। তাই যে ব্যক্তি বেতেরের নামায পড়লো না, সে আমার উচ্চাতের মধ্যে গণ্য নয়। 'বেতেরের নামায বরহক', যে বেতেরের নামায পড়লো না সে আমার উচ্চাতের মধ্যে গণ্য হবে না। 'বেতেরের নামায বরহক', যে ব্যক্তি বেতেরের নামায পড়লো না সে আমার উচ্চাতের মধ্যে গণ্য হবে না (আবু দাউদ)।

١٢٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَّاَمَ  
عَنِ الْوَتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلِيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أَوْ إِذَا اسْتَيقَظَ - رَوَاهُ التَّিْرِمِذِيُّ وَأَبُو  
دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২০৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাম্ভুলভাব সাহচর্যে আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বেতেরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লো অথবা পড়তে পড়লে গেলো সে যখনই শ্বরণ হয় বা ঘুম থেকে জ্বরে উঠে, তা পড়ে নেয় (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

١٢٧- وَعَنْ مَالِكٍ يَبْلَغُهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبْنَ عَمْرَوْ أَوْ جِبَّ مَوْ فَقَالَ  
عَمِّ الدُّهْرِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ فَجَعَلَ  
الرَّجُلُ هُرَدَدُ عَلَيْهِ وَعَبَدَ اللَّهَ يَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ - رَوَاهُ فِي الْمُوْطَأِ .

১২০৭। হ্যরত ইমাম মালিক রঃ হতে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে বেতেরের নামায ওয়াজিব কিনা তা জিজ্ঞেস করলো। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, বেতেরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন এবং মুসলমানরাও (সাহাবাগণ) পড়েছেন। ওই ব্যক্তি বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকেন। ইবনে উমরও একই জিজ্ঞেস দিতে থাকেন যে, বেতেরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন এবং মুসলমানরাও পড়েছেন (মুওআত্তা)।

১২০৮- وَعَنْ عَلَىٰ قَالَ كُلُّنَا مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْتِبُ شَلَاتٍ بِقُرْبٍ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُورٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ يَمْرُأُ فِي كُلِّ مِنْكُمْ بِشَلَاتٍ سُورٍ أَخْرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ .

১২০৯। হ্যরত আলী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামায তিনি রাকআত পড়তেন। এবং তাতে মোফসালের নামাতি সুরা পড়তেন। প্রত্যেক রাকআতে তিনটি সুরা এবং এগুলোর শেষ সুরা ছিলো কুলুক্যাল্লাহ আহাদ (তিবিমিয়া)।

১২১০. ৯- وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْبْنِ عُثْرَةَ بْنِ حَيْثَمَ وَالسَّمَاءَ مُغَيْمَةَ فَحَسِّيَ الصَّبَحَ فَأَوْتَرْ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ أَنْكَشَفَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لِيَلًا فَشَفَعَ فِي بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصَّبَحَ أَرْبَوَ بِوَاحِدَةٍ - رَوَاهُ مَالِكُ .

১২১১। হ্যরত নাফে রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি হ্যরত ইবনে উমরের সাথে ঘৃঙ্খায ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। হ্যরত ইবনে উমর তোর হয়ে যাবার আশঁকা করলেন। তখন তিনি এক রাকআত বেতেরের নামায পড়ে নিলেন। তারপর আকাশ পরিকার হয়ে গেলে দেখলেন, এখনো বেশ রাত বাকী আছে। তাই তিনি আরো এক রাকআত পড়ে দ্বিতীয় করে নিলেন। এরপর দুই দুই রাকআত করে (নফল) পড়তে থাকলৈন। তারপর যখন আবার তোর হঢ়ে যাচ্ছার আশঁকা ক্ষত্তেল তিনি বেতেরের এক রাকআত পড়ে নিলেন (আলিম)।

১২১২- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقُولُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقَى مِنْ قَوَاعِدِهِ قَدْرًا مَا يَكُونُ ثَلَاثَيْنَ أَوْ أَرْبَعَيْنَ أَيْمَانًا قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ دَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرِّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২১০। হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শেষ বয়সে) বসে বসে কেরাওত পড়তেন। তিনি কি চাহিল আয়াত বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। বাকী (আয়াত) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তারপর রুকু করতেন ও সাজদায় যেতেন। এভাবে তিনি দ্বিতীয় রাকআতও পড়তেন (মুসলিম)।

১২১১-وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْلِي بَعْدَ الْوُتْرِ  
زَكْرَتَبَّعْ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَزَادَ لِبْنُ مَاجَةَ حَفِيفَتِينِ وَهُوَ جَالِسٌ

১২১১। উচ্চুল মুহেনীন হ্যরত উষ্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের পরে দুই রাকআত (নামায) পড়তেন (তিরিমিয়ী)। কিন্তু ইবনে মাজা আরো বলেছেন, সংক্ষেপে ও বসে বসে।

১২১২-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بِكَانَ رَوْحُ الْمُوْصَلِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَرُ  
بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ  
فَرَكَعَ - رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةَ

১২১২৪-উচ্চুল মুহেনীন হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের এক রাকআত পড়তেন। তারপর দুই রাকআত (নফল) পড়তেন। এতে তিনি বসে বসে কেরাওত পড়তেন। রুকু করার সময় হলে তিনি দাঁড়িয়ে পথের ওপর রুকু করতেন (ইবনে মাজা)।

১২১৩-وَعَنْ شَوَّانَ هَنِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ السَّهْرَ  
جَهَدٌ وَثَقْلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ قَلَمَ مِنَ الْفَلِيلِ وَالْأَكْعَدِ  
لَهُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

১২১৩। হ্যরত হাতুবানি রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাহাঙ্গুদের নামাযের জন্য রাতে জেগে উঠা কষ্টকর ও কঠিন কাজ। তাই তোমাদের যে ব্যক্তি রাতের শেষাংশে জেগে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, সে ঘুমাবার আগে ইশার নামাযের পর বেতের পড়তে চাইলে যেনে দুই রাকআত পড়ে নেয়। যদি তাহাঙ্গুদের নামাযের জন্য রাতে উঠে যায় তবে তো ভালো, উঠতে না পারলে ওই দুই রাকআত যথেষ্ট (তিরিমিয়ী দারিমী)।

١٢٤ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوَتْرِ وَهُوَ حَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَقُلْنَى إِلَيْهِمَا الْكُفَّارُونَ -  
روَاهُ أَحْمَدُ : ۚ

১২১৪। হ্যরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের পরে দুই রাকআত নামায বসে বসে পড়তেন। আর এই দুই রাকআতে 'ইজ্জতুজিলাতিল-হামদু' এবং 'কুল্য ইয়া-আইস্লাম কাফুরুন' পড়তেন (তিরমিয়ী ও দারিমী)।

### ٣٦- بَابُ الْقُنُوتِ

#### ৩৬- দোজা কুনুত-

প্রথম পরিচেদ

١٢١৫ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوا عَلَىٰ أَبَدٍ أَوْ يَدْعُوا لِأَخْدَقَ قَنْتَ بَعْدَ الرُّكُونِ فَرِسَأَ قَالَ إِنَّمَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ انْجِحْ الرَّبِيعَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّمَةَ بْنَ هَشَامَ وَعَبَّاسَ بْنَ ثَابِيٍّ رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَائِكَ عَلَىٰ مُصْرَرٍ وَاجْعَلْهَا سَبْئِنَ كَسْنِيٍّ يُوسُفَ يَعْمَرْ بِذِلِّكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوةِ اللَّهِمَّ اعْنُ فَلَاتَّا وَغَلَّا لِأَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّىٰ إِنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِيَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَّا يَهْ -  
مُتَّقِنٌ عَلَيْهِ .

১২১৫। হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে বদ্দোয়া অথবা কাউকে দোয়া করতে চাইলে কুনুত পড়তেন। তাই কোন কোন সময় তিনি, 'সামিত্রাল্লাহু লিমান হামিন্নাহ, রববানা লাকাল হামদু' বলার পর এই দোয়া করতেন, 'আল্লাহু আনজেল ওয়ালিদ, ইবনাল ওয়ালিদ। ওয়া সালমাতা ইবনা হিশাম, ওয়া আইয়াশ ইবনা আবি রাবিআতা। আল্লাহু আল্লাদ ওয়াতআতাকা আলা মুদারা ওয়াজআলহা সিনিনা কাসিনি ইউসুফ'। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে, সালমাত ইবনে হিশামকে, আইয়াশ ইবনে আবু রাবিআতকে

তুমি মুক্তি দান করো। হে আল্লাহ! 'মুন্দুর জাতিক' উপরে তুমি কঠিন আয়াব নাজিল করো। আর এই আয়াবকে তাদের উপর দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে দাও। এরপ দুর্ভিক্ষ যা ইষ্টসুফ অঙ্গইহিস সালমের কান্দের দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করো।' তিনি উচ্চস্থরে এই দোয়া পড়তেন। কোন কোন নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের এইসব গোত্রের জন্য এইভাবে দোয়া করতেন, 'আল্লাহমালআল ফুলাম ওয়া ফুলানান।' 'ত্রৈ আল্লাহ! তুমি আমুকের উপর ভাবিশাপ্ত বর্ণণ করো।' তারপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন, 'লাইসা লাকা মিনাল আম্বরে শাইখুন।' অর্থাৎ 'এই ব্যাপারে আগমনির কোন দখল নেই। (বুখারী-মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ ছিলেন খালিদ সাইফুল্লাহর আপন ভাই। বদর যুদ্ধে বৃন্দী হয়েছিলেন। ভাইগণ মৃত্যুপণ দিয়ে মৃক্ত করেন। মৃক্তায় ফিরে গিয়ে ইসলাম করুল করেন। কিন্তু এরার কাফেরদের হাতে বৃন্দী হন। সালামা ইবনে হিশাম ছিলো আবু জেহেলের আপন ভাই। আইয়াশ ইবনে আবু রবীআ আবু জেহেলের সৎভাই। এরা দুইজনই প্রথম যুগের মুসলমান। কাফেরদের হাতে বৃন্দী হয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতন ভুগছিলেন। রাসূলের দোয়ায় তারা মৃক্ত হতে পালিয়ে মদীনায় চলে আসতে সমর্থ হন। রাসূলুল্লাহ এদের জন্য কাফেরদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। এই সময় আল্লাহত নাযিল হয়ে বদদোয়া করতে নিষেধ করে দেয়া হয়।

١٢١٦ - وَعَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَالِتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكَ عَنْ الْقُنْوَتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدِهِ قَلِيلٌ فَبِلَّهُ أَنَّمَا فَقَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا إِنَّهُ كَانَ بَعْثَ أَنَّاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْفَرَاءُ سَبْعُونَ رَجُلًا فَأَصْبَبُوا فَقَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

١٢١٦। হ্যরত আসেম আহওয়াল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত আনাস ইবনে মালিক-রা:ঃ-কে শ্বেয়ায়ে কুনুত। সম্পর্ক জিজেস করেছি যে, 'ঝটু নামাযে রুকুর আগে পড়া হয় না পরে? হ্যরত আনাস বললেন, রুকুর আগে। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের নামাযে অথবা সকল নামাযে রুকুর পরে দোয়ায়ে) কুনুত পঞ্জেছেন শুধু একবার। (আরও কারণে ছিলো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সেককে, যাদেরকে কারী বলা হতো, জাদের স্মর্ত্য ছিলো সত্ত্বজন। (তাবলীয়ের জন্য) কোথাও পাঠিয়েছিলেন। ওয়াকিবকার লোকেরা তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছিলো। এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে হস্ত্যাকারীদের জন্য বদদোয়া করেছেন (বুখারী-মুসলিম)।

## ধৰ্মীয় পরিচেদ

۱۲۱۷ - عَنْ أَبْيَانِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَبَايِعًا فِي الظَّهَرِ وَالغَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الصُّبْحِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَدَّثَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُونَ عَلَى أَهْبَاءِ مَنْ بَنَى شُلَّيمَ عَلَى رَجُلٍ وَذَكْوَانٍ وَعَصَبَيْهِ وَيُؤْمِنُ مَنْ حَلَفَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

۱۲۱۸ | হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন জুহর, আসর, মাগুরিব, ইশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাকাঅতে 'সাল্লিল্লাহু' লিয়ান ইমদাহ বলার পর দোয়া কুনুত পড়েছেন। এতে তিনি বনু সুলাইমের কয়েকটি গোত্র, রিল, যাকওয়ান, উসাইয়ার জীবিতদের জন্য বদদোয়া করতেন। পেছনের লোকেরা 'আমীন' আমীন বলতেন (আবু দাউদ)।

۱۲۱۸ - وَعَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتْ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالسَّائِئِ .

۱۲۱۸ | হযরত আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে এক মাস পর্যন্ত (কুকুর পরে) 'দোয়া কুনুত' পড়েছেন। তারপর তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন (আবু দাউদ, নাসাই)।

۱۲۱۹ - وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَاءَ أَبِي طَالِبٍ يَا أَبْتَ أَنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَى هُنَّا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَسْنَةِ سِنِينِ كَانُوا يَقْتُلُونَ قَالَ أَيُّ بْنَى مُحَمَّدَ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَالسَّائِئِ وَابْنُ مَاجَةَ .

۱۲۱۹ | তারেখী হযরত আবু মালিক আশুজ্জারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্যার পিতার নিকট জিজেস করেছিলাম, হে পিতা! আশমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, ওয়ার, ওসআম, আবু আলীর রাঃ-জের পেছনে কুকুর অনুমান পাঁচ বছর পর্যন্ত নামায পড়েছেন। এ সব সম্বন্ধিত ব্যক্তিগণ কি 'দোয়া কুনুত' পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন, হে আমার পুত্র! ('দোয়া কুনুত' পড়া) বেঝোভাস্ত (তিরিমিয়া, নাসাই, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা ও আসলে আরু মালিক তার পিতার নিকট রাসূলুল্লাহ ও চার খলিফার ফজরের নামায়ে ‘দোয়ার কুনুত’ পড়তেন কিমা তা জানতে চেমেছিলেন। জবাবে তাঁর পিতা বললেন, এভাবে ফজর ও অন্যান্য নামায়ে হরহামেশা ‘দোয়া কুনুত’ পড়া ‘বেদাআত’। সম্ভবত তখন কেউ কেউ সব নামায়ে সব সময় দোয়ার কুনুত পড়তে শুরু করেছিলো। কেনোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামায ছাড়া ফজরের নামাযে শুধু একবার এক মালিকী ‘দোয়া কুনুত’ পড়েছিলেন এরপর আর পড়েননি।

### তৃতীয় পরিচয়

١٢٢- عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي ابن كعب فكأن يصلى لهم عشرين ليلة ولا يقتضي بهم إلا في النصف الباقي فنادى كأنت العشر الآخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون له أنت رسول الله أبوداؤد وستل أنس بن مالك عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهده - رواه لهن ماجة .

১২২০। ইবরত হাসান বসলী (রহ) দ্বারে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমীরুল মুমেনীন হ্যরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রমধান মাসের তারাবীহর জন্ম দোকানকে একজন কুরালেন। তিনি হ্যরত উবাই ইবনে কাআবকে ইব্রায় নিযুক্ত করলেন। হ্যরত উবাই ইবনে কাআব বিশ রাকার্যাত নামায পড়ালেন। তিনি কুম্বাবের শেষ পর্যন্ত দিল ছাড়া আর কোন দিল ক্ষেত্রেরকে নিয়ে দোয়া কুনুত পড়েননি। শেষ দশ দিন উবাই ইবনে কাআব মসজিদে আসেননি। বরং তিনি নামায পড়তে লাগলেন। শোকেরা বলতে আগলো, উবাই ইবনে কাআব ডেগে গেছেন (আবু সালিম)। হ্যরত আলাস ইবামে মালিককে জিজেস করা হলো কুনুত সংশ্লিষ্ট। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর পর দোয়া কুনুত পড়েছেন। আর এই বর্ণনায় আছে ত তিনি দোয়া কুনুত পড়েছেন কখনো কুকুর আগে আর কখনো কুকুর পরে।

### ৩৭- بَابُ قِبَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩৭- মাহ মাসের প্রিয়া (তারাবীহ নামায)

١٢٢١- عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتَخَذَ حِمْرَةَ نَسِيْرَةَ السَّمْجَدِ مِنْ عَصِيرٍ فَصَلَّى فِيهَا لِيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ هَلْبَةُ نَاسٍ فَمَقَدُورًا

صَوْتَهُ لِيلَةً وَطَنُوا نَهَرَ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَتَحَنَّجُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ  
مَا رَأَيْتُكُمْ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنْعِكُمْ حَتَّىٰ خَسِيْتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكُمْ وَلَا  
كُتْبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُ بِهِ فَصَلَوَاهُ إِلَيْهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فِي بَيْنِهِ الْمَسَاجِدُ  
الْمُكَثُونَ - مُتَفْقِيْنَ عَلَيْهِ .

১২২১। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রম্যান) মাসে মসজিদের ভিতর চাটাই দিয়ে একটি হজরা তৈরী করলেন। তিনি এখানে কয়েক রাত (তারাবীহ) নামায পড়লেন। অন্যান্যের ক্ষেত্রে জ্ঞান করে জোকজের জীড় ছেঁজে গেলো। এক রাতে তার কক্ষের সা ত্ত্বন্তে পেয়ে জোকরা মনে করেছে তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। তাই কেউ কেউ গলা থাকারী দিলো, যাতে তিনি তাদের কিট বেরিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের যে আগ্রহ আমি দেখছি তাতে আমার আশংকা হচ্ছে এই নামায না আবার তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায়। তোমাদের উপর ফরয হলে গেলে তোমরা তা শালন করতে অসম্র্থ হবে। অতএব হে লোক সকল। তোমরা নিজেদের ঘরে নামায পড়ো। কারণ ফরয নামায ছাড়া যে নামায ঘরে পড়া হয় তাই উত্তম নামায (বুখারী-মুসলিম)।

১২২২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعِي  
فِيْ قَيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرُهُمْ فِيهِ بِعَزْيَّةِ قَيَامِهِ فَيَقُولُونَ مِنْ قَامَ وَمَضَى  
إِيمَانًا وَاحْسَابًا غَيْرَهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنِبٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خَلَقَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدِّرِ  
مِنْ خَلَقَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২২২। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রম্যান মাসে কিয়ালুল সাইলের অনুপ্রেরণা দিতেন (তারাবীহ নামায), কিন্তু তাক্রিম করে কোন হক্ক দিতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সওদাবের জন্য রম্যান মাসে রাত জেগে ইবাদত করে তার আপনের সব সঙ্গীরা শুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উফাতের পর ব্যাপারটি এভাবেই রয়ে গেলো (অর্থাৎ তারাবীহের জন্য জনসাধারণ নিশ্চিহ্ন ছিলো)। বরং যে চাইতো সওদাব কর্মাইর জন্য পড়ে যিষ্ঠা।

ہے راتِ آنکھوں کا لئے ایسے اکٹھا ہیں । ہے راتِ اور پریلے  
پیلا کا جو اپنے دیکھے ایسے اکٹھا ہیں । (پرمیار، دیکھ، ہے راتِ قمری  
آنہا میں اپنے نامہ کے اکٹھا کر دیں اور تباہ ہے کہ لانگھتا ہے  
تارا بیکر جو ایسا ہے کہ اکٹھا) (مُسْلِیم) ।

۱۲۲۳۔ وَعَنْ جَابِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى  
الْأَخْدُوكُمُ الْصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلَا يَجْعَلُ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْ صَلَوَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ  
جَاءَهُمْ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَوَتِهِ خَيْرًا۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۱۲۲۴۔ ہے راتِ جا بیر را ہتھے بُرپت । تینی بلنے را سُلْطاناً ساڑھا  
آلات ایسی ہے اس سلطانی کے لئے ہے । تو اسے دیکھ کر اپنے نیچے کرایہ مسجدی میں  
آدمیاں کرے، سے ہونے تو اس نامہ کے کیڑے پڑا اور انہیں روپے دے ।  
کہونا تو اس نامہ کے کیڑے کلے کلے ساخت کر دے । ” (مُسْلِیم) ।

### ہیئتیں پریلے

۱۲۲۵۔ وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ صَنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ  
يَقُمْ بِنَتِ شَيْنَا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يَقْبَلْ سَبِيعَ لِقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثَلَثُ الْلَّيْلِ  
وَفَلَقَبَ بِكَانَتِ السَّادَسَةُ لَمْ يَقْمِ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ  
شَطَرُ الْلَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ الْلَّيْلَةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا  
صَلَّى مَعَ الْأَمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حَسْبُهُ لِهِ قِيَامُ الْلَّيْلَةِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ  
يَقْمِ بِنَا حَتَّى يَقْبَلْ ثَلَثُ الْلَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمِيعُ أَهْلِهِ وَنِسَاءِهِ وَالنَّاسُ  
لِقَامَ بِنَا حَتَّى حَشِينَا أَنْ يَقُوتَنَا الْفَلَاحَ قَلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ  
يَقْمِ بِنَا بِقِيَةِ الشَّهْرِ ۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى أَبْنُ مَاجَةَ  
نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّ التَّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ لَمْ يَقْمِ بِنَا بِقِيَةِ الشَّهْرِ ۔

۱۲۲۶۔ آبُو شریں گیفاری (را) ہتھے بُرپت । تینی بلنے، آدمرا را سُلْطاناً ساڑھا  
آلات ایسی ہے اس سلطانی کا سامنہ (برہان ماسنی) ہوئے ہی । تینی  
ماسنی اور کلکاٹہ دیگر آدمرا کے سامنے کیڑا کر دیں (آرٹھ تارا بیکر نامہ)

পড়েননি)। যখন রমযাম মাসের সাত দিন বাকী থাকলে তখন তিনি আমাদের সাথে এক তৃতীয়াশ্চ রাত পর্যবেক্ষণ করলেন অর্থাৎ তাজা বিহুর সামাজিক পঢ়ালেন। যখন হয় রাত বাকী থাকলে (অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চিশতম রাত এলো) তিনি আমাদের সাথে কিয়াম করলেন না। আবার পাঁচ রাত বাকী থাকতে (অর্থাৎ পঞ্চিশতম রাতে) তিনি আমাদের সাথে আধা রাত পর্যবেক্ষণ কিয়াম করলেন। আমি আরব করলাম। হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাত যদি আরো বেশী সময় আমাদের সাথে কিয়াম করতেন (তাইলে কটোর ভালো হতো)। রাসূলুল্লাহ সুন্দরুল্লাহ আলাইহি ওয়াসুল্লাম বললেন। যখন কোন ব্যক্তি ফরয নামায ইমামের সাথে পড়ে। নামায শেষে ফিরে চলে যায়, তার জন্য গোটা রাতের ইবাদাতের সময়কাল লেখা হবে কানুন। এরপর যখন চার রাত বাকী থাকে অর্থাৎ চারিশতম রাত আরু তখন তিনি আমাদের সাথে কিয়াম করতেন না। এমন কি আমরা ফার জন্য আপন্তে করতে করতে এক তৃতীয়াশ্চ রাত বাকী থাকলো। যখন তিনি রাত বাকী থাকলো অর্থাৎ সাতাশতম রাত এলো। তিনি পরিবার সিজের দৌদের সকলকে নিয়ে একত্র করলেন এবং আমাদের সাথে কিয়াম করলেন (অর্থাৎ গোটা রাত আমাদেরকে নামায পড়ালেন)। এমন কি আমাদের আসৎকা হলো যে আবার না ‘ফালাহ পুরুষ’ যান কর্তনাকারী বললেন। আমি জিজেস করলাম ফালাহ কি? হস্তরত ‘আবু যার’ বললেন। ‘ফালাহ’ হলো সেহরী খাবার। এরপর রাসূলুল্লাহ আমাদের সাথে মাসের বাকী দিনগুলো (অর্থাৎ আটাশ ও উক্রিশতম দিন) কিয়াম করেননি (আবু দাউদ, তিরামিজী, নাসাই)। ইবনে মাঝাহও এভাবে বর্ণনা নকল করেছেন। তিরামিজীও সিজের বর্ণনায় “এরপর রাসূলুল্লাহ আমাদের সাথে মাসের বাকী সিলগুলোতে কিয়াম করেননি” শব্দগুলো উল্লেখ করেন।

١٢٢٥-وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْ تُرَسِّلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلَّةٌ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكْنَتْ تَخْفِينَ أَنْ لَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي ظَلَمْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لِيَلَّةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنْمٍ كُلُّ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ رَبِّيُّ مُسْعِيًّا اسْتَحْقَ النَّارَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ  
يُسْمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يُضَعِّفُ هَذَا الْجَدِيدُ

(১২২৫) উচ্চল মুহেম্মদ হস্তরত আয়েশা জা হতে বরিষ্ঠ। তিনি আমান্ত রাসূলুল্লাহ আমি রাতে রাসূলুল্লাহ সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসুল্লামকে পিছামাঝ পুরুষেরা রেখে

তাকে খুজতে খুজতে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাকে পেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন। তুমি কি আশংকা করেছিলে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তোমার উপর জুনুম করবে? আমি আরব করলাম। হে অল্লাহর রাসূল! আমি তোমেছিলাম। আপনি আল্লাহর কোম স্তুর কাছে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ বললেন। (আয়েশা)। আল্লাহ তা-আলা শাবান মাসের পর তারিখের স্থানে প্রথম আসমানে নেওয়ে আসেন। যন্ত্র কালৰ পোত্তো (বকরী) দলের পশমের সংখ্যার চেয়েও বেশী পরিমাণ গুনাহ আছে করে দেন (তিরমিজী ইবনে মাসুদ)।

ব্যাখ্যা ৪ পনর শাবান রাতেই শবে রূবাত বা বরাতের রাতে হিসাবে গণ্য করা হয়। হাদিসে বর্ণিত এই পনর শাবানের রাত ছিলো হ্যরত আয়েশার ভাগের রাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে উঠে ‘জান্নাতুল বাকী’ নামক কবরস্থানে চলে গিয়েছিলেন। ঘূর্ম থেকে জেগে হ্যরত আয়েশা তাকে খুজতে বের হচ্ছেন ও জান্নাতুল বাকীতে সাজ্দারত অবস্থায় পেলেন। সালাম ফেরাবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আয়েশাকে দেখতে পেয়ে প্রথমত স্বামীসুলভ একটি রসিকতা করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি ভেবেছো ‘জোমার মিদিট দিন’ অন্য কোন স্তুর কাছে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর জুনুম করেছেন? এটা আশলে কামেই ঘনের বিশ্বাস নয়। শিচক পৰিত্র রসিকতা? এরপর রাসূলুল্লাহ পনেরই শাবান রাতের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন। এই রাতে আল্লাহ দুর্দিনের আসমানে নেওয়ে আসেন ও তার বাস্তুর আর্জি তনে অসংখ্য গুনাহ মাফ করে দেন। এর পুরো এই রাতে গুনাহ মাফ করাবার জন্য রাসূলের নামাযের উল্লেখ আছে। কাজেই নীরব নামায ও দান সদকা ছাড়া এই দিনে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠ শুভ সংকুচ্ছি বিশ্বেষী আর কোন বাস্তুতি কাজ করা যাবেনা। বর্তমানে হিন্দুদের দেয়ালী পুজার উৎসবের মতো বর্ণাত্য উৎসব পালন করে চলছে এদেশের মুসলীম মিহ্রাব। এ ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণে। এছাড়াও মুসলীম জাতিকে বিশ্রাম করার জন্য এ রাতকে কারূণ আতশবাজির বৃষ্টিধূকার পরিপন্থ করার একটি বৃষ্টিযন্ত্র হচ্ছে সাবে। অতিরিক্তের হাত থেকে বেঁচে থাকের জন্য সুসলীম মিহ্রাবকে দীনের প্রতিটা কাজের সামাজিক জেনে সে অনুযায়ী কাজ করার চোটা করতে হবে। ইহাম তিমিজিজী এই হাদিসটিকে শয়ীক হাদিস হলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ফজিলাতে ও সংক্ষিপ্তে অন্যপর্য যানীক হাদিসের উপরও আমন করা যায়।

١٢٢٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَةً لِلْعَزَّزِ فِي نَبِيِّهِ أَفْضَلُ مَنْ حَلَوْكَهُ تَقِيٌّ مَسْجِدِيْ هَذَا الْمَكْتُبَةُ زَوْجَهُ أَبُو دِلْيَدْ وَالشَّرِيفِي

১২২৬। হ্যরত ধার্ম ইবনে সাবিত রা ইতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। মানুষ তাঁর ঘরে ফরব নিয়ায় ছাড়া

থে নামায পড়বে। তা এই মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ, ভিরুমিজী)।

ব্যাখ্যা : এই মসজিদ অর্থ হলো মসজিদে নবুবী। মসজিদে নবুবীতে ফরয নামায আদায় করলে অন্যান্য মসজিদে ফরয নামায আদায় করার চেয়ে এক হাজার গুণ সওয়াব বেশী। এরপরও রাসূলুল্লাহ নফল নামায মসজিদে নবুবীতে না পড়ে ঘরে পড়াকে উত্তম বলেছেন। ঘরে পড়া নামায নিয়া মুক্ত নামায। নিয়া মুক্ত নামাযে সওয়াব বেশী।

### তৃতীয় পরিষেব

١٢٣٧-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْفَارِيِّ قَالَ حَرَجَتْ مَعَ عُمَرَيْنِ الْخَطَابُ  
لِبَلْهَ إِلَى الصَّنْجَدِ فَأَذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَغَرِّقُونَ يُصْلَى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصْلَى  
لِلرَّجُلِ فَيُصْلَى بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ أَنِّي لَوْ جَمِعْتُ هُؤُلَاءِ عَلَى قَارِئِ  
وَأَعْدَدْ لِكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمْ فَجَمِعْتُهُمْ عَلَى أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ حَرَجَتْ مَعَهُ  
لِبَلْهَ أَخْرَى وَالنَّاسُ يُصْلَوْنَ بِصَلَوةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نَعْمَتِ الْبَدْعَةُ هُنُّ  
وَالَّتِي تَنَاهُوا عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقْوَمُونَ بِرِيدْ أَخْرَ الظَّلَيلِ وَكَانَ النَّاسُ  
يَقْوِمُونَ أَوْلَهُ - رَوَاهُ الْبَغَارِيُّ

১২২৭। হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি রহমান প্রকৃতব্য অম্যান মাসের রাতে ওমর ইবনুল খাতুব রাতের সাথে আমি মসজিদে গোলাম ও বালে পিয়ে দেখলাম মানুষ ইত্ততঃ বিক্ষিণ। ক্ষেত্রে একজ একা নিজের নামায পড়ছে। আর কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল নামায পড়ছে এ অবস্থা দেখে হ্যরত উমর বললেন। আমি মদি সকলকে একজন ইমামের পেছনে একত্র করে দেই তাহলেই উত্তম হবে। তাই তিনি এই কাজের ইচ্ছা পোষণ করে কেলচেম এবং সকলকে হ্যরত উবাই ইবনে কাআবের পেছনে একত্রিত করে তাকে তারাবিহ নামাযের জন্য মানুষের ইমাম বানিয়ে দিলেন, হ্যরত আবদুর রহমান বলেন, এরপর আমি একদিন হ্যরত উমরের সাথে মসজিদে গোলাম। সকল মানুষকে দেখলাম তারা তাদের ইমামের পেছনে (তারাবিহ) নামায পড়ছে। হ্যরত উমর তা দেখে বললেন, ‘উত্তম’ বেদাওআত। আর তারাবিহ এ সময়ের নামায তোমাদের শয়ে ধাক্কা সময়ের নামাযের চেয়ে উত্তম। একথাৰ ধাৰা হ্যরত উমর বুঝাতে চেয়েছেন শেষ রাতকে। অর্থাৎ তারাবিহ নামায রাতেৰ শেষাংশে পড়াৰ ক্ষেত্ৰে প্রথমাঞ্চল

পড়াই উভয়। ওই সময�ের লোকেরা তারাবিহর নামায প্রথম সময়ে পড়ে ফেলতেন (বৃথারী)।

١٢٥ A - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَمْرَ عُمَرَ أَبِي بَنْ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيِّ  
أَنْ يَقُولُوا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ يَا حَدِي عَشْرَةَ رُكُونَهُ فَكَانَ الْقَارِيُّ يَقُولُ  
بِالْحَسْنَيْنِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَامِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا  
فِي فَرْوُعِ الْفَجْرِ - رَوَاهُ مَالِكُ .

১২২৮। হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। হযরত উমার (সা) হমরজ উবাই ইবনে কাআব ও হযরত তামীর দারীকে মানুষের রমায়ন মাসের রাতের এগারো রাকাজাত তারাবিহর নামায পড়িয়ে দেবার জন্য আদেশ দিলেন। এ সময়ে ইমাম তারাবিহর নামাযে এই সূরাগুলো পড়তেন। যে সূরার প্রত্যেকটিতে একশতের বেশী আয়াত ছিলো। বর্তুতঃ এই কারণে কিয়াম বেশী লম্বা হবার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ফজরের কাছাকাছি সময়-নামায শেষ করতাম (মালিক)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো তারাবীর নামায পড়েছেন। হযরত উমার এখানে সভ্বত প্রথমে বেতর সহ এগারো রাকাজাত তারাবীর সামায পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে তাঁর সময়েই তিনি বিশ রাকাজাত তারাবীর নামায নির্দিষ্ট করে দেন।

١٢٧ - وَعَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ مَا أَدْرِكُنَا النَّاسُ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَثِيرَةَ فِي  
رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِيُّ يَقُولُ سُورَةً بَقْرَةً فِي ثَمَانِيَّ رُكُونَهُ فَلَمَّا  
فِي ثَمَانِيَّ عَشْرَةَ رُكُونَهُ رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفِفَ - رَوَاهُ مَالِكُ .

১২২৯। হযরত আ'রাজ তাবেঝী রহম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমরা সব সময় লোকদেরকে (সাহাবীদেরকে) দেখেছি তারা রমায়ন মাসে কাফেরদের উপর আচার্যাত ব্যাপ্তিস্থাপন করতেন। সে সময় কৃষ্ণী অর্ধাত তারাবীহর নামাযের ইয়াবগু সূর্য বাকারাকে আট রাকাজাতে পড়তেন। যদি কখনো সূর্য বাকারাকে বারো রাকাজাতে পড়তে। তাহলে লোকেরা অনেক করতো ইমায নামায সংজ্ঞাপ করে ফেলেছেন (মালিক)।

١٢٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَعَتُ أَبِيَّا يَقُولُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي  
رَمَضَانَ مِنِ الْقِيَامِ فَنَسْتَعْجِلُ الْحَدِمَ بِالظَّامِ مَخَافَةَ قَوْتِ السُّحُورِ وَفِي

### أَخْرِي مَحَافَةِ الْفَجْرِ رَوَاهُ مَالِكٌ.

١٢٣٠ | হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি উস্তুরকে বলতু শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা রামায়ন মাসে ‘কিমাম’ অর্থাৎ তারাবিহুর নামায শেষ করে ফিরতাম রাত শেষ হয়ে সেহরীর সময় থাকবে না ভয়ে চাকর বাকরকে তাড়াতাড়ি খাবার দেবার জন্য বলতাম। অন্য এক বর্ণনাক ভাষা হলো, ফজরের সময় হয়ে যাবার ভয়ে খাদেমদেরকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলতাম।

١٢٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَذَرِّينَ مَا فِيْ  
هَذِهِ الْمُتْلِهِ يَعْنِي لِيْلَةَ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ  
فِيهَا أَنْ يَكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ بْنِيْ أَدَمَ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ  
وَفِيهَا تُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا  
بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى ثَلَاثًا. قُلْتُ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوْضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامِتِهِ  
فَقَالَ وَلَا إِنَّمَا أَنْ يَتَغَمَّدَ نَبِيُّ اللَّهِ مِنْهُ بِرِجْمَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ بِرَوَاهُ  
الْيَقِيْنُ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ .

١٢٣١ | হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন। তুমি কি জানো এই রাতে অর্থাৎ শাবান মাসের পৰ্বত জারিখে এক ঘটে, তিনি বললেন। হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো জানিনা। আপনিই বলে দিন এরাতে কি ঘটে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। যদি আদমের অভিয় মানুষ যারা এই বছর জন্মগ্রহণ করবে। এই রাতে তাদের নাম লেখা হয়। আদম সন্তানের যারা এই বছর মৃত্যুবরণ করবে। এই রাতে তা ঠিক করা হয়। এই রাতে বাদ্যাহদের আমল উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এই রাতে বাদ্যাহদের মিজিক অক্তাশ থেকে অবঙ্গিণ হয়। হযরত আয়েশা জিজেস কলালেন হে আল্লাহর রাসূল! কেমন রাসূলই আল্লাহর মহমত ছাড়ি আলাটে প্রবেশ করতে পারবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। হাঁ! কোন মানুষই আল্লাহর মহমত ছাড়ি আলাটে প্রবেশ করতে পারবেন। তিনি এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। হযরত আয়েশা আরজ করলেন। এমন কি আপনিও নয়! এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মাথায হাত বের করে বললেন। আমিওন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাঁর ফজল ও স্বাহুতে আমাকে তাঁর মাহসূতের ছারয়া নিয়ে বেরেন। এই বাক্যটি ও তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন (বায়হাকী এই বর্ণনাটি দাওয়াতে কাবীর নামক প্রচে নকল করেছেন)।

١٢٣٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَطْلُعُ تَعْلِيقَةً النَّحْشُونَ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ - رَوَاهُ أَبْنَيْ مَاجِهَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ وَفِي رِوَايَتِهِ إِلَّا ثَنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلٍ نَفْسٍ

। ۱۲۳۳ । ইয়রত আবু মূসা আশআলী রা' হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাজালা শাবান মাসের পন্থ তারিখ রাতে অর্থাৎ 'শবে বরাতে' দুনিয়াবাসীর প্রতি ফিরেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া তাঁর সৃষ্টির সকলের গুনাহ মাফ করে দেন (ইবনে মাজা) । ইমাম আহমাদ রঃ এই হাদীসটি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস হতে বর্ণনা করেছেন । তাঁদের এক বর্ণনায় এই বাক্যটি আছে যে, কিন্তু দুই ব্যক্তি : 'হিংসা' পোষণকারী ও আগ্রহজ্ঞাকারী ছাড়া আল্লাহ্ তার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে (দেন) ।

١٢٣٤ - سَوْعَنْ عَلَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزُلُ فِيهَا بَغْرِبَةَ السَّمْسَسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ إِلَّا مَنْ مَسْتَغْفِرَ لَهُ إِلَّا مُسْتَرِزَقَ فَارْزَقَهُ إِلَّا مُبْتَلَى فَاعْفَافِهِ إِلَّا كَذَّابٌ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ رَوَاهُ أَبْنَيْ

মাজে

। ۱۲۳۵ । হ্যরত আলী রা' হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শাবান মাসের পন্থ তারিখ রাতে হলে তোমরা সেই রাতে নামায পড়ো ও দিনে রোখা রাখো । কেনেনা আল্লাহ্ তাজালা এই রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং (দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে) বলেন, কোন মাগফিরাত কামনাকারী কি আছে? আমি তাঁকে মাগফিরাত করে দেবো । কোন রেজেকপ্রার্থী কি আছে? আমি তাকে রেজেক দান করবো । কোন বিপদগ্রস্ত কি আছে? আমি তাকে বিপদ মুক্ত করে দেবো । এইভাবে আল্লাহু মানুষের প্রতিটি প্রয়োজন ও প্রতিটি বিপদের নাম উল্লেখ করে করে তাঁর বান্দাহদেরকে ভোর হওয়া পর্যন্ত আহবান করতে থাকেন (এর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কামনা বাসনা জানাবার জন্য), (ইবনে মাজা) ।

٦٣٨- بَابُ صَلَاةِ الصُّحْنِيٍّ

٦٥- ইশরাক ও চাশতের নামায

প্রথম পরিষেবা

١٢٣٤- عَنْ أُمٍّ هَانِيٍّ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ فَلِمْ أَرْصَلَهُ قِطًّا أَخْفَفَ مِنْهَا غَيْرُ اللَّهِ يَتَمُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ قَالَتْ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى ذَلِكَ صَحِّيٌّ - مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ .

١٢٣٤। আলীর বোন হযরত উমেই হানী রাখতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৰ্কু বিজয়ের দিন যখন আমার ঘরে আসলেন, প্রথমে তিনি গোসল করলেন। এরপর তিনি আট রাক্কায়াত নামায পড়লেন। এর আগে আমি কোন দিন তাঁকে এতো সংক্ষেপে নামায পড়তে দেখিনি। কিন্তু তিনি রকু সাজদা ঠিক মতো করেছেন। অন্য এক বর্ণনার আছে, তিনি দ্বিতীয়ের এটা ছিলো চাশতের নামায (বুখারী-মুসলিম)।

١٢٣٥- وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَالْتُ عَائِشَةَ كُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّحْنِيٍّ قَالَتْ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَبَرِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمُ .

১২৩৫। হযরত মুআজাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উচ্চুল মুম্বেনীন হযরত আয়েশা-রাঃ-কে জিজেস করলাম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোহার নামায করতো রাক্কায়াত করে পড়তেন। তিনি জবাব দিলেন, তিনি চার রাক্কায়াত পড়তেন। আল্লাহর মর্কু কখনো এর চেয়ে বেশীও পড়তেন (মুসলিম)।

১২৩৬- رَمَضَانُ ١٣ دোহার নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক বারো রাক্কায়াত পড়তেন। এর চেয়ে বেশীর ক্ষেত্রে বর্ণনা নেই। এই দোহার নামায বলতে ইশরাক ও চাশত উভয়ই হতে পারে।

١٢٣٧- وَعَنْ أَبِي ذِئْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْبَعُ عَلَى كُلِّ سُلَامٍ مِّنْ أَحَدْكُمْ صَدَقَهُ فَكُلُّ تَسْبِيحةٍ صَدَقَهُ وَكُلُّ تَحْمِيدَهُ صَدَقَهُ وَكُلُّ تَهْلِيلَهُ صَدَقَهُ وَكُلُّ تَكْبِيرَهُ صَدَقَهُ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَهُ وَنَهْيٌ

عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجْزِيُّ مِنْ ذَلِكَ رُكْعَاتٌ يُرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৩৬। ইয়রত আবু যার শেফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমদের প্রত্যেকের প্রতিটু গ্রন্থির জন্য ‘সাদাকা’ দেয়া অবশ্য করব্য। অতএব প্রতিটা ‘তাসবিহ’ই অর্থাৎ ‘স্নোবহামদুলিল্লাহ’-এরপুর ‘সাদাকা’। প্রতিটি ‘তাহবীদ’ই অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ পড়া সাদাকা। প্রতিটি ‘তাহলীল’ অর্থাৎ লা ইলাহ ইলাল্লাহ বলা সাদাকা। প্রতিটি ‘তাকবীর’ অর্থাৎ আল্লাহ আকুবার বলা সাদাকা। ‘নেক কাজের ছক্কুম’ করা সাদাকা। খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা সাদাকা। আবু এ সবের পরিবর্তে ‘দোহার দুই ব্রাকআত নামায’ পড়ে নেয়া যথেষ্ট (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মারম্ম হলো, একজন মানুষের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকল প্রকার কাজ পরিচালনা করার জন্য তার সুস্থ সবল শরীরের অয়েজন। শরীরের হাড়, জোড়া, অঙ্গি, চামড়া সব কিছুই বিপদাপদ ও জরা ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকা দরকার। এজন্য ‘সাদাকা’ দিতে হয়। হাদীসে উল্লেখিত স্বাক্ষরগুলো এসবের জন্য সাদাকা। অর্থাৎ সব সময় এই তাসবিহগুলো পড়া উচিত। ‘দোহার নামায’ও এধরনের একটা বড়ো সাদাকা, এ নামায একাই সব সদাকার কাজ করে।

১২৩৭- وَعَنْ زِيدِ ابْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلِّونَ مِنَ الصُّحْنِ فَقَالَ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِيْ غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَةُ الْأَوَابِينَ حِينَ تَرْمِضُ الْفَصَالُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৩৭। ইয়রত যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একটি দলকে ‘দোহার’ সময় নামায পড়তে দেখে বললেন, এইসব লোকে জানে না, এই সময় ছাড়া অন্য সময়ে নামায পড়া বেশী ভালো। আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ নিবিট চিন্ত লোকদের নামাযের সময় হলো উন্নীর দুধ দোহনের সময়ে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মর্ম হলো চাশ্তের নামাযের বেশী সওয়াব পাবার সময় নির্ণয় করা। এই দলটি চাশ্তের নামায পড়ছিলো সম্ভবত সূর্য উঠার পরপর। অথচ চাশ্তের নামাযের প্রকৃত সময় হলো আরো পরে রোদ উঠে ভূমি তরঙ্গ হতে শুরু করলে। সাধারণত যে সময় আববরা উন্নীর দুধ দ্রেহুণ করে থাকে।

### বিতীয় পরিচ্ছেদ

১২৩৮ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ إِرْكِعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ أَوْلَى النَّهَارِ أَكْفُكَ أُخْرَهُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالْذَّارِمِيُّ عَنْ نَعِيمِ بْنِ هَمَارِ الْعَطْفَانِيِّ وَأَحْمَدُ عَنْهُمْ .

১২৩৯। ইয়রত আবু দারদা ও আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে বনি আদম! তুমি আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়ো দিনের প্রথমে। আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো দিনের শেষে (তিরমিয়ী)। এই হাদীসটি নুআইম ইবনে হাশার প্রাতফানী হতে আবু দাউদ ও দারিমী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন ভাদের কাছ থেকে)।

১২৩৯ - وَعَنْ يُرْبِيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مَائَةٍ وَسَتُّونَ مَفْصِلًا قَعْلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطْبِقُ ذَلِكَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجَدِ تَدْفَنُهَا وَأَشْئِيْ تَنْحِيْهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرْكُعَتَا الصَّحْنِ تُخْرِجْ كَرْبَلَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ .

১২৩৯। ইয়রত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : মানুষের শরীরে তিন শত ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য সাদাকা করা। সাহারাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজ কে করতে সমর্থ হবে? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা খুশ মুছে ফেলাও একটা সাদাকা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সারিয়ে দেয়াও একটা সাদাকা। তিন শত ষাট জোড়ার সাদাকা দেবার মতো কোন জিনিস না পেলে 'দোহার (চাশত) দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়া তোমার জন্য যথেষ্ট' (আবু দাউদ)।

১২৪ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَنَتِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنِيَ اللَّهُ لَهُ قَصْرًا هِنْ ذَهَبٌ فِي الْجَنَّةِ - رَوَاهُ الصَّحْنِيُّ ثَنَتِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنِيَ اللَّهُ لَهُ قَصْرًا هِنْ ذَهَبٌ فِي الْجَنَّةِ -

التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

১২৪০। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দোহার বারো রাকআত নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে সোনার বালাখানা বানাবেন (তিরমিয়ী, ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এই হাদীসটি গুরীয়। কারণ এই সনদ ছাড়া আর কোন সনদে এই বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

১২৪১-وَعَنْ مُعاذِ بْنِ أَنْسٍ الْجَهْنَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَوةِ الصَّبْحِ حَتَّى يَسْبِحَ رَكْعَتَى الصُّحْنِي لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفْرَلَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرُ مِنْ زِيدٍ الْبَحْرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ .

১২৪১। হযরত মোয়াজ্জ ইবনে আনাস জুহনী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফজরের নামায শেষ করার পর যে ব্যক্তি তার মুসার্রায় সূর্য-উপরে উঠে আসা পর্যন্ত বসে থাকে, তারপর দোহার দুই রাকআত নামায পড়ে এবং এই সময়ে নেক কথা ছাড়া আর কোন কথা না বলে, তাহলে তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সে গুনাহ যদি সাগরের ফেনারাশির চেয়েও বেশী হয়ে থাকে (আবু দাউদ)।

#### • দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১২৪২-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصُّحْنِي غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زِيدِ الْبَحْرِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২৪২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি 'দোহার' (চাশত) দুই রাকআত নামাযের হিকাজত করবে, তার সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমতুল্যও হয় (আহমদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা)।

১২৪৩-وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الصُّحْنِي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ لَوْ

شَرِّكَىْ أَبْرَأَىْ مَا تَرَكْتُهَا . رَوَاهُ مَالِكٌ ۝

১২৪৩। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি চাশতের আট রাকআত করে নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, আমায় জন্য যদি আমার মাতা-পিতাকেও জীবিত করে দেয়া হয় তাহলেও আমি এই নামায ছেড়ে দেবো না (ইমাম মালিক)।

১২৪৪- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَيْانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّحْنِ حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يُصَلِّيْهَا رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ ۝

১২৪৪। হযরত আবু সাউদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়মিতজ্ঞের চাশতের নামায পড়তে থাকতেন। আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হযরত এই নামায আর ছেড়ে দেবেন না। আবার যখন ছেড়ে দিতেন অর্থাৎ পড়া বন্ধ করতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হযরত এই নামায আর কখনো পড়বেন না (তিরমিয়ী)।

১২৪৫- وَعَنْ مُورَقِ الْعَجْلَىِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ تُصَلِّي الصُّحْنِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَابْوُ بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَخَالُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۝

১২৪৫। হযরত মুআরিক ইজলী রাঃ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে জিজেস করলাম, আপনি কি দোহার নামায পড়েন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হযরত ওমর রাঃ পড়তেন? তিনি বললেন, না। আবার আমি জিজেস করলাম, হযরত আবু বকর রাঃ কি পড়তেন? তিনি বললেন, না। পুনরায় আমি জিজেস করলাম, তাহলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পড়তেন? তিনি বললেন, আমার ধারণা মতে তিনিও পড়তেন না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (স) দোহার নামায পড়েন নাই বলে ইবনে ওমরের এই কথার ব্যাখ্যা হলো, তিনি মসজিদে এ দোহার নামায পড়তেন না। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ দোহার নামায পড়েছেন বলে ইবনে ওমরের জানা ছিলো না। অর্থাৎ তার একথার অর্থ তিনি মোটেই পড়তেন না, একথা ছিলো না, বরং তিনি সব সময় পড়তেন না এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ অনেক হাদীসেই উল্লেখ হয়েছে, তিনি চাশতের নামায পড়েছেন ও পড়ার জন্য তাকিন্দ দিয়েছেন।

## ٣٩- بَابُ التَّطْوِعِ

## নকল নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٢٤٦- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلأصل صلاة الفجر يا بلأ حدثني يارجى عمل عمليه في الاسلام فلاني سمعت دف نعلتك بين يدي في العنة قال ما عملت عملاً أرجى عندى أنّي لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل ولا نهار الا صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى متفق عليه .

১২৪৬। হযরত আবু হুরাইরা বাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে ফজরের নামাযের সময়ে বললেন : হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি এমন কি আমল করেছো যার থেকে বেশী সওয়াব হাসিলের আশা করতে পারো। কেনোনো আমি আমার সামনে জান্মাতে তোমার জুতার শব্দ শনতে পেয়েছি। (একথা শনে) হযরত বিলাল বললেন, আমি তো বেশী আশা করার মতো কোন আমল করিমি। তবে রাতে বা দিনে যখনই আমি ওজু করেছি, আমার সাধ্যমত সেই ওজু দিয়ে আমি (তাহ্যাতুল ওজুর) নামায পড়েছি (বুধারী-মুসলিম)।

## ইস্তিখারার নামায

١٢٤٧- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْإِسْتِخْرَاجَ فِي الْأَمْوَارِ كَمَا يَعْلَمُنَا الصُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلَيْرُكْمَعْ رَكْعَتِينَ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَسِيرٌ لِيْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَاجْلِهِ فَلَقِدْرَهُ لِيْ وَسِيرَهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْهُ لِيْ فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرُّ لِيْ

فِيْ دِينِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ امْرِيْ اوْ قَالَ فِيْ عَاجِلٍ امْرِيْ وَأَجِلِهِ فَاصْرَفْهُ عَنِيْ وَاصْرَفْنِيْ عَنِهِ وَأَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حِيثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضَنِيْ بِهِ قَالَ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২৪৭। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়াসাল্লাম আমাদেরকে (আল্লাহর কাছে) ‘এক্সেখারা’ করা নিয়ম ও দোষ এভাবে শিখাতেন, যেভাবে আমাদেরকে তিনি কুরআনের সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে সে যেনো ফরজ নামায ছাড়া দুই রাকআত নফল নামায পড়ে। তারপর এই দোষ পড়ে (মৃশ দোয়া হাদীসে আছে, এখানে বাংলা অর্থ দেয়া হলো) : “হে আল্লাহ! আমি তোমারই জানার ভিত্তিতে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের দ্বারা তোমার কাছে নেক আমল করার শক্তি চাই। তোমার কাছে তোমার ফজল চাই। কারণ তুমই সকল কাজের শক্তির উৎস। আমি তোমার মর্জি ছাড়া কোন কাজ করতে পারবো না। তুমি সব কিছুই জানো। আমি কিছুই জানি না। সব গোপন কথা তোমার জানা। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো এই কাজটি (উদ্দেশ্য) আমার জন্য আমার দীনে, দুনিয়ায়, আমার জীবনে, আমার পরকালে অথবা বলেছেন, এই দুনিয়ায় ওই দুনিয়ার উত্তম হবে, তাহলে তা আমার জন্য ব্যবহা করে দাও। আমার জন্য তা সহজ করে দাও। তারপর আমার জন্য বরকত দান করো। আর তুমি যদি এই কাজকে আমার জন্য আমার দীন, আমার জীবন, আমার পরকাল অথবা বলেছেন, ‘আমার ইহকাল ও পরকালে অনিষ্টকর মনে রাখো, তাহলে আমাকে তার থেকে, আর আকে আমার থেকে ফিরিয়ে রাখো। আর আমার জন্য যা কল্যাণকর তা ঘটিয়ে দাও। অতঃপর এর সাথে আমাকে রাজী করো’। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ‘এই কাজটি’ বলার অর্থ প্রয়োজনের কাঞ্চারটি স্বরূপ করতে হবে (বুখারী)।

### বিত্তীয় পরিষেবা

٤٢٤٨-عَنْ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ لِبُونِكْرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُولُ فَعَطَاهُ اللَّهُ ثُمَّ يُحْصِلُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ آذَ فَعَلُوا فَاحْشَأَهُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنْبِهِمْ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَاجَةَ

إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَلَايَةً وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ  
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ .

১২৪৮। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মুম্বেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ আমাকে বলেছেন এবং তিনি পরিপূর্ণ সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর (লজ্জিত হয়ে) উঠে গিয়ে ওজু করে ও নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন (মূল আয়াত হাদীসে আছে, এখানে অর্থ দেয়া হলো) : “এবং যেসব লোক এমন কোন কাজ করে বসে যা বাড়াবাঢ়ি ও নিজেদের উপর জুলুম, এরপর আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, তখন নিজেদের গুনাহ জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকে” (তিরমিয়ী ও ইবনে মাজা। কিন্তু ইবনে মাজা উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করেননি)।

১২৪৯- وَعَنْ حُذِيفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ  
صَلَّى رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

১২৪৯। হযরত হজাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যাপার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তিত করে তুললে তিনি নফল নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

১২৫০- وَعَنْ بُرِيَّةَ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا  
بِلَّا فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ  
خَشْخَسْتَكَ أَمَامِيْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذْنَتُ قَطُّ إِلَّا صَلَيْتُ رَكْعَتِيْنِ وَمَا  
أَصَبَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَى رَكْعَتِيْنِ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

১২৫০। হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় হযরত বিলালকে ডাকলেন। তাকে তিনি বললেন, কি আমল দ্বারা তুমি আমার আগে জান্নাতে চলে গেছো। আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি, তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। হযরত বিলাল আরব করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আধান দেবার সাথে সাথে দুই রাকআত নামায অবশ্যই

পড়ি। আৱ আমাৰ ওজু ভেঙ্গে গেলে তখনই আমি ওজু কৱে আল্লাহৰ জন্য দুই রাকআত নামায় পড়া জৰুৰী মনে কৱেছি। একথা শনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হাঁ, এই কাৱণেই তুমি এতো বড়ো মৰ্যাদায় পৌছে গেছো (তিৱমিয়ী)।

١٢٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةً إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ فَلِيَسْتَوْضِعْ  
فَلِيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصْلِرَكْعَتِينَ ثُمَّ لِيُشْنِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُصْلِ عَلَى  
الَّبَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيُقُلْ لَاَللَّهُ أَلَاَللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ  
اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجَبَاتِ  
رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ أَثْمٍ لَاَتَدْعُ  
لِيْ ذَنِبًا أَلَاَغْفَرْتُهُ وَلَاَ هَمًا أَلَاَفْرَجْتُهُ وَلَاَ حَاجَةً هِيَ لِكَ رَضِيَ أَلَاَقْضَيْتُهَا  
يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذِهِ حَدِيثٌ  
غَرِيبٌ .

১২৫১। হ্যৱত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহৰ কাছে কাৰেন মানুষেৰ কাছে কাৰো কোন প্ৰয়োজন হয়ে পড়লে সে যেনো ভালো কৱে ওজু কৱে দুই রাকআত নামায পড়ে। তাৱপৰ আল্লাহৰ শুণকীৰ্তন কৱে, নবীৰ উপৰ দুৱাদ পড়ে, এই দেয়া পড়ে (দোয়াৰ বাংলা অর্থ) : “আল্লাহ ছাড়া কোন ইসাহ নেই।” তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও অনুগ্ৰহশীল। আল্লাহ মহাপবিত্ৰ, তিনি আৱশ্যে আজীবেৰ মালিক। সব প্ৰশংসা আল্লাহ তাআলার। যিনি সমগ্ৰ জাহানেৰ পালনকৰ্তা। হে আল্লাহ! আমি তোমাৰ কাছে ওই সব জিনিস চাই যাৱ উপৰ তোমাৰ রহমাত বৰ্ষিত হয় এবং যা তোমাৰ ক্ষমা পাবাৰ উপায় হয়। আৱ আমি আমাৰ নেক কাজেৰ অংশ চাই। সকল শুনাহ থেকে বাঁচতে চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমাৰ কোন শুনাহ মাফ কৱে দেয়া ছাড়া, আমাৰ কোন দুঃখ দূৰ কৱে দেয়া ছাড়া, আমাৰ কোন প্ৰয়োজন যা তোমাৰ কাছে পছন্দনীয়, পূৰণ কৱা ছাড়া বেঞ্চে দিও না। হে আৱহামুৰ রাহেমীন” (তিৱমিয়ী। ইমাম তিৱমিয়ী বলেন, হাদীসটি গৱীৰ)।

## ٤ - بَابُ صَلْوةِ التَّسْبِيحِ

### ٨٥-সালাতুত তাসবীহ

١٢٥٢-عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَيْدِ الْمُطَلِّبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّا أَعْطَيْكَ أَلَا أَمْنِحُكَ أَلَا أَخْبِرُكَ أَلَا أَفْعَلُ  
بِكَ عَشْرَ خَصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ  
وَحَدِيثَهُ حَطَاهُ وَعَمَدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سَرَهُ وَعَلَاتِيَّتَهُ أَنْ تُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ  
تَقْرَأً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَاتِحَةً الْكِتَابَ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ  
رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ  
خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ  
الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرَةَ ثُمَّ تَهُوِيْ سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرَةَ ثُمَّ  
تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرَةَ ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ  
رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرَةً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي  
أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ أَسْتُطِعْتَ أَنْ تُصْلِيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعُلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ  
فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَأَبْنُ مَاجَةَ  
سَنَةً مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَأَبْنُ مَاجَةَ  
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ.

১২৫২। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আকবাস ইবনে আবদুল মোস্তাফিলকে বললেন, হে আকবাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দেবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে বলে দেবো না? আপনাকে কি দশটি অঙ্গসের মালিক বানিয়ে দেবো না? আপনি যদি এগুলো অবলম্বন করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে আগের, পরের, পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলক্রমের, ছোট কি বড়ো, প্রকাশ্য কি গোপন, সকল শুনাই মাফ করে দেবেন।

আৱ সেটা হলো আপনি চাৰি রাকআত নামায পড়বেন। প্রতি রাকআতে ফাতিহাতুল কিতাব ও সাথে একটি সূরা। প্রথম রাকআতের কেৱাআত পড়া শেষ হলে দাঁড়ানো অবস্থায় পনৰ বাব এই তাসবিহ পড়বেন : “সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহে, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবাৰ”। তাৱপৰ ঝুকুতে যাবেন। ঝুকুতে এই তাসবিহটি দশবাৰ পড়বেন। তাৱপৰ ঝুকু হতে মাথা উঠিয়ে এই তাসবিহ আবাৰ দশবাৰ পড়বেন। তাৱপৰ সাজদা কৱবেন। সাজদায় এই তাসবিহ দশবাৰ পড়বেন। তাৱপৰ সাজদা হতে মাথা উঠাবেন। এখনেও এই তাসবিহ দশবাৰ পড়বেন। তাৱপৰ দ্বিতীয় সাজদায় যাবেন। এই তাসবিহ দশবাৰ এখনেও পড়বেন। তাৱপৰ সাজদা হতে মাথা উঠিয়ে এই তাসবিহ দশবাৰ পড়বেন। সৰ্বমোট এই তাসবিহ এক রাকআতে পঁচাত্তৰ বাব হবে। চাৰি রাকআতে এজাৰে পড়ে যেতে হবে। আপনি যদি প্রতিদিন এই নামায এইভাৱে পড়তে পাৱেন তাহলে প্রতিদিনই পড়বেন। প্রতিদিন পড়তে না পাৱলে সংগ্রহে একদিন পড়বেন। সংগ্রহে একদিন পড়তে না পাৱলে প্রতিমাসে একদিন পড়বেন। যদি প্ৰতি মাসে একদিন পড়তে না পাৱেন, বছৰে একবাৰ পড়বেন। যদি বছৰেও একবাৰ পড়তে না পাৱেন, জীবনে একবাৰ অবশ্যই পড়বেন (আবু দাউদ, ইয়ন মার্জা, বীয়হাকী)। ইমাম তিরমিয়ী এই ধৰনেৰ বৰ্ণনা হয়ৰত আবু রাফে হতে নকল কৱেছেন।

١٢٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ  
أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ فَإِنْ انتَفَصَ مِنْ فَرِيْضَةَ شَيْءٍ قَالَ  
الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدٍ مِنْ تَطْوِعٍ فَيُكَمِّلُ بِهَا مَا انتَفَصَ  
مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ ثُمَّ الزُّكَاهُ مِثْلُ  
ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَلُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ  
رَجُلٍ .

১২৫৩। হয়ৰত আবু হুরাইলা রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতেৰ দিন সব জিনিসেৱ আগে মানুষেৰ যে আমলেৰ হিসাব হবে, তা হলো নামায। যদি তাৱ নামায সঠিক হলো তাহলে সে কামিয়াব হলো ও নাজাত পেলো। আৱ যদি নামায কিন্ট হয়ে গেলো তাহলে সে বিষ্ফল হলো ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যদি ফৱজ নামাযে কিছু ত্ৰুটি রাখে যায়, তাহলে

আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন, দেখো। আমার বান্দার কাছে সুন্নাত ও নফল নামায আছে কিনা? তাহলে সেখানে থেকে এনে বৌদ্ধার ফরয নামাযের ক্রটি পূরণ করে দেয়া হবে। এরপর এভাবে বান্দাহর অন্যান্য হিসাব নেয়া হবে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তারপর এভাবে যাক্সতের হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর বাকী সব আমলের হিসাব একের পর এক এভাবে নেয়া হবে (আবু দাউদ; ইমাম আহমাদ এই হাদীস আর এক ব্যক্তি হতে নকল করেছেন)।

**١٢٥٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا وَإِنَّ الْبَرِّ لَيَدْرُ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا حَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتَّرمِذِيُّ .**

১২৫৪। ইয়রত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহর কোন আমলের প্রতি তাঁর কর্মণার সাথে এতো বেশী লক্ষ্য আরোপ করেন না, যতোটা তার পড়া দুই রাকআত নামাযের প্রতি করেন। বান্দাহ যতোক্ষণ নামাযে মশগুল থাকে তার মাথার উপর নেক ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়া হয়। আর বান্দাহ আল্লাহৰ নৈকট্য লাভের ব্যাপারে যেভাবে তার থেকে বের হয়ে আসা হিন্দায়াতের উৎস অর্থাৎ আল-কুরআন থেকে উপকৃত হয়, আর কোন জিনিস থেকে এমন উপকৃত হয় না (আহমাদ ও তিরমিয়ী)।

#### ٤- بَابُ صَلَاةِ السُّفْرَ

##### ৪১-সফরের নামায

**١٢٥٥ - عَنْ أَنَسِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهَرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحِلْقَةِ رَكْعَتَيْنِ مُتَفَقِّعٌ عَلَيْهِ .**

১২৫৫। ইয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম মদীনায় জুহরের নামায চার রাকআত পড়েছেন। যুল-হলাইফায় আসরের নামায দুই রাকআত পড়েছেন (বুখারী-মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সফরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। হজের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা হবার সময় তিনি মদীনায় চার রাকআত নামায়ই আদায় করেছেন। ভুলহলাইফা নামক স্থানে এসে তিনি আসরের নামায দুই রাকআত

অর্থাৎ কসর পড়েছেন। জুলুলাইফা মদিনা হতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এখান থেকে মুসাফিরীর পথ শুরু হয়েছে।

**১২৫৬-عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنُنَ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمْنَهُ بِمِثْيَ رَكْعَتِينِ مُتَفَقُ عَلَيْهِ .**

১২৫৬। হ্যরত হারিছা ইবনে ওয়াহাব খোজায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে নিয়ে ‘মিনায়’ দুই রাকআত নামায পড়েছেন। এ সময় আমরা সংখ্যায় এতো ছিলাম যা এর আগে কখনো ছিলাম না এবং নিরাপদ ছিলাম (বুখারী-মুসলিম)।

**১২৫৭-وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْعَطَابِ أَنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُقْصِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَنْ خَفْتُمْ أَنْ يُفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنْتُ النَّاسَ قَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدِّقُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبِلُوا صَدَقَتُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .**

১২৫৭। হ্যরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত উমারের কাছে নিবেদন করলাম, আল্লাহু তাআলার কথা হলো, “তোমরা নামায কম পড়ো অর্থাৎ কসর করো, যদি কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে বলে আশংকা করো”। এখন তো লোকেরা নিরাপদ। তাহলে কসরের নামায পড়ার প্রয়োজনটা কি? হ্যরত ওমর রাঃ বললেন, তুমি এ ব্যাপারে যেমন আশ্চর্য হচ্ছো, আমিও এরূপ আশ্চর্য হয়েছিলাম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ব্যাপারটি সম্পর্কে জিজেস করেছিলাম। তিনি বললেন, নামাযে কসর করাটা আল্লাহুর একটা সদকা বা দান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর এই দান গ্রহণ করো (মুসলিম)।

**১২৫৮-وَعَنْ أَنَسِ قَالَ حَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ لَهُ أَقْمَسْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقْبِلْنَا بِهَا عَشْرًا - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .**

১২৫৮। হ্যরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহর সাথে মদীনা হতে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি মদীনায় ফেরত না আসা পর্যন্ত চার রাকআত ফরয নামাযের স্থলে দুই রাকআত পড়েছেন।

হয়রত আনাস রাঃ-কে জিত্তেস করা হয়েছে, আপনারা কি মুক্তায় কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন? জবাবে হয়রত আনাস বললেন, হ্যাঁ, আমরা মুক্তায় দশ দিন অবস্থান করেছিলাম (বুখারী-মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা ৪** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর মাত্র একবারই মক্কায় হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলেন। এটাইকেই হজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জ বলা হয়। তার সঙ্গীসাথীসহ মক্কায় জিলহাজ মাসের চার তারিখে পৌছেন। হজ্জ পালন করে তিনি চৌদ্দ জিলহাজ সকালে মক্কা হতে মদীনার পথে রওনা দেন। এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সফরে এই দশ দিন মুসাফির ছিলেন। তাই তিনি এই সফরে নামায কসর করেছেন।

١٢٥٩ - وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَافِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا  
تَسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصْلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّى  
فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تَسْعَةَ عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقْمَنَا أَكْثَرَ مِنْ  
ذَلِكَ حَلَّيْنَا أَرْبِعًا رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ .

୧୨୫୯ । ହସରତ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନେ ଆବାସ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ୍, ରାସ୍ତୁଲୁହାହ ସାନ୍ତୋଦ୍ଧାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ଏକ ସଫରେ ଗିଯେ ଉନିଶ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରେବି । ଏହି ସମୟ ତିନି ଦୁଇ ରାକାତ କରେ ଫର୍ଯ୍ୟ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରେନ । ହସରତ ଇବନେ ଆବାସ ବଲେନ୍, ଆମରାଓ ମଙ୍କା ମଦିନାର ମଧ୍ୟ କୋଥାଓ ଗେଲେ ସେଥାନେ ଉନିଶ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରଲେ, ଆମରା ଦୁଇ ରାକାତ କରେ ନାମାୟ ପଡ଼ତାମ । ଏର ଚେଯେ ବେଶୀ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରଲେ ଚାର ରାକାତାତ କରେ ନାମାୟ ପଡ଼ତାମ (ବୁଖାରୀ) ।

**ব্যাখ্যা :** তখন যেকো মদীনার প্রধ্যকার যাতায়াতের পথ ছিলো দুইটি। একটি পাহাড়ী পথ, এপথে সময় কম লাগতো। অন্যটি ঘাঠ ময়দানের পথ। এপথে উনিশ দিন সময় লাগতো। ইবনে আবসের এই বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায়, উনিশ দিনের বেশী এক জারিগায় না থাকলে মুসাফির হয় না মুকীমই-ধাকে। তাই চার রাকাঞ্জাত পড়েছেন।

١٢٦ - وَعَنْ حَفْضِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ صَحَّبَتُ أَبْنَاءَ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَصَلَّى  
لَنَا الظَّهَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ  
هُؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسِبِّحًا أَتَمَّتُ صَلَاتِي صَحَّبَتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَآبَا بَكْرِ  
وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَالِكَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

‘১২৬০। হযরত হাফ্স ইবনে আসেম রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মক্কা-মদীনার পথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে থাকার আমার সৌভাগ্য ঘটেছে। (জুহরের নামাযের সময় হলে) তিনি আমাদেরকে দুই রাকআত নামায (জামায়াতে) পড়ালেন। এখান থেকে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন, লোকরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজেস করলেন, লোকেরা এটা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বললেন, আমাকে যদি নফল নামাযই পড়তে হয়, তাহলে ফরয নামায তো পুরা পড়া বেশী ভালো ছিলো। কিন্তু যখন সহজ করার জন্য ফরয নামায কসর পড়ার হ্রকুম হয়েছে, তখন তো নফল নামায ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকার সৌভাগ্যও পেয়েছি। তিনি সফরের অবস্থায় দুই রাকআতের বেশী (ফরয) নামায পড়তেন না। আবু বকর, ওমর, ওসমানের সাথে চলারও সুযোগ আঘাত হয়েছে। তারাও এভাবে দুই রাকআতের বেশী পড়তেন না (বুখারী-মুসলিম)।

### দুই নামায একত্রে পড়া

‘১২৬১- وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهِيرَةِ وَالعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْتَمِعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ .

‘১২৬১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলে জুহর ও আসদের নামায এক সাথে পড়তেন। (ঠিক এভাবে) মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়তেন (বুখারী)।

‘১২৬২- وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهُتْ بِهِ يُؤْمِنُ إِيمَانًا صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَتُؤْتَرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَقْفَّلًا عَلَيْهِ .

‘১২৬২। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলে রাতের বেলায় ফরয নামায ছাড়া (অন্য নামায) সাওয়ারীর উপর বসেই ইশারা করে পড়তেন। সাওয়ারীর মুখ যেদিকে থাকতো তাঁর মুখও সে দিকে থাকতো। বেতেরের নাযাত তিনি তার সাওয়ারীর উপরই পড়ে নিতেন (বুখারী-মুসলিম)।

## বিজীয় পরিষেবা

১২৬৩ - عن عائشة قالت كُلُّ ذالكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الصلوةِ وَاتِّمَ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ

১২৬৩। হ্যরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব রকমই করেছেন। তিনি (সফর অবস্থায়) কসরও পড়েছেন, পুরা রাকআতও পড়েছেন (শরহে সুন্নাহ)।

১২৬৪ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِسْكَةً ثَمَانِيَّ عَشْرَةً لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رُكْعَتَيْنِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلْدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفَرْ رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ

১২৬৪। হ্যরত ইমরান ইবনে হোসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। মুক্তি বিজয়ের সহিত তাঁর সাথে ছিলাম। এসময়ে তিনি আঠারো দিন মুক্তির ছিলেন। তিনি চার রাকআতওয়ালা নামায দুই রাকআত পড়েছিলেন। তিনি বলতেন, হে শহীদবাসীরা! তোমরা চার রাকআত করেই নামায পড়ো। আমি মুসাফির (তাই দুই রাকআত পড়ছি) (আবু দাউদ)।

১২৬৫ - وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهَرَ فِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظَّهَرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظَّهَرِ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَالعَصْرِ رُكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رُكْعَاتٍ وَلَا يَنْفَضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

১২৬৫। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কর্মের সাথে সফরে দুই রাকআত ঘোর এবং এরপর দুই রাকআত (সুন্নাত)

পড়েছি। আর একবৰ্ণনায় আছে; **আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন**, আবাসে ও সফরে আমি নবী কুরীমের সাথে নামায পড়েছি। আবাসে পড়েছি তাঁর সাথে যোহর চার রাকআত, এরপর (**সন্নাত**) দুই রাকআত। সফরে পড়েছি তাঁর সাথে যোহরের দুই রাকআত এবং এরপর (**সন্নাত**) দুই রাকআত। আসর পড়েছি দুই রাকআত। এরপর নবী কুরীম আর কোন নামায পড়েননি। মাগরিবের নামায পড়েছেন আবাসে ও সফরে সমানভাবে তিনি রাকআত। আবাসে ও সফরে কোন অবস্থাতেই মাগরিবের বেশী কম হয় না। এটা হলো দিনের বেতরের নামায। এরপর তিনি পড়েছেন দুই রাকআত (**সন্নাত**) (তিরমিয়ী)।

**١٢٦٦ - وَعَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ**  
**تَبُوكِنْ أَذَا رَأَيْتَ الشَّمْسَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمْعًا بَيْنَ الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ**  
**أَرْتَحِلَ قَبْلَ أَنْ تَرْبِعَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظَّهَرِ حَتَّى يَنْتَلِلَ الْمَعْضُرُ وَفِي الْمَغْرِبِ**  
**مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمْعًا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ**  
**وَإِنْ أَرْتَحِلَ قَبْلَ أَنْ تَغْيِبَ الشَّمْسُ أَخْرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَنْزَلَ الْعَشَاءُ مُمْ**  
**يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا - .** رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ وَالْتَّرمِذِيُّ .

**১২৬৬।** হযরত মোয়ায় ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ চলাকালে জুহরের সময় সূর্য চলে পেলে যোহর ও আসরের নামায একসাথে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য চলার আগে রওনা হতেন যোহরের নামায দেরী করতেন এবং আসরের নামাযের জন্য মঙ্গিলে নৌমতেন। অর্থাৎ জুহর ও আসরের নামায একসাথে পড়তেন। মাগরিবের নামাযের সময়ও তিনি একস্থ করতেন। সূর্য তাঁর ফিরে আমার আগে দুবে শেলে তিনি মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়তেন। আর সূর্য ডোরার আগে চলে এলে তিনি মাগরিবের নামাযে দেরী করতেন। ইশার নামাযের জন্য নামতেন, তখন দুই নামাযকে একত্র করে পড়তেন (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)।

**١٢٦٧ - وَعَنْ أَنَسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ**  
**وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَةٍ فَكَبَرَ ثُمَّ صَلَّى حِسْنُ وَجْهَهُ رَكَابَهُ -**  
**رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ .**

**১২৬৭।** হযরত আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু**

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে (অর্থাৎ শহরের বাইরে) যেতেন (মুসাফির অবস্থা হোক অথবা মুকীম), নফল নামায পড়তে চাইতেন, তখন উটের মুখ কেবলার দিকে করে নিতেন এবং তাকুরীর তাহরীমা বলে যেদিকে সওয়ারীর মুখ করতেন সেদিকে ফিরে তিনি নামায পড়তেন (আবু দাউদ)।

١٢٦٨- حَوْعَنْ جَابِرٌ قَالَ بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَتِهِ فَجَنَّتْ وَهُوَ يَصْلَى عَلَى رَاحْلَتِهِ تَحْوِيْلَ الْمَشْرِقِ وَبَجْلَلَ السُّجُودَ اخْفَضَ مِنَ الرُّحْمَوْعِ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدُ :

১২৬৮। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন প্রয়োজনে আর্মাকে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি তাঁর বাহনের উপর পূর্ব দিকে মুখ ফিরে নামায পড়ছেন। তিনি রুক্ম হতে সাজদায় একটু বেশী নীচু হতেন (আবু দাউদ)।

### তৃতীয় পরিষেব্দ

١٢٦٩- عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْيَ رَكْعَتَيْنِ يُؤْمِنُ بِكَ مَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِيهِ يُكْرِنُ وَعُثْمَانُ صَدَرًا مِنْ خَلَاقِهِ ثُمَّ أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدِ أَرْبَعَا فَكَانَ بْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْأَمَامِ صَلَّى أَرْبَعَا وَذِي صَلَاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - مُتَفَقُّ عَلَيْهِ :

১২৬৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায (চার রাকাআতওয়ালা নামায) দুই রাকআত পড়েছেন। তাঁর পরে হযরত আবু বকরও দুই রাকআত নামায পড়েছেন। অতঃপর হযরত ওমরও দুই রাকআত নামায পড়েছেন। হযরত ওসমান (রা) তার খিলাফত কালের প্রথম দিকে দুই রাকআতই নামায পড়েছেন। কিন্তু পরে তিনি চার রাকআত পড়তে শুরু করেছেন। হযরত ইবনে ওমরের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন ইমামের (হযরত ওসমানের) সাথে নামায পড়তেন, চার রাকআত পড়তেন। চার একাঙ্গী পড়লে (সফরে) দুই রাকআত পড়তেন (বুখারী-মসলিম)।

١٢٧- حَوْعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَرِضْتَ لِلصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرِضْتَ أَرْبَعَا وَتَرَكْتَ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ

الْأُولَى قَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْتُ لِعَرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُبْعِدُ قَالَ تَأْوِلَتْ كَمَا تَأَوَّلُ  
عُشْمَانُ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

۱۲۷۰। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (প্রথম দিকে) দুই রাকাআতই নামায ফরয ছিলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন। তখন মুকীমের জন্য চার রাকাআত নামায নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর সফর অবস্থায় প্রথম খেকেই দুই রাকাআত ফরয ছিলো। ইমাম বুহুরী রঃ বলেন, আমি হযরত ওরওয়ার কাছে আরয করলাম, হযরত আয়েশাৰ কি হলো যে, তিনি সফর অবস্থায়ও পুরা চার রাকাআত নামায পড়েন। (উভৱে) তিনি বললেন, তিনিও হযরত ওসমানের মতো ব্যাখ্যা করেন (বুখারী-মুসলিম)।

۱۲۷۱- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ غَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةً  
- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۲۷۱। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাজালা তোঙ্গদের নবীর জবানিতে মুকীম অবস্থায চার রাকাআত আর সফরে দুই রাকাআত নামায ফরয করেছেন (মুসলিম)।

۱۲۷۲- وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا سَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
صَلْوَةُ السِّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سَنَةٌ - رَوَاهُ  
ابْنُ مَاجَةَ .

۱۲۷۲। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের নামায দুই রাকাআত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এই দুই রাকাআতই হলো (সফরের) পূর্ণ নামায, কসর নয়। আর সফরে বেতেরের নামায পড়া সুন্নাত (ইবনে মাজা)।

۱۲۷۳- وَعَنْ مَالِكٍ بِلْغَةٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ  
مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائفِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعَسْفَانَ وَفِي مَابَيْنِ  
مَكَّةَ وَجَدَةَ قَالَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرْدٍ - رَوَاهُ فِي الْمُوَاطَأَ .

۱۲۷۳ । হযরত ইমাম মালিক রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি শনেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস, মক্কা ও তায়েফ, মক্কা ও উসফান, মক্কা ও জিন্দার দূরত্বের মধ্যে কসরের নামায পড়তেন । ইমাম মালিক বলেন, এসবের দূরত্ব ছিলো চার বুরীদ অর্থাৎ আটচল্লিশ মাইল (মুওয়াত্তা) ।

۱۲۷۴ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَحَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهَرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالثَّرْمَدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ।

۱۲۷۴ । হযরত বারায়া রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আঠারোটি সফরে তাঁর সফর সংগী ছিলাম, এই সময় আমি তাঁকে সূর্য ঢলে পড়ার পরে আর জুহরের নামাযের আগে দুই রাকাআত নামায পড়া ছেড়ে দিতে কখনো দেখেনি (আবু দাউদ, তিরিয়ী বলেন, এই হাদিসটি গরীব) ।

۱۲۷۵ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرِي لِبْنَهُ عَبْيَدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مَالِكٌ ।

۱۲۷۵ । তাবেন্দী হযরত নাফে রহঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার তাঁর পুত্র হযরত ওবায়দুল্লাহকে সফর অবস্থায় নকল নামায পড়তে দেখেছেন । তাঁকে তিনি তা করতে নিষেধ করতেন না (মালিক) ।

## ٤٤ - بَابُ الْجُمُعَةِ

### ৪২-জুমআর নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

۱۲۷۶ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَهُ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ هُمْ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَمَّا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُّ الْيَهُودُ غَدَّاً وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدَّ - مُتَّفِقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَنَحْنُ أُولُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ وَذِكْرُ نَحْوِهِ إِلَى أَخْرِهِ وَفِي أُخْرَى لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْرِ الْحَدِيثِ نَحْنُ نَحْنُ الْأَخْرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوْلَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيِّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَاقِ .

১২৭৬। হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমরা দুনিয়ার শেষের দিকে এসেছি। আর কিয়ামাতের দিন যর্থাদার দিক দিয়ে আমরা সবার আগে থাকবো। তাছাড়া ইয়াহুদী নাসারাদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পুরে। অতঃপর এই 'জুমআর দিন' তাদের উপর ফরয করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা এ নিয়ে মতভেদ করলো। আল্লাহ তাআলা ওই দিনটির ব্যাপারে আমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন। এই লোকেরা আমাদের অনুমতিষ্ঠকারী। ইয়াহুদীরা আগামী কালকে অর্থাৎ 'শনিবারকে' গ্রহণ করেছে। আর নাসারারা গ্রহণ করেছে পরশুকে অর্থাৎ 'রোববারকে' (বুখারী-মুসলিম)। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় হ্যরত আবু হুরাইরা ও হজাইফা হতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দুজনই বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের শেষ দিকে বলেছেন : দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে আমরা সকলের পেছনে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সকলের আগে থাকবো। সকলের আগে আমাদের হিসাব নেবার ও জান্নাতে প্রবেশ করার ছকুম দেয়া হবে।

১২৭৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرٌ يَوْمَ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلُقُ آدَمَ وَفِيهِ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرَجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭৭। হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে সব দিনে সূর্য উদয় হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এই দিনে হ্যরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দেয়া হয়েছে। আর কিয়ামাত এই জুমআর দিনেই কায়েম হবে (মুসলিম)।

১২৭৮- وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ

لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيمَانًا - مُتَفَقُ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَةٌ وَفِي رِوَايَةِ لِهُمَا قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيمَانًا

১২৭৮। হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিনে এমন একটি সময় আছে, সে সময়টা যদি কোন মুমিন বান্দাহ পায় আর আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাঁরালা তাকে তা দান করেন (বুখারী-মুসলিম)। এক বর্ণনায় ইমাম মুসলিম এই শব্দগুলোও নকল করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই সময়টা খুবই শ্বশণিক হয়। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : নিঃসন্দেহে জুমুআর দিনে এমন একটি ক্ষণ আসে যে ক্ষণে যদি কোন মুমিন বান্দাহ নামাযের জন্য দাঁড়াতে পারে এবং আল্লাহর কাছে কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সেই কল্যাণ দান করেন।

১২৭৯- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي شَاءَ سَاعَةَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْأَمَامُ إِلَى تَقْضِيِ الْصَّلَاةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৭৯। হয়রত আবু বুরদা ইবনে আবু মৃসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। তিনি রাসূলুল্লাহকে জুমুআর দিনের দোয়া করুলের সময় সম্পর্কে বলতে শুনেছেন : সে সময়টা হলো ইমামের মিস্বরের উপর বসার পর নামায পড়াবার আগের মধ্যবর্তী সময়টুকু (মুসলিম)।

### বিভিন্ন পরিচ্ছেদ

১২৮:- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيْتُ كَعْبَ الْأَخْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعْهُ فَحَدَثَنِي عَنِ التُّورَةِ وَحَدَثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا حَدَثْتُهُ أَنْ قَلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ وَفِيهِ أَهْبَطَ وَفِيهِ تَبَيَّبَ

عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ مُصْبِحَةٌ يَوْمَ  
الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجَنَّ  
وَالْأَنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصْلَى يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا  
أَعْطَاهُ أَيَّاهُ قَالَ كَعْبٌ ذَالِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَ فَقْلَتْ بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ  
كَعْبٌ التُّورَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  
لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثَنِي بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَخْبَارِ وَمَا حَدَّثَنِي  
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
سَلَامٍ كَذَبَ كَعْبٌ فَقُلْتُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التُّورَاةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ  
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ صَدَقَ كَعْبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْتُ  
أَيَّهُ سَاعَةٌ هِيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضَنَّ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ  
اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ هِيَ أُخْرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ  
تَكُونُ أُخْرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصْلَى فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَلَمْ يَقُلْ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَنِي مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي  
صَلَاةٍ حَتَّى يُصْلَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلِي قَالَ فَهُوَ ذَالِكَ رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُو  
دَاؤُدُ وَالْبَرْزِنِيُّ وَالنَّسَانِيُّ وَرَوَى أَحْمَدُ إِلَى قَوْلِهِ صَدَقَ كَعْبٌ .

১২৮০। হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তুর (বর্তমান ফিলিপ্পীনের সিনাই) পাহাড়ের দিকে গেলাম। সেখানে ক্যাব আহবারের সাথে আমার দেখা হলো। আমি তার কাছে বসে গেলাম। তিনি আমাকে তাওরাতের কিছু কথা বলতে লাগলেন। আমি তার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস বর্ণনা করলাম। আমি যেসব হাদীস বর্ণনা করলাম তার একটি হলো, আমি তাঁকে বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় তার মধ্যে সর্বোক্তম দিন হলো জুমআর দিন।

জুমআর দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই দিন তাঁকে জাগ্রাত থেকে জুমিনে বের করা হয়েছে। এই দিন তাঁর তাওবা কবুল করা হয়। এই দিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই স্মিন্ত কিয়ামত হবে। আর জিন ইনসান ছাড়া এমন কোন চতুর্পদ জন্ম নেই যারা এই জুমআর দিনে সূর্য উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত কিয়ামত হবার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে। জুমআর দিন এমন একটি সময় আছে, যে সময় কোন মুসল্লমান, যে নামায পড়ে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষিতু চায়, আল্লাহর তাকে অবশ্যই তা দান করেন। কাব আহবার একথা শনে বললেন, এরকম দিন বা সময় বছরে একবার আসে। আমি বললাম, বরং প্রত্যেক জুমআর দিনে আসে। তখন কাব তাওরাত পড়তে লাগলেন, এরপর বললেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।” হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, এরপর আমি হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাঃ-র সাথে দেখা করলাম। কাবের কাছে আমি যে হাদীসের উল্লেখ করেছি তা তাঁকেও বললাম। এরপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে এ কথাও বললাম যে, কাব বলছেন, ‘এই দিন’ বছরে একবারই আসে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, ‘কাব ভুল কর্ত্ত বলেছে। তারপর আমি বললাম, কিন্তু কাব এরপর তাওরাত পড়ে বলেছে যে, এই ক্ষণ প্রত্যেক জুমআর দিন আসে। ইবনে সালাম বললেন, কাব একথা ঠিক বলেছে। এরপর বলতে লাগলেন, আমি জানি সেই সময় কোনটা? হ্যরত আবু হুরাইরা বলেন, আমি বললাম, পুনরায় আমাকে ভুলুন। গোপন করবেন না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, সেটা জুমআর দিনের শেষ অহর কি করে হয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুমিন বাদাহ এই ক্ষণটি পাবে ও সে এসময়ে নামায পড়ে থাকে.....। (আর আপনি বলছেন সেই সময়টি জুমআর দিনের শেষ প্রহর। সে সময় তো নামায পড়া হয় না। সেটা মাকরহ সময়)। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন (এটা তো সত্য কথা কিন্তু) এটা কি রাসূলুল্লাহর কথা নয় যে, যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় নিজের জ্যায়গায় বসে নামায অবস্থায়ই আছে, আবার নামায পড়া পর্যন্ত। হ্যরত আবু হুরাইরা বলেন, আমি একথা শনে বললাম, হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন। হ্যরত আবদুল্লাহ বলেন, তাহলে নামায অর্থ হলো, নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। অপর দিনের শেষাংশে নামাযের জন্য বসে থাকা নিষেধ নয়। সেই সময় যদি কেউ দোয়া করে, তা কবুল হবে (মালিক, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই)। ইমাম আহমাদও এই বর্ণনাটি ‘সাদাকা কাআব’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

۱۸۱۔ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْمُوا

**الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبة الشمس  
-رواه الترمذى .**

১২৮১ | হযরত আবাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন দোয়া করুন হ্বার সময়টির আশা করে, সে যেনে আসরের পরে স্র্য অন্ত পর্যন্ত সময়টুকু বোজে (তিরমিয়ী) ।

১২৮২ - وَعَنْ أُوسٍ بْنِ أُوسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِفَضْلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلُقُ آدَمَ وَفِيهِ قِبْضٌ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّفْقَةُ فَاكْتُرُوا عَلَىٰ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىٰ قَاتِلِهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعَرِّضُ صَلَاةَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرْهَتْ قَالَ يَقُولُونَ بِلَيْلَتِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَاءُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرِ .

১২৮২ | হযরত আওস ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিন তোমাদের সর্বোভ্যুম স্নিগ্ধ । এই দিন হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে । এই দিন তাঁর জন্ম কবজ করা হয়েছে । এই দিন প্রথম সিঙ্গা ফুঁকা হবে । এই দিন দ্বিতীয় সিঙ্গা ফুঁকা হবে । কাজেই এই দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দুর্লদ পাঠ করবে । কারণ তোমাদের দুর্লদ আমার সামনে পেশ করা হবে । সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দুর্লদ আপনার সামনে কিভাবে পেশ করা হবে । অথচ আপনার হাড়গুলো পঠে গলে যাবে? বর্ণনাকারী বলেন, ‘আরেমতা’ শব্দ দ্বারা সাহাবাগণ ‘বালিতা’ অর্থ বুঝিয়েছেন । অর্থাৎ আপনার পরিত্ব দেহ পঠে গলে যাবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাটি তাদের দেহ নষ্ট করতে পারবে না) । (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই ইবনে মাজা, দারেমী ও বায়হাকীর দাউয়াতুল কবীর) ।

১২৮৩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمُ الْمَرْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرْفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا

طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يُواافقها عبدٌ مُؤمنٌ يدعُو الله بخير إلا استحباب الله له ولا يستعيض عن شيء إلا أحادذه منه - رواه أحمد والترمذى وقال هذا حديث غريب لا يُعرف إلا من حديث موسى ابن عبيدة وهو يضعف .

১২৮৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : (কুরআনে বর্ণিত) 'ইয়াওমুল মাশহুদ' হলো কিঞ্চমতের দিন। 'ইয়াওমুল মাশহুদ' হলো আরাফাতের দিন। আর 'শাহেদ' হলো জুমআর দিন। যেসব দিনে সূর্য উদয় ও অন্ত, যায় তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'জুমআর দিন'। এই দিনে এমন একটি সময় আছে সে সময় যদি কোন মুমিন বান্দাহ পায়, আর ওই সময় সে আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সেই কল্যাণ দান করবেন। যে জিনিস থেকে সে পানাহ চাইবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে পানাহ দেবেন (আহমাদ, তিরিমিয়ী)। ইমাম তিরিমিয়ী বলেন, এই জাদীস্তি গরীব। কারণ মূসা ইবনে ওবায়দাত্ত সুত্র ছাড়া এ হাদীস জানা যায় না। আর মূসা মুহাদ্দেসীনের কাছে দুর্বল রাবী)।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১২৮৪-عَنْ أَبِي لَبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْدِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسٌ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَدَمَ وَاهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ أَدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوْفِيقُ اللَّهِ أَفَمْ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقْوُمُ السَّاعَةِ مَا مِنْ مَلَكٍ مُّقْرَبٍ إِلَّا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِبَابٌ وَلَا بَعْرٌ إِلَّا هُوَ مُشْفَقٌ مِّنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةَ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذَ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا ذَكَرْتِ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ فِيهِ خَمْسٌ خَلَلٌ وَسَاقَ إِلَيْهِ أَخْرِيَ الْحَدِيثِ .

১২৮৪। হ্যরত লুবাবা ইবনে আবদুল মুনয়ির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জুমআর দিন” সকল দিনের সর্দার। সর্দিনের চেয়ে বড়ো। আলাহুর নিকট বড় মর্যাদাব্রান। এই দিন আল্লাহর কাছে ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে বেশী উত্তম। এই দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) আল্লাহ তাআলা এই দিন হ্যরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (২) এই দিন তিনি হ্যরত আদমকে জাগ্রুত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। (৩) এই দিনই হ্যরত আদম মৃত্যুবরণ করেছেন। (৪) এই দিনে এমন একটা ক্ষণ আছে সে ক্ষণে বান্দাহরা আল্লাহর কাছে হারাম জিমিস ছাড়া আর যা কিছু চায় তা তিনি তাদেরকে দান করেন। (৫) এই দিনই কিয়ামত হবে। আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশতা, আসমান, জামিন, বাতাস, পাহাড়, সাগর সবই এই জুমআর দিনকে উপ করে (ইবন মাজ্ঝ)। ইমাম আহমাদ হ্যরত সাদ ইবনে মুআজ থেকে এইভাবে নকল করেছেন যে, “আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ কাছে এসে বলেন, আমাকে জুমআর দিন সম্পর্কে বলুন। এতে কি আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এতে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে। বাকী হাদীস বর্ণনা পূর্ববর্ত)।

১২৮৫-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَبْلَ لِلشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَ شَيْءٌ سَمِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَأَنَّ فِيهَا طَبِيعَةً طَيْنَةً أَبِيكَ أَدَمَ وَفِيهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ فِيهَا الْبَطْشَةُ وَفِيْ أَخْرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مِنْ دَعَةِ اللَّهِ فِيهَا أَسْتَجِيبُ لَهُ - رَوَاهُ أَحْمَدُ.

১২৮৫। হ্যরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজেস করা হলো: “জুমআর দিন” নাম কি কারণে রাখা হলো? তিনি বলেন, যেহেতু এই দিন (১) তেবাদের পিতা আদমের মাটি অক্ত কুরে খামির করা হয়েছে। (২) এই দিন প্রথম সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। (৩) এই দিন দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। (৪) এই দিনই কঠিন পাকড়াও হবে। তাছাড়া (৫)-এই দিনের শেষ তিনি প্রহরে এমন একটি সফর আছে যখন কেউ আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলে তা কবুল করা হয় (আহমাদ)।

১২৮৬-وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ بِشَهَدَةِ الْمَلَائِكَةِ وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصْلَ.

عَلَى الْأَعْرَضَتْ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَيَعْدُ الصَّوْتُ قَالَ  
إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ تَأْكُلْ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنِيَ اللَّهُ حِلْ بِرِيقٍ -  
রোاهُ ابنُ ماجةَ .

১২৮৬- হয়রত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জুমআর দিন আমার উপর বেশী করে দুরুদ পড়ো । কেনোন এই দিন হাজিরার দিন । এই দিন ফিরিশতাগণ হাজির হয়ে থাকেন । যে ব্যক্তি আমার উপর দুরুদ পাঠ করে তার দুরুদ আমার কাছে পেশ করা হতে থাকে, যে পর্যন্ত সে এর থেকে অবসর না হয় । হয়রত আবু দারদা বলেন, আমি বললাম, মৃত্যুর পরও কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ তাআলা নবীদের শরীর খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন । নবীরা করে জীবিত এবং তাদেরকে রিজিক দেয়া হয় (ইবনে মাজা) ।

১২৮৭- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاءَ اللَّهُ فِتْنَةً الْقَيْمَرِ  
- رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّرْمَذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ أَسْنَادًا بِمُتَّصِلٍ .

১২৮৭- হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমান জুমআর দিন অথবা জুমআর রাতে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে করেরের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবেন (আহমাদ, তিরিমিয়ী) । ইমাম তিরিমিয়ী বলেন, এই হাদীসটি গুরীব । এর সনদ মুকাসিল নয়) ।

১২৮৮- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَا الْيَوْمَ أَكْمَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ الْأَيَّةُ وَعِنْهُ  
يَهُودِيٌّ قَالَ لَوْ نَزَّلْتُ هَذِهِ الْأَيَّةَ عَلَيْنَا لَا تَخْذَنَا هَا عِيدِاً فَقَبَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
فَإِنَّهَا نَزَّلَتْ فِي يَوْمِ عِيدِيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ - رَوَاهُ الثَّرْمَذِيُّ  
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১২৮৮- হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আকাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন “الْيَوْمَ أَكْمَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ ...” আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য

তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার সকল নেয়ামত পুরা করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছি”<sup>৩)</sup>। তাঁর কাছে এক ইয়াহুদী বসা ছিলো। সে ইবনে আবুসার্কে বললো, যদি এই আয়াত আমাদের উপর নাখিল হতো তাহলে আমরা এই দিনকে ঈদের খুশীর দিন হিসাবে উদযাপন করতাম। হ্যুরাত ইবনে আবুস বললেন, এই আয়াতটি দুই ঈদের দিন, বিদায় হজ্জ ও আরাফার জুমআর দিন নাখিল হয়েছে। (ইমাম তিরিয়ী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান ও পরীব)।

١٢٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعْيَادٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبًا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَلِغُنَّتِ رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لِيَلَّةُ الْجُمُعَةِ لِيَلَّةُ أَغْرِيَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ أَزْهَرٍ - رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرِ .

১২৮৯। হ্যুরাত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রজব মাস আসলে এই দোয়া পড়তেন, “হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসের (ইবাদাতে) আমাদেরকে বরকত দান করো। আমাদেরকে রামাদান মাস পর্যন্ত পৌছাও। বর্ণনাকারী হ্যুরাত আনাস আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, “জুমআর রাত আলোকিত রাত। জুমআর দিন আলোকিত দিন (বায়হাকীর দাওয়াতুল কৰীর)।

## ৪৩- بَابُ وُجُوبِهَا

### ৪৩-জুমআর নামায ফরজ

কুরআন মজীদ থেকেই জুমআর নামায ফরয হবার প্রামাণ সুষ্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “হে মুমিনেরা! জুমআর দিন যখন মামল্যের জন্য আহবান করা হয়, তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর জিকিরে দৌড়াবে”। জুমআর নামায ফরয হবার ব্যাপারে আল্লাহর প্রিয় রাসূলেরও অনেক হাদীস রয়েছে।

#### প্রথম পরিচেদ

١٢٩ - عَنْ أَبِي عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لِيَنْتَهِيَنَّ أَفْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمِيعَاتِ أَوْ

**لَيَخْتَمَنَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَمْ يَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .**

১২৯০। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও ক্ষয়কৃত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শনেছি : শোকেরা মেলো জুম্মার নামায ছেড়ে না দেয়। (যদি ছেড়ে দেয়) আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর্গত মোহর মেরে দেবেন। অতঙ্গর সে ব্যক্তি গফেলদের মধ্যে গণ্য হবে (যুসলিম)।

১২৯১-عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الصُّمَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَ تَهَاوِنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَالترْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ .

১২৯১। ইয়রত আবুল জাদ দুমাইরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতা ও অবহেলা করে পরপর তিন জুম্মার নামায ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাআলা তার দিলে মোহর লাগিয়ে দেবেন (আবু দাউদ, ত্বিভবিত্বী, নাসাই, ইবনে মাজা ও দারিমী)। ইমাম মালিক (র) সাফওয়াত ইবনে সুলাইহ (রা) থেকে এবং আহমদ (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১২৯২-وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَيَسْتَصِدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصِنْفَ دِينَارٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

১২৯২। ইয়রত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া জুম্মার নামায ছেড়ে দেবে সে যেনেো এক দিনার সদকা করে। যদি এক দিনার সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে অর্ধেক দিনার সদকা করবে (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)।

১২৯৩-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

১২৯৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমআর আমান শনবে, তার উপর জুমআর নামায ফরয হয়ে থাকে (আবু দাউদ)।

১২৯৪-<sup>أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى أَهْلِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ أَسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.</sup>

১২৯৫। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমআর নামায তার উপরই ফরজ যে তার ঘরে ব্রাত কাটায় (তিরমিয়ী, তার মতে হাদীসের সনদ দুর্বল)।

১২৯৫-<sup>وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةِ مَمْلُوكٍ أَوْ إِمْرَأٍ أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَسَارِيْضٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ بِلْفَظِ الْمَصَابِيحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنْيِ وَائلٍ .</sup>

১২৯৫। হযরত তারিক ইবনে শিহাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমআর নামায অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। জুমআর নামায চার ব্যক্তি ছাড়া জামাআতের সাথে পড়া অত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ওই চার ব্যক্তি হলো (১) গোলাম যে কারো মালিকানায় আছে। (২) নারী (৩) বাচ্চা। (৪) কন্যা ব্যক্তি (আবু দাউদ)।

শরহে সুন্নাহ কিতাবে মাসাবীহ কিতাবের মূল পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা ওয়াহিল গৌত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত।

### ত্রৃতীয় পরিচ্ছেদ

১২৯৬-<sup>عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمِّتُ أَنْ أُمِرَ رَجُلًا يُصْلِي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَخْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِيُوْمِهِمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .</sup>

১২৯৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা জুমআর নামাযে আসেন্না, তাদের সম্পর্কে আমি চিন্তা করেছি যে, আমি কাউকে আদেশ করবো, সে

আমর জায়গায় লোকদের ইমামতি করবে। আর আমি গিয়ে তাদের ঘরে আগুন  
লাগিয়ে দেবো (মুসলিম)।

١٢٩٧ - وَعَنْ أَبْيَنِ عَبْيَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ  
الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتُبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ وَفِي  
بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১২৯৭। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৰী  
সাদ্বাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাদ্বাল্লাহ বলেছেন, যে যজ্ঞি কোন কারণ ছাড়া জুমুআর  
নামায ছেড়ে দেয়, তার মর এমন কিভাবে শুনাফিক হিসাবে লিখা হয় যা কখনো  
যুচ্ছে কেলা যায় না, না পরিবর্তন করা যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি জুমুআ  
ছেড়ে দেয়ার কথা আছে (তার জন্য এই শাস্তি) (ইমাম শাফিয়ী)।

١٢٩٨ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأَمْرِ يُنْصَرِفُ إِلَى مُسَافِرٍ أَوْ  
إِمْرَأَةً أَوْ صَبَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَ أَوْ مَمْلُوكٍ فَمَنْ اسْتَغْنَى بِلِهْبَهِ أَوْ تَجَارَةً اسْتَغْنَى  
اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنَيُّ

১২৯৮। হয়রত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বাল্লাহ আলাইহে  
ওয়াসাদ্বাল্লাম বলেছেন : যে যজ্ঞি আল্লাহু তাজালার উপর ও আধিকাতের উপর ঈশ্বান  
রাখে, তার জন্য জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য। তবে অসুস্থ,  
মুসাফির, নারী, নাবালেগ ও গোলামের উপর ফরয নয়। সুতরাং যারা খেল-তামাসা  
বা র্যকসা-বাপিজ্য নিয়ে জুমুআর নামায হতে বেপরোওয়া থাকবে, আল্লাহ-তাজালা ও  
তার দ্বিতীয় থেকে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি উচ্চ  
প্রশংসিত (দারু কুতুনী)।

#### ٤ - بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّبْكِيرِ

৪৪ - পরিত্রাতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে ধাওয়া

١٢٩٩ - عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ  
وَجْهُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهُنُ مِنْ دُهْنٍ أَوْ يَمْسُ

مِنْ طَيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصْلِلُ مَا كُتِّبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصَتُ إِذَا تَكَلَّمُ الْأَمَامُ أَغْفِرُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَبْيَنُ الْجَمْعَةَ الْأُخْرَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১২৯৯। ইয়রত সালমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, যতটুকু সন্তুষ্টি পরিচাতা অর্জন করবে, তারপর নিজের তেল হতে তার শরীরে কিছু তেল মাখবে, অথবা ঘরে সুগরি থাকলে কিছু সুগরি লাগাবে। তারপর মসজিদে রওনা হবে। দুই ব্যাঞ্জির মধ্যে ফাঁক করবে না। যতটুকু সন্তুষ্টি নামায (নফল) পড়বে। তৃপচাপ বসে ইমামের বুতৰা উনবে। নিচ্য তার জুমআ ও আগের জুমআর মাঝখানের সব (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে (বুখারী)।

١٣٠- وَمَنْ لَبِنْ هُرِيرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَغْتَسَلَ ثُمَّ آتَى الْجَمْعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقْرُعَ مِنْ خَطْبَتِهِ ثُمَّ يُصْلِلَ مَعْهُ غُفرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَبْيَنُ الْجَمْعَةَ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০০। ইয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর নামায পড়তে এসেছে ও ফটুকু পেরেছে নামায পড়তেছে, ইমামের বুতৰা শেষ হওয়া পর্যন্ত তৃপচাপ রাখেছে। এরপর ইমামের সাথে নামায (ফরয) পড়েছে। তাহলে তার এই জুমআ থেকে বিগত জুমআর মাঝখানে, বরং এর চেয়েও তিনি দিন আগের গুনাহও মাফ করে দেয়া হবে (যুসলিম)।

١٣٠١- وَعَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَوَضَّأَ فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ آتَى الْجَمْعَةَ فَاسْتَمْعَ وَانْصَتَ غُفرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَبْيَنُ الْجَمْعَةَ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَ الْحَصْنِ فَقَدْ لَغَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০১। ইয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওজু করবে এবং উত্তম ওজু করবে,

তারপর জুমআর নামাযে যাবে। চূপ চাপ খুতবা শুনবে। তাহলে তার এই জুমআ হতে ওই জুমআ পর্যন্ত সব গুনাই শাক করা হবে, অধিকস্তু আরো তিন দিনের। যে ব্যক্তি খুতবার সময় খুলা বালি নাড়লো সে অর্থহীন কাজ করলো (মুসলিম)।

**١٣٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجَمْعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأُولَى فَالْأُولَى وَمَثَلُ الْمَهْجَرِ كَمَثَلِ الَّذِي يَهْدِي بَدْنَهُ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْأَمَامُ طَوَّا صُحْفَهُمْ وَسِتَّمُعُونَ الذَّكْرَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .**

১৩০২। হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমআর দিন ফিরিশতারা মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যান। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে আসে তার নাম লিখেন। এরপর তার পরের ব্যক্তির নাম লিখেন। যে ব্যক্তি মসজিদে প্রথমে যান তার দৃষ্টান্ত হলো, যে মক্কায় কুরবানী দেবার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে, একটি গরু পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য মক্কায় একটি দুশা পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর নামায পড়ার জন্য মক্কায় একটি মুরগী পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমআর জন্য মসজিদে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো যে একটি ডিম পাঠায়। আর ইমাম খুতবা দিব্বার জন্য বের হলে তারা তাদের দণ্ডের শুচিয়ে খুতবা শোনেন। (বুখারী-মুসলিম)।

**١٣٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ أَنْصِبْ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغُوتَ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .**

১৩০৩। হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম খুতবা পড়ার সময় যদি তুমি তোমার কাছে বসা লোকটিকে বলো যে, 'চুপ থাকো' তাহলে তোমার একথাটিও অর্থহীন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ খুতবার সময় কোন কথা বলল যাবে না। এমনকি পাশের বসা লোকজনও যদি কথাবার্তা বলে তাকেও চুপ করো একথা বলাও নিষেধ।

**٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْبِلُ**

أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَيْهِ مَقْعِدَهُ فَيَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ  
اَسْحَوْا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০৪। হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমুআর দিন মসজিদে গিয়ে কোন মুসলিমান ভাইকে যেনো তার ঝায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে বলতে পারে ভাই! একটু সরুন (মুসলিম)।

### বিতীয় পরিচেদ

১৩০৫- عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ مِنْ أَحْسَنِ شَيَّابِهِ وَمَنْ مِنْ طَيِّبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ آتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ أَمَامَهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلَوَتِهِ كَانَتْ كَفْرَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ التِّيْ قَبْلَهَا - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ .

১৩০৫। হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে। উন্নম পোশাক পড়বে। তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মসজিদে আসবে। কিন্তু মানুষের কাঁধ ডিসিয়ে সামনে আসবে না। এরপর যথাসাধ্য নামায পড়বে। ইয়াম খুতবার জন্য হজরত হতে বের হবার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে। তাহলে এই জুমুআর হতে পূর্বের জুমুআর পর্যন্ত তার যতো শুনাই হয়েছে তা তার কাফকারা হয়ে যাবে (আবু দাউদ)।

১৩০৬- وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَلَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكِبْ وَدَنَا مِنْ الْأَمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٌ أَجْرٌ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدْ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ .

১৩০৬। হযরত আওস ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে পোশাক-পরিচ্ছদ ধূইবে ও নিজে গোসল করবে। এরপর সকাল সকাল তৈরী হবে। সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে আগে আগে মসজিদে যাবে। ইমামের কাছে গিয়ে বসবে। চুপচাপ ইমামের খুতবা শুনবে। বেছদা কাজ করবেন। তার প্রতি কদমে এক বছরের আমলের সওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনের রোধা ও রাতের নামায়ের আমলের সওয়াব হবে (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজা)।

১৩.৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ وَجَدَ أَنْ يَتَخَذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِيْ مِهْنَتِهِ -  
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

১৩০৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকলে, সে যেনে তার কাজ-কর্মের পোশাক ছাড়া জুমুআর দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক রাখে (ইবনে মাজা)।

১৩.৮ - وَعَنْ سَمِرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْضُرُوا الدَّكْرَ وَأَدْنُوا مِنَ الْأَمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤْخَرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا - وَرَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ .

১৩০৮। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা জুমুআর দিন খুতবার সময় উপস্থিত থাকবে এবং ইমামের কাছে বসবে। কারণ কোন ব্যক্তি দূরে থাকতে থাকতে (অর্থাৎ প্রথম সারিতে না গিয়ে পেছনের সারিতে থাকে) শেষে জান্নাতে প্রবেশেও পেছনে পড়ে যাবে (আবু দাউদ)।

১৩.৯ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ الْجَهْنَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِنْسِرًا إِلَى جَهَنَّمَ -  
رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

১৩০৯। হযরত মুআজ ইবনে আমাস জুহানী হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিনের জামায়াতে যে ব্যক্তি মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাবার ছেষ্টা করবে,

কিয়ামাতের দিন তাকে জাহানামের ‘পুল’ বানানো হবে (ইমাম তিরমিয়ী)। তিনি বলেন হাদীসটি গৱীব)।

**ব্যাখ্যা :** হাদীসটির মর্ম হলো, প্রথম দিকে বসার জন্য জুমআর দিন আগে আগে মসজিদে যেতে হবে। পরে এসে আগে বসার জন্য মানুষের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাওয়া গহিত কাজ। তবে সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকলে যেতে পারবে। যারা ফাঁক ফাঁক রেখে কাতারে পুরা না করে বসে তারা এর জন্য দায়ী। পুল বানানো অর্থ, এই গহিত কাজের জন্য সে পুলের মতো এক জায়গায় পড়ে থাকবে। তাকে পুলের মতো ডিঙিয়ে অন্যরা জানাতে চলে যাবে। সে যাবে পরে।

١٣١. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْحُجُّوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ  
وَالْأَمَامِ يَخْطُبُ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاؤْدَ .

১৩১০। হ্যরত মুআজ ইবনে আনাস জুহানী রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ইমামের খুতবার সময় হাঁটু উচ্চিতে দুই হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন (তিরমিয়ী, আবু দাউদ)।

١٣١١. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ  
أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

১৩১১। হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর নামাযের সময় কারো যদি তন্ত্র আসে তাহলে সে যেনে স্থান পরিবর্তন করে বসে (তিরমিয়ী)।

**ব্যাখ্যা :** হাদীসের উদ্দেশ্য ঘুমের আমেজ নষ্ট করা। তাই স্থান পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে অন্য কোনভাবে ঘুমের ভাব নষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٣١٢. عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ قَبْلَ لِنَافِعِ فِي  
الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مُتَفَقُ عَلَيْهِ .

১৩১২। হ্যরত মাফে (তাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাঃ-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম (নামাযের সময়) কাউকে অপরজনকে তার জায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে নিজে ওখানে বসতে নিষেধ করেছেন। হ্যরত নাফেকে প্রশ্ন করা হলো, এটা কি শুধু জুমআর নামাযের জন্য। উত্তরে তিনি বলেন, জুমআর নামায ও অন্যান্য নামাযেও (বুখারী-মুসলিম)।

١٣١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْضُرُ الْجَمْعَةَ ثَلَاثَةً نَفْرٌ فَرِجْلٌ حَضَرَهَا بِلْغَوِ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجْلٌ دَعَا اللَّهَ أَنْ شَاءَ أَعْطِاهُ وَكَانَ شَاءَ صَنَعَهُ وَرَجْلٌ حَضَرَهَا بِأَنْصَاتٍ وَسُكُونٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقْبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَرِيَ كَفَارَةً إِلَى الْجَمْعَةِ الَّتِي تَلَيْهَا وَزِيادةً ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا - رَوَاهُ أَبُو دَافُدَ .

১৩১৩। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনি ধরনের লোক জুমআর নামাযে হাজির হয়। এক রকম হলো, যারা বেহুদা কথাবার্তায় লিঙ্গ হয়ে হাজির হয়। জুমআর দ্বারা তাদের এটাই হয় লাভ। দ্বিতীয় ধরনের লোক হলো, আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে চাইতে হাজির হয়। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। আল্লাহ চাইলে তাদেরে তা দান করতে পারেন। আর ইচ্ছা না করলে নাও দিতে পারেন। তৃতীয় ধরনের লোক হলো, শুধু জুমআর নামাযের উদ্দেশ্যে নৌরবতার সাথে মসজিদে হাজির হয়। সামনে ঘাবার জন্য কারো ঘাড় টপকায় না। কাউকে কোন কষ্ট দেয় না। এ ধরনের লোকদের এই জুমআর থেকে পরবর্তী জুমআর পর্যন্ত সময়ে (সগীরা) শুনাহর কাফফরা হয়ে যায়। তাছাড়াও আরো অতিরিক্ত তিনি দিনের কাফফরা হবে। এইজন্য যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, “যে ব্যক্তি কোন উত্তম কাজ করবে তার জন্য এর দশ শুণ সওয়াব রয়েছে” (আবু দাউদ)।

١٣١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَالْأَمَّامَ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصَتْ لِيْسَ لَهُ جَمْعَةً - رَوَاهُ أَحْمَدُ .

১৩১৪। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামের খুতবার সময় কথা বলে, সে ভারবাহী গাধার মতো (বোৰা বহন করে, ফল ভোগ কৰতে পারে না)। আর যে ব্যক্তিকে চুপ করতে বলা হয় তাৰও জুমুআ নেই (আহমাদ)।

ব্যাখ্যা ৪ এর আগে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় জুমুআর নামাযের নিয়মকানুসৰি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই হাদীসের মর্ম হলো, গোটা নামাযে, বিশেষ করে ইমামের খুতবার সময় নীরব থেকে খুতবা শোনা কর্তব্য। খুতবা না শুনলে শধু সময় নষ্ট হলো। এমনভাবে নীরব থাকতে হবে যে, অন্য কেউ কথা বললে, তাকেও 'চুপ থাকো' বলা নিষেধ।

১৩১৫ - وَعَنْ عُبَيْدِ ابْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمُعَةَ مِنَ الْجُمُعَةِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمًا جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمْسَسْ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ - رَوَاهُ مَالِكُ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَصَلًّا .

১৩১৫। তাবেরী হ্যরত ওবায়দ ইবনে সাকাক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন এক জুমুআর দিন বলেছেন : হে মুসলমানরো! এই দিন, যে দিনকে আল্লাহ তাআলা ঈদ হিসাবে গণ্য করেছেন। অতএব তোমরা এই দিন গোসল করবে। যার কাছে সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার করলেও কোন ক্ষতি নেই। তোমারা অবশ্য অবশ্যই মিসওয়াক করবে (মাণিক মূরসাল হিসাবে; ইবনে মাজাহ ওবায়দা হতে এবং তিনি হ্যরত আকবাস হতে মুতাসিলরূপে)।

১৩১৬ - وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَاعَلِيَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيَتَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبٍ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءَ لَهُ طِيبٌ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

১৩১৬। হ্যরত বারায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জুমুআর দিন মুসলমানরা যেনো অবশ্যই গোসল করে। তার পরিবারে সুগন্ধি থাকলে যেনো আ মাখে। যদি সুগন্ধি না থাকে, তাহলে গোসলের পানিই তার জন্য সুগন্ধি (আহমাদ, তিরমিয়ী। তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি হাসান)।

## ٤٥- بَابُ النُّطْبَةِ وَالصَّلَاةِ

### ৪৫- খুজ্বা ও নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ

**١٣١٧**- عن أنسٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمَيلُ الشَّمْسِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩১৭। হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে জুমুআর নামায পড়তেন (বুখারী)।

**١٣١٨**- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نُقِيلُ وَلَا نَتَغَدِّي إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ .

১৩১৮। হয়রত সাহল ইবনে সাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর দিন জুমুআর নামায পড়ার পূর্বে খাবারও খেতাম না, বিশ্রামও গ্রহণ করতাম না (বুখারী-মুসলিম)।

**١٣١٩**- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَ الْعَرَأْبَرَدُ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩১৯। হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচন্ড শীতের সময় জুমুআর নামায সকাল সকাল (প্রথম ওয়াকে), পড়তেন, আর প্রকট গরমের সময় দেরী করে পড়তেন (বুখারী)।

**١٣٢**.- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْلَهُ إِذَا جَلَسَ الْأَمَانُمُ عَلَى الْعَنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ بَكْرٍ وَعَمِّ رَقِيمًا كَانَ عُثْمَانُ وَكُثُرُ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءَ الشَّالِثَ عَلَى الزُّورَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩২০। হয়রত সায়েব ইয়ায়ীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাঃ ও ওমর রাঃ-র সময়ে জুমুআর প্রথম

আযান হতো ইমাম মিস্বরে বসলে। হযরত ওসমান রাঃ খলিফা হবার পর, লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি যাওৱার উপর তৃতীয় আযান অন্ডিয়ে দিলেন (বুখারী)।

**ব্যাখ্যা :** ‘যাওৱা’ ঘসজিদে নববীর সামনে একটি উচু স্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের কালে জ্ঞানুআর দিন একটি আযান ও একটি ইকামতের প্রচলন ছিলো। ‘আযান’ দেয়া হতো ইমাম মিস্বরে উঠলে, আর ইকামাত দেয়া হতো খুত্বার শেষে নামায শুরু হবার কালে। ইকামাতকেও এখানে বর্ণনাকারী আযান হিসাবে গণ্য করেছেন ও দ্বিতীয় আযান হিসাবে গণ্য করেছেন। হযরত ওসমান রাঃ-র খিলাফতকালে লোকজন বেড়ে গেলে তিনি যাওৱার উপর তৃতীয় আযানের ব্যবস্থা করেন। এই আযানটিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম আযান।

١٣٢١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلَوَةُ قَصْدًا  
وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (জ্ঞানুআর দিন) দুইটি খুত্বার মাঝামানে তিনি কিছু সময় বসতেন। তিনি (খুত্বায়) কিছু কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং লোকদেরকে উপদেশ শনাতেন। সুতরাং তাঁর নামায ও খুত্বা উভয়ই ছিলো বাতিসীর্ঘ (মুসলিম)।

١٣٢٢ - وَعَنْ عَمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ  
طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِّنْ فَقْهِهِ فَأَطْلِبُوا الصَّلَاةَ وَاقْصِرُوا  
الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২২। হযরত আম্বার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তির দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিঙ্গ খুত্বা তাঁর বৃক্ষিমত্তার পরিচারক। তাই তোমার নামাযকে শুধু করবে, খুত্বাকে ছেট করবে। নিশ্চয় কোন কোন খুত্বা যাদু ছবরপ (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** বড় জামায়াতের নামায আসলে ছেট করেই পড়া নিয়ম। এখানে নামায দীর্ঘ করার অর্থ খুত্বার অপেক্ষা দীর্ঘ। অর্থাৎ খুত্বা খুব ছেট ও হ্রদয়স্পর্শী যেনো হয়। খুত্বার তুলনায় নামায বড় হবে।

١٣٢٣ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَطَبَ اخْتَمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّىٰ كَانَهُ مُنْدَرٌ جَيْشٌ يَقُولُ صَبَّحْكُمْ وَمَسَّاَكُمْ وَيَقُولُ بُعْثِتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتِينِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৩। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তাঁর দুই চোখ লাল হয়ে উঠতো, কঠিন হতে সুউচ্চ, রাগ বেড়ে যেতো। মনে হতো তিনি কোন সামরিক বাহিনীকে এই বলে শক্র হতে সতর্ক করে দিছেন : সকাল-সন্ধিয়ায় তোমাদের উপর শক্র বাহিনী হানা দিতে পারে। তিনি খুতবায় বলতেন, আমাকে ও কিয়ামাতকে এভাবে পাঠানো হয়েছে। একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলকে একজন করে মিলিয়ে দেখালেন (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : একজন নবী ও সতর্ককারী হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুবই শক্রস্তু সহকারে ভাস্তব দিতেন। তাই এ সময়ে তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠতো। আজকালের ওয়ায়েজ আলেম ও ইমামদের মতো তিনি গানের সুরে বক্তব্য পেশ করতেন না।

١٣٢٤ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَامَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رِبُّكَ - مُتْفَقُ عَلَيْهِ .

১৩২৪। হযরত ইআলা ইবনে উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিষ্রের উঠে কুরআনের এই আয়াত পড়তে শনেছি : “জাহানামীরা (জাহানামের দারোগাকে) ডেকে বলবে, হে মালিক! (তুমি বলো) তোমার রব যেনো আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন’। অর্থাৎ তিনি খুতবায় জাহানামের ভয়াবহতার কথা বলতেন (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٢٥ - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانَ قَالَتْ مَا أَحْذَنْتُ قَوْمًا وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا كُلُّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا حَطَبَ النَّاسَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৫। হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা ইবনে নোমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআন মজীদের সূরা 'কাফ ওয়াল কুরআনুল মাজীদ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শুনেই মুখ্যত্ব করেছি। প্রত্যেক জুমআয় তিনি মিস্ত্রে উঠে খুত্বার সময় এই সূরা পাঠ করতেন (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** প্রত্যেক জুমআর অর্থ যে কয় জুমআ উম্মে হিশাম রাসূলেল পেছনে জামআত পড়েছিলেন।

১৩২৬- وَعَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ  
عَمَّا مَهَ سَوْدَاءُ وَقَدْ أَرْخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتْفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৬। হযরত আমর ইবনে হরাইস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর দিনে খুত্বা দিলেন। তখন তাঁর মাথায় ছিলো কালো পাগড়ী। পাগড়ীর দুই মাথা তাঁর দুই কাঁধের মাঝাখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন (মুসলিম)।

১৩২৭- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ  
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْأِمَامُ يَخْطُبُ فَلَيْرُكِعْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تَجُوزْ  
فِيهِمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩২৭। হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুত্বা দিবার সময় বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমআর দিন ইমামের খুত্বা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হলে সে যেনো সংক্ষেপে দুই রাকআত (নফল) নামায পড়ে নেয় (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এখানে 'খুত্বা দিবার সময় অর্থাৎ খুত্বা দিতে উঠছেন এ সময়। নতুবা খুত্বার সময় সুন্নাত ও নফল নামায পড়া সহীহ হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে। সাহাবা ও তাবেয়ীদেরও একই মত।

১৩২৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْأَمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ - مُتَفَقُّ عَلَيْهِ .

১৩২৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের এক রাকআত পেলো, সে পূর্ণ নামায পেলো (বুখারী-মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এখানে পূর্ণ নামায পাওয়া অর্থ সে ব্যক্তি নামাযের পূর্ণ সওয়াব পাবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, “যে নামায পেয়েছো তা পড়ো। আর যা ছুটে গেছে তা পূর্ণ করো”। এই হাদীস অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইউসুফ রহঃ বলেন, ইমামকে সালাম ফিরাবার আগে নামাযে পাইলে, জামায়াতে শামিল হয়ে যাবে। এতে জামায়াতের সওয়াব পেয়ে যাবে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٢٩- عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ حَتَّىٰ يَقْرَأَ أُرَاهُ الْمُؤْذِنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ بَخْطُبُ - رَوَاهُ أَبُو دَاودُ .

১৩২৯। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্বা দিতেন। তিনি মিস্বরে উঠে বসতেন। যে পর্যন্ত মুআয়িন আযান শেষ না করতেন। এরপর তিনি দাঁড়াতেন ও খুত্বা শুরু করে দিতেন। তারপর আবার বসতেন। এসময় কোন কথা বলতেন না। অতঃপর তিনি আবার দাঁড়াতেন ও (দ্বিতীয়) খুত্বা দিতেন (আবু দাউদ)।

١٣٣٠- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَا بِوُجُوهِنَا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ أَبْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبٌ الْحَدِيثِ .

১৩৩০। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মিস্বরে দাঁড়াতেন, আমরা তাঁর মুখোযুক্তি হয়ে বসতাম (তিরমিয়ী)। তিনি বলেন, এই হাদীসটি শুধু মুহাম্মদ ইবনে ফদলের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তিনি ছিলেন যয়ীফ। তাঁর স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

١٣٣١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ تَبَاكَ اللَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩৩১। হ্যরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। এরপর তিনি বসতেন।

আবার তিনি দাঁড়াতেন। দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খৃত্বা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে, তিনি বসে বসে খৃত্বা দিয়েছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাঁর সাথে দুই হাজারেরও বেশী নামায পড়েছি (তাঁকে বসে বসে খৃত্বা দিতে কোন দিন দেখিনি) (মুসলিম)।

**১৩৩২** - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبَدَ الرَّحْمَنَ بْنَ أَمْ  
الْحَكْمَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَيْهِ هَذَا الْخَبِيثُ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ  
اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَأَوْتُ جَارَةً أَوْ لَهُوَ انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৩২। হ্যরত কাব ইবনে উজরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি মসজিদে হাজির হলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে উশুল হাকাম বসে বসে খৃত্বা দিচ্ছিলেন। হ্যরত কাব বললেন, এই খবিসের দিকে তাকাও। সে বসে বসে খৃত্বা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, “যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেল-তামাশা দেখে, তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে চলে যাও” (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি রাসূলুল্লাহর দাঁড়িয়ে খৃত্বা দেবার প্রমাণ। কুরআনের উক্ত আয়াত দিয়ে হ্যরত কাব একথা প্রমাণ করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে উশুল হাকাম কোন প্রদেশের শাসক ছিলেন। তাঁকে বসে বসে খৃত্বা দিতে দেখে তিনি ঘৃণায় বলেছেন, “খবিসের দিকে তাকাও! সে বসে বসে খৃত্বা দিচ্ছে। অথচ কুরআন প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে জুমআর খৃত্বা দান করেছেন।

**১৩৩৩** - وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوبِيَّةَ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا  
يَدِيهِ فَقَالَ قَبْعَ اللَّهُ هَاتِئِينَ الْبَيْدَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَا يَرِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِاصْبَعِهِ الْمُسَبَّحةِ - رَوَاهُ  
مُسْلِمٌ .

১৩৩৩। হ্যরত উমারা ইবনে রফওয়াইবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বিশ্র ইবনে মারওয়ানকে রিষ্বরের উপরে দুই হাত উঠিয়ে জুমআর খৃত্বা দিতে দেখে বললেন, আল্লাহ তার এই হাত দুটিকে ধৰ্স করুন। আমি রাসূলুল্লাহকে বজ্জব্য পেশ করার সময় দেখেছি, তিনি তাঁর হাত এর বেশী উচুতে উঠাতেন না। এই কথা বলে উমারা তর্জনী উঠিয়ে (রাসূলের হাত উচুতে উঠাবার) পরিমাণের দিকে ইঙ্গিত দিলেন (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ্ জনগণের সামনে কোন বক্তব্য পেশ করার সময় খুব বেশী হাত নাড়ানাড়ি ও উঠাউঠি করতেন না। অত্যন্ত শালীন ও শ্রদ্ধিমধুর ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের সামনে কথা তুলে ধরতেন। হাত উঠাবার প্রয়োজন হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্জনী কর্তৃক উঠাতেন তাও উমারা ইবনে রুওয়াইবা দেখিয়ে দিয়েছেন। হাত নাচিয়ে এই ধরনের বক্তব্য পেশে অহঙ্কার-অহমিকার প্রকাশ পায়, যা ইসলামে নিষেধ। তাই ‘উমারা রাঃ বিশ্র ইবনে মারওয়ানকে হাত নাচানাচি করতে দেখে এই বদদোয়া করেছেন।

**১৩৩৪-** وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ أَجْلِسُوكُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَى يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدْ.

**১৩৩৪।** হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর নামায়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিস্রের উঠে বসে বললেন, তোমরা বসো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নির্দেশ শুনে মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ! এগিয়ে এসো (আবু দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ কিভাবে মেনে চলতেন এই ঘটনা এর একটি জুলন্ত প্রমাণ।

**১৩৩৫-** وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ رَكْعَةً فَلِيُصْلِلَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَهُ الرُّكْعَتَانِ فَلِيُصْلِلَ أَرْبَعًا أَوْ قَالَ الظَّهِيرَ - رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنَيْ.

**১৩৩৫।** হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) জুমুআর (নামায়ের) এক রাকআত পেয়েছে, সে যেনো এর সাথে দ্বিতীয় রাকআত যোগ করে। আর যার দুই রাকআতই ছুটে গেছে, সে যেনো চার রাকআত পড়ে অথবা বলেছেন, সে যেনো জুহরের নামায পড়ে নেয় (দারু কুতনী)।

## ٤٦- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

### ৪৬- ভয়কালীন নামায

١٣٣٦- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ فَوَازَبِنَا الْعَدُوُّ غَزَوْتُ فَصَافَقْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعْهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْ مَعِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ طَائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكِعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَرَوَى نَافِعٌ لَا أَرَى أَبْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১৩৩৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহর সাথে নজদের দিকে এক যুদ্ধে গেলাম। আমরা শক্র সেনাদের সামনাসামনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়াতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাদের একদল লোক তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ালেন। অন্য দল শক্র সেনার সামনে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথের লোকজনসহ একটি ঝুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। এরপর এরা, যারা নামায পড়েনি তাদের জায়গায় চলে গেলেন। তারা রাসূলুল্লাহর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। এদেরে নিয়ে তিনি একটি ঝুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। তারপর তিনি একাই সালাম ফিরালেন। তাদের প্রত্যেক দল পর পর উঠে নিজেদের জন্য একটি ঝুকু ও দুইটি সাজদা করলেন। এভাবে সকলে নামায শেষ করলেন। হ্যরত আবদুল্লাহর অন্য ছাত্র হ্যরত নাফেও এই ধরনের বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরো বেশী বর্ণনা করেছেন। ভয় যদি আরো বেশী হয় তাহলে তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন। অথবা সওয়ারীর উপর বসে কেবলার দিকে অথবা উল্টা দিকে, যে দিকে ফিরতে সমর্থ হয় সেদিকে ফিরে নামায পড়বেন। এরপর হ্যরত নাফে বলেন, আমার মনে হয় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর একথা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন (বুখারী)।

**ব্যাখ্যা ৪:** এটা হলো প্রথম নিয়ম। তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তে চাইতেন বলেই তিনি এভাবে নামায পড়েছেন। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগে ভাগে বিভিন্ন ইমামের পেছনে ‘সালাতুল খাওফ’ বা ডয়কালীন নামায পড়া জায়েয বলে ফকিহগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

١٣٣٧ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتِ عَمْنَ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرُّقَاعِ صَلَاةً الْغَرْفَ أَنْ طَائِفَةَ صَفَتْ مَعَهُ وَطَائِفَةَ وَجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَى بِالْتِيْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَّتَ قَائِمًا وَأَتَمَّ لِإِنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفَوْا وَجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَادَتِ الْطَائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَوَتِهِ ثُمَّ ثَبَّتَ جَالِسًا وَأَتَمَّ لِإِنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ - مُتَفَقُّ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ الْبَخَارِيُّ بِطَرِيقِ أَخْرَ عنِ الْفَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৩৩৭। তাবেয়ী হযরত ইয়াজিদ ইবনে কুমান তাবেয়ী হযরত সালেহ ইবনে খাওফ্যাত হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি রাসূলুল্লাহর সাথে ‘জাতুর রেকা’ যুক্ত ‘সালাতুল খাওফ’ পড়েছিলেন। তিনি বলেন, (এই যুক্ত নামাযের সময়) একদল সৌক রাসূলুল্লাহর সাথে সারি বেঁধে ছিলেন। অন্যদল (তখন) শরকদের সামনেসামনি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দল নিয়ে এক রাকআত পড়লেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুসল্লীরা নিজেদের নামায পূর্ণ শরক সেনাদের সামনে গিয়ে কাতারবন্দী হলেন। এরপর দ্বিতীয় দল এসে রাসূলুল্লাহর সাথে নামাযে যোগ দিলো। যে রাকআত বাকী ছিলো রাসূলুল্লাহ এদেরে সাথে নিয়ে পড়ে নিলেন। তারপর তিনি বসে রইলেন। এই দল তাদের বাকী রাকআত পূর্ণ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ এদেরে নিয়ে সালাম ফিরালেন (বুখারী-মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা ৪:** সালাতুল খাওফের এটা আর এক নিয়ম। এই নিয়মে প্রত্যেক দল রাসূলুল্লাহর সাথে এক রাকআত নামায পড়ার কথা এখানে উল্লেখ আছে। অবৈ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরায়েছেন দ্বিতীয় দলের সাথে।

١٣٣٨ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرُّقَاعِ قَالَ كُنُّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ

الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فجاء رجل من المشرکین وسیف رسول الله  
صلی اللہ علیہ وسلم معلق بسجرة فأخذ سیف تبی اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم فاخته فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتخافنی قال لا قال  
قمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهده أصحاب رسول الله  
صلی اللہ علیہ وسلم فغمد السیف وعلقه قال فنودی بالصلوة فصلی  
بطائفة رکعتین ثم تاخرؤ وصلی بالطائفة الأخرى رکعتین قال فكانت  
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أربع رکعات وللقوم رکعتان - متفرق  
عليه

। ১৩৩৮ । ইয়রত জাবির রাঃ হতে বণ্ডি । তিনি বলেন । আমরা রাসূলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু অলাইহিস সাল্লামের সাথে এগিয়ে যেতে যেতে 'জাতুর রেকা' পর্যন্ত  
পৌর্ণলাম । এখানে একটি ছায়াঘের গাছের কাছে গিয়ে, তা আমরা রাসূলুল্লাহর জন্য  
হেড়ে দিলাম । তিনি বলেন, এ সময় মুশারিকদের একজন এখানে এসে দেখলো  
রাসূলুল্লাহর তরবারীখালি গাছের সাথে ঝুলে আছে । সে তখন তাড়াতাড়ি তাঁর  
তরবারীখালি হাতে নিয়ে কৈফিযুক্ত করলো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি  
ওয়াসাল্লামকে বললো, তুমি কি আমাকে তাঁর খাওনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি  
ওয়াসাল্লাম বললেন কখনোনো । সে বললো । এখন তোমাকে আয়াক হাত থেকে তে  
কাটিব্বে । রাসূলুল্লাহ কলেন, আয়াহ আমাকে তোমার হাত থেকে বাঁচাবেন  
বর্ণনাকালী জাবির রাঃ বলেন । রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণ সেই সুন্নার করে তার দেখলে  
লে তরবারী কোষবৰ্জ করে আবার ঝুলিয়ে রাখলো । হম্মত জাবির-রাঃ আবার  
বললেন । এ সময় নামাযের আয়ান দেয়া হলো । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি  
ওয়াসাল্লাম একদল মোক নিয়ে দুই রাকাআত নামায পড়লেন । এরপর এই দল  
পেছনে সরে গেলে তিনি অপর দলকে নিয়ে দুই রাকাআত নামায পড়লেন । জাবির  
রাঃ বলেন, এতে রাসূলুল্লাহর নামায চার রাকাআত হলো । অন্যান্য লোকের হলো  
দুই রাকাআত (বুখারী-মুসলিম) ।

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সফরে চার রাকাআত  
নামায পড়েননি । এখানে চার রাকাআত পড়েছেন সাজ্জাতুল ঝাওক হিসাবে । এতে  
প্রত্যেক দলই রাসূলুল্লাহর পেছনে পূর্ণ নামায পড়তে পেরেছে । সালাতুল খাউফের  
এটা তৃতীয় নিয়ম ।

۱۳۳۹۔ وعنة قال صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم صلوا  
العنوف فصافقنا خلفه صفين والعدو بيضنا وبين القبامة فكبّر النبي صلی  
الله عليه وسلم وكبّرنا جميعا ثم رکع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من  
الركوع ورفعنا جميعا ثم لنجدر بالسجود والصف الذى يليه وقام الصف  
المؤخر فى نحر العدو فلما قضى النبي صلی الله عليه وسلم السجود  
الصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر وتلحر المقدم ثم رکع النبي صلی<sup>١</sup>  
الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الرکوع وخفينا جميعا ثم  
انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى يليه الذى كان مؤخرا في نحر  
الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في العدو فلما قضى النبي صلی الله  
عليه وسلم الشجود والصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود  
فسجدوا ثم سلم النبي صلی الله عليه وسلم وسلمتنا جميعا - رواه مسلم

۱۲۳۹। হযরত জাবির (রা) হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন।  
রাসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে 'সালাতুল খাওফ'  
পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে দুইটি আরি বানালাম। শক্র উখন আঙীদের ও  
কেবলার মাথাখানে ছিলো। তাই রাসূলগ্রাহ তাকবীরে তাহরীমা বাধলেন। আমরা  
সকলেও তার সাথে তাকবীর তাহরীমা বাধলাম। এরপর তিনি ঝুঁকু করলেন।  
আমরা ও সকলে তাঁর সাথে ঝুঁকু করলাম। অতঃপর তিনি ঝুঁকু হতে মাথা উঠালেন।  
আমরা সকলেও মাথা উঠালাম। আমরা সকলেও মাথা উঠালাম। তারপর তিনি ও  
যে সারি তাঁর নিকটবর্তী ছিলো, তারা সাজদায় গেলেন। আর পেছনের সারি শক্র  
মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলো। রাসূলগ্রাহ সিজদা শেষ করলে তাঁর নিকটবর্তী সারি  
সাজদা হতে উঠে দাঁড়ালো। পেছনের সারি সাজদায় গেলো। তারপর তারা উঠে  
দাঁড়ালো। এরপর পেছনের সারি সামনে আসলো। সামনের সারি পেছনে সরে  
গেলো। এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝুঁকু করলেন। আমরা  
সকলেও তাঁর সাথে ঝুঁকু করলাম। অতঃপর তিনি ঝুঁকু হতে মাথা উঠালেন। আমরা  
সকলেও মাথা উঠালাম। এরপর তিনি ও তাঁর নিকটবর্তী সারি অর্ধেৎ প্রথম  
রাকাআতে ষারা পেছনে ছিলো সাজদায় গেলেন। আর পরবর্তী সারি শক্র

মোকারিলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন নবী করিম ও তাঁর নিকটবর্তী সারি সাজদা শেষ করলেন, পরবর্তী সারি সাজদায় গেলেন। এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালাম (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা ৪** এ নিয়মটা হলো ‘সালাতুল খাওফের’ চতুর্থ নিয়ম। এসময় শক্রু কেবলার দিকে ছিলো। তাই মুসলমানরা সকলে এক সাথে নামাযে দাঁড়াতে সুযোগ পেমেছিলেন। তবে নামাযের আগেও তারা ক্ষেত্র ও সর্কর অবস্থায় ছিলো। সাজদায় গেলে শক্রু অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে সভাবনায় একদল সারি প্রহরায় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

#### বিতীয় পরিষেব

١٣٤-عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهُرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطَنِ نَخْلٍ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةً أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ

১৩৪০। হ্যুরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বাতনে নাখল’ যুদ্ধে লোকজন নিয়ে ভয়ের কালে ঝুহরের নামায পড়ছিলেন। তিনি একদল নিয়ে দুই রাকাআত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর বিতীয় দল আসলো। তিনি তাদেরকে নিয়েও দুই রাকাআত পড়লেন। তারপর সালাম ফিরালেন (শরহে সুন্নাহ)।

**ব্যাখ্যা ৫** এই পদ্ধতি হলো ‘সালাতুল খাওফের’ পঞ্চম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দলের সাথে ডিল্লি ডিল্লি ভাবে সালাম ফিরায়েছেন। ইমাম শাফেয়ীর মতে, রাসূলের শেষ দুই রাকাআত ছিলো নকল। অতএব নকল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারী নামায পড়া জায়েয়। কেউ কেউ বলেন ঝুঁতুরের শেষ দুই রাকাআত ফরজ ছিলো। ফরয পর পর পড়াও জায়েয়। তাই তিনি এক্ষেত্রে করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন, এই নামায ছিলো ভয়ের নামায। সালাতুল খাওফ পড়ার এটা একটা বৈশিষ্ট্য।

#### তৃতীয় পরিষেব

١٣٤١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعَسْفَانَ فَقَاتَ الْمُشْرِكُونَ لَهُؤُلَا، صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ الِّيْهِمْ مِنْ أَبَآهُمْ وَأَبْنَاهُمْ وَهِيَ الْعَصْرُ فَاجْتَمَعُوا أَمْرَكُمْ فَتَسْبِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَكَانَ

جِبْرِيلُ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُقْسِمَ اصْحَابَةَ شَطَرِينَ  
فَيُصَلِّى بِهِمْ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَآءَهُمْ وَآيَاهُنَّ حَذَرُهُمْ وَاسْلَحَتْهُمْ  
فَتَكُونُ لَهُمْ رُكْعَةٌ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَانٍ - رَوَاهُ  
الشَّرْمَدِيُّ وَالنَّسَاءُ

১৩৪১- ইয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্ধান্নাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার (জেহাদ করার লক্ষ্য) যাজনান ও উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে হাজীর হলেন। মুশারিকরা তখন বলাবলি করলো। এই মুসলমানদের এক নামায আছে। যে নামায তাদের কাছে তাদের মাতা পিতা ও সন্তানসন্তুনি হতেও অধিক প্রিয়। আর সে নামাযটা হলো আসরের নামায। তাই তোমরা দলবদ্ধ হও। এই আসরের নামায পড়ার সময় তাদের উপর আক্রমণ করো। ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহর নিকট জিত্রীল আলাইহিস সালাম আসলেন। তাকে হৃকুম দিলেন। তিনি যেনে তার সাথীদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেন। একদলকে নিয়ে নামায পড়বেন। আর অপর দলটি তাদের অপর দিকে শক্তর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন সব সময়। এমনকি নামাযেও যেনে তারা সংশ্লিষ্ট সতর্কতা ও অন্তর্জ্ঞ সজ্জিত থাকে। এতে তাদের নামাযও এক রাকআত হয়ে যাবে। আর রাসূলুল্লাহর হবে দুই রাকআত (তিয়ামিয়ী ও নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা ৪- এই হাদিসে উল্লিখিত 'সালাতুল খাওফের' এই নিয়ম ষষ্ঠি নিয়ম। তাদের নামায এক রাকআত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর সাথে জামাআতে এক রাকআত। অথবা সব মিলিয়ে এক রাকআত। দ্বিতীয় অবস্থায় এটা সালাতুল খাওফের বৈশিষ্ট্য। তা নাহলে ফরয নামায কথনে এক রাকআত হয়না। এর থেকে নামায জামাআতের সাথে পড়ার গুরুত্বও প্রমাণিত হয়। এতো সঙ্গীন অবস্থায়ও নামায হেঢ়ে দেয়া যাবেন। জামাআত তরক যাবেন।

#### ٤٧- بَابُ صَلَاةِ الْعَيْدِينَ

#### ৪৭- দুই ঈদের নামায

প্রথম পরিচেদ

١٣٤٢- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمَصَلَى فَأَوْلَ شَنِئٍ بِيَدِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلوْسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعْظِمُهُمْ

وَوُصِّلْتُهُمْ وَكَانُوكُنْدُونْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطُعَ بَعْثًا قَطْعَهُ أَوْ لَامْزُبِشَيْهِ اْمَرِيَه  
ثُمَّ يَنْصَرِفُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪২। হযরত আবু সাউদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কর্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন (ঘর থেকে) বের হয়ে ঈদগাহের মরদানে যেতেন। প্রথমে তিনি সেখানে গিয়ে নামায পড়াতেন। এরপর তিনি মানুবের দিকে শুধ কিরে দাঁড়াতেন। মানুষীয়া সে সময় নিজ মিজ সফে বসে থাকতেন। তিনি তাদেরকে ওয়াজ শনাতেন। উপদেশ দিতেন। আর যদি কোন দিকে কোন সেনাবাহিনী পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে নির্বাচন করতেন। অথবা কাউকে কোন ছুকুম দিবার থাকলে, তা দিতেন। তারপর তিনি (ঈদগাহ) হতে কিরে আসতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

১৩৪৩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ خَيْرَ مَرَةً وَلَا مَرْتَيْنِ بِغَيْرِ أَذْانٍ وَلَا أَقْامَةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৪৩। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের সাথে দুই ঈদের নামায একবার নয়, দুইবার নয়, আযাব ও ইকামাত ছাড়া ..... (অনেকবার) পড়েছি (মুসলিম)।

১৩৪৪ - وَعَنْ أَبْنِي عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْنِيْ  
عُمَرِ يُصْلِلُونَ الْعِيْدَيْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

১৩৪৪। হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম আবু বকর ও ওমর রাঃ দুই ঈদের নামায খুতবার আগেই পড়তেন।

১৩৪৫ - وَسُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْعِيْدَ قَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ حَطَبَ وَلَمْ  
يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا أَقْامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظْهُنَّ وَذَكَرْهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ  
فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِنُنَّ إِلَى أَذَانِهِنَّ وَخَلُوقِهِنَّ يَدْفَعُنَّ إِلَى بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَقَعَ هُوَ وَبِلَالٍ  
إِلَى جَبَيْتَهُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস কে জিজেস করা হলো। আপানি কি  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলেন।  
তিনি বললেন, হ্যাঁ ছিলাম। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
ঈদের নামাযের জন্য বের হয়েছেন। (প্রথমে) নামায পড়েছেন। তারপর খৃত্বা  
দিয়েছেন। তিনি আঘান ও ইকবাতের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি  
মহিলাদের কাছে এসেছেন। তাদেরে ওয়াজ নথিত করেছেন। দান সাদকা করার  
জন্য হকুম দিয়েছেন। অতঃপর আমি দেবলাম মহিলাগণ নিজ নিজ কান ও গলার  
দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। গহনা খুলে খুলে বেলালের নিকট দিতে লাগলেন। এরপর  
রাসূলুল্লাহ ও হযরত বেলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন (বুখারী-মুসলিম)।

**١٣٤٦-وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَجْرِ  
رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا بَعْدَهُمَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ**

১৩৪৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাও হতে বর্ণিত। নবী কানীয়  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন মাত্র দুই রাকআত নামায  
পড়েছেন। এর আগে তিনি কোন নামায পড়েননি। পরেও পড়েননি (বুখারী-  
মুসলিম)।

**١٣٤٧-وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمْرَنَا أَنْ تُحِرِّجِ الْحِيْضَرْ يَوْمَ الْعِيدِينَ وَذِوَّاتِ  
الْخُدُورِ فَيَشْهَدُنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتْهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحِيْضَرْ عَنْ مُصَلَّاً  
هُنَّ قَعَدْتُ أَمْرَأَةٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخْدَى أَنَّا لَيْسَ لَهَا جِلْيَابٌ قَالَ لَسْلَبَتْهَا  
صَاحِبَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ**

১৩৪৭। হযরত উম্মে আতিয়াহু রাও হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, দুই ঈদের দিনে  
খাতুবর্তী ও পর্দামেলীন মহিলাদেরকে ঝুমলামানদের জ্ঞানয়াচ্ছ ও দোয়ায় শরীক  
করতে বের করে নেবার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু খাতুবর্তীগণ  
যেনো নামাযের জায়গা হতে একপাশে সরে বসেন। একজন মহিলা জিজেস  
করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো (শরীর ঢাকার জন্য) বড় চাদর  
নেই। তিনি বললেন, তাঁর সাথী বাক্সী তাঁকে অপন চাদর পড়াবে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : সাথীর বেশী চাদর থাকলে তাকে দেবে। অথবা নিজের চাদর দিয়ে  
তাকেও ঢেকে রাখিবে। আজকালও মেয়েরা ঈদ বা জুমআর নামাযে পর্দা পুশিদা  
রক্ষা করে নিরাপদ ব্যবস্থার নিষ্ঠয়তা থাকলে শরীক হতে পারেন। তবে মাঝেলে  
কোন ক্ষতি নেই।

১৩৪৮ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ أَبَابِكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَةً فِي أَيَّامٍ مَمَّا تُدْفَعُ إِلَيْهَا وَتَضْرِيَانِ وَفِي رَوَايَةِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَوَّلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ وَالْبَئْبَىٰ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَفَشِّشٌ بِشَوْبَهٖ فَانْتَهَرُهُمَا أَبُو بَكْرٍ كَشْفَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَابِكْرٍ فَانَّهَا أَيَّامٌ عِيدٌ وَفِي رَوَايَةِ يَا أَبَا بَكْرٍ أَنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৪৮। ইয়রত আরেশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে) মিনায় অবস্থানের সময় ইয়রত আবু বকর তাঁর কাছে গেলেন। সেই সময় আনসারদের দুইটি বালিকা সেখানে গান গাছিলো ও দফ বাজাচিলো। আর এক বর্ণনায় আছে, তারা বুআস যুক্তে আনসার গোত্রের লোকেরা যে সব গান গেয়ে গর্ব করেছিলো সে সব গান গাছিলো। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর শুড়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন। এই অবস্থা দেখে ইয়রত আবু বকর বালিকা দুইটিকে ধরক দিলেন। এসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় হতে মুখ খুলে বললেন। হে আবু বকর ওদেরকে ছেড়ে দাও। এটা ঈদের দিন। অন্য বর্ণনায় আছে। হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির একটা ঈদের দিন আছে। আর এটা হলো আমাদের ঈদের দিন (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৪৯ - وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُ وَيَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلْهُنَّ وَتِرًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৪৯। ইয়রত আনাস (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের হতেন বা। আর খেজুর ও খেতেন তিনি বেজোড় (বুখারী)।

১৩৫০ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالِفَ الطَّرِيقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৫০। ইয়রত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (ঈদের মাঠে) যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ৪ ইদের ময়দানে যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করার সুরোগ থাকলে এক পথ দিয়ে যাওয়া ও অন্য পথ দিয়ে আসা উচ্চম। এতে ইদের যাতায়াতের ব্যাপারে পথ ও মাটি ও সাক্ষ সিংতে পারে।

١٣٥١ - وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ حَطَبْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَنَّ أَوَّلَ مَاتَبْدِأْ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصْلِي ثُمَّ تَرْجِعَ فَتَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصْلِي فَإِنَّمَا هُوَ شَاهَ لِحْمٍ عَجْلَةٍ لَا مَلِئُ لِيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৩৫১। হযরত বারায়া ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর ইদের দিন আমাদের সামনে এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, এই ইদের দিন প্রথমে আমাদেরকে নামায পড়তে হবে। এরপর আমরা বাড়ী গিয়ে কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এইভাবে (কাজ করলো সে আমাদের পথে চললো। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার পূর্বে কুরবানী করলো। সে তার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি যবেহ করে নিশ্চয়ই তা গোশত খাবারের ব্যবস্থা করলো। তা কুরবানীর কিছুই নয় (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٥٢ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحْلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَيْنَا فَلَيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৩৫২। হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ বাহলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি নামাযের আগে জবেহ করেছে। সে যেনে এর পরিবর্তে (নামাযের পরে) আর একটি জবেহ করে। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়ার আগ পর্যন্ত যবেহ করেনি। সে যেনে (নামাযের পর) আল্লাহর নামে যবেহ করে (এটাই প্রকৃত কুরবানী) (বুখারী ও মুসলিম)।

١٣٥٣ - وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسْكَةً وَأَصَابَ سُنْنَةَ الْمُسْلِمِينَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৩৫৩। হযরত বারায়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে (ঈদের) নামাযের আগে ঘবেহ করলো যে নিজের (খাবার) জন্যই জবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর ঘবেহ করলো তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো। সে মুসলমানের নিয়ম অনুসরণ করলো (বুখারী, মুসলিম)

**১৩৫৪- وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْتَحِرُ بِالْمُصَلَّى - رَوَاهُ الْبُغَارِيُّ**

১৩৫৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘবেহ করতেন এবং নহর করতেন ঈদগাহের ময়দানে (বুখারী)।

### দ্বিতীয় পরিষেবা

**১৩৫৫- عَنْ أَنَسِ قَالَ قَدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هُذَا يَوْمَانٌ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبْدَلْتُكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ النِّفَرِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ**

১৩৫৫। হযরত আমাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার সময় তাদের দুইটি দিন ছিলো। এই দিন দুইটিতে তারা খেলাধুলা করতো। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ জিজেস করলেন। এই দুইটি দিন কি? তারা বললো ইসলামের আগে জাহিলিয়াতের সময়। এই দিন দুইটিতে আমরা খেলাধুলা করতাম। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই দুই দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য আরো উন্নত দুইটি দিন দান করেছেন। এর একটি হলো ঈদুল আজহার দিন ও অশৱাটি ঈদুল ফিতর (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যা : হাদিস থেকে বুঝা গেলো জাহিলিয়াতের যুগের ক্ষমুম রেওয়াজ ইসলামের যুগে অচল। আর মুসলিম মিলাতের জন্য শ্রেষ্ঠ ঈদ বা অহাউসবের দিন হলো দুই ঈদের দুই দিন।

**১৩৫৬- وَعَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ لَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى يُصَلِّي - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ**

### مَاجَةُ الدَّارْمِيٍّ

۱۳۵۶۔ ইয়রত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ও দুল আয়হার দিন কিছু খেয়ে নামাযের জন্য বের হতেন না (তিরিমিয়ী, ইবনে মাজা)।

**ব্যাখ্যা :** রম্যান মাসে রোয়া রাখতেন। সেহরীর সময় হতে পরের দিন ইফতারীর সময় পর্যন্ত রোয়া রাখতেন। তাই ঈদের দিন রোয়া ভাঙার প্রতীক হিসাবে তিনি কিছু খেয়ে নামাযে যেতেন। বুরা ঈদের যেহেতু রোয়া নেই। তাই না খেয়ে ঈদের ময়দানে গিয়ে নামায পড়ে কুরআনীর গোশত দিয়ে খাবার খেতেন।

۱۳۵۷- وَعَنْ كَثِيرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاةِ - رَوَاهُ التَّرْمِدِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارْمِيُّ

۱۳۵۷। ইয়রত কাসির তাঁর পিতা আবদুল্লাহ হতে। তিনি তাঁর পিতা আমর ইবনে আওফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে প্রথম রাকাআতে কেরাআতের আগে সাতবার ও দ্বিতীয় রাকাআতে কেরাআতের আগে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন (তিরিমিয়ী, ইবনে মাজা ও দারেমী)।

۱۳۵۸- وَعَنْ جَعْفَرِبْنِ مَحْمَدٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَابِكْرٍ وَعُمَرَ كَبِرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْأَسْتِنْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلُوأَقْبَلَ الْخُطْبَةَ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاةِ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

۱۳۵۸। ইয়রত জাফর সাদেক ইবনে মুহাম্মদ রহঃ মুরসাল হিসাবে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইয়রত আবু বকর, ওমর দুই ঈদে ও এক্তেকার নামাযে সাতবার ও পাঁচবার করে তাকবীর বলেছেন। তাঁরা নামায পড়েছেন খুতবার আগে। নামাযে কেরাআত পড়েছেন উচ্চস্থরে (বায়হাকী)।

۱۳۵۹- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَالْتُ أَبَامُوسَى وَحَذِيفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُومُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَةً عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذِيفَةُ صَدِيقُ - رَوَاهُ أَبُوداؤدُ

১৩৫৯। হযরত সাইদ ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মুসা আশআরী ও হোজাইফা রাঃ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে কটো তাকবীর বলতেন? তখন আবু মুসা আশআরী বললেন। রাসূলুল্লাহ জানাযার তাকবীরের মতো চার তাকবীর বলতেন। (এই জবাব শুনে) হযরত হোজাইফা বললেন। তিনি ঠিকই বলেছেন (আবু দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** হযরত আবু মুসার জবাবের সারমর্ম হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতেন। ঠিক একইভাবে ঈদের নামাযেও চার তাকবীরই বলতেন। প্রথম রাকাআতে কেরায়াত পঞ্চায় আগে এক তাকবীর তাহরীমা কেরাআতের পরে দিত তাকবীর। এই মোট চার তাকবীর। দ্বিতীয় রাকাআতের কেরাআতের পর কক্ষুর তাকবীর সহ মোট চার তাকবীর। তবে বিভিন্ন হাদিস থেকে ঈদের তাকবীরের সংখ্যা বিভিন্ন পাওয়া যায়। তাই তাকবীর নিয়ে ইমামদের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবু হানিফা চার তাকবীর বলেই মত প্রকাশ করেছেন। অন্য তিনি ঈমাম সাত তাকবীর ও পাঁচ তাকবীর ওয়ালা হাদিসকে গ্রহণ করেছেন। চার তাকবীরের মধ্যে প্রথম রাকাআতের তাকবীর হলো তাকবীর তাহরীমা। আর দ্বিতীয় রাকাআতের তাকবীরে কক্ষুর তাকবীরও এর মধ্যে পরিগণিত। দুই ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর মূলতঃ প্রতি রাকাআতেই তিনটি।

١٣٦۔ وَعَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوولَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৬০। হযরত বারাআ রাঃ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঈদের দিনে একটি কাওস দেয়া হলো। তিনি এই কাওসের উপর ভর করে (ঈদের) খুত্বা দান করলেন (আবু দাউদ)।

**ব্যাখ্যা :** ছজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে যাকে লাঠির উপর টেক লাগিয়ে খুত্বা দিতেন। এই দিন তাঁর হাতে একটি ধনুক দেয়া হলো। তিনি এর উপর ভর করে ঈদের খুত্বা দিয়েছেন।

١٣٦। وَعَنْ عَطَاءِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنْزَةٍ أَعْتَمَادًا - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১৩৬১। তাবেরী হযরত আতা রাঃ হতে মুরসাল হাদিস হিসাবে বর্ণিত। তিনি

বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা প্রদান করার সময় নিজের লাঠি উপর চেস দিয়ে (খুতবা) দিতেন (ইমাম শাফেয়ী)।

١٣٦٢ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أذانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَكَبِّنًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَشْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ ذِكْرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَظَهُنَّ وَذِكْرَهُنَّ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৩৬২। হযরত আবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামাযে হাজীর ছিলাম। তিনি খুত্বার আগেই আয়ান ও ইকামাত ছাড়া নামায শুরু করে দিলেন। নামায শেষ করার পর তিনি বেলালের গায়ে ভর করে দাঁড়ালেন। এরপর আল্লাহ তাআল্লার মহুব ও শুণ গরীবা বর্ণনা করলেন। লোকদেরকে উপদেশ বাণী শুনালেন। তাদেরকে আবিরাতের কথা শ্রবণ করিয়ে দিলেন। আল্লাহর আদেশ মানার প্রতি অনুপ্রেরণা যুগালেন। তারপর তিনি ঘহিলাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত বেলাল। তাদেরকে তিনি আল্লাহর ভয়-ভীতির কথা বললেন। ওয়াজ করলেন। পরকালের কথা শ্রবণ করিয়ে দিলেন (নাসায়ী)।

ব্যাখ্যা : জুমআর নামায বা দুই ঈদের নামাযে খুত্বা দানকালে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি জাতীয় কিছু ধরে তা করতেন। তাই এটা মৃত্তাবাব।

١٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الْعِيدُ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ

১৩৬৩। হযরত আবু হুবাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন এক পথ দিয়ে (ঈদগাহে) যেতেন। আবার অন্য পথ দিয়ে (বাড়ীতে) ফিরতেন (তিরিয়ী ও দারেমী)।

١٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطْرًّا فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعِيدِ فِي السَّجْدَةِ - رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَابْنِ مَاجَةَ.

১৩৬৪। হযরত আবু হুরাইরা হতেই এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার ঈদের দিন তাঁদের সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিলো। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করলেন (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

১৩৬৫- وَعَنْ أَبِي الْحُوَيْرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرُونَ حَزْمٍ وَهُوَ بِنْ جَرَانَ عَجَلَ الْأَضْحَى وَأَخْرَى الْفِطْرَةِ ذَكْرِ النَّاسِ - رَوَاهُ الشَّافِعِي

১৩৬৫। হযরত আবুল হুওয়াইরিস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানে নিযুক্ত তাঁর অশাসক আমর ইবনে হাযমের নিকট ঝিঠি লিখলেন। ঈদুল আযহার নামায তাড়াতাড়ি পড়াবে। আর ঈদুল ফিতরের নামায দেরীতে পড়াবে। সোকজনকে ওয়াজ নথিত করবে (শাফেয়ী)।

ব্যাখ্যা : ঈদুল আযহার নামাযের পর কুরবানী করতে হয়। তাই কুরবানীর, গোশত বানানো ও খাবারের জন্য বেশ সময় প্রয়োজন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ এই তাড়াতাড়ি আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজের তাড়াতাড়ি যেহেতু ঈতুল ফিতরে নেই। তাই এখানে ওয়াজ নথিত করে নামায অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করার কথা বলেছেন।

১৩৬৬- وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةِ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ زَارُوا مَالَهَلَلَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا لَنْيِغْدُوُا إِلَى مُصَلَّاهُمْ - رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَالنِّسَائِيُّ

১৩৬৬। হযরত আবু ওমাইর ইবনে আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর এক চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন সাহাবীদের অন্তর্গত। (তিনি বলেন) একবার একদল আরোহী নবী করিমের নিকট এসে সাক্ষাৎ দিলো যে তারা গতকাল (শাওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখেছে। রাসূলুল্লাহ তাদেরে রোয়া ভেঙ্গে ফেলার ও পরের দিন সকালে ঈদগাহের ময়দানে যেতে হুকুম দিলেন (আবু দাউদ, নাসায়ী)।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৩৬৭- عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِينْ عَبْدِ اللَّهِ

فِي الْأَلْمِ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفَطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحِيِّ ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِي عَطَا  
بِعْدَ حِينِزِ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرِيْنُ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَا إِذْانَ لِالصُّلُوةِ  
يَوْمَ الْفَطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا اقْامَةَ وَلَا نُذْمَةَ وَلَا شَنِيَّةَ  
لَا نِذَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا اقْامَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৬৭। হযরত ইবনে জুরাইজ, তাবে-তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি রলেন, হযরত আতা, তাবেয়ী আমার কাছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন, (রাম্লুল্লাহুর সময়) ইদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন আযান দেয়া হতোনা। ইবনে জুরাইজ রলেন, এর কিছুদিন পর আমি আবার আতাকে রহঃ জিজেস করলাম। আতা রহঃ তখন বললেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ আমাকে রলেছেন। ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের জন্য আযানের প্রয়োজন নেই। ইমাম (নামাযের জন্য) বের হবার সময়েও না। বের হয়ে আসার পরেও না। (এভাবে) ইকামাত ও কোন আহবানও নেই। না আর কিছু আছে। এই দিন না কোন আহবান আছে। আর কেন ইকামাত (যুস্লিম)।

ব্যাখ্যা : 'নেদো' শব্দের অর্থ হলো আহবান জানানো বা ডাকা। আযামের কিছু পর 'নামায' নামায' ঘলে এই আহবান জানানো হতো। এটাকেই 'নেদো' বলাহয়।

১৩৬৮- وَعَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحِيِّ وَيَمْبَغِيْلُ الْفَطْرِ فَيَبْدَا بِالصُّلُوةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ قَامَ فَاقْبِلَ  
عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَيْعَثُ ذَكْرَهُ  
لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَعْيَرُ ذَلِكَ أَمْرُهُ بَهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدِّقُوا تَصَدِّقُوا  
تَصَدِّقُوا وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مِنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَرِلْ كَذَلِكَ حَتَّى  
كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمَ فَخَرَجَتْ مَخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى آتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا  
كَثِيرِيْنُ الصَّلَتْ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبَنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي بَدَهَ كَانَهُ  
يَجْرِيْنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجْرِيْهُ نَحْوَ الصُّلُوةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ

اَلْبِتَدُ اَبْالصَّلَوَةِ فَقَالَ لَا يَا اَبَا سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ فُلْتُ كَلَا وَالَّذِي نَفْسِي  
بِبَدَه لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مَمَّا اَعْلَمُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ اَنْصَرَفَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৬৮। হ্যরত আবু সাইদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদগাহে গিয়ে) প্রথমে নামায শুরু করতেন। নামায পড়া শেষ হলে (খুতবা দিবার জন্য) মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন। তাঁরা নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকতেন। বস্তুতঃ যদি কোথাও সৈন্য বাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন থাকতো তাহলে তা মানুষদেরকে বলে (বাহিনী পাঠিয়ে) দিতেন। অথবা জনগণের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন কথা থাকলে, সে ব্যাপারে হ্রকুম দিয়ে দিতেন। তিনি খুত্বায় বলতেন, ‘তোমরা সদকা দাও, ‘তোমরা সদকা দাও, ‘তোমরা সদকা দাও’ বস্তুতঃ মহিলারাই বেশী বেশী সাদকা দান করতেন। এরপর তিনি নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতেন। এই ভাবেই (দুই ঈদের নামায) চলতে থাকলো যে পর্যন্ত (হ্যরত মুআবিয়ার পক্ষ হতে) মারওয়াম ইবনে হাকাম (মদীনার) শাসক নিযুক্ত না হন। (এই সময় এক ঈদের দিনে) মারওয়ানের হাত ধরে আমি ঈদগাহের যয়দানে হাজীর হলাম। এসে দেখি কাসির ইবন সালত মাটি ও কাঁচা ইট দিয়ে একটি মিস্বর তৈরি করেছেন। এ সময় মারওয়ান হাত দিয়ে আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো আমি যেনো মিস্বরে উঠে খুত্বা দেই। আর আমি তাকে নামায পড়াবার জন্য টানতে লাগলাম। আমি তার এই অবস্থা দেখে বললাম নামায দিয়ে শুরু করা কোথায় গেলো? সে বললো। না, আবু সাইদ! আপনি যা জানেনা তা এখন নেই। আমি বললাম কখনো নয়। আমার জীবন যাই হাতে নিবন্ধ তার শপথ করে বলছি। আমি যা জানি এর চেয়ে ভালো কিছু তোমরা কখনো বের করতে পারবেনা। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা তিনি তিনবার বললেন, তারপর (ঈদগাহ হতে) চলে গেলেন (মুসলিম)।

ৰ্যাখ্যা ৪ মারওয়ানের শাসনামলের আগ পর্যন্ত দুই ঈদের নামায খুত্বার আগেই ছিলো। মারওয়ানই এই রেওয়াজ জারী করে। মারওয়ান ছিলো বনি উমাইয়ার গোত্র। হ্যরত মুআবিয়ার নিযুক্ত শাসক। তাদের উপর সাধারণ জামুত খৃষ্ণ ছিলোনা। তাই নামাযের পর লোক থাকবেনা সন্দেহে মারওয়ান এই পদ্ধতি চালু করে।

## ٤٨-بَابُ فِي الْأَنْذِيَةِ

### 88-কুরবানী

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٦٩-عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُبْشَيْنِ  
أَمْلَحِينَ أَقْرَنِينَ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمِّيَ وَكَبَرَ قَالَ رَأَيْتُهُ وَأَضْعَاهُ قَدْمَةً عَلَى  
صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৩৬৯। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এক কুরবানীর সৈদে ধূসর রং ও শিংওয়ালা দুইটি দুশ্বা কুরবানী করলেন। নিজ হাতে তিনি এই দুশ্বা দুটিকে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহ আকবার বলে যবেহ করলেন। আমি তাঁকে (যবেহ করার সময়) দুশ্বা দুটির পাজরের উপর নিজের পা রেখে ‘বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহ আকবার’ বলতে দেখেছি (বুখারী-মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** কুরবানীর পশু মালিকের নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম।

١٣٧-وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِكَبْشِ أَقْرَنْ  
بَطَاطِ فِي سَوَادٍ وَبَرْكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظَرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ قَالَ  
يَا عَائِشَةَ هُلْمَى الْمُدْيَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْحِذْهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخْذَهَا وَأَخْذَهَا  
الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْلَّهُمَّ تَفَّلِّ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ  
مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৭০। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এমন একটি শিংওয়ালা দুশ্বা আনতে বললেন যা কালোতে হাঁটে। কালোতে শোয়। কালোতে দেখে অর্থাৎ যে দুশ্বার পা কালো, পেট কালো ও চোখ কালো। কুরবানী করার জন্য ঠিক এমনি একটি দুশ্বা আনা হলো। তখন তিনি হযরত আয়েশাকে বললেন, হে আয়েশা! একটি ছুরি লও। এটিকে পাথরে ধাঁর করাও। হযরত আয়েশা বললেন। আমি তাই করলাম। তারপর তিনি ছুরিটি হাতে নিলেন। দুশ্বটিকে ধরলেন। এটাকে পাজরের উপর শোয়াইলেন। এবং যবেহ করতে করতে বললেন, ‘আল্লাহর নামে শুরু করছি।’ “হে আল্লাহ, তুম এই কুরবানীকে মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার এবং মুহাম্মদের উস্মাতের পক্ষ হতে গ্রহণ

করো। এৱেপৰি তিনি এই কুৱানী দ্বাৰা লোকদেৱ সকালেৱ খাৰার খাইয়ে দিলেন (মুসলিম)।

১৩৭১ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذَبَّحُوا إِلَّا جَذْعَةً مِنَ الضَّانِ مُسْلِمٌ مُسْنَنٌ إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذَبَّحُوا -

১৩৭১। হয়ৱত জাবিৰ রাঃ হতে বৰ্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমৰা (কুৱানীতে) মুসিন্না, ছাড়া কোন পণ্ড জবেহ কৱিবেনো। হাঁ, যদি মুসিন্না পাওয়া না যায় তবে দুশ্বার 'জায়আ' যবেহ কৱিতে পাৰো (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** মুসিন্না উট বা গৱৰ বয়সেৱ একটা সীমা। পাঁচ বছৱেৱ উটকে ও দুই বছৱেৱ গৱৰকে মুসিন্না বলা হয়। কুৱানীৰ জন্য এই বয়সেৱ উট ও গৱৰই উত্তম। আৱ জায়আ হলো যে ভেড়াৰ বয়স ছয় মাস পূৰ্ণ হয়েছে। কিন্তু দেখতে ভেড়া সড়ো এক বছৱেৱ ভেড়াৰ মতো দেখায়। মুসিন্না না পেলে এই জায়আ কুৱানী কৱিবে। ছাগলেৱ জায়আ দ্বাৰা কুৱানী জায়েজ নয়।

১৩৭২ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنِمًا بِفَسْمُهَا عَلَى صَحَابَهِ ضَحَابًا فَبَقَى عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَّ بِهِ أَنْتَ وَفِي رَوَايَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَصَابَنِيْ جَدَعٌ قَالَ صَحٌّ بِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৭২। হয়ৱত উকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বৰ্ণিত। নবী কৱীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবাৱ তাৰ সাহাৰীদেৱ মধ্যে কুৱানী কৱাৱ জন্য বন্টন কৱে দিতে উকবাকে কতগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনেৱ পৰ একটি এক বছৱেৱ বাষ্ঠা ছাগল রয়ে গেলো। তিনি রাসূলুল্লাহকে তা জানালেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, এটি তুমি কুৱানী কৱে দাও। অপৰ এক বৰ্ণনায় আছে, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাৱ ভাগে তো একটি মাত্ৰ বাষ্ঠা ছাগল রইলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এটাই কুৱানী কৱে দাও (বুখারী-মুসলিম)।

১৩৭৩ - وَعَنْ لِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَنَحْرٌ بِالْمُصَلَّى - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

۱۳۷۳ | হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন।  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের ময়দানেই যবেহ করতেন বা  
নহর করতেন (বুখারী)।

۱۳۷۴ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ  
وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْلُّفْظُ لِهِ

۱۳۷۴ | হ্যরত জাবির রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে (ঠিক একইভাবে) একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী করা যেতে পারে (মুসলিম, আবু দাউদ। ভাষা আবু দাউদের)।

۱۳۷۵ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ  
الْعَشْرَوَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ وَلَا يَمْسُسُ مِنْ شَعْرِهِ وَيَسْرِهِ شَيْئًا وَفِي رَوَايَةِ  
فَلَا يَأْخُذُنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمُنَّ ظُهُرًا وَفِي رَوَايَةِ عَنْ رَأْيِ هَلَالِ ذِي الْحِجَةِ  
وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذُنَّ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۱۳۷۵ | হ্যরত উম্মে সালমা রাঃ বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখলে, জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক শুরু হয়ে গেলে সে যেনো নিজের চুল ও চামড়ার কোন কিছু না ধরে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে যেনো কেশ স্পর্শ না করে ও নোখ না কাটে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি জিলহাজ্জ মাসের নব চাঁদ দেখবে ও কুরবানী করার নিয়মাত্মকরণে সে যেনো নিজের চুল ও নিজের নোখগুলো না কাটে (মুসলিম)।

۱۳۷۶ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ  
أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِيَّةِ قَلُوْمًا  
يَارَسُولُ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا جَهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا  
رَجُلٌ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

۱۳۷۶ | হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন।  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর  
দিনসমূহের মধ্যে এমন কোন দিন নেই, যে দিনের আমল এই দশদিনের আমল

অপেক্ষা অধিক প্ৰিয়। সাহাৰীগণ জিজেস কৱলেন। হে আল্লাহুর রাসূল! আল্লাহুর  
রাত্তায় জিহাদও নয়! তিনি বললেন, আল্লাহুর রাত্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি  
নিজেৰ জীৱন ও সম্পদ নিয়ে বেৰ হয়েছে। আৱ তাৰ কিছু নিয়েই ফিৱেনি  
(বুখারী)।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٧٧-عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ  
أَفْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوئِنِ فَلَمَّا وَجَهْتُ وَجْهَنَا قَالَ أَنِّي وَجَهْتُ وَجْهَيَ لِلَّذِي فَطَرَ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مَلَةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ  
صَلَاتِي وَشُكْرِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ  
أَمْرَتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَمْتَهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِمِيُّ وَفِي رَوَايَةِ إِلَّا حَمْدَ  
وَآبَيِ دَاؤَدَ وَأَتْرَمْذَى ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي  
وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّفْ مِنْ أَمْتَهِ

১৩৭৭। হ্যৱত জাবিৰ রাঃ বৰ্ণিত। তিনি বলেন, নবী কৰীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম এক কুৱবানীৰ দিনে দুইটি ছাই রঞ্জেৰ শিংওয়ালা খাশি দুৱা কুৱবানী  
কৱলেন। ওদেৱে কেবলামুকৰি কৱে বললেন, “ইন্নি ওয়াজেজ জাহতু ওয়াজহিয়া  
লিল্লাজী ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আৱদা আলা মিল্লাতে ইবৱাইমা হানিফা ও  
ওয়ামা আনা মিনাল মুহৱৰেকীন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া  
মামাতি লিল্লাহি রাখিল আলামীন। লা শাৰীকা লাহু। ওয়া বিযালিকা উমিৱতু ওয়া  
আনা মিনাল মুসলেমীন। আল্লাহমা মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া  
উচ্চাতিহি। বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবাৰ। বলে জবেহ কৱতেন (আহমাদ, আবু  
দাউদ, ইবনে মাজা ও দারেমী। কিন্তু আহমাদ, আবু দাউদ ও তিৱমিয়ী বৰ্ণনা  
কৱেছেন, নিজ হাতে যবেহ কৱলেন এবং বললেন, ‘বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবাৰ।  
আল্লাহমা হাজা আন্নি, ওয়া আশান লাম ইয়াদাহে মিন উচ্চাতি।’ অৰ্থাৎ হে আল্লাহ  
এই কুৱবানী আমাৰ পক্ষ থেকে কৰুল কৱো। কৰুল কৱো আমাৰ উচ্চাতগণেৰ মধ্য  
থেকে যাবা কুৱবানী কৱতে পাৱেনি তাদেৱ পক্ষ হতে।

١٣٧٨-وَعَنْ حَنْشِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضْحِي بِكَبَشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ

انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِيْ أَنْ ضَحَّى عَنْهُ فَإِنَا أَضَحَّى  
عَنْهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ نَحوَهُ

১৩৭৮। হযরত হানাশ তাবেয়ী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাঃ-কে দুইটি দুষ্টা কুরবানী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম। এটাই কি (অর্থাৎ দুইটি কেনো)? হযরত আলী বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন। তাই আমি তার পক্ষ হতে একটি দুষ্টা কুরবানী করছি (আবু দাউদ, তিরমিয়ী)।

**ব্যাখ্যা** ৪ আজকের জগতের উপরে মুসলিমাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুরবানী দিতে পারে। এতে বুরা গেলো, মৃত ব্যক্তির নামেও কুরবানী করা যায়। এটা প্রগাঢ় ভালোবাসার নির্দশন।

১৩৭৯- وَعَنْ عَلَيٍ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  
نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذْنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا  
شَرْقَاءَ وَلَا  
خَرْقَاءَ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَانتَهَتْ  
رَوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ

১৩৭৯। হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর (জানোয়ারের) চোখ, নাক ভালোভাবে দেখে নেবার জন্য আমাদেরকে হৃকুম দিয়েছেন। যে পশুর কানের সম্মুখ ভাগ শেষের ভাগ কাটা গিয়াছে। অথবা যে পশুর কান গোলাকারভাবে ছিদ্রিত হয়েছে। বা যার কান পাশের দিকে কেটে গিয়েছে যেসব পশু যেনো কুরবানী না করি (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেয়ী) ইবনে মাজা 'কান দেখে লই' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

১৩৮০- وَعَنْ عَلَيٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُضَحِّي  
بِأَعْضَبِ الْفَرْنِ وَالْأَذْنِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১৩৮০। হযরত আলী (রা)হতে এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিং ভাঙ্গা, কান কাটা, পশু দিয়ে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজা)।

১৩৮১- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَّاِيَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرِيعَا الْعَرْجَاءَ الَّبِينُ ظَلَعُهَا

وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرَةُ وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرْضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقِنُ -  
رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِمِيُّ

১৩৮১। হযরত বারাআ ইবনে আয়েব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করা হলো, কোন ধরনের পশু কুরবানী করা হতে বেঁচে থাকা উচিত রাসূলুল্লাহ নিজ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন। চার ধরনের পশু (কুরবানী করা হত) বেঁচে থাকা উচিত। (১) যে পশু স্পষ্ট খোঁড়া। (২) যে পশু স্পষ্ট কানা। (৩) যে পশু সুস্পষ্ট রোগা ও দুর্বল। যে পশুর হাড়ের মজ্জা নেই- শুকিয়ে গেছে। (মালিক, আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও দারেমী)।

ব্যাখ্যা : কুরবানী করা হলো আল্লাহর রাহে আত্মত্যাগ করা। এই আত্মত্যাগের জন্য কুরবানীর পশু একটি প্রতীকী কাজ। কাজেই এই এই ত্যাগের বস্তু সুন্দর সুঠাম সুশ্রী ও দেখতে খুবই উন্নত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই কানা খুড়ো লেংড়া, শিং নেই, রোগা, দেখতে কৃৎসিত জানোয়ার কুরবানী দিতে ছজ্জুর নিষেধ করেছেন। তবে হারাম নয় মাকরুহ।

১৩৮২- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِيَ بَكَبِشَ أَقْرَنَ فَحَبْلٌ يَنْظَرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيُمْشِي فِي سَوَادٍ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংওয়ালা শক্তিশালী দুষ্প্র কুরবানী করতেন। যে দুষ্প্র অঙ্ককারে দেখতো। অঙ্ককারে খেতো এবং অঙ্ককারে চলতো। অর্থাৎ যে দুষ্প্র চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো ছিলো (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

১৩৮৩- وَعَنْ مُجَاشِعٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذْعَ يُوقَنُ مِمَّا يُوَقَّنُ مِنْهُ الشَّنِيَّ - رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৮৩। বনী সুলাইম গোত্রের এক সাহাবী মুজাশে রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ছয় মাস পূর্ণ তেড়া-এক বছর বয়সের ছাগলের কাজ পুরন করে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ছয় মাস বয়সের তেড়া দ্বারা কুরবানী জায়েয হয়।

১৩৮৪ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَةُ الْأَضْحِيَّ الْجَدْعُ مِنَ الضَّانِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

১৩৮৪ । হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি । ছয়মাস বয়স অতিবাহিত তেড়া বেশ উত্তম কুরবানী (তিরিয়া) ।

১৩৮৫ - وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحِيَّ فَاشْتَرَكُنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

১৩৮৫ । হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাথে ছিলাম । তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলো । আমরা তখন এক গৃহতে সাতজন ও এক উটে দশজন করে (কুরবানীতে) শরীক হলাম (তিরিয়া, মাসায়ী, ইবনে মাজা) । ইমাম তিরিয়া বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরিব ।

১৩৮৬ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ أَبْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَهْرَاقِ الدُّمُّ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا وَإِنَّ الدُّمَّ لِيَقُعَّ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقُعَّ بِالْأَرْضِ فَطَبِّبُوا بِهَا نَفْسًا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ

১৩৮৬ । হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন । কুরবানীর দিনে আদম সন্তানগণ এমন কোন কাজ করতে পারেন যা আল্লাহর কাছে রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানী করা) চেয়ে বেশী প্রিয় হতে পারে । কুরবানীর সকল পশুর শিং, পশম, এদের শুরসহ কিয়ামাতের দিন (কুরবানীকারীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে । কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট মর্যাদাকর স্থানে পৌছে যায় । তাই তোমরা সানন্দে কুরবানী করবে (তিরিয়া ও ইবনে মাজা) ।

১৩৮৭ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَانَ أَيْمَانُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَبَعَّدَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرَذِي الْحَجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامٍ سَنَةٍ

وَقِيَامٌ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ - وَرَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ أَسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .

১৩৮৭। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অপেক্ষা আর কোন উত্তম দিন নেই। যে দিন আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য প্রিয়তর হতে পারে। এ দশদিনের প্রত্যেক দিনের রোয়া এক বছরের রোয়ার সমান। এর প্রত্যেক রাতের নামায কদরের রাতের সমান (তিরমিয়ী, ইবনে মাজা)। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন, হাদিসটির সনদ দুর্বল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٨٨- عنْ جُنْدُبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهَدْتُ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَوةِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرِي لَحْمَ أَضَاحِيَ قَدْذَبَحْ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَوةِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي أَوْ نُصَلِّي فَلَيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَفِي رِوَايَةِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي أَوْ نُصَلِّي فَلَيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৩৮৮। হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরবানীর স্টেডে আমি রাসূলুল্লাহর সাথে উপস্থিত ছিলাম। (আমি দেখলাম) তিনি নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরায়ে নামায হতে অবসর হওয়া ছাড়া আর কিছু করলেন না। এসময় তিনি কিছু কুরবানীর গোশত দেখলেন, যা নামাযের আগেই যবেহ করা হয়েছিলো। তিনি তখন বললেন, যে নামায পড়ার আগে অথবা আমার নামায পড়ার আগে বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কুরবানীর পশ যবেহ করছে সে যেনো আর একটি কুরবানী করে নেয়। আর এক বর্ণনায় আছে, জুনদুব বলেন, রাসূলুল্লাহ কুরবানীর দিন নামায পড়লেন। তারপর খুত্বা দিলেন। এরপর কুরবানীর পশ যবেহ করলেন এবং বললেন। যে ব্যক্তি নামায পড়ার আগে কুরবানীর পশ যবেহ করেছে সে যেনো আর একটি পশ যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেনো আল্লাহর নামে যবেহ করে (বুখারী-মুসলিম)।

١٣٨٩ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِلَيْهِ أَلَا يَضْحِيَ يَوْمًا نَّبْعَدُ يَوْمَ الْأَضْحَى رَوَاهُ مَالِكٌ وَقَالَ بَلْغَنِي عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ

১৩৮৯। তাবেয়ী হ্যরত নাফে রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ বলেছেন। কুরবানীর দিনের পরেও অর্থাৎ দশই জিলহজ্জের পরেও দুই দিন কুরবানীর দিন আছে (ইমাম মালিক)। তিনি আরো বলেছেন হ্যরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) হতেও এইরূপ একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

١٣٩٠ - وَعَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ يُضْحِيَ - رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ

১৩৯০। হ্যরত ইবনে উমর (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় দশ বছর বসবাস করেছেন। (আর এই দশ বছরই) তিনি বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিয়ী)।

١٣٩١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنْنَةُ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا فَمَا النَّافِيْبِهَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالصُّوفُ يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ - رَوَاهُ أَخْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৯১। হ্যরত যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এই কুরবানীটা কি? তিনি বললেন। তোমাদের পিতা হ্যরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সূন্নাত। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন। এতে কি আমাদের জন্য সওয়াব আছে, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ বললেন কুরবানীর পশ্চর প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে সওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! পশমওয়ালা পশ্চদের ব্যাপারে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। পশমওয়ালা পশ্চদের প্রতিটি পশমের বদলেও একটি করে নেকী রয়েছে (আহমাদ, ইবনে মাজা)।

## ٤٩-بَابُ الْعَتِيرَةِ

### ৪৯-রজব মাসের কুরবানী

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

١٣٩٢-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا  
عَتِيرَةَ قَالَ وَالفَرَعَ أُولُو نَسَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَافِيْتِهِمْ  
وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ - مَتَّقِقُ عَلَيْهِ

১৩৯২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন। এখন আর ‘ফারাও’  
নেই এবং আতীরাও নেই। বর্ণনাকারী বলেন ‘ফারা’ হলো উট বা ছাগল বা ভেড়ার  
প্রথম বাচ্চা। এ বাচ্চা তারা তাদের দেবদেবীর জন্য উৎসর্গ করতো। অন্য ‘আতীরা’  
হলো রজব মাসে যা করা হতো (বুখারী-মুসলিম)।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

١٣٩٣-عَنْ مُخْنَفِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كُنَّا وَقُوْفَانَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بِعِرْفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا يَهُوَ النَّاسُ أَنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ  
أَضْحِيَّةَ وَعَتِيرَةَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي تَسْمُونُهَا الرَّجَبِيَّةُ - رَوَاهُ  
التَّرْمِذِيُّ وَأَبُودَاوِدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ  
ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَبُودَاوِدُ وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ

১৩৯৩। হযরত মিখনাফ ইবনে সুলাইম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা  
বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে আরাফাতের  
ম্যদানে ছিলাম। আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম। হে লোকেরা! প্রত্যেক পরিবারের  
জন্য প্রতি বছরই একটি ‘কুরবানী’ ও একটি ‘আতীরা’ রয়েছে। তোমরা কি জানো  
'আতীরা' কি? তা হলো যাকে তোমরা 'রজবিয়া' বলো (তিরমিয়ী, আবু দাউদ,  
নাসায়ী, ইবনে মাজা। কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী হাদিসটিকে য়ীক্ষণ ও ইমাম আবু দাউদ  
মানসুখ বলেছেন)।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

۱۳۹۴- عن عبد الله بن عمرٍ وقال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم  
أمرت بيوم الأضحى عيدها جعله الله لهذه الأمة قال له رجل يا رسول الله  
رأيت أن لم أجده الأمينة أنشى أفالضحى بها قال لا ولكن خذ من شعرك  
وأظفارك وتقص شاريتك وتحلق عانتك فذاك تمام أضحياك عند الله  
رواه أبو داود والنسائي

۱۳۹۴। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন।  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।  
আল্লাহ তাআলা কুরবানীর দিনকে এই উপাত্তের জন্য ‘ঈদ’ হিসাবে পরিগণিত  
করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি মাদী  
'মানীহা' ছাড়া অন্য কোন পও না পাই। তরে কি তা দিয়েই কুরবানী করবো?  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। না; তবে তুমি এই দিন তোমার  
চুল ও নোখ কাটবে। তোমার মৌছ কাটবে। নাভীর মীচের পশম কাটবে। এটাই  
আল্লাহর নিকট তোমার পরিপূর্ণ কুরবানী (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

### ৫۔ بَابُ صَلَاةِ الْخَسْوَفِ

#### ৫০-সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায

##### প্রথম পরিচ্ছেদ

۱۳۹۵- عن عائشة قالت إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فبعث مناديه الصليوة جامعة فتقعد فصلى أربع ركعات  
في ركعتين وأربع سجادات قالت عائشة ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت  
سجوداً قط كان أطول منه متفق عليه

۱۳۹۵। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স ময়ে  
একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। তখন তিনি একজন আহবানকারীকে, নামায প্রস্তুত  
মর্মে ঘোষণা দেবার জন্য পাঠালেন। (লোকজন একত্র হলে) তিনি সামনে অগ্রসর

হয়ে দুই দুই রাকাআত নামায পড়লেন। এতে চারটি রূকু ও চারটি সাজদা করলেন। হ্যৱত আয়েশা রাঃ বলেন, এই দিন যতো দীৰ্ঘ রূকু সাজদা আমি করেছি এতো দীৰ্ঘ রূকু সাজদা আৱ কোন দিন কৰিনি (বুখারী-মুসলিম)।

**١٣٩٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ جَهْزَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَسْوَفِ بِقِرَاءَتِهِ - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ**

১৩৯৬। হ্যৱত আয়েশা রাঃ আনহা হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে খুসুফে তাঁৰ কারাআত বড় করে পড়লেন (বুখারী-মুসলিম)।

**١٣٩٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلًا تَحْوِا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيَّتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٌ وَلَا لِحَيَاةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَإِذْ كُرُولَ اللَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاؤلَتِ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكْعِكَعَتْ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاؤلَتْ مِنْهَا عَنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كُلُّتُمْ مِنْهُ مَا يَقِيَّ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرْكَالِيَّوْمَ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا النِّسَاءَ فَقَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قَيْلَ بِكُفْرِنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرُنَ الْأَحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِنَ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ**

১৩৯৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন। নামাযে তিনি সূরা বাকারা পড়ার মতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তারপর দীর্ঘ রুক্ত করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘস্থল দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে এই দাঁড়ানো ছিলো প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা ছোট। এরপর আবার লঘা রুক্ত করলেন। তবে তা প্রথম রুক্ত অপেক্ষা ছোট। তারপর রুক্ত হতে মাথা উঠালেন ও সাজদা করলেন। তারপর আবার দাঁড়ালেন ও দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তবে তা প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা ছোট। তারপর আবার দীর্ঘ রুক্ত করলেন। তাও আগের রুক্ত অপেক্ষা ছোট। তারপর মাথা উঠালেন ও দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে তা আগের দাঁড়ানোর চেয়ে কম। তারপর আবার দীর্ঘ রুক্ত করলেন। তবে এ রুক্তও আগের রুক্ত অপেক্ষা ছোট। তারপর মাথা উঠালেন ও সাজদা করলেন। এরপর নামায শেষ করলেন। আর এসময় সূর্য পূর্ণ জ্যার্তিময় হয়ে উঠে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর অসংখ্য নির্দশনসমূহের মধ্যে দুটো নির্দশন। তারা কারো জন্য মৃত্যুতে গ্রহণযুক্ত হয়না। তোমরা একপ ‘গ্রহণ’ দেখলে আল্লাহ তাআল্লার জিকির করবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আমরা দেখলাম। আপনি যেনো এই স্থানে কিছু গ্রহণ করছেন। তারপর দেখলাম পেছনের দিকে সরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তখন আমি জান্নাত দেখতে পেলাম। জান্নাত হতে এক শুচ আঙুর নিতে প্রস্তুত হলাম। যদি আমি তা গ্রহণ করতাম তাহলে তোমরা দুনিয়ায় বাকী থাকা পর্যন্ত সে আঙুর খেতে পারতে। আর আমি তখন জাহান্নাত দেখতে পেলাম। জাহান্নামের মতো বীভৎস কৃৎসিত দৃশ্য আর কখনো আমি দেখিনি। আমি আরো দেখলাম যে, জাহান্নামের বেশীরভাগ অধিবাসীই নারী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে তা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের কুফরীর কারনে। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে থাকে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। না, বরং স্বামীর সাথে কুফরী করে থাকে। তারা (স্বামীর) ইহসান ভূলে যায়। সামাজীবন যদি তুমি তাদের কারো সাথে ইহসান করো। এরপর (কোন সময়) যদি সে তোমার পক্ষ হতে সামান্য ঝটি বিচ্যুতি দেখে বলে উঠে। আমি জীবনেও তোমার কাছে ভালো ব্যবহার পেলাম না (বুঢ়ারী ও মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** এখানে কুফরী অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা নয়। বরং স্বামীর সদাচরণ ও ইহসানকে ভূলে যাওয়া বা অস্বীকার করা। জাহিলিয়াতের সময় মহান ব্যক্তিদের মৃত্যু হবার কারণে ‘গ্রহণ’ হয়ে থাকে বলে একটা প্রচলিত ধারণা ছিলো।

রাসূলগ্লাহ ছেলে হয়রত ইব্রাহীম ১০ম হিজরীতে মৃত্যুর দিন এই মূর্খ গ্রহণ হয়েছিলো। লোকেরা ভাবলো। বোধ হয় নবীর সন্তানের মৃত্যুর কারণেই এই গ্রহণ হয়েছে। রাসূলগ্লাহ এই ভুল ধারণার অপনোদন করেছেন এই হাদিসে।

١٣٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السَّجْدَةُ ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَقَدْ أَنْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسُ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيْتَانٌ مِنْ أَيَّاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانَ لِمَوْتِ أَحَدٍ ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ وَلَا لِحَيَوَتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرْزُقَنِي عَبْدَهُ أَوْ تَرْزُقَنِي أَمْتَهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لِضَحْكِتُمْ قَلِيلًاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًاً - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৩৯৮। হয়রত আয়েশা রাঃ হতে ও হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবকাস হতে বর্ণিত হওয়া ধরনের একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ হয়রত আয়েশা রাঃ বলেন। তারপর রাসূলগ্লাহ সাজদায় গেলেন। তিনি দীর্ঘ সাজদা করলেন। তারপর নামায শেষ করলেন। তখন সূর্য বেশ আলোকিত হয়ে গেছে। তারপর তিনি জনগণের সামনে বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি সর্বথেম আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন। সূরজ ও চাঁদ আল্লাহর নির্দশনাবলীর দুটো নির্দশন। কারো মৃত্যুতে এই সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয়না। আর কারো জন্মের কারণেও হয়না। তোমরা এই অবস্থা দেখতে পেলে আল্লাহর নিকট দোয়া করো। তাকবীর বলো। নামায পড়ো। সাদকা খয়রাত করো। এরপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উচ্চাতেরা! আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশী ঘৃণকারী আর কেউ নেই। তাঁর যে বান্দা ‘ফিনা’ করবে অথবা তার যে বান্দী ‘ফিনা’ করবে তিনি তাদেরে ঘৃণা করেন। হে মুহাম্মদের উচ্চাতগণ! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে। নিচ্যই তোমরা কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : হাদিসে ‘গায়রাত’ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। গায়রাতের আসল অর্থ হলো ‘নিজের অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপকে খারাপ জানা ও ঘৃণা করা। আল্লাহ তাআলার গায়রাতের অর্থ হলো তাঁর হকুম আহকামে বান্দার নাফরমানী করা। তাঁর বিধি নিষেধ না মানা। তাহলেই এই বান্দার প্রতি তাঁর ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

١٣٩٩ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعًا يَخْشِيُّ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ قَاتِيَ الْمَسْجَدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قَيَامٍ وَرَكْوَعٌ وَسَجْدَةٌ مَارِأْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هُنَّهُ الْأَيَّاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٌ لَا لِحَيَاةٍ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَةً فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَيْيْ ذِكْرِهِ وَدَعَائِهِ أَسْتَغْفَارَهُ - مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

১৩৯৯। হ্যরত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ হলো। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবড়িয়ে গেলেন। তাঁর উপর 'কিয়ামাত' সংঘটিত হয়ে যাবার মতো ভয় ভীতি আরোপিত হলো। বস্তুতঃ তিনি মসজিদে চলে গেলেন। দীর্ঘ 'কিয়াম' 'রুকু' ও 'সাজদা' দিয়ে নামায পড়লেন। সাধারণতঃ (এতে দীর্ঘ নামায পড়তে) আমি কখনো তাঁকে দেখেনি। অতঃপর তিনি বললেন। এই সব নির্দর্শনাবলী যা আল্লাহ তাআলা পাঠিয়ে থাকেন। তা না কারো মৃত্যুতে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর না কারো জন্মে হয়ে থাকে। বরং এই সব দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখন এ নির্দর্শনাবলীর কোন নির্দর্শন দেখবে। আল্লাহকে ভয় করবে। তাঁর জিকির করবে। তাঁর নিকট দোয়া ও ক্ষমা চাইবে (বুধারী-মুসলিম)।

٤٠٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ مَاتَ ابْرَاهِيمَ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتُّ رُكْعَاتٍ بِأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০০। হ্যরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে যে দিন তাঁর ছেলে হ্যরত ইব্রাহীমের ইন্দ্রেকাল হলো। এ দিন সূর্য গ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে নিয়ে 'হ্য রুকু' ও চার সাজদাসহ নামায পড়ালেন (মুসলিম)।

٤٠١ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رُكْعَاتٍ فِي أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০১। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুআস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের সময় (দুই রাকাআত) নামায আট কুকু ও চার সাজদায় পড়েছেন। হ্যৱত আলী রাঃ হতেও ঠিক এইরূপ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে (মুসলিম)।

١٤.٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَرْتُمِيْ بِاسْتِهِمْ لِيْ بِالْمَدِيْنَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَبَذَّتْهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا نَظَرَنَّ إِلَى مَا حَادَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاتَّيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْصَّلَاةِ رَفِيعٌ بَدِيهٌ فَجَعَلَ يُسْبِحُ وَيَهْلِلُ وَيَكْبِرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسْرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسْرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ وَكَذَّابِيْ شَرْحِ السُّنْنَةِ عَنْهُ وَفِي تَسْخِيْفِ الْمَصَابِيحِ عَنْ جَابِرِيْنِ سُمْرَةَ -

১৪০২। হ্যৱত আবদুর রহমান ইবনে সামুর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে মদীনায় আমি আমার তীরগুলো চালনা করছিলাম। এ সময় সূর্য গ্রহণ শুরু হলো। তীরগুলো আমি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মনে মনে বললাম। আল্লাহর ক্ষম আমি আজ দেখবো সূর্য গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহর আজ কি করেন। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁর হাত দুইটি উঠিয়ে সূর্য গ্রহণ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর তাসবিহ তাহলীল তাক্বীর ও হামদ করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়ায় মশগুল রয়েছেন। সূর্য গ্রহণ ছেড়ে গেলে তিনি দুইটি সূরা পড়লেন ও দুই রাকাআত নামায পড়লেন (মুসলিম)। শরহে সুন্নাতেও হাদিস এইভাবে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা হতে বর্ণিত হয়েছে। আর মাসাৰিতেও এই বৰ্ণনাটি জাৰিৱ ইবনে সামুরা হতে নকল কৰা হয়েছে।

١٤.٣ - وَعَنْ أَسْمَاءِ بَنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقَةِ فِي كَسُوفِ الشَّمْسِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪০৩। হ্যৱত আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণ হলে গোলাম আযাদ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন (বুখারী)।

## বিজীয় পরিষেবা

٤٠٤- عن سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ لَا تَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৪০৪। হ্যরত সামুরা ইবনে জুনদুব রোঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের সময় আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়েছেন। আমরা তাঁর আওয়াজ শুনতে পাইনি (তিরিমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)।

٤٠٥- وَعَنْ عَكْرَمَةَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا ثَمَنْ فَلَمَّا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ تَسْجُدُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ أَيَّهَا فَاسْجُدُوا وَأَيُّهَا أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالتَّرْمِذِيُّ

১৪০৫। তাবেরী হ্যরত ইকবামা রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক স্তৰী ইত্তেকাল করেছেন। খবর শুনার সাথে সাথে তিনি সাজদায় চলে গেলেন। তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হলো। আপনি কি এ সময় সাজদা করছেন? (অর্থাৎ এটা কি সাজদা করার সময়?) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা যখন কোন নির্দশন দেখবে তখন সাজদা করবে। আর কোন নবীর স্তৰীর দুলিয়া ছেড়ে চলে যাবার চেয়ে বড় নির্দশন আর কি হতে পারে?

## তৃতীয় পরিষেবা

٤٠٦- عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّولِ وَرَكِعَ خَمْسَ وَرَكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّولِ ثُمَّ رَكِعَ خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ يَدْعُوهُنَّ لِنَجْلِي كُسُوفَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪০৬। হয়রত উবায় ইবনে কাঞ্চা-ব-রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ্ সময় একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিলো। তিনি তাদেরে নিয়ে নামায পড়লেন। তেওয়ালে মোকাসসালের সূরা কারাআত পড়লেন। এরপর (প্রথম রাকআতে) পাঁচটি রূক্ত করলেন। দুইটি সাজদা করলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ালেন। তেওয়ালে (মাকাসসালের একটি সূরা দিয়ে কেরাআত পড়লেন। এরপর পাঁচটি রূক্ত করলেন। দুইটি সাজদা করলেন। অতঃপর কেবলামুঠী হয়ে বসে থাকলেন। সূর্য গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (বসে বসে) দোয়া করতে থাকলেন (আবু দাউদ)।

١٤٠٧ - وَعَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلَ عَنْهَا حَتَّى أَنْجَلَتِ الشَّمْسُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَفِي رَوَايَةِ النَّسَائِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَلَهُ فِي أَخْبَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَغْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ الْمَوْتَ عَظِيمٌ مِنْ عَطِيمٍ، أَهْلُ الْأَرْضِ وَأَهْلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا يَخْسِفَانِ الْمَوْتَ أَحَدٌ وَلَا لَحَيَاَتِهِمْ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحَدِّثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ، فَإِنَّمَا انْخَسَفَتِ فَصَلَوْا حَتَّى يَنْجِلِي أَوْ يُحَدِّثَ اللَّهُ أَمْرًا

১৪০৭। হয়রত নোমান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে সূর্য গ্রহণ হলে তিনি দুই দুই রাকআত নামায পড়া শুরু করতেন ও মসজিদে বসে গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। (অর্থাৎ দুই রাকআত নামায পড়ে দেখতেন 'গ্রহণ' শেষ হয়েছে কিনা? না হলে আবার দুই রাকআত নামায পড়তেন)। এভাবে 'গ্রহণ' থাকা পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতেন (আবু দাউদ)। নাসাই শরীফের এক বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণ শাগলে আমাদের নামাযের মতো নামায পড়তে শুরু করতেন। রূক্ত করতেন, সাজদা করতেন। নাসাইর আর এক বর্ণনায় আছে। একদিন সূর্য গ্রহণ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত মসজিদে চলে গেলেন এবং নামায পড়তে লাগলেন। এ অবস্থায় সূর্য আলোকিত হয়ে গেলো। তারপর

তিনি বললেন, জাহিলিয়াতের সময় মানুষেরা বলাবলি করতে ‘পৃথিবীর কোন বড় মানুষ মৃত্যু গ্রহণ করলে ‘সূর্যগ্রহণ’ ও ‘চন্দ্রগ্রহণ’ হয়ে থাকে। (ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়) আসলে কোন মানুষের জন্য বা মৃত্যুতে ‘গ্রহণ’ হয়না। বরং এই দুইটি জিনিস (চাঁদ, সূর্য) আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির দুইটি সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টি-জগতে যে ভাবে চান পরিবর্তন আনেন। অতএব যেটাই ‘গ্রহণ’ হয় তোমরা নামায পড়বে। যে পর্যন্ত ‘গ্রহণ’ ছেড়ে না যায়। অথবা আল্লাহ তাআলা কোন নির্দেশ জারী না করেন (অর্থাৎ আয়ার অথবা কিয়ামাত শুরু না হয় নাসায়ী)।

## ٥١- بَابُ فِنْ سُجُودِ الشُّكْرِ

### ৫১- সিজদায়ে শোকের

এতে ধৰ্ম ও তৃতীয় গরিষ্ঠেদ নেই

বিত্তীয় পরিষেব

١٤٠٨- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سَرُورًا أَوْ سَرِيعًا خَرَسَاجِدًا شَاكِرًا اللَّهَ تَعَالَى - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالترْمِذِيُّ  
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

১৪০৮। হ্যরত আবু বাকরাতা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন আনন্দের ব্যাপার সংঘটিত হলে অথবা কোন ব্যাপার তাঁকে খুশী করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে শুরু প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে যেতেন (আবু দাউদ, তিরমিয়ী, ইমাম তিরমিয়ী। বলেছেন, হাদিসটি হাসান ও গৱীব)।

١٤٠٩- وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مِنَ النَّفَاشِينَ فَخَرَسَاجِدًا - رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مُرْسَلًا وَفِي شَرْحِ السُّنْنَةِ لِفَطْ  
المَصَابِيحِ

১৪০৯। হ্যরত আবু জাফর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একজন ‘বামনকে’ (আকারে খুব ছোট মানুষ) দেখে সাজদায় পড়ে গেলেন। দারেকুতনী হাদিসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহ মাসাবিহর ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ৪ কোন অস্বাভাবিক অসুস্থ বিপদ্যত্ব বেটে ইত্যাদি ধরনের সোক দেখলে শুকুর স্বরূপ-দুই রাকাআত নামায পড়া মুস্তাহব। আল্লাহ তাকে এমন বিপদ থেকে

বাঁচিয়ে রাখার শুকরিয়া হিসাবে। তবে ওই ব্যক্তি যেনো তা বুঝতে না পারে। বুঝলে তাৰ মনে কষ্ট হতে পারে।

١٤١ - وَعَنْ سَعْدِبْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُكَاهَةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّ قَرِيبًا مِنْ عَزْوَزَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدِيهِ فَدَعَا اللَّهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ أَنَّى سَأَلْتُ رَبِّيْ وَشَفَعْتُ لِأَمْتَىْ فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ أَمْتَىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا إِلَّرَبِّيْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ قَسَالْتُ رَبِّيْ لِأَمْتَىْ فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ أَمْتَىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا إِلَّرَبِّيْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ قَسَالْتُ رَبِّيْ لِأَمْتَىْ فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ الْآخِرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا إِلَّرَبِّيْ شُكْرًا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْوُ دَاؤْدَ

১৪১০। হয়রত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্স রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সাথে মক্কা হতে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা গায়ওয়ায়া নামক স্থানের কাছে পৌছলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আরোহী হতে নামলেন। দুই হাত উঠালেন। কিছু সময় পর্যন্ত আল্লাহুর নিকট দোয়া করতে থাকলেন। তারপর সাজ্দায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজ্দায় পড়ে থাকলেন। তারপর দাঁড়ালেন। কিছু সময় পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকলেন। তারপর আবার সাজ্দায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজ্দায় থাকলেন। তারপর সাজ্দা হতে উঠে দুহাত তুলে রাখলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার সাজ্দায় গেলেন। বললেন, আমি আমার রবের কাছে নিবেদন করলাম। আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মাতের তিনভাগের একভাগ দান করলেন। এই জন্য আমি আমার রবের শুকর আদায় করার জন্য সজদায় গেলাম। তারপর আমি আমার মাথা উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবার নিবেদন জানালাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের আর এক অংশ দান করলেন। এইজন্য আমি আমার রবের শুকর আদায় করার জন্য আবার সাজ্দায় গেলাম। এরপর আবার আমি আমার মাথা উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবেদন জানালাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের শেষ তৃতীয়াংশ দান করলেন। এই কারণে এইবার আমি আমার রবের শুকর আদায়ের জন্য তৃতীয়বার সাজ্দায় পড়ে গেলাম (আহমাদ, আবু দাউদ)।

## ٥٢- بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

### ৫২- বৃষ্টির জন্য নামায

প্রথম পরিষেদ

١٤١١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاةِ وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو وَرَفِعُ يَدِيهِ وَحَوْلَ رَدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৪১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বৃষ্টির জন্য লোকজন নিয়ে ঈদগাহতে গেলেন। তাদের নিয়ে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়লেন। আওয়াজ করে তিনি উভয় রাকাআতে কেরাআন পড়লেন। এরপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। কেবলামুখী হবার সময় তিনি তাঁর চাঁদর ঘুরিয়ে দিলেন (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : চাদর ঘুরিয়ে দেবার অর্থ, চাদরের ডানদিকে বায় দিকে। উপরের দিক নীচের দিকে। ভিতরের দিক বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এই চাদর ঘুরানো ধারা রাসূলুল্লাহ অবস্থার পরিবর্তনের কল্পনা পোষণ করেছেন।

١٤١٢- وَأَنْسٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدِيهِ فِي شَيْءٍ مَّنْ دُعَاهُ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرْبِي بَيْاضَ أَبْطِينِهِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৪১২। হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতেসকার (বৃষ্টির জন্য নামায) ছাড়া আর অন্য কোন দোয়ায় হাত উঠাতেন না। এই দোয়ায় তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন যে তাঁর ঘোগলের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দোআতেই হাত উঠাতেন না, হযরত আনাস এই অর্থ করেননি। বরং কোন দোআতে তিনি এতো উপরে হাত উঠাতেন না, এই অর্থ বুঝায়েছেন। কারণ অন্যান্য দোয়াতেও তিনি হাত উঠায়েছেন প্রমাণ আছে।

১৪১৩- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهِيرَةٍ كَفِيهِ إِلَى السَّمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৩। হয়রত আনাস রাঃ হতে এই হাদিসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আল্লাহর নিকট পানি চাইলেন এবং দুই হাতের পিঠ আসমানের দিকে করে রাখলেন (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা :** হাতের পিঠ আসমানের দিকে রেখে আল্লাহর কাছে প্রানি চাওয়াটাও অবস্থার পরিবর্তন বুঝিয়েছেন। এখন পানি নেই। আল্লাহ যেনো আকাশ তেজে জমিনে পানি ঢেলে দেন।

১৪১৪- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَبِّبْنَا فَعًا - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

১৪১৪। হয়রত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (আকাশে সৃষ্টি দেখতেন, বলতেন হে আল্লাহ! তুমি পর্যাপ্ত ও কল্যানকর সৃষ্টি বর্ষণ করাও (বুখারী)।

১৪১৫- وَعَنْ أَنَسِ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبَةً حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِلَّهِ حَدَّيْتُ عَهْدِ رَبِّيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৫। হয়রত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহর সাথে ছিলাম। তখন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো। হয়রত আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর গায়ে সৃষ্টি পড়ার জন্য নিজের গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি এক্ষণ করলেন কেনো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। এই সদ্য বর্ষিত পানি তাঁর রবের নিকট হতে আসলো তাই (মুসলিম)।

### ধৈতীয় পরিচ্ছেদ

১৪১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِلَى الْمُصْلَى فَاسْتَسْقِي وَحَوْلَ رَوَاهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقُبْلَةَ فَجَعَلَ عَطَافَهُ  
الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عَطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَتِيقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا  
اللَّهَ - رَوَاهُ أَبُودَاوْدُ

১৪১৬। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইস্তিসকার নামায (বৃষ্টির জন্য নামায) পড়ার জন্য ঈদগাহর দিকে বের হয়ে গেলেন। তিনি কেবলামুখী হবার সময় তাঁর গায়ের চাঁদর ঘুরিয়ে দিলেন। চান্দরের ডানদিকে তিনি বাম কাঁধের উপর এবং বাম দিক ডান কাঁধের উপর রাখলেন। এরপর আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন (আবু দাউদ)।

১৪১৭- وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ  
خَمِيسَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ سَنْلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقَلَتْ قَلْبَهَا  
عَلَى عَاتِقِيهِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْدُ

১৪১৭। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ হতেই এই হাদিসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিসকার নামায পড়লেন। তখন তাঁর গায়ে ছিলো একটি চারকোণ বিশিষ্ট কালো চাঁদর। তিনি এই চাঁদরটির নীচের দিক উপরের দিকে উঠিয়ে আলতে চাইলেন। কিন্তু কাজটি কষ্টসাধ্য হবার কারণে চাঁদরটি দুই কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন (আহমাদ, আবু দাউদ)।

১৪১৮- وَعَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى أَبِي الْلَّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الرَّبِّيْتِ قَرِبًا مِنَ الرَّزُورَاءِ قَائِمًا يَدْعُ بِيَسْتَسْقِي رَافِعًا  
يَدِيهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُهَا رَأْسَهُ - رَوَاهُ أَبُودَاوْدُ وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ  
وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

১৪১৮। হ্যরত ওমায়র মাওলা আবু লাহাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘আহজারম্যায়ত’ নামক জায়গার কাছে ‘যাওরার’ কাছাকাছি স্থানে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে দুই হাত চেহারা পর্যন্ত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করছিলেন; কিন্তু তাঁর হাত (উপরের দিকে) মাথা পার হয়ে যায়নি (আবু দাউদ, তিব্বতীয় ও নাসায়ী একইভাবে বর্ণনা করেছেন)।

**ব্যাখ্যা :** মসজিদে নববীর নিকট একটি স্থানের নাম হলো ‘যাওরা’। এই জায়গার নিকটে গিয়ে তিনি বৃষ্টির জন্য ইন্তেসকার নামায পড়েছেন। দোয়া করার সময় সাধারণতঃ হাত কাঁধ পর্যন্তই উঠানো হয়। কিন্তু কখনো শুরুত্বের কারণে আবেগে হাত মাথা পর্যন্তও উঠে যায়।

১৪১৯- وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ فِي الْأَسْتِسْفَانِ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوداؤْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১৪১৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অতি সাধারণ পোশাক পরে, বিন্দু ও বিন্দু চীত অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিরবেদন করতে করতে ইন্তেসকার নামাযের জন্য বের হয়ে গেলেন (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজা)।

**ব্যাখ্যা :** অনবৃষ্টি বা অতি খরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে একটা ভীষণ কষ্টকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাই এই সব বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য খুব সামান্য ও নিত্য ব্যবহার্য পোশাকে অত্যন্ত বিনীত ভীত ও বিন্দুভাবেই আল্লাহর কাছে ধরনা দেয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন।

১৪২০- وَعَنْ عَمْرُونِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَتَسْفَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهِمْ تَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاحْفِظْ بَلَدَكَ الْبَيْتَ - رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُوداؤْدُ

১৪২০। হযরত আমর ইবনে শআইব হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদা বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে, তোমার পশুদেরকে পানি দান করো। তাদের প্রতি তোমার করণা বর্ষণ করো। তোমার মৃত যমীনকে জীতিত করো” (মালেক ও আবু দাউদ)।

১৪২১- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكيْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَغْيِثًا مَرِيئًا مُرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ أَجِلٍ قَالَ طَبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ - رَوَاهُ أَبُوداؤْدُ

১৪৩২। হৃষ্ণের আবির (জ্ঞ) হতে ঘর্গিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালামুল্লাহুর্রাহ ও রাসূলুল্লাহকে ইতেসকার নোবায়ে হাত বাড়িয়ে এই কথা বলতে দেখেছি “হে আল্লাহ! আল্লাদেয়কে পাবি সাও।” যে পানি সুপেয়, কসল উৎপন্ননকারী, উপকারী, অনিষ্টকারী নয়। দ্রুত আগমনকারী। বিশুককারী নয়।” (বর্ণনাকুঠি বলেন এই কথা বলতে না বলতেই) তাদের উপর আকাশ বর্ষণ করে দিলো (আবু দাউদ)

### উচ্চ পরিষেব

٢٧٤٦. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَى النَّاسُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَوْطَهُ الْمَطْرَفِ أَمْرَ مِنْهُ فَوْضَعَ لَهُ فِي الْمَصْلَى وَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَرْجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةَ فَعَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَأَ أَحَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَبَدَ عَلَى الْخِبْرَغَفَرَ وَحَمَدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكُوتُمْ جَنَفَ دِيَارَكُمْ وَاسْتِخَارَ الْحَاطِرَ عَنْ إِيمَانِ زُمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ أَذْنَ تَدْبُرِهِ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّ الْكَلِمَاتِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَرِيدُ اللَّهُمَّ اشْتَهِرْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا إِنْتَ الْعَزِيزُ وَتَحْنِ فُقَرَاءَ، انْزَلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا انْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبِلَاغًا إِلَى عَيْنِي ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتَرُكْ الرَّفَعَ حَتَّى بَدَا بِيَاضُ ابْطِينِهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهِيرَهُ وَقَلْبَ أَوْحَوَلَ رَدَاءَهُ وَهُوَ رَكْغَنْ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَتَرَلَ فَصَلَى رَحْمَتِي فَانْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتِنْصَادِنَ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السَّيْوَنُ فَلَمْلَمْ وَأَتَى سُرْعَتِهِمُ إِلَى الْكَنَّ ضَحَكَ حَتَّى بَدَأَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى هُنْلَ عَنِيْ قَدِيرٌ وَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - رَوَاهُ أَبُو دَافِعَ

১৪৩২। হৃষ্ণের আবেশা জ্ঞ হতে বর্তিত পতিনি বলেন, লেকচন রাসূলুল্লাহুর্রাহ কাছে আসার ক্ষেত্রে কথা লিখেন্দৰ করলো। রাসূলুল্লাহ ঈদগাহে বিষ্঵ আনন্দ জ্ঞ নির্দেশ লিপ্তেন্ন। করুক মিহর আমা হলো। তিনি লোকজনদেরকে একদিন ঈদগাহে

আমোৱা জন্ম সময় ঠিক করে দিলেন। হখৱত আয়োজনে, নির্বিট দিনে রাস্তুগাহ সমূজবাহ আসাইছি ওয়াসালাম সূর্যকৃতিপ দেখা দেৰাৰ সাথে সাথে ইদগাহে চলে গেলেন। মিস্বৰে উঠে তাকবীৰ দিলেন। আল্লাহৰ শুণকীৰ্তন বৰ্ণনা কৰে বললেন। তোমৰা তোমদেৱ শহৰেৱ আকাশ, সময়মতো বৃষ্টি বা হৰুৱ অভিযোগ কৰেছো। অস্তুগাহ তাজালা এখন তোমদেৱকে হৃকুম দিছেন। তোমৰা তাৰ কাছে দোয়া কৰো। তিনি তোমদেৱ দোয়া কৰুল কৰবেন বলে ওয়াদা কৰেছেন। তাৰপৰ তিনি বললেন, সকল প্ৰশংসা আল্লাহৰ। তিনি সমগ্ৰ জগতেৱ পালনকৰ্তা, মেহেৱবান ও ক্ষমাকাৰী। প্ৰতিদান দিবসেৱ মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন মাৰুদ নেই। তিনি যা চান তাৰই কৰেন। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আৱ কোম মাৰুদ নেই। তুমি অমুকাপেক্ষী। আৱ আমোৱা কাঙাল, তোমাৰ মুখাপেক্ষী। আমদেৱ উপৰ তুমি বৃষ্টি বৰ্ষণ কৰো। অসৰ হৈ জিমিস (বৃষ্টি) তুমি লায়িল কৰবে তা আমদেৱ শক্তিৰ উপায় ও দীঘ সময়েৱ পাথেয় কৰো। এৱে তিনি তাৰ দু'হাত উঠালেন। এজো উঠালেন যে, তাৰ বৰ্গসৈৱ উজ্জলতা দেখা গোলো। তাৰপৰ তিনি অনগণেৱ দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজেৰ চালু ঘূৰিয়ে উঠালেন। কখনোৱে তাৰ দু'হাত ছিলো উঠালো। আৰাৱ লোকজনেৱ দিকে মুখ ফিৰালেন এবং মিস্বৰ হতে নেমে গেলেন। দুই রাক্তাজাত নামায পড়লেন। আল্লাহ তাজালা তখন মেষ্টেৱ ব্যবহাৰ কৰলেন। মেষ্টেৱ গৰ্ভন শুন ইলো। বিদ্যুৎ চৰকাতে লুগালো। অতঃপৰ আল্লাহৰ নিৰ্দেশে বৰ্ষণ শুন ইলো। তিনি তাৰ মসজিদ পৰ্যন্ত পৌছাৰ আগেই বৃষ্টিৰ ঢল নেমে গোলো। এ সময় তিনি মানুষদেৱকে বৃষ্টিৰ ধেকেৰ বৰ্ষাক জন্য মৌজাতে দেখে হেসে খেললো। এতে তাৰ সামনেৰ দাঁততলো দেখা গোলো। তিনি তখন বললেন, আমি সাক্ষ দিছি আল্লাহ তাজালা প্ৰচ্যোক বিষয়েৰ উপৰ ক্ষমতাৰান। আৱ আমি এ সাক্ষীও দিছি যে, আমি তাৰ বান্দা ও রাসূল (আবু দাউদ)।

١٤٢٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَطَعُوا سَبَقَنِيَّا بِالْعُمَاسِ  
بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَتَلَ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنَّا نَسْوَلُ إِلَيْكَ بَشِّئَنَا وَكَانَ  
نَسْوَلُ إِلَيْكَ بَعْمَ نَبِيَّنَا فَاسْفَعْنَا قَالَ فَيُسْقِفُونَ - رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

- ১৪২৩। হখৱত আনাস রাঃ হতে বৰ্ণিত যে, 'হখৱত ওমৰ ইবনুল খাতাব, লোকেৱা অনাবৃষ্টিৰ কৰলে পতিত হলে রাসূলুগাহৰ চাচা আবাস ইবনে আবদুল ঘুসালিৰেৱ উপিলায় আল্লাহৰ নিকট বৃষ্টিৰ জন্য দোয়া কৰতেন। তিনি বলতেম, হে অস্তুগাহ! তোমাৰ নিকট এতদিন আমোৱা আমদেৱ নবীৰ উপিলা পেশ কৰতাম। তুমি আমদেৱকে বৃষ্টি দিয়ে পৰিত্বশ কৰতে। এখন আমোৱা তোমাৰ নিকট আমদেৱ মৰীৰ চাচাৰ উপিলা পেশ কৰছি। তুমি আমদেৱকে বৃষ্টি দান কৰলো (বুখারী)।

١٤٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
خَرَجَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْفِي فَإِذَا هُوَ بَنْصَلَةٍ رَاغِعَةٍ بِعَضْنِ  
قَوَافِيْهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوهُ فَقَدْ اسْتَجِيبْ لِكُمْ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ النَّصْلَةِ  
رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

1424. হযরত আবু হুরাইষা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শনেছি যে, নবীদের মধ্যে একজন নবী ইঙ্গেসকার (নামায) পঞ্জার অন্য সোকজন নিয়ে বের হয়েছিলেন। হঠাতে তিনিঁকে পিপড়া দেখতে পেলেন। পিপড়াটি তাঁর দুটি পা আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে। (অর্থাৎ পিপড়াটি বৃক্ষের জন্য দোয়া করছে)। এই দৃশ্য দেখে নবী আলাইহিস সালাম সোকজনকে বললেন, তোমরা কিন্তু চলো। এই পিপড়াটির দোয়ার কারণে তোমাদের দোয়া কবুল হয়ে গেছে (দারুকুত্তমী)।

### ٥٣ - بَابُ فِي الْوِيَابِعِ

#### ৫৩- ঝড় তুকনের সময়

প্রথম পরিচ্ছেদ

١٤٢٥ - عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيرَتْ  
بِالصَّبَابِ وَأَهْلَكَتْ عَادَ بِالْبَيْوَرِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

1425. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আমি পূর্বৰী বাতাস দিয়ে উপকৃত হয়েছি। আর আদ জাতি পচিমা বাতাস দিয়ে খৎসপ্রাণ হয়েছে (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ৩ খন্দকের যুদ্ধে কাকেরমের দীর্ঘ অবরোধের কালগে মুসলমানদের মধ্যে হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিলো। আক্ষুণ্ণ রহমতে তখন রাতে পুরাণী হাওয়া শক্ত শিবিরকে তচ্ছন্দ করে দিলেছিলো। পরিশেষে তারা অবরোধ ছেড়ে পালাতে রাধি হয়েছে।

١٤٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ضَنَاعِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهْوَاتِهِ أَنَّمَا كَانَ بِتَبَسْمٍ فَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْنَاكَا أُورِيْحَا  
عُرَفَ فِي وَجْهِهِ - مُتَفَقُ عَلَيْهِ

১৪২৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এতোটা হাসতে দেখনি যাতে তাঁর আলা জিহ্ব দেখতে পেরেছি। তিনি মুচকী হাসতেন শুধু। তিমি যখন বাড়ি তুষার দেখতেন তখন তাঁর প্রভাব তাঁর চেহারায় পড়েছে বলে বুঝা যেতো (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ অনেক জাতিকে বাড়ি, তুফান, প্রাবণ্য দিয়ে ব্রহ্ম করে দিয়েছেন। তাই বাড়ি-তুফান দেখলে রাসুলের উপর এর প্রভাব পড়তো।

১৪২৭-وَعَنْهَا قَالَتْ كَلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ  
قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَأَخِيرَهَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ  
مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ وَإِذَا تَحْبَلَتِ السَّمَاءُ بِعَسْرَتِ رِحْلَةٍ  
وَمَغْرِجٍ وَدَخْلٍ وَأَكْبَلَ وَأَوْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَىٰ عَنْهُ تَعْرَفُتْ ذَلِكَ عَائِشَةٌ  
فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَعْلَهُ يَأْعَانِشَهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ  
أَوْدِعُتُهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مَطْرَنَا وَفِي رَوَايَةٍ وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةً  
- مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ

১৪২৭। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি জেমার বিকট এই বাড়ো হাওয়ার ক্ষমাগ্রে দিক কামনা করছি। কামন করছি এর মধ্যে যা কিছু অকল্যাধি নিহিত রয়েছে। যে বারুদে এই বাড়ো হাওয়া পাঠানো হয়েছে সে কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই জোমার ক্ষমার দিক থেকে এবং আশে বারুদ ক্ষতি নিহিত আছে এবং সে ক্ষতির জন্য তা পাঠানো হয়েছে তার থেকে আশ্রয় চাই। (আয়েশা বলেন) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ চেহারা বিকর্ণ হয়ে যেতো। তিমি বিগদের ভয়ে ক্ষমার বের হয়ে যেতেন। আবার প্রদেশ করতেন। কখনো সামনে আগমনেন। কখনো পেছনে সরতেন। বৃষ্টি শুরু হলে তাঁর উৎকর্ষ কমে যেতো। বর্ণনাকারী বলেন, একবার হযরত আয়েশার কাছে রাসূলুল্লাহ এই উৎকর্ষ অনুভূত হলে তিনি তাঁর কাছে এর কারণ জিজেস করলেন। তিনি বললেন, হে আয়শা! এই বাড়ো হাওয়া এমনকো হতে পারে যা আদ জাতি ভেবেছিলো। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, “তারা যখন একে তাদের মাট্টের দিকে আসতে দেখলো, বললো, এটা তো যেঘ। আমাদের উপর পানি বুর্ণ করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখলে, বলতেন, এটা আল্লাহর রাহমাত (বুখারী-মুসলিম)।

١٤٨ - وَعَنْ أَبِي عُمَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَاتِبُ الْغَنِيمَةِ خَمْسٌ ثُمَّ فَرَأَهُ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَعْلَمُ الغَيْثَ الْآتَيَةَ - رَوَاهُ البُخَارِيُّ

১৪৮-১৪৯। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেন্নব্ব গাছেরের চারি পাঁচটি। তারপর জিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, নিচয়ে আল্লাহ, যার কাছে রয়েছে কিম্বামুতের জ্ঞান। আর তিনিই পাঠান ফেষ-কৃষি' (বৃথানী)।

١٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتِ السُّنْنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا وَلَكِنَّ السُّنْنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا وَلَا تَنْبَتُ الْأَرْضُ شَيْئًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪২৯। হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কৃষি মা ইউয়া প্রকৃত দুর্ভিক্ষ নয়। বরং প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হল্যে, তোমরা বৃষ্টির পর বৃষ্টি লাভ করবে অথচ মাটি ফসল উৎপাদন করবেনা (মুসলিম)।

### বিজীয় পরিষেদ

١٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبِيعُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَائِيٌّ بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ فَلَا تَسْبُبُوهُمَا وَسَلُوْلُ اللَّهِ مِنْ حَيْرَاهُمَا وَعُودُهُمْ مِنْ شَرِّهُمَا - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدُ وَأَبْيَانُ مَاجَةَ وَالْبِهْبِيُّ فِي الدَّعْشَوَاتِ الْكَبِيرِ

১৪৩০। হয়রত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। বাতাস আল্লাহর তরফ থেকে-আসে। এই বাতাস রহমত নিয়েও আসে + আবর আমাব নিয়েও আসে। তাই একে গাল মন্দ দিওবা। বরং আল্লাহর কাছে এর কল্পাণের দিক কামনা করো ও মন্দ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও (শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও বায়হাকী দাওয়াতুল বুরীর)।

১৪৩১ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعِنَ الرَّبِيعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْعَنُوا الرَّبِيعَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَانَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৪৩১। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাতাসকে অভিসম্পাত করলো। (একথা শনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। বাতাসকে অভিসম্পাত করোনা। কারণ তারা আজ্ঞাবহ। আর দ্বি ব্যক্তি এমন কোন জিনিসকে অভিশাফ দেয় যে জিনিস অভিশাফ পাবার যোগ নয়। এই অভিশাফ তার নিজের উপর ফিরে আসে। (তিরমিয়ী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গুরীব)।

১৪৩২ - وَعَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُبُوا الرَّبِيعَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرُهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَكِنُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرَّبِيعِ وَخَيْرٌ مَا فِيهَا وَخَيْرٌ مَا أَمْرَتُ بِهِ وَنَعِوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرَّبِيعِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمْرَتُ بِهِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ

১৪৩২। হযরত উবায় ইবনে কাআব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা বাতাসকে পালি গালাজ করোনা। বরং তোমরা যখন (এতে) মন্দ কিছু দেখবে বলবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ দিক কামনা করছি। এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এবং যে জন্য তাকে হকুম দেয়া হয়েছে তার ভালো দিক চাই। আমরা তোমাক কাছে পানাহ চাই, এই বাতাসের খারাপ দিক হতে। যতো খারাপ এতে নিহিত রয়েছে তা হতেও। এই বাতাস যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার অন্দে দিক হতেও (তিরমিয়ী)।

১৪৩৩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَتْ رِبِيعٌ قَطُّ الْأَجَّاجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِيهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا رَيْحًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحًا صَرْصَارًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرَّبِيعَ الْعَقِيمَ وَأَرْسَلْنَا الرَّبِيعَ لَوَاقِعَ وَكَانَ يُرْسِلُ الرَّبِيعَ مُبْشِرَاتٍ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَیْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ

୧୪୩୩ । ହୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଗାହ୍ ଇବନେ ଆକାସ ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ବାତାସ ପ୍ରବାହିତ ହୋଯା ଶୁଣୁ କରଲେ ନବୀ କରୀମ ସାଲାହୁଲ୍‌ଆହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମ୍ ହାଁଟୁ ଠେକ ଦିଲେ ବସନ୍ତେନ । ତିନି ବଲନ୍ତେନ, ହେ ଆଲାହ୍ । ଏଇ ବାତାସକେ ତୁମି ରହମତେ ରଙ୍ଗପାଞ୍ଚରିତ କରୋ । ଆସବେ ପରିଷତ୍ କରୋନା । ହେ ଆଲାହ୍ ଏକେ ତୁମି ବାତାସେ ପରିଣତ କରୋ । ଝଡ଼-ତୁଫାନେ ପରିଣତ କରୋନା (ଶାଫେସୀ, ବାଯହାକୀ ଦାଓଯାତ୍ରୁଳ କରୀର) ।

**ବ୍ୟାଖ୍ୟା :** ବାତାସକେ ଆରବୀତେ ଏକ ବଚନେ ‘ରୀହ’ ବଲା ହ୍ୟ । ଆରବୀ ଭାଷାଯ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବଚନେ ‘ରୀହ’ ବ୍ୟବହାତ ହଲେ ଏକ ବିପଞ୍ଜନକ ଘାଡ଼େ ଅର୍ଥ ବୁଝାଯ । ଆର ସଥନ ବହୁବଚନେ ‘ରୀଯାହ୍’ ବ୍ୟବହାର ହ୍ୟ ତଥନ ଏର ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ଖ-ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଯ । ହୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଗାହ୍ ଇବନେ ଆକାସ କୁରାନେର ଚାରଟି ଉନ୍ନତି ଦିଯେ ‘ରୀହ’ ଓ ‘ରୀଯାହ୍’ ଏର ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିଯେ ଦିଯେଛେ । (୧) ଆମି ତାଦେର କାହେ ଡ୍ୟାବହ ଶାନ୍ତି ହିସାବେ ରୀହକେ ପାଠିଯେଛିଲାମ । (୨) ଆମି ତାଦେର ପ୍ରତି ବନ୍ଦ୍ୟ ରୀହକେ (ଶାନ୍ତିରପେ) ପାଠିଯେଛିଲମ । (୩) ଆମି ତାଦେର ନିକଟ କରିଲା ହିସାବେ ଗଭିନୀ ରୀଯାଇ ପାଠିଯେଛିଲାମ (ଯାର ଦ୍ୱାରା କାହେ କରନ୍ତିଥିଲା) । (୪) ତିନି ସୁସଂବାଦମହ ରୀଯାଇ ପାଠାନ । କିନ୍ତୁ କୁରାନେ ଏର ବିପରୀତ ବ୍ୟବହାର ଆହେ । ତାଇ କେଉ କେଉ ହାଦିସଟିକେ ଯୟାକିମନ୍ତ୍ର ବଲେ ଥାକେନ ।

୧୪୩୪ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْصَرَ نَاسِيَّاً مِّنَ السَّمَاءِ تَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَأَسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفْتَ اللَّهُ حَمَدَ اللَّهُ وَكَانَ مَطْرَأً قَالَ اللَّهُمَّ سَقِّنَا فِعًا - رَوَاهُ أَبُودَاوْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْلَّفْظُ لَهُ .

୧୪୩୪ । ହୟରତ ଆଯେଶା ରାଃ ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ତିନି ବଲେନ, ନବୀ କରୀମ ସାଲାହୁଲ୍‌ଆହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାମ୍ ଆକାଶେ ମେଘ ଦେଖିଲେ କାଜ କର୍ମ ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ତାର ଦିକେଇ ନିବିଷ୍ଟିତ ହେଁ ଯେତେନ । ତିନି ବଲନ୍ତେନ, “ହେ ଆଲାହ୍! ଆମି ତୋମାର କାହେ ଆଶ୍ରଯ ଚାଇ । ଏତେ ଯେ ମନ୍ଦ ରଯେଛେ ତା ହତେ ।” ଏତେ ଯଦି ଆଲାହ୍ ମେଘ ପରିଷାର କରେ ଦିତେନ । ତିନି ଆଲାହୁର କାହେ ଶୁକରିଯା ଆଦାୟ କରନ୍ତେନ । ଆର ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ହତୋ ବଲନ୍ତେନ । ହେ ଆଲାହ୍! ତୁମି କଲ୍ୟାଣକର ପାନି ଦାନ କରୋ (ଆବୁ ଦ୍ଵାଉଦ, ନାସାଯୀ, ଇବନେ ମାଜା ଓ ଶାଫେସୀ) ।

୧୪୨୫ - وَعَنْ أَبْنِ اُمِّ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوْاعِقِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا نُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالترْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

১৪৩৫। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের শব্দ ও কলে মালতেসখ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার গজব দ্বারা মৃত্যু দিওন এবং তোমার আমার দ্বারা ধূংস করোনা। বরং এ অবস্থার আগেই তুমি আমাদের নিরাপত্তার বিধান করো। (আহমাদ, তিরমিয়ী, ইমাম তিরমিয়ী বলেন, হাদীসটি গুরীৰ)।

### তৃতীয় পরিচেষ্ট

١٤٣٦-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৩৬। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেঘের গর্জন শব্দেন কলম্বৰ্তা বক্ষ করেছিলেন। তিনি বলতেন, আমি পরিদ্রোধ করছি সেই সত্তার শব্দ পরিদ্রোধ করে “মেঘের গর্জন, তার প্রশংসাসহ ক্ষেরেণ্টাগণ্থও তার জ্ঞান তাঁর পরিদ্রোধ বর্ণনা ও প্রশংসা করেন” (ইমাম মালিক)।

### ▲ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ▼

১৪৩৭-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৩৮-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৩৯-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৪০-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৪১-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৪২-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৪৩-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৪৪-عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّزِيرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَرَأَ الْحَدِيثَ وَقَالَ شَيْخَاتِكَ الَّذِي يَسْبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَبْقِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ

مشکوٰۃ مسٹر

# میشکاتُل ماساَبیہ

ہادیس سِنگلن ایتھاںےر شرطیتی عپہار

## میشکات شریف

۲

آذکارما و لیئی دنیں آر بی آب دلکھا  
مُحَمَّد ای و نے آب دلکھا  
آل-حَنْفیہ آل-عَمَّاری آت تاریخی